হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

জয়শ্রী প্রকাশন
কলিকাতা-২৬

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ

জয়শ্রী প্রকাশন । ২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড

কলিকাতা ২৬

মুদ্রক : শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত

ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

অনিল রায়

[২৬ মে ১৯০১-৬ জানুয়ারি ১৯৫২]

অনিলচন্দ্র চিদ্‌-বৃত্তিতে ছিলেন অধ্যাত্মবাদী, হৃদ্‌-বৃত্তিতে মানব-প্রেমিক, যুগ-ধর্মের প্রেরণায় নিপীড়িত ভারতবাসীর সহমর্মিতায় কর্মে বিপ্লবী। উর্ধ্বমূল চিত্তটি তাঁর প্রেমের টানে হয়েছিল অধঃশাখ, নেমে এসেছিল ললিতে-কঠোরে বিপরীত ধরিত্রীর ধূলিতে।

আর শ্রীযুক্তা লীলা রায় ছিলেন কর্মযোগী। যোগ যে-অর্থে 'কর্মসু কৌশলম্' সেই অর্থেই তিনি কর্মযোগী— কর্মপ্রাণ। তাঁরও সত্তার মূলে ছিল মানব-প্রেম। আর, সে-মূলে যখন অধ্যাত্মরস সিঞ্চিত হল তখন উর্ধ্বশাখ হয়ে পেলেন 'kindred point of Heaven and Home…'.

অনিলচন্দ্র ও লীলা রায় ছিলেন একে অন্যের 'প্রাণ ইবাপরঃ'। একে অন্যের পরিপূরক। বিশ দশকে কর্মযজ্ঞের শুরুতে অনিল রায়ের হাতে গড়া সেদিনকার কোনো কোনো প্রথম সারির সহকর্মী এমনতর ইঙ্গিত করেছেন যে, লীলা রায়ের বিপ্লবী সত্তা যেন স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, লীলা রায়ের জীবন-সাধনাকে অনিলচন্দ্রের জীবন-সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অন্ধের হস্তি-দর্শন-তুল্য। উভয়ের তাদাত্ম্য সহজ-সিদ্ধ।

অনিলচন্দ্রের ছিল এক অখণ্ড সমন্বয়-সত্তা। এই সমন্বিত সত্তা সমাজে যে-বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়েছিল এখানে সেই বিচিত্র প্রকাশের পরিচয় গ্রহণের প্রয়াস।

অনিলচন্দ্র ছিলেন প্রকাণ্ড প্রশাখ পুরুষ। এই বিচিত্রকর্মা পুরুষ তাঁর অপূর্ব জীবন থেকে বিবিধ রসধারা উৎসারিত, বিচিত্র ছন্দ স্পন্দিত, নানা শক্তিকণা বিচ্ছুরিত করে রাজনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে আত্মিক মুক্তিসাধনায় আপনাকে সার্থক করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

সংগীত ছিল তাঁর 'দুঃখ-সুখের সাথী, সঙ্গী দিনরাতি'। জেল থেকে তাঁর এক ভাইকে তিনি লিখেছিলেন, 'গান মনকে সহজ, সতেজ রাখার অব্যর্থ উপায়।' তাঁর এই সংগীতপ্রবণতা গান গেয়েই নিঃশেষ হয় নি, সংগীত রচনায়ও প্রবাহিত হয়েছিল।

বহু রসের ধারা এই একটি জীবনে মিলিত হয়েছিল। এদিক দিয়ে অনিলচন্দ্র ছিলেন বাংলার খাঁটি ছেলে— নিখাদ বাঙালী। এক সিন্ধুনদ ছাড়া উত্তরাপথের,

সমস্ত জলাধারকে বাংলাদেশ আকর্ষণ করে গণ্ডূষে আহরণ করেছে। মনে হয়, এই নানা প্রবাহের সঙ্গে ভারতের সকল সাধনা, ভাবরস ও সংস্কৃতির ধারাও বাংলা তথা বাঙালীতে সমাহৃত। এমন সমন্বয়ের সাধনা ভারতের আর কোনো দেশে নাই। সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, উর্দু প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে এই সর্বভারতীয় ধর্ম-কর্ম-সাধনাকে আহরণ করে অনিলচন্দ্র আপন জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। এই কারণে বলেছি, অনিলচন্দ্র ছিলেন খাঁটি বাঙালী।

অনিলচন্দ্রের চরিত্র ও জীবন নির্মিত হয়েছিল হয়তো 'কৃষ্ণচরিত্রের' আদর্শে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সমুদায় বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানই ধর্ম। অনিলচন্দ্রের জীবন পর্যালোচনা করলে মনে হয়, তিনিও এই ব্যাপক, গভীর, মহত্তর ধর্ম-সংজ্ঞা গ্রহণ করে নিজের জীবন ও চরিত্র গঠন করেছিলেন। বালক-কাল থেকেই রঞ্জনী-বৃত্তির সঙ্গে বীর্যসুপ্ত পৌরুষের সাধনায়ই তাই তিনি সমান উৎসাহী ছিলেন। তাই কুস্তি, লেখাপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলায় ছিল তাঁর সমান রুচি।

আবার যে-কোনো সাধনা নিজে করেছেন, যে উৎকর্ষ নিজে লাভ করেছেন, অপরকে তা শেখাতেও তিনি ছিলেন সমান আগ্রহী। সকল উৎকর্ষ ও বৈদগ্ধ্যের ভাগ অনুবর্তী ও সহকর্মীদের দিতে পারলেই তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন। তাই, কি কুস্তি, কি লেখাপড়া, কি গান-বজনা সব-কিছুই সর্বাধারে রাখবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তিনি। গানের পাঠ দেওয়া, নতুন ভাষা শেখানো, পাঠচক্রে পড়ানো প্রভৃতি কাজে প্রচুর আনন্দ পেতেন।

প্রায় একই সময়ে দুটি আপাতবিরোধী ভাবাদর্শ অনিলচন্দ্রের মর্মদ্বারে উপস্থিত হয় এবং অন্তরে প্রবেশলাভ করে। দুটি উত্তাল তরঙ্গ একই সময়ে তাঁর সত্তাকে বিষম উদ্‌বেল করে তোলে। একটি প্রেমানন্দ-ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, অন্যটি রাজনৈতিক বিপ্লবের ভাবতরঙ্গ। এই অপরামুখী ও পরামুখী ভাবনা তাঁর হৃদ্‌বৃত্তি ও চিদ্‌বৃত্তিকে যেন মন্থন করতে শুরু করে। একটি তাঁকে করে তোলে সংসার-বিমুখ বিবাগী, অপরটি টানে মাটির টানে। কিন্তু মানব-দরদী অনিলচন্দ্র মানুষের দুঃখবেদনাকে উপেক্ষা করে নিঃসম্পর্ক বৈরাগ্যসাধনে সমাজ ও সংসারকে ত্যাগ করতে পারেন নি। দীর্ঘকালের মনন ও বিচারের দ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন করে উভয় আদর্শকেই নিজের জীবন সাধনায় সমন্বিত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে নেতাজীর ভাব-কর্ম-সাধনার মধ্যেও এই সমন্বয় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই শনৈঃ শনৈঃ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একই

কর্মযোগে যুক্ত হয়ে সুভাষবাদের মর্মোদ্ঘাটন, প্রচার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

পরাতত্ত্বে যে-অনিলচন্দ্র ছিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী অপরাতত্ত্বে তিনিই আবার বহুবাদী। প্রকাশতত্ত্বের মর্মগ্রাহী চিদ্‌বৃত্তিকে প্রেমানুভূতি-প্রবণ হৃদ্‌বৃত্তির সঙ্গে যোগ-যুক্ত করে জগদ্‌ব্যাপারে ও সমাজতত্ত্বে তাই তিনি নানা-কারণবাদী। নিরপেক্ষ নির্বিশেষ তাই অনিলচন্দ্রের কাছে আপেক্ষিক সবিশেষ। সংসার ও সমাজ-ব্যাপার তাই তাঁর কাছে a nexus of relations.

ধীরে, অতি ধীরে এই ethereal spirit মানব-প্রেমের আকর্ষণে 'ললিতে-কঠোরে' বিপরীত এই ধুলার ধরণীতে বাসা বাঁধল। এই ক্রম-পরিণতিতে একবার ছেদ পড়বার উপক্রম হয়েছিল। মানুষের প্রতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রতি অনিলচন্দ্রের মনে অবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটেছিল তাঁরই প্রথম সারির সহকর্মীর আচরণে। এক সঙ্গীকে নিয়ে বদরিকার 'শান্তরসাস্পদ' পরি-বেশে অনিলচন্দ্র মানুষের প্রতি হারানো আস্থা ফিরে পেয়ে আবার নতুন উদ্যমে প্রারব্ধ বৈপ্লবিক কর্মসাধনার পথে অগ্রসর হন।

বিপ্লব-কর্ম ও লোকসেবার অজস্র প্রবাহের মধ্য দিয়ে কর্মসাধনার শুরু। ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে কিশোর অনিলচন্দ্র আত্মজিজ্ঞাসা ও বিচারে প্রবৃত্ত হন। একদিকে দর্শন, অন্য দিকে রাজনীতি-সমাজনীতির বই পড়ে পড়ে রাত ভোর হয়ে যেত। যদি বা নিদ্রা যেতেন, সে ছিল 'শুনোঃ নিদ্রা'। এমনি করে অধ্যয়ন, বিচার ও চিন্তায় তিনি বয়সে নবীন হয়েও জ্ঞানে ও মননে প্রবীণ হয়ে উঠলেন। রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণা ক্রমে চিত্তে গেঁথে গেল, তবু তখনো চিত্তদোলা বুঝি শান্ত হয়-নি, রাজনীতিতে শরবৎ তন্ময়তা আসে নি। কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মজীবন ইতি-মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। "... বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহস-শৌর্য এবং সর্বোপরি নেতৃত্বশক্তি কৈশোরকাল থেকেই সমবয়সীদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশি তাঁর মধ্যে ছিল বলেই দলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই 'ইনার সার্কেলে' তাঁর স্থান হয়ে যায় এবং অল্প বয়সেই স্বীয় গুণে ও অদ্ভুত সংগঠন ক্ষমতার প্রভাবে তিনি দলস্থ নেতৃবৃন্দের অন্যতমরূপে পরিগণিত হন।"

অনিলচন্দ্র তখন দলের শক্তির উৎস, তাঁর মন্ত্রে দলে প্রাণের জোয়ার এল। নানা জনহিতকর ও সমাজ-সংস্কৃতির কাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হল তার বিচিত্র ধারা। শুরু হল নৈশ বিদ্যালয়, Social Welfare League.

নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র মুসলমান, গরিব, গৃহস্থ ও মজুরদের ছোট ছোট ছেলে। সেকালে বিপ্লবীদের একটি প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা স্কুলের মধ্যবিত্তঘরের ছাত্রদের, বিশেষত হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু অনিলচন্দ্র তখনই বিপ্লব-সাধনায় জনসাধারণের যোগ এবং অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সার্থক বিপ্লবের জন্য অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেবার যোগ আশু প্রয়োজন। তাই গুটিকয়েক মুসলমান ছেলেকে বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শে এনেছিলেন। এই প্রয়োজনীয়তাবোধেই ১৯৩৮ সালে ডিটেনশন থেকে বেরিয়ে আবার মুসলমান কিষাণ-প্রধান বায়রা গ্রামে শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের ও সহকর্মীদের সহযোগে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলমানদের চাঁদার সাহায্যে এই স্কুলের পত্তন হয়।

সেবাব্রতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় চিহ্নিত রয়েছে মানব-দরদী অনিলচন্দ্রের এক প্রকৃষ্ট পরিচয়। নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্ধের স্নানের মেলায় স্নানার্থীদের সেবার কাজ চলেছে। ঝড়ে সেবাব্রতীদের তাঁবু পড়ে যাচ্ছে। অনিলচন্দ্র তখন সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁবুর দড়ি টেনে ধরে তাঁবুটিকে খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন। ঝড়জল সবার মাথার উপর দিয়ে সমানে বয়ে গেল। ঝড় থামল, সবাই তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু অনিলচন্দ্র তাঁদের মধ্যে নেই। খুঁজে দেখা গেল, এক জায়গায় স্নানার্থীদের হোগলাপাতার ঘর উড়ে গেছে, অনিলচন্দ্র সেখানে কাজে ব্যস্ত। ভিজে জামাকাপড় গায়ে শুকোচ্ছে, কিন্তু অনিলচন্দ্রের তাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। দুঃখ লাঞ্ছনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও জীবনে একটিমাত্র তৃপ্তিকে তিনি স্বীকার করেছেন— তা হল মানুষকে ভালবেসে। ছোটভাইকে জেল থেকে লিখেছেন তিনি— "ব্যর্থতা আছে, নিরানন্দ আছে, তবু মনে মনে বিশ্বাস আছে, মানুষকে ভালবাসি। এইখানেই মন তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়।"

এই স্নেহ-মমতার ধারায় তাঁর সহকর্মীরাও ধন্য। কোনো সহকর্মী জানিয়েছেন, গভীর রাত্রে কর্মক্লান্ত দেহে তাঁর পাশে ঘুমিয়ে পড়া সহকর্মীকে সারারাত জেগে পাখা করেছেন তিনি— পাছে মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যায় তার।

এদিকে Social Welfare League বাংলা ভাষায় 'শ্রীসঙ্ঘ' নাম গ্রহণ করে। কর্মী সংগ্রহ করে লোক-সেবা ও বিপ্লবের আয়োজন একই সঙ্গে চলতে থাকে। কর্মী-সংগ্রহে অনিলচন্দ্র বিপ্লবীদলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আমদানি করেন। শিক্ষাদীক্ষায় যারা দড় বিপ্লব-সাধনায় তারা অকেজো ; তারা career খুঁজবেই

এবং বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হবে। এই প্রচলিত ধারণাকে অনিলচন্দ্র গোড়াতেই অস্বীকার করে লেখাপড়ায় দড় এমনতর স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরই 'শ্রীসঙ্ঘে' সংগ্রহ করতে থাকেন। এককালে দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ ছিল ক্লাসের ওপরের দিক থেকে দশটি ছেলেকে কর্মীরূপে দলে সংগ্রহ করতে হবে। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠায় এ নির্দেশের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবও হয়েছিল।

শ্রীযুক্তা লীলা নাগের পরিচালনায় ১৯২৩ সালে দীপালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দীপালি সঙ্ঘ প্রতি বছর অনন্য-সাধারণ নিখুঁত প্রদর্শনীর আয়োজন করতে থাকে। বাংলায় শুধু মহিলাদের প্রচেষ্টায় প্রদর্শনী এই প্রথম। শ্রীযুক্তা নাগ-পরিচালিত দীপালী প্রদর্শনীর নানা কাজে শ্রীসঙ্ঘ সহায়ক হস্ত প্রসারিত করে। যে শ্রীমতী নাগ একসময়ে ছিলেন অনিলচন্দ্রের সতীর্থা, তিনিই ক্রমে হলেন বিপ্লব-সাধনায় তাঁর সহকর্মিণী, অবশেষে ১৯৩৯ সালে তাঁর সহধর্মিণী।

ওদিকে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে শ্রীসঙ্ঘের সংগঠনের কাজ ঢাকা শহরের সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যাপক প্রসারের প্রেরণা অনিলচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক কর্মনিষ্ঠা। বাঁকুড়া, বর্ধমান, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও শ্রীহট্টে সংঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। কোনো কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠান আবার ১৯৩০-এ মহাত্মা গান্ধী-পরিচালিত লবণ-আইনভঙ্গ আন্দোলনেও যোগ দিল।

১৯২৬ সালে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধে। ঐ দাঙ্গায় অনিলচন্দ্রের সাহসের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি হাতিয়ার ছাড়াই শুধু হাতে দাঙ্গাকারীদের মাঝে ঢুকে পড়েন জনতিনেক সহকর্মীর সাথে। কিন্তু অনিলছন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের প্রতিরোধ ছিল এতই প্রবল ও আন্তরিক যে দাঙ্গাকারীরা হটে যেতে বাধ্য হয়।

ইতিমধ্যে ১৯২৫ সালে সহকর্মীদের নিয়ে তিনি ফরিদপুর কংগ্রেস অধিবেশনে এবং পরে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস ও ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনেও যোগ দেন।

এইরূপে শিক্ষা ও সংগঠন কর্মে যখন তিনি ডুবে আছেন তখন ভারতের বিপ্লব-ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ভারতের বিপ্লব-সাধনা তখন ক্রম-বির্তনের পথে সন্ত্রাসবাদী কর্ম থেকে একধাপ এগিয়ে খণ্ড-বিপ্লবে

*আত্মপ্রকাশ করে। অমনি শুরু হয় ধর-পাকড়ের হিড়িক। অনিলচন্দ্র ঐ অস্ত্রা-*গার লুণ্ঠনের অল্পকাল পরে কারারুদ্ধ হন। শ্রীসঙ্ঘের শক্তিসঞ্চয়ের প্রচেষ্টা পুলিশের সন্ধানী চোখে পুরোপুরি ধুলো দিয়ে চলতে পারে নি।

কিন্তু ঐ খণ্ডবিপ্লবের ধারাকে সমর্থন জানিয়ে বৈদেশিক শোষণের উচ্ছেদে গান্ধীজীর আইনভঙ্গ আন্দোলনকে অন্য দিক থেকে সহায়তা করে সারা দেশে সন্ত্রাস-কর্মের বিদ্যুৎচমক খেলতে থাকে। এতে অনিলচন্দ্রের দল— শ্রীসঙ্ঘও সাগ্রহে যোগ দেয়।

১৯৩০ সাল থেকেই আইডিওলজিকাল বা আদর্শগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। বন্দি-নিবাসে নিজের সহকর্মীদের মধ্যে এবং অন্যান্য দলের কর্মীদের মধ্যে বিপ্লব-সাধনায় সন্ত্রাস-পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। গান্ধীজীর ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের পুরোনো কর্মপদ্ধতি সন্ত্রাসকর্মের আর প্রয়োজন নেই, এই বোধ থেকেই সংশয়ের উদ্ভব। এই সংশয় ও মানসিক দ্বন্দ্বের মুখে কম্যুনিজম এক নতুন মতবাদরূপে দেখা দেয় এবং বহু কর্মী বিচার-বিশ্লেষণ না করেই এই মতবাদ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু কম্যুনিজম-এর মূল-নীতি জড়বাদের সঙ্গে অনিলচন্দ্রের বিরোধ চিরকালের। মার্কস্‌বাদী জীবনদর্শন, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা তাঁর কাছে একান্ত অগ্রাহ্য।

অথচ, প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা সমাজতন্ত্রের অপরিহার্যতা তাঁর প্রগতিবাদী ভাবনায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সমাজতন্ত্রকে, পরিবর্তিত আর্থিক ব্যবস্থা ও ভারতীয় ভাবনা-সমৃদ্ধ নির্বাধ সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবনস্ফূর্তির সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায়ই অনিলচন্দ্রের আইডিওলজিকাল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও ইতিহাস-বোধ থেকে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, যে-কোনো মতবাদই দেশ-কাল অবচ্ছিন্ন, চিরায়ত নয়। তাই মার্কসবাদকে সমাজ-ও-জীবন দর্শনের শেষ কথা বলে তিনি স্বীকার করতে পারেন নি।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

শুধু শাস্ত্র অবলম্বন করেই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে থাকে।

মহাভারত-কাব্যের এই নির্দেশকে সত্য নির্ধারণের ও দ্বন্দ্ব নিরসনের একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করে মার্কসবাদের বিকল্প ও ডায়ালেকটিকের ফাঁসমুক্ত সমাজ-

বিবর্তনের মৌল সূত্র সম্বন্ধে অধ্যয়ন, মনন ও বিচারে দীর্ঘ কারাবাসের অধিকাংশ কাল তিনি অতিবাহিত করেন।

১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর নেতাজীর রাজনৈতিক আদর্শে ও জীবন-দর্শনের সঙ্গে অনিলচন্দ্র নিজস্ব চিন্তাধারার ঐক্য আবিষ্কার করেন। ক্রমে নেতাজীর সঙ্গে অনিলচন্দ্রের ও শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের ব্যক্তিগত পরিচয় ও সান্নিধ্যের ফলে তাঁর রাজনৈতিক সাধনার সহকর্মীরূপে উভয়ে যুক্ত হয়ে পড়েন। এমনি করে অনিলচন্দ্র ও লীলা রায়ের জীবনে ও তাঁদের দলের ইতিহাসে এক নতুন সমৃদ্ধতর অধ্যায় সংযোজিত হয়। সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নেতাজীর জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কসবাদের বিকল্প এক নতুন সমন্বিত আদর্শ ও জীবনবাদকে উভয়ে কর্মে ও মননে রূপায়িত করতে থাকেন। "শুধু জড় জীবনই নয়, শুধু ঐহিক ভোগই নয়, জীবনে ঐহিকের মধ্যে আত্মিককে এবং জড়শক্তির মধ্যে চিৎ-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ দুয়ের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই হল ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই সামঞ্জস্য জড়জীবনকে, ঐহিক ভোগসমৃদ্ধিকে বাদ দেয় নাই।" অনিলচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের জীবন-বীণার প্রতিটি ঝঙ্কারে এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সামগানই ধ্বনিত হচ্ছে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে তৃতীয়বার কারাবাসের পূর্ব পর্যন্ত এবং ১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পর মৃত্যু পর্যন্ত— এই গুটিকয়েক বছরে ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠনে সারা ভারত-ব্যাপী কর্ম-চাঞ্চল্য, ঢাকা-কলকাতা-নোয়াখালির দাঙ্গায় আর্তসেবা, সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও দেশবিভাগের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট নিরসনে লিখন ভাষণ ও অন্যবিধ প্রচেষ্টা এবং সুভাষবাদী আদর্শ প্রচারে দুর্জয় নিষ্ঠা ও সাহস— অনিলচন্দ্রকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সংগীত, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনায়, রাজনৈতিক সাধনায় ও মানবসেবার কর্মে তাঁর প্রোজ্জ্বল প্রতিভা তার অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই বিচিত্রকর্মা পুরুষের অকাল-প্রয়াণ সমন্বয়-সমৃদ্ধ ভারতীয় সাধনায় অকস্মাৎ ছেদ টেনে দিয়েছে। এ ক্ষতি শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নয়, সারা ভারতের দুষ্পূরণীয় ক্ষতি।

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়
পথচারী

ভূমিকা

যে কোনো বিশেষ দার্শনিক পদ্ধতি ইতিহাস-সম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার পক্ষে ঐ পদ্ধতির পূর্বাপর চিন্তার ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন হয়। শ্রদ্ধেয় লেখক অনিল রায় মহাশয় তাঁর 'হেগেলীয় দর্শন' গ্রন্থে হেগেলীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি আলোচনা করেছেন ঐ একই ধারায়। তিনি আরম্ভ করেছেন হেগেলীয় দর্শনের মূল তত্ত্ব নিয়ে এবং ঐ তত্ত্বের বিশ্লেষণে তিনি দ্বান্দ্বিক ধারা বা পদ্ধতির (Dialectic Movement or Method) বিচার করেছেন। ডায়ালেকটিক মেথড হেগেলের দর্শন-চিন্তার প্রাণ-কেন্দ্র।

হেগেলের 'সায়েন্স অব লজিক' দুই অংশে (১৮১২-১৬) এবং পরের বছরেই তাঁর 'এন্সাইক্লোপেডিয়া অব ফিলজফিকাল সায়েন্স' (Encyclopadia of Philosophical Science) প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের প্রথম অংশে 'লজিক' আলোচিত হয়েছে।

হেগেলের দর্শন-চিন্তার মৌল তত্ত্ব সকল তাঁর 'লজিক'-এ পাওয়া যায়। কারণ হেগেলীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল ঐ লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র। হেগেলের এই ন্যায়শাস্ত্র সাধারণ-প্রচলিত আকারিক ন্যায় (Formal Logic) ও তার অতি সূক্ষ্ম বিস্তার নয়, এ লজিক স্বতন্ত্র। নিখিল বিশ্বের ক্রম-বিকাশের ধারা ও তৎপ্রসঙ্গে নানা তত্ত্ব এবং মানুষের চিন্তা ও চিন্তার পরিণতির পক্ষে বিধিসকল অর্থাৎ জড় জগৎ ও চিন্তা জগতের মূল সূত্রাবলী হেগেল আলোচনা করেছেন তাঁর ঐ ন্যায়শাস্ত্রে।

উইলিয়াম ওয়ালেস (William Wallace) তাঁর 'The Logic of Hegel' গ্রন্থে বলেছেন, "This is the work which is the real foundation of the Hegelian Philosophy. Its aim is the systematic reorganisation of the Commonwealth of Thought..." মানুষের চিন্তা-রাজ্যের সমস্ত ক্রিয়া ও কার্যপ্রণালীকে নতুন করে বিশ্লেষণ করে তার একটা বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা ন্যায়শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া হেগেল নিজেই তাঁর ন্যায়শাস্ত্রকে তত্ত্বদর্শন বা 'Metaphysics' নাম দিয়েছেন। হেগেলের মতে 'Real' হল 'Rational' ও 'Rational' হল 'Real'। কারণ দর্শনের যে অংশে পারমার্থিক সত্তা বা অনুত্তরের (absolute) আন্তর স্বরূপ আলোচিত হয় তাহাই হেগেলের মতে ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক। যারা ন্যায়শাস্ত্রকে তত্ত্ব-নিরপেক্ষ কেবল আকারগত বিজ্ঞান বলতে

অভ্যস্ত তাদের কাছে ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে হেগেলের ঐ ধারণা অদ্ভুত ও অত্যুক্তি মনে হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে হেগেলীয় চিন্তায় অনুত্তর (absolute) এমন এক শুদ্ধ চিন্তা যার বিবেচ্য বিষয় সর্বাধিক প্রকাশ— যে প্রকাশ বাহ্যপ্রকাশ হোক বা তদ্‌ভিন্নই হোক। স্বরূপত শুদ্ধ চিন্তার বিজ্ঞান হল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক। শুদ্ধ চিন্তা আবার বাস্তব সত্তার স্বরূপ এবং ঐ দিক থেকে ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা একই বিন্দুতে মিলিত হয় অর্থাৎ মূলত লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা বা তত্ত্বদর্শন হল স্বরূপতঃ অনুত্তরের স্বরূপ আলোচনা।

দার্শনিক চিন্তায় দুটো প্রধান সমস্যা হল,— (১) জ্ঞানের স্বরূপ কি? (২) কিভাবে বা কী পদ্ধতিতে ঐ জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি? হেগেলের ন্যায়শাস্ত্রে বা 'লজিক'-এ দুটো বিষয়ই বিচার করা হয়েছে। (ক) বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ, (খ) পদ্ধতিগত দিক থেকে ঐ জ্ঞানের বিশ্লেষণ।

সমগ্র যৌক্তিক চিন্তায় হেগেল যে পদ্ধতি ধরে এগিয়েছেন তা হল ডায়ালেকটিক মেথড (Dialectic Method) যা আমরা পূর্বেই বলেছি।

লেখক শ্রীঅনিল রায় তাঁর গ্রন্থে এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনটি শিরোনামে,— ডায়ালেকটিক-১ (পৃঃ ৭০-৭৪), ডায়ালেকটিক-২ (পৃঃ ৭৫-১০০), ডায়ালেকটিকের সমালোচনা (পৃঃ ১০১-১৯২)।

এই ভূমিকায় হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতি বা 'ডায়ালেকটিক' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

হেগেলের দার্শনিকতায় 'ডায়ালেকটিক' শব্দটি গতি ও পদ্ধতি হিসেবে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। 'ডায়ালেকটিক' আবার ন্যায়শাস্ত্র বা লজিকের অন্তর্ভূত। হেগেলের লজিক পর্যায়ক্রমে যেমন, Logic of Being, Logic of Essence, Logic of Concepts, Logic of Notions...ইত্যাদি ক্রম অভিব্যক্তির নানা ধারায় প্রবাহিত। হেগেলের পূর্বে যে-সব লজিক প্রচলিত হয় যেমন, আরিস্ত-তলের আকারিক ন্যায় (Formal Logic), রোজার বেকনের 'আরোহলব্ধ ন্যায়' (Inductive Logic),— পরে জন স্টুয়ার্ট মিল যার সুপরিণত রূপ দেন, হেগেল একেবারে অস্বীকার করেন। আকারিক ন্যায়ের তিনটি মূল সূত্র যেমন অভেদ নীতি (Law of Identity), বিরোধ নীতি (Law of Contradiction) ও নির্মধ্যম নীতি (Law of Excluded Middle) নীতিগুলিকে 'নিতান্ত অকেজো, প্রাণহীন ও অর্থহীন' ব'লে হেগেল মন্তব্য করেন। হেগেল তাই দর্শন চিন্তার নব-

দিগন্ত উন্মুক্ত করবার জন্য নতুন লজিক রচনা করলেন যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, 'ডায়ালেকটিক লজিক'।

প্রশ্ন, 'ডায়ালেকটিক নীতি' বা 'বিরুদ্ধ সমন্বয় নীতি' বলতে হেগেল কী বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন? এ কথা ঠিক হেগেলের 'ডায়ালেকটিক নীতি' ব্যাখ্যা একপ্রকার দুঃসাধ্য, অথচ এই নীতি না বুঝলে হেগেলীয় দর্শনের কোনো অর্থই হয় না।

হেগেলীয় দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্যকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ম্যাক ট্যাগার্ট তাঁর 'Studies in the Hegelian Dialectic' গ্রন্থে বলেছেন :— "The Idea of synthesis of opposites is perhaps the most characteristic in the whole of Hegel's System. It is certainly one of the most difficult to explain."

হেগেলের দৃষ্টিতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—এই দুইয়ের মধ্যে সত্যিকার কোনো পার্থক্য নেই। জড় ও চেতন (Being and Consciousness) বাহ্য ও আন্তর—এই দুই রাজ্যকে আলাদা মনে করা বা খণ্ডিত করে দেখা সংকীর্ণ বুদ্ধির ফল বা বিড়ম্বনা। এ-দুটি জগৎ আসলে একই সত্তার প্রকাশ। কাজেই জড়লোক ও চেতনলোক একই ধারায়, একই নীতিতে চালিত হবে। দুই রাজ্যেরই সকল ঘটনা, সকল বিধান ও পরিবর্তন একই তত্ত্বের নির্দেশে ঘটে চলেছে। সেই নীতি বা তত্ত্ব হেগেলের মতে পূর্বোক্ত 'ডায়ালেকটিক বা বিরুদ্ধ সমন্বয় নীতি'।

হেগেল খণ্ডবুদ্ধি (understanding) ও সমন্বয়ী বুদ্ধি (Reason)— উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের সকল চিন্তা ও মনন অন্তর্নিহিত রয়েছে 'ডায়ালেকটিক'-এ। প্রত্যেক চিন্তাই ভেতরের তাগিদেই নিজেকে বিরুদ্ধতা করে অপরেতে ব্যাপ্ত হয়। কারণ কোনো খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানুষের মনন-ক্রিয়া স্থির থাকতে পারে না। আগেকার অবস্থাকে অতিক্রম করে মনন যে অপর সত্তায় উত্তীর্ণ হয়, সেই অপর সত্তাটিও আবার আগের ন্যায় একটি খণ্ডিত সত্তা বা অবস্থামাত্র; কাজেই একেও নিরসন (negate) করে মনন আবার এ থেকে অপর চিন্তায় বা সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। এইভাবে ক্রমাগত মানুষের খণ্ডবুদ্ধি (understanding) একটির পর একটি খণ্ডসত্তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আগেকার প্রতিটি অবস্থার নিরসন (negation), এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মননের ধর্মই হল Dialectic বা বিরুদ্ধ সমন্বয় নীতি অনুসরণ

করে চলা।—"...thought in its very naturc is dialectical and that as understanding, it must fall into contradiction— the negative of itself." (Wallace, *The Logic of Hegel*).

এখানে আরো বলা যায় মানুষের গভীর মনন খণ্ড সত্যে বদ্ধ থাকতে চায় না, সে চায় দ্বন্দ্বের অতীত যে দ্বন্দ্বাতীত বিস্তার রয়েছে সেই স্তরে পৌঁছতে। খণ্ড খণ্ড সত্যকে বিধৃত করে বিরাজ করছে অনাদি অনন্ত চিরব্যাপক ভূমা। ঐ ভূমাকে হেগেল বলেছেন absolute বা পরম বা পূর্বোক্ত অনুত্তর।

শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার তাঁর 'Hegelianism of Human Personality' গ্রন্থে ডায়ালেকটিকের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, যে পদ্ধতি Reality-র আংশিক ধারণাকে বিরোধাত্মক প্রমাণ করে পূর্ণতর ধারণার দিকে চিন্তা-পদ্ধতিকে এগিয়ে দেয় এবং একটি অখণ্ড, অ-বিরোধী পরম সত্তার (absolute), নির্দেশ দেয় সেই পদ্ধতি হল 'ডায়ালেকটিক'। "...The method which seeks to show that a partial and inadequate conception of Reality is inherently contradictory and therefore leads on to a fuller and more adequate conception, which in turn is found to be equally one-sided and defective, till we reach the conception of a systematic totality of things in which a single spiritual principle is manifested or what Hegel calls the absolute Idea."

মানুষের চিন্তাজগৎ সম্পর্কে যেমন 'ডায়ালেকটিক' নীতি কার্যকর, জড়-জগতেও ঠিক ঐ একই ধারা চলেছে। জড়-জগতের বস্তুগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাও নির্ধারিত হচ্ছে ডায়ালেকটিকের নীতি অনুসারে। প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তদ্‌ব্যতিরিক্ত অপর বস্তু দ্বারা। একেই হেগেলের ভাষায় বলা যায় প্রত্যেক বস্তুই contradicted হচ্ছে সেই বস্তুর বিপরীত সত্তার দ্বারা। এই ক্রম-ধারাগুলির বিষয় অতি নিপুণভাবে লেখক বলেছেন,— "এই ক্রমানুসারে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে মানুষের জ্ঞান এসে উত্তীর্ণ হয় এক দ্বন্দ্বহীন ভূমায় যেখানে সত্য জেগে আছে অনাদি সামঞ্জস্য ও চিরকালের ঐক্যে··· ।" এই যে যাত্রা এগিয়ে চলেছে হেগেলের মতে এ একটা বাঁধাধরা ছক বা ফর্মুলা অনুসারে নির্ধারিত হয়। এই ছকই ডায়ালেকটিকের ছক।·· হেগেলের মতে "তিনটি ধাপ বা স্তরের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-বিবর্তন এগিয়ে চলেছে। হেগেল এর প্রথম ধাপের নাম দিয়েছেন

Thesis (স্থিতি)। এই ধাপকে যে স্তর খণ্ডন, নিরসন করে সেই পরবর্তী ধাপের নাম হল 'anti-thesis' (প্রতিস্থিতি)। এর পরে antithesis বা প্রতিস্থিতিকেও নিরসন করে যা তৃতীয় ধাপে বা স্তরে উন্নীত হয় তার নাম হচ্ছে Synthesis (সংস্থিতি)। এই ধাপে আগেকার দুই স্তরের অর্থাৎ স্থিতি-প্রতিস্থিতির (Thesis-anti-thesis) বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। কারণ ঐ স্তর আগেকার দুই স্তর থেকে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর ঐক্যে বিধৃত হয়ে আছে।"

প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে পূর্বোক্ত সংস্থিতি হ'ল দুটো নিরসন (negation)-এর ফল। এইজন্য সংস্থিতি বা Synthesis-কে নিরসনের নিরসন বা (negation of negation) বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি— এই তিনটি শব্দই আপেক্ষিক। যে-কোনো ঘটনাকে স্থিতি ধরলে পর পর দুটো ধাপ প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির অবকাশ রয়েছে। আবার ঐ স্থিতিটি নিজেও এর আগেকার দুটো ধাপের সংস্থিতি। কারণ ঐ দুটো ধাপ পর পর খণ্ডিত বা নিরস্ত হয়েই অর্থাৎ 'negation of negation'— হয়েই বর্তমান 'স্থিতি' জন্ম নিয়েছে। এই ভাবে বিকাশের বা পরিবর্তনের যাত্রা চলেছে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির ক্রমিক ধারায়।

ওয়ালেস্ তাঁর 'লজিক অব হেগেল' গ্রন্থে সুন্দরভাবে বলেছেন— 'গতিই (movement) জীবনের ও জগতের মৌলিক ও সনাতন সত্য। এই গতির গোড়ার সত্যই হল 'ডায়ালেকটিক' এবং এই গতির ছন্দই 'ডায়ালেকটিক-র ক্রমিক ধারা।'

অতএব, যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই 'ডায়ালেকটিক'-এর প্রভাব। বিশ্বের কোনো কিছুই এই প্রভাব ছাড়িয়ে যেতে পারে না। সর্বস্তরের চেতনা ও সকল অভিজ্ঞতার বিধিসকলকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে রূপদান করে ডায়ালেকটিক।

'কোনো অবস্থাকেই আঁকড়ে থাকবার উপায় নেই। কালের যাত্রায় সবাইকে অংশ নিতে হবে। মহাকালের ছোঁয়াচ তাই পড়েছে সব-কিছুর উপর— সব-কিছু তাই লয়ের পথ ধরে চলেছে বিকাশের দিকে। বিলয়ের পথই জগতে বিকাশের পথ এবং এই বিলয়ের ছন্দই ধরা পড়েছে ডায়ালেকটিকের ত্রিমূর্তিতে।' এই গতি শুধুমাত্র গতি থাকছে না, হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রগতি। সমগ্র বিশ্বে ক্রমিক বিবর্তন চলেছে অগ্রগতির পথে। কেবল জড়-জগৎকে নয় মানুষের চিত্তক্ষেত্রে ও সংস্কৃতি জগতেও এই ক্রম-বিবর্তন সত্য।

'ডায়ালেকটিক' সম্পর্কে আমরা যা পূর্বে বলেছি তার ফল কথা দাঁড়াল হেগেলের চিন্তায় প্রতিটি সত্তাই জগতে স্ব-বিরোধী (inherently self-contradictory) এবং প্রতিটি সত্তার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি (Interpenetration of opposites), তা ছাড়াও আগের ধাপ থেকে পরের ধাপে রূপান্তর সর্বদাই প্রগতির সূচনা করে কারণ, প্রতিটি ধাপেই গুণগত পরিবর্তন ঘটছে।

আমরা এখন ডায়ালেকটিক পদ্ধতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করে এই ভূমিকা শেষ করব।

যে-কোনো বিষয়ের আলোচনায় যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকা চাই— এটা হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রের একেবারে গোড়ার কথা। হেগেল তাঁর 'ডায়ালেকটিক লজিক'-এ যে-সকল শব্দ যেমন 'negation', 'opposition' 'contradiction' ব্যবহার করেছেন কোথাও তার সুস্পষ্ট অর্থ ও সংজ্ঞা দিয়ে বা সূক্ষ্ম বিচার করে ঐ-সকল শব্দের সত্যিকারের মিল ও তফাত কোথায় তা তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে হেগেলের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে ডায়ালেকটিক পদ্ধতির অনেক বিরূপ আলোচনা হয়েছে। এখানে সে সম্পর্কে কিছু বলা হবে।

পৃথিবীর সব বস্তুই একটি অপরটি থেকে আলাদা, কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ যোগ রয়েছে। দেশ-কালে তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর বাঁধা। দেশ-কালাতীত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে তারা সবাই একই সূত্রে সম্বদ্ধ। হেগেলের দর্শনকে আমরা যদি এই পূর্ণতা বা সমগ্র দর্শনের তত্ত্ব বলে বুঝি তা হলে ঐ সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গিই হেগেলের অবদান। হেগেলের আগেও অনেকে এই ব্যাপক দৃষ্টিতে এই জীবনকে দেখেছেন কিন্তু হেগেল এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করে একে একটা বিশাল পরিধিতে বিস্তার করেছেন। দর্শন চিন্তায় ঐখানেই হেগেলের অনন্যতা। কিন্তু এই সর্বস্বীকার্য তত্ত্বটিকে হেগেল এমন পরস্পর-বিরোধী পরিভাষায় ভাব ও চিন্তায় বিন্যাস করেছেন, তাতে তাঁর গোটা ন্যায়শাস্ত্রই বিশেষভাবে ডায়ালেকটিক পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে।

জেমস্ তাঁর 'On Some Hegelism' রচনায় বলেছেন, "Hegel's sovereign method of going to work and saving all possible contradictions lies in pertinaciously *refusing to distinguish*'. তা ছাড়া ও হেগেলের মতে জগতের প্রতিটি বস্তুই আত্ম-বিরোধী। যে-কোনো প্রকৃতির বস্তুকে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেই বস্তু নিজেই নিজেকে খণ্ডন বা বিরোধিতা করছে। কাণ্টের 'antinomy'-তত্ত্বকে বিকশিত ও প্রসারিত করে হেগেল এই তত্ত্বকে বিশ্বের সকল বস্তু ও সত্তার উপর প্রয়োগ করেছেন। প্রতিটি বস্তুই হল—"A co-existence pf opposite elements" এবং "A concrete unity of opposed determinations"— (*The Logic of Hegel*)।

হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতিতে এই আত্ম-বিরোধ বা নিরসন নীতি নিয়েই যত গণ্ডগোল। এই নীতি বা তত্ত্বকে বলা হয় Interpenetration of opposite। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে কোনো বস্তু সেই বস্তুও বটে এবং সেই বস্তু নাও বটে। এই তত্ত্ব বা নীতি Law of Identity ও non-contradiction নীতির একান্ত বিরোধী।

হেগেলের লজিকের প্রথম তিনটি ধাপ হল, Being (সত্তা বা অস্তিত্ব) not-Being বা Nothing (অসত্তা বা অনস্তিত্ব), ও Beoming (বিবর্তন বা হওয়া)। অস্তিত্ব (Being) হল স্থিতি (thesis), তাকে নস্যাৎ বা negate করে তার বিরোধী অনস্তিত্ব হল প্রতিস্থিতি (anti-thesis)। হেগেল বলেছেন, এই নিরালম্ব অস্তিত্ব ও নিরালম্ব নাস্তিত্ব এরা উভয়ে আসল একই বস্তু। Croce-র ভাষায় "...The two terms taken abstractly pass into one another and change sides"। হেগেল নিজেও অবশ্য বলেছেন, "...it (being) yields to dialectic and sinks into its opposites, which also taken immediately is not hing" (*The Logic of Hegel*)। বিরোধ-ই হেগেলের ডায়ালেকটিকের মূল কথা। Mc Taggart মন্তব্য করেছেন, "...In fact, so far is the dialectic from denying the Law of Contradiction, that it is especially based on it"। এই পথ ধরে চলতে গেলে শেষ পর্যন্ত একমাত্র বিরোধই টিকে থাকে এবং পরিণামে সবই শূন্যে মিলিয়ে যায়।

তাই সম্ভবত হেগেল নিজেও এ কথা বুঝেছিলেন। Mc Taggart হেগেলের 'Encyclopedia of Philosophical Science' থেকে হেগেলের নিজস্ব একটা উক্তি উদ্‌ধৃত করে হেগেলের বিরোধ বা বিনশন তত্ত্বের একটা নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

উদ্‌ধৃতিটি হল—"The abstract form of the advance is, in Being, an other and transition into an other ; in Essence showing or a

reflection in the opposite, in Notion the distinction of individual from universality, which continues itself as such into and as identity with what is distinguished from it."

প্রসঙ্গত এখানে বলা যায় হেগেলের এ-ধরনের একাধিক উক্তি পূর্বোক্ত 'Encyclopedia'-র লজিক অংশে আছে।

Mc Taggart হেগেলের ঐ-সকল উক্তিকে ভিত্তি করে মন্তব্য করেছেন, হেগেল বিভিন্ন অর্থে negation বা নিরসন তত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন,— অতি নীচু স্তরের ব্যাপারে 'বিনশন'— বিরুদ্ধতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু উচ্চ ও উচ্চতর ক্ষেত্রে ক্রমেই বিনশনের নেতিমূলক অর্থ বর্জন করে পূর্ণতা প্রাপ্তির অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন Being-এর ক্ষেত্রে স্থিতিও প্রতিস্থিতির বিরোধ খুব বেশি— এক প্রকার অলঙ্ঘনীয়। Essence-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বৈষম্য থাকলেও এদের পরস্পরের সহযোগিতা, অন্যোন্য-অপেক্ষিতা (dependence) বা মৈত্রী ভাব বেশি। Notion-এর ক্ষেত্রে স্থিতি-প্রতিস্থিতির বিরুদ্ধতা মোটেই নেই। এখানে বিনশন বা Negation-এর পরিবর্তে যা আছে তার নাম পরিণতি বা development.

লেখক শ্রীযুক্ত অনিল রায় McTaggart-এর সমালোচনা করেছেন। ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্যের উদ্‌ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, "পরিণমন বা evolution হচ্ছে একটা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ বিকাশ। এই সম্পূর্ণ ও সমগ্র পরিণতির ধারাটি থেকে কোনো স্তর বা অবস্থাকে মুহূর্ত হিসেবে খণ্ডিত করে দেখা অবাস্তব ও অন্যায়।"

হেগেলীয় দর্শনের ডায়ালেকটিকের সমালোচনার পরিশেষে লেখক শ্রীরায় আরো বলেছেন,—হেগেলের মূল সমগ্রতা তত্ত্ব (totality) ও আপেক্ষিকতাবাদ (relativity) সবাই আজ কম-বেশি স্বীকার করলেও তার ডায়ালেকটিক ফর্মুলা সার্বজনীনভাবে গ্রাহ্য নয়। পরিশেষে হেগেলের বিরাট কল্পনা, বিশাল বুদ্ধি ও ব্যাপক দৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়ে গ্রন্থকার হেগেলের ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে একদেশদর্শী আখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি এখানে জেম্‌সের একটা মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। জেম্‌স্‌ বলেছেন যে হেগেলের ত্রিনীতি— thesis-anti thesis-synthesis-এর সাহায্যে তাঁর প্রতিপাদ্য সিদ্ধ হয় না।

"Hegel's own Logic with all senselcss hocus pocus of us triads utterly fails to prove his position."

এর পরের অংশ 'ডায়ালেকটিক ও জড়বাদীগণ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সে সম্পর্কে এই ভূমিকায় আর কিছু বলা হল না।

* * *

শ্রদ্ধেয় অনিল রায়-রচিত 'হেগেলীয় দর্শন' আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। রচনাখানি তথ্য-সমৃদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সংশয় নেই। গ্রন্থখানি পড়বার প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একজন প্রকৃত বিপ্লবী, আজীবন যাঁকে কৃচ্ছ্রতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে, দীর্ঘ বারো বছরেও বেশি যিনি ইংরেজের বন্দীশালায় কারারুদ্ধ ছিলেন, মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর পক্ষে কিভাবে সম্ভব হল 'হেগেলীয় দর্শন', 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ', 'বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ'' (মার্কস-মর্গান থিওরির সমালোচনা), 'নেতাজীর জীবনবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি লেখা। মানুষের একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য মানুষকে যে কত দুর্গম পথ পার হতে কতখানি সাহায্য করে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীযুক্ত অনিল রায় মহাশয় তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও নানা রচনার মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন।

জয়শ্রী প্রকাশনের পক্ষ থেকে আমাকে 'হেগেলীয় দর্শন'-এর ভূমিকা লেখার সুযোগ দেওয়ায় আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন বসু

১

"সবার উপরে মানুষ সত্য"—চণ্ডিদাস বলেছিলেন। কিন্তু "সবার উপর" কি? এই যে বিপুল বিশ্ব চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, দিকের পরে দিক্, স্তরের পরে স্তর, এর শীর্ষ দেশে কি মানুষই তার আসন পেতেছে? এই যে দেশ-কাল, উপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে রয়েছে, ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে, আমাদের কল্পনা-চক্রবালের অতীতে—এই ভীতিকর অসীমের বুকের উপর কি মানুষই স্থাপন করেছে তার রাজসিংহাসন? পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন ও বিতর্ক করেছেন, কলহ ও কোলাহল করেছেন, কিন্তু আজ এর জবাব পাওয়া যায়নি। কেউ বলছেন, মানুষ বরেণ্য; কেউ প্রতিবাদ করে বলছেন, বরেণ্য তো নয়ই বরং নগণ্য। "সবার উপর" ইত্যাদি নিছক আত্মপ্রীতি বই আর কিছু নয়। সত্যি সত্যি মানুষ যাই হোক্, একথা বল্‌লে প্রতিবাদ হবে না যে মানুষের কাছে অন্তত মানুষই "সবার উপরে"। মানুষের চোখে মানুষ সবার চাইতে সত্য, সবার চাইতে উপরে। "তাহার উপরে নাই"—মানুষের চোখে, মানুষের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যমণি; মানুষের সৌরজগত ঘুরছে মানুষকে কেন্দ্র করে; মানবিক চিন্তায়, আকাঙ্খায়, জ্ঞানে, মানুষই বিশ্বগতির কেন্দ্র-বিন্দু। আজকে Astronomy বা Astro-physics মানুষকে যত ছোট যত অকিঞ্চিৎকর করেই দেখাক্ না কেন, মানুষকে নিয়েই মানুষের প্রয়োজন; মানুষকে নিয়েই মানুষের যত সম্পর্ক ও যত বিরোধ; মানুষকে জড়িয়েই মানুষের যত সুখ যত দুঃখ, যত আনন্দ, যত বেদনা। মানুষকে ছেড়ে মানুষের চলে না। মানুষকে জানতে হবে, বুঝতে হবে চিনতে হবে; তবেই মানুষের সাহচর্য থেকে কল্যাণকে আহরণ করা যাবে; মানুষের সঙ্গে সমাজ গড়া সম্ভব হবে, পরিবার ও গোষ্ঠী রচনা করা মনোরম হয়ে উঠ্‌বে। তাই Pope একদিন যখন বলেছিলেন "The proper study of mankind is man." তখন জীবন সম্বন্ধে যথার্থ বাণীই তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল। এরও পূর্বে Protagoras একটি বিখ্যাত উক্তি করে গেছেন—"man is the measure of all things." এ উক্তিকে কেউ উপহাস করেছেন, কেউ উপেক্ষা করেছেন;

কিন্তু মানব জীবনের গোপনতম এবং যথার্থতম কথাটিই কি এঁরা বলে যাননি? মানুষকে না বুঝলে মানুষের সমাজ ব্যর্থ হবে, পরিবার বিফল হবে, তার শিক্ষা নিরর্থক হবে, তার সংগ্রাম নিরানন্দ হয়ে দাঁড়াবে। তাই যুগে যুগে মানুষকে জানবার, বুঝবার প্রয়াস মানুষ করেছে। মানুষের পিছনে যে জমাট অন্ধকার তাকে বিদারণ করে অনুসন্ধানের আলো ফেলেছে মানুষ; মানুষের জন্ম ও অতীতকে বুঝবে বলে।

তিনলক্ষ বছর হয়েছে মানুষ পৃথিবীর বুকের উপর দেখা দিয়েছে; এই তিন-লক্ষ বছরের ইতিহাস জান্‌তে মানুষ কতো অপরিসীম পরিশ্রম করেছে তার ঠিক নেই। মাটির বুক চিরে, পাথরকে গুড়িয়ে, গাছে, গুহায়, পর্বতে, বনে, তল্লাস করে করে মানুষ তার তথ্য খোঁজ করেছে, নদী ডিঙ্গিয়ে, সাগর পেরিয়ে দেশ-কালকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিরে ফুঁড়ে, মানুষ তার জান্‌বার, বুঝবার প্রয়োজন মিটিয়েছে। তারপর কত, কল্পনা, কত অনুমান, কত মননের সাহায্য নিয়ে মানুষ তার সিদ্ধান্তকে গঠন করেছে, তার জ্ঞানের সৌধকে বানিয়েছে। তাতেই কি ক্ষান্ত আছে! যাকে গড়েছে, তাকে বারবার ভাঙ্গতে হয়েছে; যাকে যত্নে রচনা করেছে, তাকেই নতুন জ্ঞানের তাগিদে আবার আরো নিবিড়তর যত্নে নির্মূল করেছে।

মানুষের জীবনকে মনোরম করতে গিয়ে, জীবন-যাপনকে সুন্দর সুসহ করবার প্রয়োজনে, এম্‌নি করে ভাঙ্গাগড়া ও সৃজন প্রলয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ জ্ঞান আহরণ করেছে মানুষকে ভালো ক'রে বুঝবার জন্য। সে বোঝা আজও শেষ হয়নি; আজও তার মানুষকে জানা বাকী রয়ে গেছে: মানুষের সুখ-দুঃখের গহন রাজ্যের গোপন তত্ত্বটি আজো মানুষ সত্য করে পুরোপুরি জানতে পারেনি। লাভের মধ্যে হয়েছে এই যে জীবন আরো জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে; মানুষের জীবন-তত্ত্ব আরো সূক্ষ্মতর, আরো গহনতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মানুষের জীবনকে বুঝতে গিয়ে মানুষ আজ দেখেছে, মানুষের জীবন একটা খণ্ডিত, পৃথক বস্তু নয়। জীবন হাজার হাজার দিকে তার ডালপালা ছড়িয়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে, অগণ্য সূক্ষ্ম ও স্থূল তন্তুতে তন্তুতে মানুষের জীবন চারদিকের জটিল জীবনের সঙ্গে গাঁথা; মানুষকে ঘিরে যে অন্তহীন দেশকালের বিস্তার, তার সঙ্গে মানুষের যোগ নিবিড় ও দুশ্ছেদ্য। দেশে-কালে মানুষ একক নয়; চারদিককার সংখ্যাহীন, নামহীন ও গোত্রহীন বস্তুর সঙ্গে তার নাড়ীর

যোগ জটিল ও বিচিত্র। মানুষের জীবনকে বুঝতে হলে বিচ্ছিন্ন করে বুঝলে চলবে না; তাকে একক সত্তা হিসেবে জানলে তাকে কিছুই জানা হবে না। মানুষকে বুঝতে হলে তার পারিপার্শ্বিককে বুঝতে হবে; তার চারিপাশের দিগ-দিগন্তময় দৃশ্য ও অদৃশ্য সত্তার সঙ্গে তার যে গভীর যোগ, সেই সর্বাঙ্গীণ যোগে তাকে দেখলে তবেই তাকে সম্পূর্ণ দেখা হবে। "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায়" মানুষের বিহার ও বিস্তার, সেইখানে সেই পরম সংযুক্ততায় এবং সম্পূর্ণ বিস্তৃতি ও সম্বন্ধের মধ্যে মানবজীবনের গতিকে, ছন্দকে ধরতে হবে। তবেই মানব-জীবনের সংকোচ ও প্রসার, উত্থান ও পতনের বিচিত্র ও বিবিধ ইতিহাসকে গোচর করা যাবে। কারণ মানুষ—জীবনের ছন্দ ও বিশ্বলোকের গতির ছন্দ দুই নয়, এক ও অভিন্ন। যে তালে সমস্ত নিখিল ঘুরছে, ছুটছে, বদলে যাচ্ছে ও বিকাশ পাচ্ছে, সেই তালেই মানুষের বাইরের ও ভিতরের জীবন দুই ই ছন্দিত ও আবর্তিত হচ্ছে। বিশ্ববীণার সবগুলো তার একই পর্দায় বাঁধা রয়েছে, একই সুরে তারা সবাই মিলে অস্তিত্বের এই বিচিত্র সঙ্গীত বাজাচ্ছে। উপনিষদের ঋষি বল্লেন "নেহ জ্ঞানাস্তি কিঞ্চন" তার মানে এই একই কথা। আলাদা কিছু নেই পৃথিবীতে, সবার সঙ্গে সবার যোগ অন্তরঙ্গ। এক-কে জানতে হলে অপরকে জানতে হবেই।

জীবনকে দেখতে হবে বিশ্বের সঙ্গে এক করে, বুঝতে হবে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে। তাই মানুষকে জানতে হলে, জানতে হবে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত ছোটো বড়ো সবাইকে। জানতে হবে বিশাল ও বিচিত্র প্রাণীজগতকে এবং জানতে হবে তৃণলতাশাল্মলীকে এবং জানতে হবে বিপুল জড় প্রকৃতিকে। মানুষের বিকাশের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে তৃণ-প্রাণী হ'তে সুরু ক'রে সূর্যতারাচন্দ্র পর্যন্ত সকলে। মানুষের ইতিহাস মানেই হচ্ছে আমাদের এই নগণ্য গ্রহটার প্রত্যেকটি তৃণতরু ও কীট-পতঙ্গের ইতিহাস, কারণ এরা মানুষ-জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে বিকশিত হয়েছে। তাই মানুষের ইতিহাসকে সন্ধান করতে গিয়ে মানুষকে আজ সন্ধান করতে হচ্ছে তৃণ-তরু, প্রাণীজগৎ, ও মাটি-পাথরের জন্মকথা। এক কথায়, সমস্ত সৌরজগৎকে তার আদি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবন-কথাসহ দৃষ্টির সামনে ধরতে হবে। সবারই জন্মকথা ও জীবনকথা জানলে মানুষেরও কথা জানা যাবে, সকলের পরিচয়েই মানুষের পরিচয় আত্মপ্রকাশ করবে। এই অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখাই জীবনকে সত্যিকরে দেখা,

একথা যুগে যুগেই মানুষ উপলব্ধি করেছে। বহুদেশে ও বহুকালে মানুষ এই সমগ্র দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে দেখবার প্রয়াস করছে; কিন্তু চোখের সামনে 'সমগ্র' ধরা দেয় নাই; দেশ ও কালের দ্বারা মানুষের দর্শন খণ্ডিত হয়েছে; যুগানুযায়ী ও কালানুযায়ী সীমাকে লঙ্ঘন করে মানুষের জ্ঞান, সৃষ্টি-রাজ্যের সমগ্রতাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারে নাই। সৃষ্টি হয়েছে জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান, রচনা করেছে মানুষ ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব দর্শন ও মনোবিজ্ঞান। কিন্তু কোনো বিজ্ঞান বা কোনো দর্শনই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা আজো বলতে পারেনি। এক এক যুগের ও এক এক কালের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যতটুকু দেখেছে, ততটুকুই বলে গেছে। আজ বিংশশতকে এসেও মানুষ জটিল জীবনতত্ত্বকে বুঝতে চাচ্ছে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে; আজো বিজ্ঞানে দর্শনে প্রাথমিক প্রয়াসের যুগকে মানুষ ছাড়িয়ে বেশীদূর এগোতে পারেনি। আজো চলেছে নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ এবং অনুসন্ধান ও অনুমানের পালা। আজো তথ্যসংগ্রহ শেষ হয়নি, তত্ত্বরচনা যে কবে সম্পূর্ণ হবে কে জানে! তবুও যে সামান্য তথ্য আজ পর্যন্ত জমেছে বিংশশতকের ভাণ্ডারে তাকেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টায় মানুষ আজো তত্ত্ব সংগঠনের (theory construction) নিত্য নব নব সাধনা করেই চলেছে। তাই ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করবার নব নব প্রণালী ও নব নব দর্শন বের করেও মানুষ তৃপ্তি পাচ্ছে না। কতো দৃষ্টিতে কতো মহাজন এই বিরাট বিশ্বকে ও আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখেছেন, তার সংখ্যা নেই। নানা মত ও জীবনতত্ত্বের নানা ব্যাখ্যায় সমাজ আজো কণ্টকিত হয়ে আছে। দিন যতো কাটবে নব নব মনীষা নবতর তত্ত্ব ও নবতম দর্শনের সৃজন করে মানুষকে দেবে। কোন্ ছন্দে যে বিশ্ব ছন্দিত হয়ে উঠেছে, কোন্ ক্রমে, কোন্ পথে যে এই কোমলকঠিনে বিচিত্র জলস্থল আকাশ বিবর্তিত হয়ে উঠেছে, তার ইতিহাসের মর্মকথা আজো অজ্ঞাত রয়েছে। ইতিহাসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা যে কী সে নিয়ে তর্কের অবসান নেই আজো। তবু বহু ব্যাখ্যার মধ্যে, ১৯ শতকের একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯শ শতকের আদিতে যে মনীষী বিশ্বজগৎকে আর একবার সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন তার নাম হেগেল। হেগেল জগৎ-বিবর্তনের ইতিহাসকে যে রীতিতে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন, তা অভিনব। তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যানের কতকগুলি মৌলিক বিশিষ্টতা আছে, যার জন্য আজো

জগতের বহু মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিকে তাঁর দর্শন আকর্ষণ করে। বিশেষ করে আজকার জগতে দেখতে পাচ্ছি, নতুন করে হেগেল দর্শনের পুনর্জন্ম বা resurrection বর্তমান শতাব্দীতে সুরু হয়েছে। তাই হেগেলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন আজকেও আছে।

১৭৭০ সনে হেগেলের (G. N. F. Hegel) জন্ম হয়, এবং ১৮৩১ সনে ৬১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ৪২ বছর বয়সে (১৮১২-১৬ সনে) তার তর্ক বিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র "Science of Logic" নামে বই দুই অংশে বের হয়। একে বৃহত্তর ন্যায়শাস্ত্র Larger Logic বলা হয়ে থাকে। প্রথম ভাগ ১৮১২-১৩ বের হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮১৬তে বের হয়। পর বছরেই দর্শন বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ (১৮১৭) তাঁর "Encyclopaedia of the Philosophical Science" নামে বিখ্যাত বই বের হয়। বিশ্বকোষের Encyclopaedia র প্রথম অংশে ন্যায়শাস্ত্র "Logic" নাম দিয়ে আবার তাঁর ন্যায়তত্ত্ব Logic সম্বন্ধে মতামত লেখেন।[১]

হেগেল দর্শনের মূল তত্ত্ব এই দুখানা বইতেই রয়েছে; হেগেল দর্শনের ভিত্তি ন্যায়শাস্ত্র। সাধারণত ন্যায়শাস্ত্র বললে যে ধারণা হয়, হেগেলের ন্যায়শাস্ত্র সে বস্তু মোটেও নয়। ধাপের পর ধাপ ক'রে নিখিল বিশ্বের বিকাশের মূল তত্ত্বগুলিকে হেগেল একটী বিশাল ব্যাপক দর্শনতত্ত্বে—system এ গেঁথে তুলেছেন। মানুষের চিন্তাজগতের পরিণতি হয় যে সূত্রগুলিকে ধরে, জড় পৃথিবীরও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়ে চলেছে যে রীতিকে অবলম্বন করে, চিন্তাজগৎ ও জড়জগতের সেই সমস্ত মৌলিক আইন বা তত্ত্বগুলোকে তিনি আবিষ্কার করে ধরে দিয়েছেন তাঁর এই ন্যায়শাস্ত্রে।

হেগেলের মতে দর্শন শাস্ত্রেরও একটা ছক-কাটা পরিষ্কার গঠন আছে। দর্শন কেবলি ধরা-ছোঁয়া যায় না এমন কতকগুলো চিন্তার কুয়াশা মাত্র নয়। জ্যামিতির যেমন একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও সহজ আকৃতি আছে, দর্শনেরও তেমনি রয়েছে একটা সুবোধ্য চেহারা বা সুগঠিত দেহ। দর্শন শাস্ত্রের সেই কাঠামো হচ্ছে হেগেলীয় ন্যায়তত্ত্ব। দর্শন বিচারের মূল নীতি বা পদ্ধতিতত্ত্ব Methodo-

---

১. Logic প্রথম সংস্করণে ১২০ পাতা মাত্র লেখা হয়েছিল; পরে আর দুটো সংস্করণে (১৮২৭ ও ১৮৩০) বাড়িয়ে ২২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত করা হয়।

logy হেগেল সংক্ষেপে বোঝাতে চেয়ে একটা স্পষ্ট কাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা এই ন্যায়শাস্ত্রে করেছেন।

উইলিয়াম ওয়ালেস (William Wallace) একজন হেগেলীয় ব্যাখ্যাতা (Interpreter)। তিনি বলছেন:

"This is the work which is the real foundation of the Hegelian philosophy. Its aim is the systematic reorganisation of the common-wealth of thought. It gives not a criticism, like Kant; not a principle, like Fichte; not a bird's eye view of the fields of nature and history, like Schelling; it attempts the hard work of reconstructing, step by step, into totality the fragments of the organism of intelligence. It is scholasticism if scholasticism means an absolute and all-embracing system." (William Wallace) *The Logic of Hegel*, Impression 1931 p. xiv)

এঁর মতে হেগেলীয় ন্যায়তত্ত্ব হোলো পূর্ণ তত্ত্ববিদ্যা, শুধু সমালোচনা বা নীতি নয়। "Systematic reorganisation of the commonwealth of thought"—মানুষের চিন্তারাজ্যের সমস্ত ক্রিয়া ও কর্মপ্রণালীকে নতুন ক'রে বিশ্লেষণ করে তার একটা বিজ্ঞান এই ন্যায়শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। 'Organism of Intelligence.'—মানুষের বুদ্ধি বা মনন শক্তির সবগুলো টুকরো বা প্রকাশভঙ্গীকে একটা ব্যাপক (all-embracing) সনাতন সমগ্রতায় (system বা 'totality') বেঁধে তোলা হয়েছে এই বই-এ।

হেগেল নিজেও বলেছেন, জ্যামিতির মতন দর্শনেরও একটা বিধিবদ্ধ ধারা আছে। একে স্পষ্টরূপ দিয়ে, বৈজ্ঞানিক আকার দিয়ে সহজবোধ্য করা আমার উদ্দেশ্য।[২]

হেগেলের ন্যায়তত্ত্বকে দর্শন শাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যা নাম দিলেও ক্ষতি নেই।

২. "Philosophy, like geometry is teachable and must no less than geometry have a regular structure......my province is to discover that scientific form, or to aid in the formation of it" (Quoted by Wallace, Introduction p xiv)

হেগেল নিজেই তাঁর ন্যায়শাস্ত্রকে তত্ত্ববিদ্যা বা Metaphysics নাম দিয়ে গেছেন। ন্যায় বা লজিক হেগেলের কাছে abstract বা বিশুদ্ধ মননক্রিয়ার বিজ্ঞান।

"Logic is the science of the Pure Idea" হেগেলের মতে 'মনন'ই (thought) মানুষকে পশুদের থেকে আলাদা করেছে; পশুদের 'অনুভূতি' (feeling) আছে; কিন্তু তাদের 'মনন' (thought) নেই।

"It is in knowing what he is and what he does, that man is distinguished from the brutes" (*Ibid, p34*) চিন্তা বা মননের অপরিসীম ক্ষমতা; চিন্তা পৃথিবীতে প্রলয় আনতে, বদলে দিতে পারে হুবহু। চিন্তা বলতে কেবল প্রত্যেক মানুষ যে ব্যক্তিগত ভাবে মনন করে তাকেই বোঝায় না। মনন বলতে হেগেল কেবল 'Subjective Thought' বোঝেন না। মনন 'Objective'ও বটে। Hegel হচ্ছেন বিজ্ঞান-বাদী বা অধ্যাত্মবাদী। তাঁর দর্শনকে Absolute Idealism বলা হয়েছে— এই জন্যে যে Thought-কে তাঁর দর্শন বিশ্বের মূল সত্তা বা Prius (Schelling'র ভাষায়) বলে নির্ধারণ করেছে। হেগেল Thought বলতে খণ্ডিত ও টুকরো চিন্তা বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বোঝাতে চান না। 'Thought' মানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, আকার নেই যার, রূপ ও সীমা নেই যার। আমাদের সকল খণ্ডিত, ছোটখাট চিন্তাগুলোর পিছনে যে abstract, অখণ্ড জ্ঞান আছে, যাকে বলা যায় universality—সেই শুদ্ধ জ্ঞানমাত্রকে হেগেল Thought বলে বোঝান। Logic সেই বিশুদ্ধ বিশ্বজ্ঞান নিয়ে কারবার করে, তাই একে সাধারণ নীতিশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র না বলে বলা উচিত metaphysics, হেগেল বলেন:

"*Logic therefore coincides with Metaphysics, the science of things set and held in thoughts,*—thoughts accredited able to express the essential reality of things" (*Ibid, p45*).

এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা Absolute বা Reason সকল দ্বন্দ্বের অতীত এবং সমস্ত subjectivity ও objectivityর পরপারে তার স্থিতি। জার্মান দার্শনিক Schelling তাঁর 'Authentic Exposition' নামক পুঁথিতে হেগেলের আগেই এই দ্বন্দ্বাতীত Absolute-এর ইঙ্গিতও নির্দেশ করে গিয়েছিলেন। তবে বিজ্ঞান যে সকল subjective-objective দ্বন্দ্বের ওপারে, একথা Schelling শুধু নির্দেশ করে ও স্বীকার করে নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু হেগেল তাকে

বোঝাবার জন্ত একটা বিস্তৃত বিজ্ঞান (Science) গঠন করা দরকার বোধ করেছেন। এই বিজ্ঞানই (Science) হেগেলের বিখ্যাত Logic, Schelling যাকে Reason বা Absolute বলেছেন, তাকে Hegel নাম দিয়েছেন 'Idea' কিংবা, কখনো কখনো 'Logos' এই Logos শব্দ থেকেই Hegel তার জ্ঞানতত্ত্ব বা চৈতন্যতত্ত্বকে নাম দিয়েছেন 'Logic'। তাঁর দর্শনকেও তাই Eardman নাম দিয়েছেন 'Panlogism', কারণ চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান (Logos) ছাড়া বিশ্বে আর কোনো সত্তা নেই, হেগেলের মতে। হেগেলীয় দর্শনের এই কথাই হলো মূল কথা এবং Logicই এই দর্শনের মূলতত্ত্ব।

হেগেলীয় Logic আমাদের দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান করে। বিশ্বের সর্বত্র সকল স্থানেই এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই বিকশিত হয়ে আছে ; কাজেই 'science'-এর একমাত্র সমস্যাই হলো জীবনের সকলক্ষেত্রে এই জ্ঞানের প্রকাশকে উপলব্ধি করা ও স্বীকার করা। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি দুটী বিষয় আমরা জানতে পারি :

১. প্রথমত, জ্ঞান কি (What is reason)

২. দ্বিতীয়ত, সকল ক্ষেত্রে সর্বত্র যে জ্ঞানের প্রকাশ, সেই জ্ঞানকে কোন্ কৌশলে বা কোন্ প্রণালীতে জানা যাবে (How to find reason)

হেগেলের Logic এই দুই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে ও দুই সমস্যারই সমাধান করেছে ; প্রথম সমস্যার সমাধান Logic করেছে, কারণ Logic দেখিয়েছে পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত জ্ঞান কি ভাবে অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড জ্ঞানে পূর্ণতা পায়। দ্বিতীয়ত হেগেলীয় Logic জ্ঞানের বিকাশকে বুঝবার একটা methodও নির্দ্ধারণ করেছে এবং তাঁর লজিক শাস্ত্র একটা Theory of methodও বটে। এই কারণে হেগেলীয় Logic শাস্ত্রই হেগেলীয় মতে চরম ও পরম দর্শন শাস্ত্র 'real philosophia prima.'

কাজেই আমরা দেখলাম, হেগেলীয় Logic এর দুটা দিক রয়েছে, এক বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ এবং দ্বিতীয়, Logic-এর methodology —এই methodology নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসা এবং এই methodology নিয়েই বর্তমান জগতে নূতন ক'রে আবার বিতর্ক উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ১৯ শতকে হেগেল দাবি করে গেছেন, যে method তিনি তাঁর Logicএ নিরূপণ করে গেছেন, সেই methodই সকল প্রকার জ্ঞানানু-

সন্ধানের একমাত্র অস্ত্র। আজকালও হেগেলীয় মতবাদের এমন ভক্ত আছেন যারা বলেন জীবনতত্ত্বের ও জগৎতত্ত্বের সকল ক্ষেত্রেই এই হেগেলীয় methodই শেষ কথা ও চরম তত্ত্ব, আজ এবং চিরকাল। দর্শনে, মনোবিদ্যায়, পদার্থ বিদ্যায়, অঙ্কশাস্ত্রে, প্রাণীবিদ্যায়, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে—এক কথায় মানুষ-জীবনের সকল কর্মে, সকল চিন্তায় ও সকল চেষ্টায় এই হেগেলীয় 'method'কেই গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক প্রয়োজন যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে অদ্যকার পৃথিবীতে এমন অবস্থা-চক্র সৃষ্ট হয়েছে যে একমাত্র এই হেগেলীয় নীতিকেই জগতের সকল কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়। না নিলে চলবে না, মানে, না নিলে এই পৃথিবীর, তথা মানব জাতির কোন সমস্যারই গ্রন্থিমোচন সম্ভব হবে না। পরন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুশ্ছেদ্য জটপাকিয়ে উঠবে এবং জটিল হতে জটিলতর সঙ্কটের পথে একদিন সমাজ ও মানব-জাতি দুরবস্থার 'অন্ধংতমঃ'তে প্রবেশ করবে।

এমন যে হেগেলীয় method, তার নাম হচ্ছে 'Dialectic method'। এই Dialecticকে নিয়ে আজ চিন্তা জগতের কোথাও কোথাও নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ মনে করছেন Dialectic-ই এযুগের সকল সঙ্কটের চূড়ান্ত নিরসন করবে। বিগত যুদ্ধের পরে জগতের সকল ক্ষেত্রে যে আলোড়ন-বিলোড়ন সুরু হয়েছে, এ খবর সকলেরই জানা আছে। সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,এক কথায় মানুষের কৃষ্টিতে আজ যে নিদারুণ টর্নেডোর ঝাপ্টা চারদিক থেকে লাগছে তার আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য চিন্তানায়ক ও কর্মচালকদের আজ উদ্বেগের সীমা পরিসীমা নেই। আজ ক'য়েকশ' বছর ধরে 'পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে যে পরমোজ্জ্বল, আশ্চর্য কৃষ্টিটি পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আজকে হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়ে সে অচল ও মুমূর্ষু হয়েছে। 'পাশ্চাত্য সভ্যতার' আজ জীবন মরণের সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে; crisis এর পর crisis এসে তাকে শ্বাসরোধ করে মারবার উপক্রম করেছে, আজকে তাই প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠেছে, বিতর্ক ও কোলাহল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এমন সময়ে কেউ কেউ বলছেন Dialectic সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধাই হচ্ছে এ সঙ্কটের মূল কারণ এবং একমাত্র Dialecticর যাদু কাঠিই জগতের সকল জটিল জটকে খুলতে পারবে ও সকল কঠিন সঙ্কটকে নিরসন করতে পারে। Dialecticই হচ্ছে সেই magician's wand যা' এ যুগের তথা সকল অনাগত যুগের সব মুশকিলকে আসান করতে পারবে। প্রায় সোয়াশ' বছর আগেকার মরচে-ধরা

Dialecticকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে বের করে এনে এঁরা বলছেন যে এই বিস্মৃত-প্রায় method-ই বিংশ শতকের অমোঘ যুগ-প্রয়োজন। বর্তমান কাল একে চায় ভাবীকালও এই ডায়েলেকটিক্‌কেই চায়, সসাগরা ধরণী এরই সোনার কাটির ছোঁওয়ার প্রতীক্ষায় ঘুমিয়ে আছে; এরই ছোঁওয়া লেগে একদিন বিশ্বসংসারের ঘুমন্ত জীবন জেগে উঠবে ও চোখ মেলে চাইবে। জলে স্থলে আকাশে নূতন জীবনের জন্মোৎসব আন্‌বে এই Dialecticএর মায়া। বাইরে-ভিতরে সর্বত্র জাগরণের বসন্ত-মুঞ্জরণ সূচনা করবে এই ডায়ালেকৃটিকের জলন্ত সূর্যোদয়। এই ডায়ালেকৃটিক্‌কে কেন্দ্র করে আজকে অনেক কবি হয়ে উঠেছেন দার্শনিক এবং অনেক দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক হয়ে উঠেছেন romantic; অধিকন্তু সর্বসাধারণ সবাই হয়ে উঠেছেন prophet।

২

প্রায় একশ বছর আগে কার্ল মার্কস্ নামক একজন হেগেল-শিষ্য হেগেলীয় ন্যায়শাস্ত্রকে (Logic) এই পৃথিবীর চিন্তারাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে ঘোষণা করেন। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ছয় হাজার বছরের বেশী হয়নি, একথা আমরা সবাই জানি। এই ছয় হাজার বছরে মানুষের প্রতিভা যা কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে সে সবই আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকে। কিন্তু মার্কস-এর বিচারে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিস্ময়ের বস্তু (wonder) হচ্ছে হেগেলীয় ন্যায়ের এই দীর্ঘ অবহেলিত ডায়লেকৃটিক বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতি। মার্কস্ এসে হেগেলের ন্যায়শাস্ত্র থেকে তাঁর শুধু ডায়লেকটিক নীতিকেই চয়ন করে নিয়ে তাকে জড়বাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন—চিন্তারাজ্যে একটা অভিনব বর্ণসঙ্কর ঘটালেন। তাঁর সংগঠনী বা Eclectic প্রতিভার ম্যাজিকে দুইটি বিরোধী বস্তু (incompatible) মিলে এক আশ্চর্য মিশ্র-পদার্থকে সৃষ্টি করল। হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে জড়বাদের এই অপ্রাকৃত মিলনের ফলে, উনিশ শতকের সমাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই অদৃষ্টপূর্ব 'ডায়লেকটিক জড়বাদ' ভূমিষ্ট হয়েছিল। উনিশশতক কিম্বা বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নবজাতক নিতান্ত অযত্নে বর্ধিত হয়েছে; দার্শনিক বা সমাজতাত্ত্বিক মহলে এই ডায়লেটিক জড়বাদ না উদ্রেক করতে পেরেছে কৌতূহল, না আকর্ষণ করতে পেরেছে তাঁদের গ্রহিষ্ণু দৃষ্টিকে। কিন্তু ১৯১৭ সনের পর থেকে ডায়লেকৃটিক্ জড়বাদকে দার্শনিক মর্যাদা দেবার একটা চেষ্টা সর্বদাই চলেছে; একে প্রচারের (propaganda) জোরে, অর্থের প্রভাবে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার একনিষ্ঠ সাধনা আমরা গত কয়েক বছর থেকে বিশেষভাবে দেখতে পাই। অবশ্য একথা বললে ভুল হবে যে কেবলি প্রচার ও ক্ষমতার বলেই আজকের এই নতুন জড়বাদ শিক্ষিত সমাজের অংশবিশেষকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। এই নবজড়বাদের গায়ে ডায়লেকটিকের অলঙ্কার পরানোতে এর সৌন্দর্য ও অভিনবত্ব বহু পরিমাণে বেড়েছে। কেবল তাই নয়, সমাজক্ষেত্রে ডায়লেকটিকের প্রয়োগ এই অস্ত্রকে দান করেছে এক ক্ষুরধার ব্যবহারোপযোগিতা (practicality), যার ফলে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতেও এর সহজ ও effective প্রয়োগ সম্ভব বলে দাঁড় করানো গেছে।

কাজেই অনেকের কাছেই সৌন্দর্য ও কার্যকারিত্ব, এই দুই দিক থেকে এর আবেদন চমৎকারি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এযুগে বিজ্ঞানের একচ্ছত্ররাজত্ব চলেছে এবং "বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি" আজকের দিনের শিক্ষিতলোকের মনোহরণ করেছে, একথা সবাই মেনে নেবে। কিন্তু এই "বৈজ্ঞানিকতা"র যুগেও একটা প্রবল প্র্যাগমেটিক মনোবৃত্তি মানুষের মনের উপর আজও রাজত্ব করছে। বিজ্ঞান জোরগলায় সবাইকে শেখাচ্ছে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে বিষয়মুখ সত্যকে (objective truth) অনুসন্ধান ও শ্রদ্ধা করতে ; বিজ্ঞান বলছে নির্লিপ্ত (disinterested) চিত্তবৃত্তি ছাড়া আসল তথ্য ও সত্যকে খুঁজে বের করা যাবে না। অনুসন্ধিৎসুর ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা জাতিগত রুচি যদি এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তবে বিষয়মুখতা (objectivity) মারা পড়বে এবং সত্যকে পাওয়া যাবে না। "হিরন্ময়েন পাত্রেণ" সত্যের মুখ ঢাকাই থেকে যাবে। ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের হিসাব সত্যানুসন্ধানের মধ্যে এনে ফেললে, সে বিজ্ঞান হবে না, আর যাই হোক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানের এত কড়া দাবি সত্বেও মানুষ তার ভালোমন্দের হিসাবকে ছাড়তে পারেনি আজও। মানুষের আত্মহিতের সহজাত প্রেরণা মানুষকে নিতান্ত প্র্যাগমেটিক করে তোলে দিনরাত্রির প্রতি মুহূর্তে। বহু লোকই প্রিয়কে চায় ও প্রেয়কে সন্ধান করে। নিজের ভালোকে মানুষ অজ্ঞাতেও খুঁজে বেড়ায়—এটাই হচ্ছে মানুষের দেহমনের সুগভীর চাওয়া। এই চাওয়ার সঙ্গে তার সব কাজ, সব চিন্তা রঙ্গীন হয়ে ওঠে, "বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির" কড়া তাগিদ মাথার উপরে থাকা সত্বেও।

ডায়লেকটিক জড়বাদের একটা কার্যকরী প্রয়োগ মার্কস অতি সুন্দর রকমে করেছেন—বর্তমান যুগের আর্থিক সঙ্কটের সমাধানের উপায় হিসেবে। পুঁজিতন্ত্র সমাজে বিরুদ্ধ দুই শ্রেণীর স্বার্থের ঠোকাঠুকি ক্রমেই প্রবল হবে এবং এই লড়াইতে শ্রমিকরাই শেষ পর্যন্ত অপরপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করবে। ইতিহাস এই কথাই প্রমাণ করে এবং সমস্ত অতীত ও বর্তমান এই নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকেই দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। বীজ যেমন করে ফলে এসে নিশ্চিত পরিণতি পেয়ে থাকে, তেমনি করে জড়, চেতন, উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ সকলেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতি অনুসারে (Dialectically) চলেছে তাদের এই একমাত্র ও অদ্বিতীয় পরিণতির দিকে। মার্কস্ প্রচার করেছেন, ধাপের পর ধাপ

বেয়ে সমাজ, সভ্যতা সব কিছু শ্রমিক-প্রাধান্যের দিকে পরিণত হচ্ছে। কাজেই যাদের আদর্শ শ্রমিক-তন্ত্র সমাজ, তাদের কল্পনাগত ভবিষ্যৎকে এই নীতি (method) দার্শনিক সমর্থন দিচ্ছে বলে তারা সহজভাবে ও সাগ্রহে এই পুরোনো নীতিকেই কবর থেকে তুলেছেন, এই বিংশ শতকেও। এখানে নূতন দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদীদের (dialecticians) প্র্যাগমেটিক চিত্তবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং কার্যকারিতারই আকর্ষণ প্রবল হয়েছে। আজকার দিনে ডায়লেকটিকের প্রসারের অন্যতম কারণ এই নীতির কার্যকর ব্যবহার (use)। যুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে সঙ্কট লেগেই রয়েছে; পরিবারে, বিবাহে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে— সর্বত্রই সংঘর্ষ, সমস্যা ও মানুষের দুঃখ-বেদনা স্তূপাকার হয়ে জমে উঠেছে। এই সমস্যা-জর্জর যুগে মনোমত ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও মনোরম করে দেখাতে পারে এমন কোন দার্শনিক নীতি যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়, তবে সঙ্কট-জর্জর ক্লান্ত মানুষ তাকে আদর করতে স্বতঃই উন্মুখ হয়। এমন কি, যদি সে নীতি একটা ন্যায়-কল্পও (logical fiction) হয় তবু তার অযৌক্তিকতা চোখে ধরা পড়ে না, কারণ চোখে তখন ব্যক্তিগত রুচি, পছন্দ ও আদর্শানুরাগের রঙ্ লেগেছে। জগৎকে কামনার রঙে রঙীন দেখতে মানুষের ভালো লাগে। ডায়লেকটিকের প্রতি নতুন অনুরাগের এটি দ্বিতীয় কারণ বলা যেতে পারে।

এখন ডায়লেকটিক জড়বাদের বাহন এই ডায়লেকটিক বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতিটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ এর স্বরূপ কি। বিষয়টি দর্শনশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের রাজ্যে পড়ে এবং নিতান্ত জটিল বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কাজেই খানিকটা চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার হবেই এবং abstract আলোচনাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। আর এ-যুগে কোন্ বিজ্ঞান, কোন্ দর্শনই বা বিমূর্ত (abstract) হয়ে না পড়চে দিনের পর দিন? অঙ্ক থেকে শুরু করে নব-বাস্তববাদ (New Realism) পর্যন্ত সবাই অবাস্তব ছায়ালোকে উত্তীর্ণ করেছে নিজ নিজ আলোচনাকে।

হেগেল নিজেই বলেছেন, তাঁর ডায়লেকটিক বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয় নীতি দর্শনকে নূতন করে রূপ দিয়েছে এবং এই নীতিই দর্শন-বিচারের একমাত্র সত্যিকারের নীতি। তিনি বলেন, তাঁর 'Logic' পুঁথিতে তিনি জগৎকে দান করেছেন:

—"a new treatment of philosophy on a method which,

will, as I hope, yet be recognised as the only genuine method identical with the content" (*Preface to Encyclopaedia, Wallace, Logic* xv)

ডায়লেটিক নীতির আবিষ্কারক হেগেল নন, ফিশ্‌টে (Fichte) (১৭৬২-১৮১৪। হেগেলেও বার বার স্বীকার করেছেন যে ফিশ্‌টে এই পদ্ধতি (method) আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য ফিশ্‌টে-ও পুরোপুরি একেলা ডায়লেকটিক আবিষ্কার করেননি। প্রাচীন যুগ থেকেই একাধিক রূপে এই নীতি চলে আসছে, বহু দার্শনিক মনীষী এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তবে ফিশ্‌টের বাহাদুরী হচ্ছে একে নতুন ঢঙে নতুন ব্যবহারে লাগানো। একে নতুন রূপ ও অর্থদান করে ফিশ্‌টে এর দার্শনিক অভিনবত্ব বাড়িয়েছেন। তারপরে ফিশ্‌টেকে অনুসরণ করে এই ডায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন শেলিং (Schelling ১৭৭৫-১৮৫৪) তার বিখ্যাত বই "System of Transcendental Idealism"-এ। ফিশ্‌টে-র পরে আরেকজন দার্শনিক এই নীতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর নাম, শাইলেরমাকের (Schleirmacher ১৭৮৮-১৮৩৪)। তাঁর 'Lectures'-এ ডায়লেকটিক পদ্ধতির তিনি উল্লেখ করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন তাঁর দর্শনে। এদের সবারই আগে কাণ্ট (Kant ১৭২৪-১৮০৪) তাঁর "Critique of Pure Reason" (১৭৮১) নামক বিখ্যাত বই-এর "Transcendental Dialectic" নামক বিভাগে ডায়লেকটিক পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যে তিনিই সকলের আগে ডায়লেকটিকে সত্যি সত্যি আধুনিক অর্থে দার্শনিক বিচারে লাগিয়েছেন। যে পরিচ্ছেদে কাণ্ট এই ডায়লেকটিক ব্যবহার করেছেন তার নাম "Antinomies of Pure Reason"। হেগেল নিজেও কাণ্টকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সম্মান দিয়েছেন: "In modern times it was, more than any other, Kant who resuscitated the name of Dialectic, and restored it to its post of honour. He did it. as we have seen, by working out the Antinomies of the reason". (*Ibid, p149*)

এই সব আধুনিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদী (dialectician) ছাড়া প্রাচীনকালেও ডায়লেকটিক এর ব্যবহার কেউ কেউ করেছেন। সক্রেটিসকে দ্বন্দ্ব সমন্বয় নীতির (Dialectic method) জন্মদাতা, কেউ কেউ বলে থাকেন। সক্রেটিস

বিচার বা বিতর্কের সময়ে প্রতিপক্ষকে এই ডায়লেকটিক নীতি অবলম্বন করেই কোণঠাসা করতেন। বিশেষ করে সোফিষ্টদের (Sophist) সঙ্গে তর্কে তিনি তাঁদের যুক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এবং অনুসরণ করে এমন সিদ্ধান্তে তাঁদের উপস্থিত করে দিতেন যে তাঁরা দেখতেন, তাঁদের পূর্বমতের একেবারে বিপরীত মত তাঁরা স্বীকার করে বসেছেন। সক্রেটিসের ডায়লেক্‌টিক আমাদের পরিচিত, বর্তমানযুগের ডায়ালেকটিক মোটেই নয়। হেগেল সক্রেটিসের নীতিকে আত্মমুখ (Subjective) বলে আখ্যাত করেছেন।[৩] একে কেউ কেউ 'negative dialectic' বা ঋণাত্মক ডায়লেকটিক আখ্যাও দিয়ে থাকেন।

সক্রেটিসের পরে এলেন প্লেটো। এই প্লেটো-ই প্রাচীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ডায়লেকটিক' নীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। আমাদের খণ্ডবুদ্ধির সৃষ্ট সকল ধারণাই সীমাবদ্ধ এবং "বহুকে" বুঝতে হলে পরিণামে সেই "একে" গিয়েই পৌছতে হবে—এই তত্ত্বটি প্লেটো ডায়ালেকটিক নীতির সাহায্যেই প্রমাণ করেছেন। প্লেটোকে হেগেলও ডায়লেকটিকের উদ্ভাবয়িতার মর্যাদা দিয়েছেন।

প্লেটোর ডায়ালেকটিককে হেগেল বিষয়মুখ ডায়লেকটিক (Objective Dialectic) আখ্যা দান করেছেন। প্লেটোকেই বৈজ্ঞানিক ধরণের ডায়ালেকটিক সৃজন করবার কৃতিত্ব হেগেল দান করেছেন। আর বলেছেন, প্লেটোর বিশাল চিন্তা এই ডায়ালেটিককে বিপুল ও বিস্ময়কর আকারে প্রয়োগ করেছে।[৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে সক্রেটিস থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত অনেক দার্শনিকই ডায়ালেকটিককে ব্যবহার করেছেন এবং এই ধরণের নীতি জগতে নতুন নয়

---

৩. "Socrates, as we should expect from the general character of his philosophising, has the dialectical element in a 'predominantly' subjective shape, that of Irony" (ibid, p 149).

৪. "Dialectic, it may be added, is no novelty in philosophy. Among the ancients Plato is termed the inventor of Dialectic; and his right to the name rests on the fact, that the Platonic philosophy first gave the free scientific, and thus at the same time the objective form to Dialectic,......

"In his more strictly scientific dialogues Plato employs the dialectical method to show the finitude of all hard and fast terms of understanding. Thus in the Parmenides he deduces the many from the one, and shows nevertheless that the many cannot but define itself as the one. In this grand style did Plato treat Dialectic" (ibid, p 149).

মোটেই। তবে হেগেলের কৃতিত্ব হচ্ছে, এক নতুন রূপ ও নতুন অর্থদান করে, বিস্তৃতভাবেবিশ্বের ছোটো-বড়ো সকল পরিবর্তনের উপর একে প্রয়োগ করা। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ডায়লেকটিককে ছাঁচের মতো ক'রে ব্যবহার করে হেগেলের প্রতিভা দর্শন, ইতিহাস ও ধর্ম—সব কিছুই ঢেলে তৈয়ার করেছেন। চিন্তারাজ্যে তখন এমন এক যুগ এসেছিল, যখন হেগেলের প্রভাব দর্শনের রাজ্যকে অভিভূত করেছিল। হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গী এক সময় পশ্চিম ইউরোপের সকম চিন্তাধারাকেই হেগেলীয় রঙে রাঙিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু হেগেলের মৃত্যুর পরে হেগেলীয় দর্শনের বিকাশ নানা বিচিত্রপথে নানা অচিন্ত্যরূপ গ্রহণ করল। হেগেলের সত্যিকার মতবাদ কি, তা নিয়ে মতদ্বৈধ হতে হতে হেগেলীয় সম্প্রদায় শেষে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে লোপ পাবার উপক্রম হল। হেগেল-পরবর্তী এই আলোড়ন থেকেই শেষে ডায়ালেকটিক জড়বাদ জন্ম নিয়ে নতুন সমাজদর্শন হিসেবে স্থান দাবী করছিল। এই কারণে হেগেলের পরের যুগে তাঁর দর্শনের ইতিহাস আমাদের মোটামুটি জানতে হবে।

হেগেল-পরবর্তী হেগেল দর্শন

১৯ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর ধরে হেগেলের দর্শন অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের উপর একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছিল। এর কারণ যাই হোক না কেন, এটুকু বলা চলে যে এই মতবাদ তখনকার যুগের সাম্প্রতিক প্রয়োজনকে মেটাতে পেরেছিল। হেগেলীয়গণ এই বলে গর্ব করেছেন যে, হেগেল দর্শন, ধর্ম ও সমাজের শক্ত ভিত, গেঁথে দিয়ে গেছেন; কিম্বা আরও সত্য ভাবে বলা যায়, আবার ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ হেগেলের আগের যুগে দর্শন-ধর্ম-ও-সমাজ-জীবনের গাঁথুনি ও ভিত, ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ, কাণ্ট (Kant) দর্শনের ভিত্তিকে ভেঙে দিয়েছিলেন, যেদিন তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বের পিছনে যে পরাসত্তা রয়েছে তাকে জানার উপায় মানুষের নেই। সেদিন তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics or ontology) সমাধি হয়ে গেল; কারণ, অজ্ঞেয় তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা বা বিচার করার কিছুই নেই এবং তত্ত্ববিদ্যা বলে কোনো শাস্ত্রেরও কোনো মানে হয় না। হেগেল এসে বললেন, কিন্তু পরমসত্তাকে (Absolute) জানা যায় এবং তাকে জানবার নীতি হচ্ছে ডায়ালেকটিক। তাঁর লজিক দিল

তত্ত্ববিদ্যার একটা বিজ্ঞান-ভিত্তি (Foundation Science)। কাজেই হেগেলের প্রথম কৃতিত্ব হল দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিকে পুনরুদ্ধার করা। দ্বিতীয়ত, কাণ্ট ধর্মকে প্রায় নীতি-শাস্ত্রমাত্রে দাঁড় করিয়েছিলেন। হেগেল এমন একটা ধর্ম-দর্শন (Philosophy of Religion) দিয়ে গেলেন, যার ফলে ধর্ম একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical Foundation) পেয়ে গেল। এটা হল হেগেলের দ্বিতীয় দান ও কৃতিত্ব। তৃতীয়ত, কাণ্ট ব্যক্তিকেই বড়ো করে গিয়েছিলেন। তাঁর Law বা আইন সংক্রান্ত মতে ব্যক্তিকে প্রাধান্য এবং নীতি (morality)-সংক্রান্ত মতবাদেও ব্যক্তিগত বিবেককেই বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। হেগেল কিন্তু নীতিক্ষেত্রেও আবার সমষ্টিকে বড়ো করলেন এবং নীতির একটা মৌলিক ও যৌগিক (organic) ভিত্তি ফিরিয়ে আনলেন। একে হেগেলের তৃতীয় দান বলা হয়েছে। এই তিন কারণে হেগেলের দর্শনকে Restoration Philosophy আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

হেগেলীয়গণ মনে করতেন যে, হেগেল-দর্শন মানুষের জ্ঞানে ও জীবনে যে শক্ত-পোক্ত ইমারত গড়ে দিয়েছে, তার কোনো কালে বিনাশ নেই, কারণ এর গাঁথনি পাকা ও ভিত্তি দৃঢ়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই হেগেলীয়দের এই ধারণা স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে প্রবল ঝড় এসে হানা দিল এবং দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে হেগেল-দর্শনের শক্ত বনিয়াদও যেন প্রবল ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল। হেগেলের জীবিতাবস্থায়ই এ ঝড়ের সূচনা হয়েছিল এবং হেগেলও এর আভাস পেয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর 'Logic' বইখানার ওপর আক্রমণ শুরু হয় তাঁরই জীবিতকালে এবং এ-সব সমালোচনার জবাব হেগেল আংশিকভাবে দিয়েও গিয়েছিলেন।[৫] ১৮২৯ সন থেকেই হেগেলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ আরম্ভ হয় বলা যেতে পারে।

এর কিছুদিন পরেই হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় মতবাদের বিরুদ্ধে তুমুল অভিযান শুরু হয়। এই অভিযান বিশেষভাবে ক'জন লোককে অবলম্বন

---

৫. Hulsemann, 'On the Hegelian theory or Absolute Knowledge and Modern Pantheism' (1829) নামে একখানা বই লেখেন, পরে আর-একখানা বই লেখেন : 'On the Science of Idea' (1831)। Schubart ও Carganicoর বই 'On Philosophy in General and Hegel's Encyclopædia in Particular' (1829) এবং Hulsemann-এর উপরি-উক্ত দুখানা বইয়ের জবাব হেগেল নিজেই দিয়েছিলেন।

করে দিনের পর দিন তীব্রতর ও বিক্ষোভময় হয়ে উঠতে থাকে। জার্মান দার্শনিকগণ এই যুগে হেগেল-দর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশে যুক্তি, তর্ক ও বিচারের বন্যা প্রবাহিত করেন। কিন্তু এই রকম আক্রান্ত হয়ে হেগেলীয়গণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। একদিকে যেমন হ্বাইসে (Weisse), ফিশ্‌টে প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ (monist), বাকম্যান (Bachmann), গুন্থের (Gunther) প্রমুখ দ্বৈতবাদিগণ (Dualist) এবং গ্রবিশ (Grobisch) প্রমুখ হার্বার্টপন্থিগণ (Herbertian) হেগেলের দার্শনিক ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে গশেল (Goschel) প্রমুখ হেগেলীয়গণও আবার নতুন করে হেগেলকে সমর্থন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। হেগেল-বিরোধীদের (Anti-Hegelian) কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেমন ফিশ্‌টে-প্রতিষ্ঠিত Zeitschrift কাগজখানা, তেমনি হেগেলীয় মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'Jahrbücher für wissenshaftliche Kritik' নামে কাগজখানা।

হেগেল দর্শন সমর্থন করে প্রথমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন গশেল (Gos chel)। হ্বাইসেকে জবাব দিতে গিয়ে তিনি 'Monism of Thought' (1832) নামে বই বের করলেন। রোজেনক্রান্‌ৎস্‌ (Rosen-kranz)' গ্যাবলের (Gabler), হাইনরিক্‌স্‌ (Hinrichs) ইত্যাদিও হ্বাইসেকে প্রত্যুত্তর দিলেন। মিকেলেট (Michelet) সমালোচনা করলেন ফিশ্‌টেকে ; জুলিয়াস শালের (Julius Schaller 1810-68) চারদিকের সব রক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যাপকভাবে হাত দিলেন তাঁর 'Philosophy of our Time' (1837)-এ।

কিন্তু প্রতিপক্ষগণ হেগেলের বিরুদ্ধে যে দারুণ ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ করেছিলেন তার কোলাহলে হেগেলপন্থীদের এই ক'টি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল। এর পরে হেগেলীয়দের নিজেদের ভিতরেই মতভেদ দেখা দিল নানা বিষয়ে। ফলে হেগেলের বিরুদ্ধদলের প্রাধান্য ও প্রাবল্যই তর্কক্ষেত্রে কায়েমি হয়ে রইল। গৃহবিবাদ ও পরে গৃহবিচ্ছেদ এসে হেগেল-দর্শনকে 'মহতী বিনষ্টি'র পথে এগিয়ে দিল।

আগে বলা হয়েছে যে, হেগেল-দর্শন 'দর্শনকে' বাঁচিয়েছে, ধর্মকে ভিত্তি দান করেছে ও সমাজকেও উদ্ধার করেছে, এবং এই ত্রিবিধ দানের জন্য হেগেলদর্শনকে Restoration Philosophy বলা হয়ে থাকে। হেগেলের মৃত্যুর পরে তাঁর

দর্শন, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় সকল মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। উপরি-উক্ত হেগেল-বিরোধীগণ (Anti-Hegelian) হেগেলকে দর্শনের দিক থেকে আঘাত করেছেন। তাঁর ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যা (metaphysics)— যা দর্শনের ভিত্তি-স্বরূপ— তাকে আক্রমণ করে হেগেল-দর্শনের বুনিয়াদকে মুমূর্ষু করে তোলা হয়েছে এই-সব প্রতিপক্ষের বিতর্কে।

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, উপরে যাঁদের কথা হয়েছে তাঁরা হেগেলের বিরুদ্ধপক্ষ। হেগেলের দর্শনকে এবং দর্শনের মূলনীতিগুলোকেই তাঁরা আক্রমণ করেছেন। এঁরা হেগেলীয় দলের বাইরের লোক, কাজেই হেগেলকে অগ্রাহ্য করা এঁদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এর পরে যে ঘটনা ঘটল তা আশার অতীত ও কল্পনারও বাইরে। এবার হেগেলের সমর্থক বা দলের লোকদের নিজেদের ভিতরেই মতানৈক্য শুরু হয়ে হেগেলীয় বা Hegelian নামক দর্শনের অস্তিত্ব লোপ পাবার মতো হয়ে দাঁড়াল। এতদিন বাইরে থেকে আক্রমণ হয়েছে, আজ ভিতর থেকেই ফাটল দেখা দিল। হেগেলের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এমনটা ঘটবে এবং হেগেল-দর্শনের এমন শোচনীয় পরিণাম দেখা দেবে, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অথচ তাই ঘটল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছিল; তেমনি হেগেলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হেগেল-সম্প্রদায়ও আত্মকলহে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। কে কে হেগেলের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, কার মত ও ব্যাখ্যা হেগেলের সত্যিকারের মত, তাই নিয়ে বিতর্ক উত্তাল হয়ে উঠল। সবাই নিজের মতকে আসল হেগেলীয় দর্শন বলে চালাতে শুরু করল এই নিয়ে ঝগড়া ও তীব্র বিদ্বেষের অন্ত রইল না। ফলে দাঁড়াল এই যে, হেগেল-দর্শনের নানারকম বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়ে হয়ে শেষটায় হেগেল-বাদই (Hegelism) লোপ পেয়ে গেল।

যে বিষয় নিয়ে হেগেলীয়দের মধ্যে এই শোচনীয় আত্মকলহের সূত্রপাত হয়েছিল সে হচ্ছে হেগেলের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত। প্রথম তর্ক শুরু হল আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব নিয়ে (Immortality of the Soul); সমস্ত হেগেল-সম্প্রদায় এ-তর্কে দুই দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

লুডভিগ্‌-এ. ফয়েরবাক্ (Ludwig A Feuerbach ১৮০৪-৭২) এ-সম্বন্ধে প্রথম বই বের করলেন: 'Thoughts on Death and Immortality' (1831)। এই বইয়ে তিনি সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) স্থিতিভূমি থেকে

বললেন, মৃত্যু হল সসীমের অসীমে বিলীন হয়ে যাওয়া ; কাজেই মৃত্যুর পরে কোনো আত্মার আলাদা অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব। পরে 'History of Modern Philosophy' (১৮৩৪) বইতেও এই মত প্রচার করেছিলেন।

এর পর ফ্রাইডরিশ রিথটার কয়েকখানা বই লিখলেন : ১. 'The Doctrine of the Last Things' (১৮৩৩) ও ২. 'The New Doctrine of Immortality' (১৮৩৩)। রিথ্‌টার বললেন, হেগেলীয় মতবাদ মানলে মৃত্যুর পরেও আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা মানা চলে না। যাঁরা মরণের পরেও বেঁচে থাকার কথা বলেন তাঁরা নিতান্তই অহংসর্বস্ব (Egoist)।

আসল তর্কটা হচ্ছে এই নিয়ে যে, হেগেলীয় দর্শনের নীতি অনুসারে আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত হতে পারে কিনা। ফয়েরবাকের বই বেরুবার পরে হেগেলীয়দের মধ্যে তেমন আলোড়ন হয় নি, তর্ক উঠেছিল মাত্র। কিন্তু রিথ্‌টার দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে নামবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা খুব জোরালো হয়ে লোকের চোখের সামনে এল এবং তর্কটা প্রবল হয়ে দেখা দিল। এই দুজনে হেগেলীয় আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে মত প্রচার করবার পরে অপরাপর হেগেলীয়গণ এই তর্কে যোগ দিলেন।

১৮৩৪ সালে রিথ্‌টার-এর জবাবে গশেল প্রবন্ধ লিখলেন বার্লিনের ইয়ারবুকের (Berliner Jahrbücher)-এর জানুয়ারি সংখ্যায় এবং ঐ দিন থেকেই হেগেলীয়দের সম্প্রদায় দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। এর পরে গশেল 'On the Proofs of Immortality' (১৮৩৫) নামে বই বের করে বিস্তৃত যুক্তি-বিচারের সাহায্যে অমরত্বের সমর্থন করলেন।

কে. কনর‍্যাডি (K. Conradi) একজন হেগেলীয়। তিনিও অমরত্বকে সমর্থন করে বই লেখেন "Immortality and Eternal Life" (১৮৩৭)।

লোকের মন সেদিন এই তর্কে এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল যে, চারদিক থেকে নানা প্রবন্ধ, বই, পুস্তিকা ইত্যাদি বের হয়ে চিন্তারাজ্যে বিষম আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। এই তর্ককে উপলক্ষ করে হেগেলীয় দল দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল— যে দুইভাগকে পরে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী (Left and Right) আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ফয়েরবাক্, রিথ্‌টার, ব্লাসে প্রমুখ বামমার্গী ভূমি থেকে অমরত্বকে আক্রমণ করলেন এবং অন্যদিকে গশেল কনর‍্যাডি প্রমুখ অমরত্বকে সমর্থন করে দক্ষিণ মার্গীয় ভূমি থেকে হেগেলকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে যাঁরা হেগেলীয় নন এমন সব দার্শনিকও এই তর্কে

যোগ দিয়েছিলেন। যেমন হ্বাইসে অমরত্বকে সমর্থন করেছিলেন রিখ্‌টার-এর বিরুদ্ধে এবং ফিশ্‌টে আবার অমরত্বের বিপক্ষে ছিলেন।

এর পরেই আবার তর্কের ধারা অন্য খাতে বইতে শুরু করল। অমরত্বের প্রশ্ন ছেড়ে হেগেলীয়দের বিচারবুদ্ধি এবার কিছুদিন পরেই খ্রীস্টতত্ত্বের (Christology) উপর আত্মনিয়োগ করল। ফ্রাইডারিশ স্ট্রাউশ (David Friedrich Strauss, ১৮০৮-৭৪) নামক বিখ্যাত হেগেলীয় তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই 'The Life of Jesus Critically Treated' (১৮৩৫-৩৬) বের করলেন। স্ট্রাউস বাইবেলকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমালোচনা করে বললেন, বাইবেল ইতিহাস নয়; বাইবেলের যত গল্প এ-সব সত্য ঘটনার কাহিনী নয়। তা ছাড়া বাইবেলের ঘটনাগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী এত কিছু আছে যে ওগুলো সত্য হতেই পারে না। বিশেষতঃ, যে সব আশ্চর্য ও অপ্রাকৃত ঘটনা (miracle) বাইবেলে আছে, সেগুলো দার্শনিক (হেগেলীয়) যুক্তিতে সমর্থন করা চলে না। উইলহেম ফাট্‌কে (Wilhelm Vatke, ১৮০৬-৮২) এরপর বই বের করলেন 'Biblical Theology' (১৮৩৫) এবং God-man-এর ধারণাকে আক্রমণ করলেন। পরে ফয়েরবাক তার সব চেয়ে বিখ্যাত বই 'Essence of Christianity' (১৮৪১) লিখলেন। এই বইতে ফয়েরবাক নাস্তিকতার সমর্থন ক'রে, ধর্ম যে মানুষের কল্পনার সৃজন— এই তত্ত্ব প্রচার করলেন। ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) আলাদা কিছু শাস্ত্র নয়, এ হল নৃতত্ত্বরই (anthropology) নামান্তর। মানুষের ইচ্ছারই বিগ্রহ মূর্তি হল ঈশ্বর। ফয়েরবাক পূর্বে ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) এখন মত বদলে দেখা দিলেন নিরীশ্বরবাদী (Atheist) হয়ে। তাঁর 'History of Philosophy'-তে (১৮৩৪) যে মূর্তি দেখতে পাই, সে রূপ আজ বিপরীত মুখে বদল হয়ে গেছে। তখন ফয়েরবাক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)-এর আর আজ 'Essence of Christianity'তে স্তুতিপাঠ চলল নিরীশ্বরাবাদের (Atheism)। স্ট্রাউস নতুন বই লিখলেন 'The Christian Doctrine of Faith in its Development and in its Conflict with Modern Science.' (১৮৪১-৪২)। এই বইখানারও স্থান তাঁর বিখ্যাত 'Life of Jesus'-এর পরেই। এই বইতে স্ট্রাউস হেগেলকে পুরোপুরি সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) বলে দাঁড় করালেন। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর চিন্তাগুলো

ব্যতিরিক্ত আর কোনো ঈশ্বর নেই এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো (Laws of nature)-কে ছেড়ে আর কোনো প্রকাশ ঈশ্বরের নেই। এই তত্ত্বই স্ট্রাউসের মতে হেগেলের একমাত্র সত্যিকার মত।

এদিকে স্ট্রাউস প্রমুখ হেগেলীয়গণ যখন বাইবেলের উপর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন ব্রুনো-বাউয়ের (Bruno-Bauar ১৮০৯-৮২), গ্যাবলার, গশেল, কনর‍্যাডি, প্রমুখ হেগেলীয়গণও স্ট্রাউস এবং তাঁর দলের মতামতের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে লিখতে শুরু করলেন। ব্রুনো-বাউয়ের প্রথম স্ট্রাউসের 'Life of Jesus' নামক বইয়ের প্রতিবাদ ও সমালোচনা লিখলেন 'Berliner Jahrbücher' ১৮৩৫-এর ডিসেম্বর সংখ্যায়। তারপরে তাঁর নতুন কাগজ 'Zeitschrift fur Speculative Theologie' (১৮৩৬-৩৮) হয়ে দাঁড়াল এই স্ট্রাউস-বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় পত্রিকা। তাঁর Critique of the 'Evangelical Narratives of the Synoptics' (১৮৪১-৪২) বইতে তিনি স্ট্রাউসের 'Life of Jesus'-এর জবাব দিয়েছেন।

গ্যাবলার তাঁর Latin Inaugural Address'-এ (১৮৩৬) স্ট্রাউসের প্রতিবাদ করলেন। গশেল লিখলেন তাঁর 'Contributions to the Speculative Theology' (১৮৩৮), সালের (Schaller) যীশুখ্রীস্টের সমর্থনে লিখলেন 'The Historical Christ and Philosophy' (১৮৩৮)। কনর‍্যাডি লিখলেন Christ in the Present, Past and Future (১৮৩৯)।

এইভাবে একদিকে স্ট্রাউসের দল এবং অন্যদিকে গশেল প্রমুখ পণ্ডিতগণ হেগেলীয় মতের ব্যাখান ও অপব্যাখ্যানের সাহায্যে খ্রীস্টতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় যুযুধান হয়ে উঠল। হেগেল সম্প্রদায় এই দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। স্ট্রাউস ১৮৩৭ সালে এক লেখায় রহস্য করে লিখেছিলেন যে হেগেলীয় সম্প্রদায় ফরাসী পার্লামেন্টেরই মতো দুই দল হয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং এর বাম দিকে আছেন স্ট্রাউস স্বয়ং ও দক্ষিণে রয়েছেন গশেল, গ্যাবলার ব্রুনো-বাউয়ের। অবশ্য রোসেনক্রানৎস (Rosenkranz) এই দুই দলের মধ্য প্রদেশে রয়েছেন। এ-কথাও স্ট্রাউস বলেছিলেন—যদিও রোসেক্রানৎস নিজে এ মন্তব্যকে স্বীকার করেন নি কোনো দিন। কী শুভক্ষণেই স্ট্রাউস এই দক্ষিণ-বাম (Right-Left) ভাগের উল্লেখ করেছিলেন! এর পর থেকে আজ পর্যন্ত দার্শনিক সমাজে এই শ্রেণীবিভাগ ও এই নামকরণই চলে আসছে চিরদিন।

কিন্তু এখানেই হেগেলীয় সমাজের দুর্গতি শেষ হয়নি। দক্ষিণ-বাম দ্বন্দ্বেই আত্মকলহ সমাপ্ত হয় নি; কিছুদিনের মধ্যেই আবার বাম-মার্গে (Left) অন্তর্বিরোধ শুরু হল। দক্ষিণ ও বাম মার্গের ঝগড়ায় আসল বিরোধ ছিল হেগেলীয়দের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের। স্ট্রাউস, ফয়েরবাক সর্বেশ্বরবাদকে হেগেলীয় বলে চালাচ্ছিলেন। পরে ক্রমশ আবার ফয়েরবাক ও ব্রুনো-বাউয়ের দল ছেড়ে নতুন রূপ ধারণ করলেন। এর পরে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) ছেড়ে ধরলেন নিরীশ্বরবাদের (Atheism) নবতর রূপ।[৬] সর্বেশ্বরবাদ হল নিরীশ্বরবাদের একেবারে বিপরীত রূপ।

স্ট্রাউস-এর সর্বেশ্বরবাদের ('The Epiphany of the Eternal Personality of the Spirit', 1844 by Strauss) বিপরীত বিকাশ আমরা দেখতে পাই ফয়েরবাক ও ব্রুনো-বাউয়ের-এর নিরীশ্বরবাদে। ফয়েরবাকের মতের পরিবর্তন ঘনঘন হয়েছে। 'History of Modern Philosophy' (১৮৩৪) বই-তে তাঁর সর্বেশ্বরবাদ ও স্পিনোজাপ্রীতি প্রবল। 'The Description and History of the Philosophy of Leibnitz'(১৮৩৭) বই-তে এ তাঁর মতের হুবহু বদল হয়েছে। এখানে স্পিনোজার বিপরীত মতের প্রাবল্য এবং Divinity-র বিরুদ্ধতা স্পষ্ট। এর পরে 'Pierra Bayle' (১৮৩৮) বই-এ নিরীশ্বরবাদের পরিষ্কার সমর্থন ও খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধতা দেখতে পাই। এরপরে Essence of Christianity (১৮৪১)-তে মানবতাই যে ধর্ম এ-মত দেখা যায়। মানুষের অন্তরের ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাই মূর্তিমন্ত হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর সৃষ্ট হয়েছে। সর্বশেষে 'An Estimate of the Work: The Essence of Christianity' (১৮৪৭) বইতে নিজেকে স্পষ্ট হেগেলের বিরুদ্ধবাদী বলে প্রকাশ করেন। তাঁর বর্তমান মত যে হেগেলের মতেরই পরিণতি নয়, এ কথা তীব্রভাবে তিনি বলেছেন তাঁর এই বইতে।

তারপর ব্রুনো-বাউয়ের ও ফয়েরবাকেরই মতো একই নিরীশ্বরবাদের সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি; এঁকে স্ট্রাউস অবশ্য দক্ষিণমার্গীদের (Rightist)

---

৬ Pantheism in the Hegelian Left is represented primarily by Strauss, while Feurbach and Bruno-Bauer represent the Dialectical opposite of Pantheism. (Erdmann, III, p 70)

দলে ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রুনো-বাউয়ের বাম-মার্গী (Leftist)। ইনি হেগেলকে নিরীশ্বরবাদী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'The Trumpets of the Judgement Day on Hegel the Atheist and Anti-Christ' (১৮৪১) এবং "Hegel's Theory of Religion and Art Judged from the Standpoint of Faith' (১৮৪২) —এই দুইখানা বইতে হেগেলকে ১৮ শতকের নিরীশ্বরবাদীদের সতীর্থ বলে দাঁড় করানো হয়েছে।

এই সময়ে ম্যাক্স স্তিরনের (Max Stirner) বলে এক ব্যক্তি লিখলেন 'The only one and his Property' (১৮৪৪) নামে এক বই এবং ফ্রাইড্‌রিশ্‌ ডাউমের (১৮০০-৭৫) লিখলেন 'Anthropologism and Criticism of the Present' (১৮৪৪)। এঁরা দুজনেই ফয়েরবাক ও ব্রুনো-বাউয়েরকে আক্রমণ করলেন এই বলে যে ফয়েরবাক ও বাউয়ের দুজনেই প্রকারান্তরে ধর্মকেই ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ একজন (বাউয়ের) আত্মসম্বিৎ "Self-consciousness" ও অন্যজন (ফয়েরবাক) মানুষকে (Man) ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন। ডাউমের বললেন, এঁরা মানুষের পূজা প্রবর্তন করছেন, প্রকৃতির (Nature) নয়। কাজেই দেখা গেল যে হেগেলীয় বাম-মার্গও অচিরে দুই বিরুদ্ধ দলে বিদীর্ণ হয়ে গেল। একদিকে স্ট্রাউস প্রমুখ সর্বেশ্বরবাদী এবং অন্য দিকে ফয়েরবাক, ব্রুনো-বাউয়ের, স্তিরনের প্রমুখ নিরীশ্বরবাদী। এই দুই দলে হেগেলীয় সম্প্রদায় চিরদিনের তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে (১৮৩০-৫০) হেগেলের দর্শন নানা মতে ও সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং পরস্পর আত্মকলহ ও তর্কবিতর্কের ফলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিল। মাত্র কয়েকটা বছর আগে যে দর্শনকে সবাই মনে করত চিরকালের, অপরিবর্তনীয় সত্য, হেগেলের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল যে তা একান্ত ভঙ্গুর ও নশ্বর। হেগেল একদিন নিজেও মনে করেছিলেন যে, তিনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দর্শন দিয়ে গেলেন; হেগেলীয়গণও নিঃসন্দিগ্ধ মনে বিশ্বাস করেছিলেন যে হেগেলবাদ জীবনের সকল সমস্যার শেষ মীমাংসা ও সমাধান। হেগেলের 'ন্যায়' তাঁর অপরূপ ও অভিনব ডায়ালেকটিক নীতি একদিন বহু দার্শনিকের মনোহরণ করেছিল। দেখা গেল কয়েক বছরের মধ্যেই হেগেলের সেই 'ন্যায়' ও 'নীতি' যে একপেশে, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটি-দুষ্ট হেগেলীয়গণই নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করলেন। কোনো-একটি সূত্র

(formula) বা একটি মাত্র নীতিকে (method) যাঁরা চরম এবং একান্ত করে আঁকড়ে ধরেন, তাঁরা যে কত ভ্রান্ত হেগেলীয় দর্শনের পরিণতিই তার চিরস্থায়ী প্রমাণ।[৭]

কিছুকালের জন্য তীব্র চমক দেখিয়ে হেগেলবাদ ক্ষণিকের উল্কার মতোই নিভে গেল। হেগেলীয়, অ-হেগেলীয় সবাই মিলে এর অন্তিম সংস্কার করে ঘরে ফিরলেন। কিন্তু এ কথার মানে এই নয় যে, হেগেলের মতবাদী লোক আর দর্শনশাস্ত্রে কেউ রইলেন না বা ভবিষ্যতেও কেউ থাকবেন না। হেগেলবাদের ভাঙনের (dissolution) যুগেও অনেক হেগেলীয় বেঁচে ছিলেন এবং অনেক বই-ও বেরুচ্ছিল হেগেল-তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও সমর্থন ক'রে। এ কথা সবাই স্বীকার করবে যে চিন্তারাজ্যে কোনো মৌলিক চিন্তাই চিরদিনের তরে বিনষ্ট হয়ে যায় না। গাছ মরে গেলেও তার সকল বীজ লোপ পায় না। বীজ থেকে নতুন জন্মের সূত্রপাত অহরহই হতে থাকে। চিন্তা-জগতেও এই বিধি প্রবল। কোনো প্রাণবান চিন্তা যদি কোনো প্রতিভার উর্বর ক্ষেত্র থেকে জন্ম নেয়, তবে সেই প্রাণবান চিন্তার জীবনকাল ফুরিয়ে গেলেও তার প্রভাব সমূলে লোপ পেয়ে যায় না। চিন্তাজগতে এমন একটা ধারাবাহিকতা (continuity) রয়েছে চিরকাল, যাতে করে সত্যিকারের চিন্তা বা মননের কখনো "মহতী বিনষ্টিঃ" হয় না। প্রভাবশালী মননের সূক্ষ্ম সত্তা নানা আকারে, নানা রঙে, ও নানা বেশে বেঁচে থাকে এবং ভবিষ্যতের দিকে নিজের—দৃশ্য না হলেও অদৃশ্য—প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। দার্শনিক জগতেও পূর্বাচার্যদের বই পড়ে তাঁদের থেকে কিছুই গ্রহণ করেন নি বা তাঁদের দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হন নি, এমন চিন্তানায়ক

৭ "For a glance back at the movements after Hegel's death seems to show that in the first Lustrum his metaphysical restoration, in the second his rehabilitation of dogma and in the third his maintenance of the idea of moral organism, had been proved by anti-Hegelians, Hegelians and ultra-Hegelians to be worthless, and therefore his whole system and all his efforts had proved to be nothing but a brilliant meteor without substance whatever.

'That where the carcase was, the eagles should have gathered together was natural. Thus, during the process of dissolution which has been desci'bed, but especially after it seemed to be completed, lengthy works appeaed and are still appearing, which demonstrate the absolute worthlessness of the Hegelian system, and describe it as a Just Nemesis for its overweaning pride, that at the present day people no longer concern themselves about it.'" (Erdmann, vol III. p 100).

পৃথিবীতে অন্তত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন বলে কেউ জানে না। কাজেই হেগেলের মতো প্রতিভার প্রভাব সমূলে ও নিঃশেষে লোপ পেয়ে যাবে, এ কথা অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। হেগেলবাদের মৃত্যু যদি হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তবে তার মানে এমন নয় যে হেগেলের মতবাদ জগতের আর-কোনো লোকের বুদ্ধিকে আকর্ষণ করে নি কিংবা কাউকে প্রভাবিত করেনি। কাণ্ট (Kant), রাইনহোল্ড (Reinhold), ফিশ্‌টে (Fichte), শেলিং (Schelling) এবং হেগেল—এঁদের মধ্যে এমন একটা সরল পারম্পর্য আছে যে, পরবর্তীগণ প্রত্যেকেই পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে পূর্ববর্তী দর্শনকে অনেকাংশে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। হেগেলের পরবর্তীগণ হেগেলের দর্শন থেকে অনেক কিছু নেবার মতো সত্য পেয়েছেন। হেগেল জগতে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গেছেন, যার প্রভাব আজো আছে এবং আগামীকালেও থাকবে। হেগেলের দর্শনে সত্যের আলো বহুল পরিমাণে উদ্ভাসিত হয়েছে, এ কথা অন্ধও স্বীকার করে। কিন্তু যাঁরা হেগেলবাদকে ও হেগেলীয় পদ্ধতিকে (method) দর্শনের শেষ কথা বলে মনে করেন ও প্রচার করেন, তাঁদের চোখের দৃষ্টি ঐতিহাসিক তো নয়ই, বরং তাকে নিতান্ত একদেশদর্শী বলা চলে। উনিশ শতকে যাঁরা সূর্য বলে অভিবাদন করেছিলেন, একদিন তাঁরাই কিছুকাল পরে আবিষ্কার করলেন যে তাঁদের এতদিনকার সূর্য কেবলি পলকের উল্কামাত্র ("a brilliant meteor without substance whatever.") হেগেলবাদে। সত্য আছে, কিন্তু সে একান্ত ও চরম সত্য নয়। জীবনব্যাপী তিমিরকে বিদূরিত করে চিরদিনের তরে দিবালোক রচনা করবে এমন আলো হেগেলতত্ত্বে নেই। সুতরাং যে দম্ভ ('overweaning pride') একদিন হেগেলীয়দের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, তার নির্দয় প্রতিক্রিয়া এসে অচিরে হেগেলবাদকে গলা টিপে মারল। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দেখা দিয়েছিল নিয়তি (Nemesis) এবং হেগেলীয়-পরবর্তী গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারে হেগেলবাদকে জ্বালিয়ে রাখবার ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে বিফল করে হেগেলীয়-দর্শন নীরবেই নিভে গেল। আর্ডমান (Erdmann) নিজেও একজন হেগেল-ভক্ত। তিনিও বলছেন :

"At present many obstinate-minded persons have concluded from the fact that the Hegelian system was once more being slain, that it was still living, and from the fact that a thick

book again appeared, which dealt with it alone, that people are after all still talking about it." (vol. III, p. 101).

হেগেলবাদ মরে গেল এ কথা সত্য। কিন্তু আগেই বলেছি, এ মৃত্যু নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাওয়া নয়। আগামীকালেও হেগেলবাদ অনেক দার্শনিকের চিত্ত ও বুদ্ধিকে দোলা দিয়েছে এবং ইংলণ্ডে নতুন হেগেলীয় সম্প্রদায় হেগেল-দর্শনকে রূপান্তরিত করে নিয়ে এক নব দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছেন। সে উনিশ শতকের শেষভাগে হেগেলের মৃত্যুর অনেক পরে।

আমরা দেখতে পেয়েছি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই হেগেলের দর্শন বিস্মৃতির তলে ডুবে গিয়েছিল। এমন-কি "হেগেলীয়" নামটাও একটা ঘৃণা ও লজ্জার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগে যাঁরা নিজেদের "হেগেলীয়" বলতে গর্ববোধ করতেন তাঁরা ঐ নামে পরিচিত হতে বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন।[৮]

কাজেই হেগেলীয়-পরবর্তী যুগে হেগেলীয় দর্শনের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় 'ন্যায়' (Logic) ও ডায়ালেকটিক পদ্ধতি-ও (Dialectic Method) সমাধিস্থ হয়েছিল। যে ডায়ালেকটিক একদিন সকল সমস্যার সমাধানে একমাত্র যাদু-দণ্ড বলে গৃহীত হয়েছিল উনিশ শতকেই তাকে নিতান্ত অকেজো বলে বর্জন করা হল এ কথা ভাবতে আজকের দিনের বহুলোকের বিস্ময় বোধ হবে সন্দেহ নেই। কারণ আজকে আবার দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক হাওয়ার উল্টোমুখী গতি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুরানো ডায়ালেকটিককেই কবর থেকে তুলে আবার মন্ত্রপূত করে কাজে লাগাবার সভক্তি চেষ্টা শুরু হয়েছে। অনেক মনই আজকে আবার উল্টো স্রোতে উজান বেয়ে অতীতের মুখে চলেছে। ডায়ালেকটিককে নাকি নতুন করে পেতে হবে, বুঝতে হবে এবং ভক্তি করতে হবে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সমাজে, প্রকৃতিতে সর্বত্র সকল গুপ্তধনের মণিকোঠার রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করবে এই নতুন-করে-পাওয়া পুরোনো যাদু-দণ্ড। দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক,

---

৮ The number of these increased to such an extent that not only did the larger public get accustomed to conclude from the tombstone that death and burial had taken place; but even amongst those who had previously called themselves, Hegelians, the aversion to calling themselves by this name grew upon them more and more, and assertions were openly made that the Hegelian School and even the doctrine which had been promulgated in it, no longer existed." (Erdmann, III, p 100)

সমাজতত্ত্ব, জ্যামিতি—সবাই কেবল অন্ধকারে হাতড়ে মরবে যতদিন না এই ডায়ালেকটিক এর যাদুকে কাজে লাগাতে শেখে। মানুষের মনে এ এক নতুন মোহমুগ্ধতা ছেয়ে এসেছে; মধ্যযুগীয় ম্যাজিক-প্রীতির এ এক আধুনিক রূপায়ণ বই আর কিছু নয়। সহজ পন্থা, মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাকের উপর মানুষের লোভের অন্ত নেই কোনো দিনই; মানুষ লজিক চায় না, চায় ম্যাজিক— সোজা রাস্তায় হাতে হাতে ফল। ডায়ালেকটিক-প্রীতির একমাত্র উৎস মানুষের এই ফরমূলার উপর ভক্তি; রয়াল রোডের দুর্বার আকর্ষণ! এই নিশ্চিন্ত ফরমূলা-প্রীতি এই বৈজ্ঞানিক যুগেরও বহু মনকে গ্রাস করেছে নতুন করে। তারই ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজকে বিংশ শতকেও যে ডায়ালেকটিক একদা কবরের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে বার করে রাজ সিংহাসন দান করা হচ্ছে। এর কারণ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাই বলছিলাম, যাঁরা দর্শনের ইতিহাসের খোঁজ রাখেন তাঁরা আজকে ভাববেন: "বড়ো বিস্ময় লাগে।"

আসল কথা হল হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে ডায়লেকটিক পদ্ধতি বর্জিত হয়েছিল হেগেলীয় সমাজে। ডায়ালেকটিক শব্দটা নানা জনে নানা কাজে ব্যবহার করেছেন। সক্রেটিস থেকে শুরু করে হেগেল পর্যন্ত বহুলোকই যে ডায়ালেকটিককে গ্রহণ করেছেন, এ কথা হেগেলও বলে গেছেন। তবে আসল কথা হল এই যে অন্যদের ডায়লেকটিক ও হেগেলের ডায়ালেকটিকের মধ্যে আসমান জমীন পার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তীরা সবাই নানা বিভিন্ন অর্থে একে ব্যবহার করেছেন এবং বিশেষ করে হেগেল একেবারে স্বতন্ত্র ও পৃথক অর্থে একে ব্যবহার করেছেন। হেগেলের ডায়ালেকটিক নানা ত্রুটিতে পূর্ণ ও নানা দোষে দুষ্ট। কিন্তু প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কান্টের সঙ্গে হেগেলের ডায়ালেকটিকের কোথাও কোনো সত্যকার মিল বা সাদৃশ্য নেই; তবুও হেগেল এঁদের সকলকেই প্রায় "হেগেলীয়" বলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন। ট্রেণ্ডেলেনবুর্গ (Trendelenburg ১৮০২-৭২) নামক উনিশ শতকের বিখ্যাত দার্শনিক হেগেলের এই অযৌক্তিক চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে, হেগেল এদের গায়ের জোরে "হেগেলীয়" বানিয়েছেন ('proceeds unhistorically and turns them into Hegelians')। কাজেই হেগেল প্লেটো ইত্যাদির ডায়ালেকটিককে নিয়ে উচ্ছ্বাস ও উৎসাহ প্রকাশ করলেও, আসলে হেগেলের নিজের ডায়ালেকটিক একেবারে অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। এই যুক্তি-বিরুদ্ধ ও অবাস্তব ডায়ালেকটিককে

এই কারণে উনিশ শতকেই সকল দার্শনিক অগ্রাহ্য করেছিলেন। জে. এইচ. ফিশ্‌টে. (J. H. Fichte, ১৭৯৭-১৮৭১), সি. জে. ব্রানিস (C. J. Braniss, ১৭৯২-১৮), সি এফ. বাকম্যান (C. F. Buchmann, ১৭৮৫ ১৮৫৫), ড্রবিশ (Drobisch, ১৮০২), ৎসিমারম্যান (Zimerman*) প্রমুখ হার্বার্টপন্থী এবং হার্টমান (Hartmann), চ্যালিবাউস (Chalybaus), উলরিচি (Ulrici), ট্রেণ্ডেলেনবুর্গ প্রমুখ সকলেই ডায়ালেকটিককে একপেশে ও অবাস্তব বলে বিদায় দিয়েছেন। এমন-কি ফয়েরবাক স্ট্রাউস ও গ্যাবলার পর্যন্ত ডায়লেক-টিককে বর্জন করেছিলেন। নীচের উক্তি হতে তদানীন্তন অবস্থা আরো পরিষ্কার হবে :

"The Dialectic method passed into entire oblivion in the disputes which have been characterised. Strauss never employed it in his writings and if he reminds us of the dialectics of Hegel, he at the same time also hinted that the solution of contradictions was not the chief thing. On the other side Gabler seeks to escape the reproach that the Hegelian God was just the Hegelian method by pronouncing it to be of secondary importance." (Erdmann, III, p 84).

হেগেলীয় দর্শনের ইতিহাসকে বুঝতে হবে যদি ডায়ালেকটিককে বুঝতে হয়। কারণ হেগেল-তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে ভিত্তি ক'রে। ডায়লেকটিককে ভালো করে বুঝবার জন্যই আমরা হেগেলীয় দর্শনের পরিণতি ও ইতিহাসকে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, কারণ হেগেলই আমাদের শিখিয়েছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়োজন। আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে ডায়ালেকটিকও হেগেলের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল, আজ হতে একশো বছর আগে। একদিন ডায়ালেকটিক অযৌক্তিক ও কাল্পনিক বলে বর্জিত হয়েছিল, এ কথা জানবার আজ প্রয়োজন আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলবেন যে একদিন বর্জিত হয়েছিল—একথার কোনোই নিগূঢ় অর্থ নেই। একদিন কোনো-এক যুগের লোকেরা যদি কোনো তত্ত্বের মর্ম না-ই উপলব্ধি করতে পেরে থাকে, তবে অন্য যুগে অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সহায়ে সেই তত্ত্ব আদৃত হবে না, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। ডায়ালেকটিকের মর্ম ও সুগভীর অর্থ উনিশ শতকের কোনো

কোনো লোক বুঝতে না পেরে যদি একে বর্জন করে থাকেন এবং পরবর্তী যুগে যদি দার্শনিকগণ একে সত্য বলে বুঝতে পেরে আদর করে থাকেন, তবে একথা প্রমাণ হয় না যে ডায়ালেকটিক নীতিটাই ভুল।

পূর্বোক্ত কথার জবাবে আমরা বলব যে, পূর্ব যুগের পণ্ডিতরা ডায়ালেকটিককে বর্জন করেছিলেন এই কারণেই যে ডায়ালেকটিক নীতি ভুল বলা চলে না বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ যে-সব যুক্তিতে ও কারণে ডায়ালেকটিককে অসত্য বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন, সেই-সব কারণ ও যুক্তিগুলো আজো যদি অব্যাহত থাকে ও সত্য বলে প্রমাণ হয় তবে ডায়ালেকটিক নীতিকে পুনশ্চ গ্রহণ করার দার্শনিক যুক্তিযুক্ততা থাকে না। তারপরে ডায়ালেকটিক নীতি সম্বন্ধে, এর সত্যতা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র-ভাবেও আলোচনা করে দেখতে হবে যে এ-নীতি নিজস্ব গুণে (on its own merit) ধোপে টেকে কিনা। ডায়ালেকটিক-কে যাঁরা অব্যর্থ দার্শনিক নীতি বলে মনে করেন তাঁদের দেখতে হবে যে বর্তমান যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমর্থন ডায়ালেকটিক নীতি পেতে পারে। ডায়ালেকটিক নীতি নিয়ে বহু আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু যে-সব যুক্তি ও কারণের জন্য ডায়ালেকটিক নিতান্ত কাল্পনিক ও অসত্য বলে যুগে যুগে বর্জিত হয়ে এসেছে, তার সঠিক জবাব ডায়ালেকটিক-সমর্থকরা আজো দেন নি ; যুক্তি তর্ককে এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র গুণ ব্যাখ্যা করে প্রবলতর ভাষা প্রয়োগ করেই এঁরা নিজেদেরকে খালাস মনে করেছেন। কাজেই ডায়ালেকটিকের নিজস্ব merit বা সত্যতাও আমরা পরখ করে দেখব, একথাও ঠিক। কিন্তু দর্শনিকগণ একযোগে ডায়লেক-টিককে বয়কট করেছিলেন কেন সে তত্ত্ব এবং খবরটিও আমাদের জেনে রাখতে হবে।

ফয়েরবাকের উত্তরাধিকার— ডায়ালেকটিকের পুনর্জন্ম

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন হেগেলীয়, অহেগেলীয়, দক্ষিণ হেগেলীয় ও বাম হেগেলীয় এবং স্পিনোজী হেগেলীয় ও নিরীশ্বরবাদী-হেগেলীয় ইত্যাদি দল-উপদলের কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসুরা সবাই আবহাওয়াকে তিক্ততায় ও কোলাহলে ভরে তুলেছিল, সেই যুদ্ধ-কোলাহলের অন্তরালে ডায়ালেকটিক জড়বাদের বীজ অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। স্ট্রাউস একদিকে সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) দখিনা হাওয়ার প্রবাহ ছড়াচ্ছিলেন; অন্যদিকে ফয়েরবাক ও ব্রুনো-বাউয়ের সেই দখিনা বাতাসে তৃপ্ত না হতে পেরে নিরীশ্বরবাদের (Atheism) ঝড় তুলেছিলেন। জার্মান দেশ এবং নিজেরা দোলা খাচ্ছিলেন সেই ঝড়ে। সেই অতীত দিনে ফয়েরবাকের বামমার্গীয় ঝড় কত মানুষের চিত্তে আলোড়ন তুলেছিল সে খবর আজকের দিনে তুচ্ছ; কিন্তু সেই তর্কমুখর অশান্ত যুগে একটি দোলনশীল চঞ্চল চিত্ত যে সেই ঝড়ের দোলায় বিপুল বেগে আন্দোলিত হচ্ছিল, এ-খবর আজকের যুগে তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়। নিরীশ্বরবাদের যে নূতন সুরা ফয়েরবাক প্রমুখ বিদ্রোহীরা তখন পথেঘাটে বিলোচ্ছিলেন, সেই সুরার নেশায় এক প্রতিভাশালী যুবকের মন সেইদিন ধীরে ধীরে রাঙিয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। তাঁর নাম মার্ক্স।

তেইশ বছর বয়সে লেখা মার্ক্স-এর ডক্টরেট গবেষণাপত্রে দেখা যায় তিনি হেগেলীয় দর্শনের নেশায় মশগুল রয়েছেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফয়েরবাকের বাম-মার্গীয় জাদুতে তাঁর মন বাঁধা পড়ে যায় এবং ১৮৪৩ সনেই দেখতে পাই তিনি ফয়েরবাকের প্রতিভামুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছেন এবং নিরীশ্বরবাদের উগ্র সমর্থক হয়ে রণাঙ্গনের প্রান্তদেশে পদচারণ করছেন। ১৮৪৩ সনে ৩০ অক্টোবর মার্ক্স এক পত্রে ফয়েরবাককে প্রায় যুগাবতার বলে সম্বোধন করেছেন। এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তিনি লিখছেন:

"No one in the world can be better fitted than you to do this, for you are the exact opposite of Schelling. The perfectly sound idea which Schelling formulated in his youth (we must

recognise the good there is in our opponents), for whose realisation he had no quality except imagination, ···this idea became transformed in you into truth, into reality, into something endowed with a virile seriousness. That is why Schelling is an anticipatory caricature of yourself,··· ··*I therefore regard you as the adversary of Schelling' the necessary adversary, endowed with plenipotentiary powers by their Majesties, Nature and History*. Your struggle against him is the struggle of philosophy itself against a distortion of philosophy."

এখানে "perfectly sound idea'-টি আর কিছুই নয়— জড়বাদ। তারুণ্যের অপরিমিত উৎসাহে মার্ক্স ধরে নিয়েছেন শেলিং যৌবনে জড়বাদী ছিলেন। অবশ্য গুরু ফয়েরবাক নিজেই মার্ক্সের এই ভুল নির্দেশ করেছিলেন জবাবে।

আমরা দেখতে পেয়েছি ফয়েরবাক ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সনের মধ্যে দ্রুত বর্ণ-পরিবর্তন করে এমনভাবে বদলেছেন যে তাঁর শেষ মূর্তির সঙ্গে আগের কোনো মূর্তিরই সাদৃশ্য নেই। 'Thought on Death and Immortality' (১৮৩১) এবং 'History of Modern Philosophy' (১৮৩৪)-তে তিনি হেগেলবাদ থেকে স্পীনোজাবাদে পাড়ি দিয়ে এসেছেন। স্পীনোজা-প্রীতি হল তার দ্বিতীয় স্তর। তারপরেই 'The Description and History of the Philosophy of Leibnitz' (১৮৩৭), 'Pierre Bayle' (১৮৩৮) ও 'Essence of Christianity' (১৮৪১)-তে তিনি সর্বেশ্বরবাদের ভূলোক ছেড়ে নিরীশ্বরবাদের স্বর্লোকে এসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই হল তাঁর তৃতীয় রূপ। তারপরে ১৮৪২ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত যে-সব বই তিনি লিখেছেন, তাতে তিনি হেগেলবিদ্বেষী ও প্রকৃতি-পূজারী হয়ে দেখা দিয়েছেন। সর্বশেষে তাঁর দর্শন আত্মসর্বস্বতার সিঁড়ি বেয়ে এসে উন্নীত হয়েছে 'Man is what he eats' নামক বাস্তবতার দর্শনে। একে তার চতুর্থ পরিণতি বলা যায়।

মার্ক্স-এর সঙ্গে তাঁর গুরু ফয়েরবাকের এ-বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। মার্ক্সও দ্রুত রূপ ও বেশ পরিবর্তন করে সর্বশেষে ডায়ালেকটিক জড়বাদের দ্যুলোকে এসে নির্বিকল্প স্থিতি লাভ করেছেন। দেখা যায় ১৮৪৩-এর কিছু আগে তিনি-হেগেলভক্ত আদর্শবাদী। ১৮৪৩-এর কাছাকাছি কাল থেকে তিনি হেগেলকে

বর্জন করে হয়েছেন ফয়েরবাকীয় নিরীশ্বরবাদী। এটি তার দ্বিতীয় স্তর। ১৮৪৫ সালেও মার্ক্স তাঁর যে বই বের করেন বাউয়ের-ভ্রাতৃদ্বয়কে (Edgar Bauer ও Brúno Bauer) আক্রমণ করে তাতেও তিনি ফয়েরবাককে তদানীন্তন দার্শনিক রাজ্যের চরম পরিণতি বলে সম্মান দিয়েছেন। তিনি তখন 'Reinischer Zaitung' নামক পত্রিকার সম্পাদক। ঐ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৪৩ সালে প্যারীতে গিয়ে পরে 'The Holy Family ; against Bruno-Bauer & Co' নামক বই লেখেন। এতে তিনি বলেন যে ফয়েরবাকের মানবতাবাদ (humanism) জন্ম নিয়েছে স্ট্রাউস-এর সর্বেশ্বরবাদ ও ব্রুনো বাউয়ের-এর নিরীশ্বরবাদ এই দুইয়ের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম থেকে। এই পর্যন্তও ফয়েরবাকের প্রতি তাঁর শিষ্যোচিত আনুগত্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরই মার্ক্স তৃতীয় ভূমিতে আরোহণ করেছেন। কারণ ১৮৪৫ সনেই (বসন্ত ঋতুতে) তাঁর বিখ্যাত 'Eleven Thesis on Feurbach' নামক সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলো তিনি রচনা করেন। ১৮৪৫ সনে মার্ক্স যেখানে এসে পৌঁছলেন ঐ স্থানকে চৌ-মোহনী বললে দোষ হয় না। এখানে এসেই তিনি ফয়েরবাক থেকে নিজের পার্থক্য সূচনা করেন এবং এখানে দাঁড়িয়েই তিনি স্বকীয় পথ ও স্বতন্ত্র লক্ষ্যকে বেছে নেন। এই স্থিতিভূমি থেকে মার্ক্স তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শনকে কল্পলোকের মালমশলা দিয়ে রূপ দিতে শুরু করেন। এইখানে সমাজ-দর্শনের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন আভাসে, তারই সমগ্র রূপ ও পরিণত বিকাশ আমরা দেখতে পাই 'Poverty of Philosophy' (১৮৪৭) এবং 'Critique of Political Economy'র মুখবন্ধে (১৮৫৯)। ঐ তত্ত্বেরই প্রয়োগ দেখা যায় বিখ্যাত 'Manifesto'-তে (১৮৪৮) এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই 'Capital'-এ (১৮৬৭ ও ১৮৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ)। কাজেই 'Eleven Thesis on Feurbach'-এ সূত্রাকারে যে তত্ত্বের ইঙ্গিত ১৮৪৫ সনে পাওয়া যায় তাকেই পরে স্পষ্টতর ও পূর্ণতর করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ডায়ালেকটিক জড়বাদ'—তাঁর 'Critique of Political Economy'র মুখবন্ধে।

মার্ক্সের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিস্তৃত আলোচনা তাঁর কোনো বইতেই নেই। নীচের ক'খানা বইতে সংক্ষিপ্ত কিছু কিছু আলোচনা ছড়ানো রয়েছে :

[ক] 'Eleven Theseis on Feurbach' (১৮৪৫, বসন্তকাল)।

[খ] 'Poverty of Philosophy'-তে (১৮৪৭) ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা।

[গ] 'Critique of Political Economy'-র (১৮৫৯) ভূমিকা ; এতে মার্ক্স নিজের দর্শনকে প্রথম "ডায়ালেকটিক জড়বাদ" নাম দিয়েছেন এবং এই ভূমিকাই তাঁর একমাত্র লেখা যেখানে তাঁর দর্শন ও সমাজতত্ত্বের মোটামুটি তত্ত্ব কয়টি খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

[ঘ] তাঁর 'Capital'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা : এতে (১৮৭২) মার্ক্স তাঁর নিজের দর্শনের সঙ্গে হেগেলের দর্শনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

[ঙ] তাঁর 'Capital'-এর (১৮৬৭) স্থানে স্থানেও এমন দুই-একটি কথা ছড়ানো আছে যা থেকে তার ডায়ালেকটিক ইঙ্গিত কিছুটা পাওয়া যায়।

এই ক'টি সামান্য উক্তি থেকেই মার্ক্স-এর দর্শন সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে হয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, মার্ক্সের সবগুলো উক্তিই hydra-র মতো বহুমুখী এবং কাজে কাজেই বহুলোক তাদের বহুমুখী ও বহুরূপী ব্যাখ্যাই করেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে তাঁর সত্যিকার মতটি যে কী সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হয়ে অর্থ-সংকট উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ভক্ত ও অ-ভক্ত— কেউই মার্ক্স-এর আসল তত্ত্বটি সম্বন্ধে একমত হতে পারছেন না—"নাসৌ মুনির্যস্য" ইত্যাদি। যে ভাষায় (Phraseology) তাঁর উক্তিগুলো সাজানো, তাতে নানারকম অর্থই সম্ভব। এককালে হেগেলের ব্যাখ্যাতাগণ যেমন নানা বিপরীত অর্থ টেনে টেনে হেগেল সম্প্রদায়কে অগণিত সম্প্রদায়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন, তেমনি মার্ক্সতত্ত্ব নিয়েও আজকে ভক্ত-অভক্ত সমাজে বিভিন্নতার অন্ত নেই এবং মার্ক্স-সম্প্রদায়ও নরম-গরম, দক্ষিণ-বাম ইত্যাদি নানা দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

তবে এ-বিষয়ে মতভেদ নেই যে মার্ক্স-এর দর্শনের নাম "ডায়ালেকটিক জড়বাদ" ; কারণ এ-নাম তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। আর মার্ক্স যে ফয়েরবাকের শিষ্য ও তাঁর দর্শন যে ফয়েরবাকের দার্শনিক চিন্তারই পরিণতি ও পরিবর্তিত রূপ, এ কথাও সবাই স্বীকার করে থাকেন।

ফয়েরবাক যে বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, উত্তরকালে তারই একটি বীজকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করে মার্ক্স একটি বনস্পতিতে পরিণত করেন। মার্ক্সকে রূপকার বলতেই হবে। কারণ ফয়েরবাক থেকে যা তিনি আভাসে পেয়েছিলেন, সে ছায়ামূর্তি মাত্র। তাকে তিনি বাস্তব জগতের কর্মক্ষম আকার দান করে নতুন রূপে রূপায়িত করে তুলেছেন। তাঁর এই 'নববিধান' প্রাচীন পুরোহিতদের কাছ থেকে অনেক মন্ত্র নিয়ে আত্মপুষ্টি করেছে। হেগেল, ফয়েরকবাক, ডারুইন,

বাক্‌ল্‌ (Buckle) প্রমুখ বহু পুরোধা মার্ক্সকে অনেক মন্ত্র শিখিয়েছেন এবং এই সব ঋষিদের ঋণেই তাঁর নববেদ ও নববিজ্ঞান দিনে দিনে গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তবে প্রধানত তাঁর ঋণ সব চাইতে বেশী হেগেল ও ফয়েরবাকের কাছে। মার্ক্স শিষ্যদের মতে দর্শনশাস্ত্র এতদিন যা ছিল তা আর থাকবে না। এখনকার দর্শন হবে বিজ্ঞানেরই methodology (প্রণালী-বিজ্ঞান) মাত্র। স্বতন্ত্র সত্তা দর্শনশাস্ত্রের থাকার দরকার নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্ত্রমাত্রই হবে আধুনিক জগতের দর্শন এবং সেই অনাগত যুগের দর্শনই হবে মার্কসের নব-দর্শনতত্ত্ব। যেহেতু এই দর্শন প্রণালী বিজ্ঞান বৈ আর কিছু নয়, এর মূল তত্ত্বই হবে ন্যায় (Logic) অর্থাৎ ডায়ালেকটিক্।[৯] কাজেই ডায়ালেকটিক জড়বাদ এই নতুন ধরণের দর্শনতত্ত্ব এবং এতদিনকার প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র থেকে এর প্রকৃতি ও রীতি অত্যন্ত বিভিন্ন।[১০]

ডায়ালেকটিক জড়বাদের আসল কাঠামো হচ্ছে ন্যায় এবং এই কাঠামো দান করেছেন হেগেল। মার্ক্স হেগেলের আসল তত্ত্বও পরম সত্তাকেও (absolute spirit) বর্জন করে নিয়েছেন তাঁর প্রণালী-বিজ্ঞান এবং তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই হেগেলীয় প্রণালী-বিজ্ঞানের নামই ডায়ালেকটিক। এই প্রণালী-বিজ্ঞানের কাঠামোতে মার্ক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন ফয়েরবাকীয় নিরীশ্বরবাদী-মন্ত্রকে। ফয়েরবাক যে তত্ত্ব শিখিয়েছেন, তাকে ডায়ালেকটিকের কাঠামোতে বসাতে গিয়ে যে সব আনুষঙ্গিক পরিবর্তন দরকার হয়েছে, সেই সব দরকারী সংস্কার সাধন করে মার্ক্স ফয়েরবাকীয় দর্শনের রূপ বদলিয়ে তৈরী করেছেন ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক দর্শন।

মার্কস যেমন হেগেলের খানিকটা বর্জন করে খানিকটা নিয়েছেন, তেমনি ফয়েরবাক থেকেও মূলতত্ত্বটুকু নিয়ে বাকী অংশকে ত্রুটি-বহুল বলে ত্যাগ করেছেন। ১৮৪২ সালে ফয়েরবাক "Preliminary Thesis for the Reform of Philosophy" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন মার্ক্স সেই প্রবন্ধের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ঐ প্রবন্ধে ফয়েরবাক হেগেলের বিরুদ্ধে

৯ "From the Marxian standpoint philosphy should be a *methodology* of *science* and consist of *logic* and *dialectics* only." (Psychology in the light of dialectic materialism, KN. Kornilov, Psychologies of 1930, p. 245)

১০ "Dialectic Materialism is a philosophy of this kind, that is, a methodology of seience" (Kornilov, p. 24)

প্রবল প্রতিবাদ করে' নিজের মতামতের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করেন। তাঁর মূলতত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করেন বিষয়ী-বিষয় (Subject-object) সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। তাঁর মতে বিষয়ী ও বিষয় অর্থাৎ চেতন অন্তঃসত্তা ও জড় বহিঃসত্তার (Being) মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এই ঐক্যের মধ্যেও আবার বহিঃসত্তার (Being) প্রাধান্য ও পূর্ববর্তিত্বই নিশ্চিত ফয়েরবাকের কথায়, বাইরের জড়সত্তা স্ব-নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু চিন্তা ও চেতনা জড়সাপেক্ষ ও জড়-নিয়ন্ত্রিত।[১১]

ফয়েরবাকের এই ধরণের কথা থেকে প্রধানত মার্ক্স ও তাঁর সমর্থকেরা তাঁকে জড়বাদী বলে মনে করে নিয়েছেন। চেতন (Thought) এবং জড়ের (Being-র) সম্বন্ধ নিয়ে পৃথিবীতে অনেক বাগ-বিতণ্ডা হয়ে গেছে এবং আজো হচ্ছে। দর্শন শাস্ত্রের আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল অনুসন্ধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়ায় সমস্যাই হল বিষয়ী-বিষয় সমস্যা বা চেতনসত্তা-জড়সত্তা (Thought-Being) সমস্যা। আমাদের দেশেও শঙ্করাচার্য তার অধ্যাস-ভাষ্য সুরু করেছেন 'যুষ্মদস্মদ' তত্ত্বের আলোচনা দিয়ে। আজকাল দার্শনিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি খুব জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই 'Idealism' (ভাববাদ) ও 'Materialism' (বস্তুবাদ) লেবেল এঁটে দুই কোঠা ভাগ করে দার্শনিকদের দু'য়ের কোন না কোন কোঠায় ফেলতে চেষ্টা করেন। এঁদের এই কোঠা ভাগ করার মূলসূত্রও এই বিষয়-বিষয়ী তত্ত্ব। যাঁরা চেতনসত্তাকে প্রাধান্য দেন বা বিষয়ীকে (subjeet) দর্শনের ভিত্তি করে থাকেন তাঁরাই ভাববাদী (Idealist) লেবেল পেয়ে থাকেন এবং যাঁরা জড়বস্তুসত্তা বা বিষয়কে (object) পূর্বতন ও মৌলিকতর বলে মানেন তাঁদেরকে জড়বস্তুবাদী (materialist) আখ্যায় সম্মানিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য 'Idealism' (ভাববাদ), 'Materialism' (জড়বস্তুবাদ) শব্দদুটোর মানে নিয়ে অনেক গণ্ডগোল রয়েছে, তবু মার্ক্স এবং তাঁর মতাবলম্বীরা এই কোঠা ভাগকে মেনে নিয়েই দার্শনিক আলোচনা করেছেন। এইজন্য আমরাও materialism (জড়বাদ) বা matter (জড়) ইত্যাদি পরিভাষার মানে নিয়ে কোনো তর্ক

১১..."the true relation between thought and being may be expressed as follows : being is the subject and thought the predicate. Thought is conditioned by being, not being by thought. Being is conditioned by itself, has its basis in itself." (Preliminary Thesis, 1842, Plekhanov, p. 7)

না তুলে কেবল মার্কসের মতগুলোর সঙ্গে ফয়েরবারেক মতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় সেই বিচারই করব।

ফয়েরবাক বলছেন, Being বা জড়সত্তাই Thought বা চেতনাসত্তার নিয়ন্তা, মার্ক্স-এর ভক্তরা Being মানে করেছেন matter বা জড় এবং এই পরিভাষা অনুযায়ী ফয়েরবাককে বলেন জড়বাদী বা materialist। এখানে এইটুকু শুধু আপত্তি করা যেতে পারে, যে ফয়েরবাক ধর্মের বিরুদ্ধে, খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরবাদের (Theism) বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন, এ কথা ঠিক এবং তাঁকে নিরীশ্বরবাদী বললেও দোষ হবে না। কিন্তু জড়বাদ বা materialism বলতে যা বোঝায় সে তত্ত্বকে ফয়েরকবাক কোথাও সমর্থন করেছেন বলে অন্তত আমাদের তো জানা নেই। বিশ্বলোকের আদি-অন্ত নিয়ে, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে তাঁর জড়বাদী আলোচনা ও সমর্থন কোথাও আছে বলা চলে এমন তো মনে হয় না। মার্ক্স অবশ্য তাঁকে জড়বাদী বলেই ধরেছেন। কিন্তু জড়বাদ বলতে তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর জড়বাদই বা কী ধরনের জড়বাদ সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করছি যে মার্ক্স এবং আর সবাই ফয়েরবাককে জড়বাদী বলেই ধরে নিয়েছেন। বিখ্যাত দার্শনিক এফ. এ. লাঙ্গে (F. A. Lange) (১৮২৮-৭৫) তাঁর History of Materialism (১৮৬৬) নামক বিশ্ব-বিখ্যাত বইতে ফয়েরবাককে জড়বাদী বলতে আপত্তি করেছেন। তাঁর মতে ফয়েরবাকের মানবতা-ধর্ম (Humanism) মোটেই জড়বাদ নয়। প্লেখানফও (Plekhanov) এ-সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে সাহস করেন নি, বরং খানিকটা ইতস্তত: করে বলেছেন, 'জার্মাণ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দর্শনে সেরা ওস্তাদ মেহরিং (Mehring) যে এ বিষয়ে ঠিক কী মনে করেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।'[১২]

কিন্তু তবুও প্লেখানফের নিজের মত হচ্ছে এই যে ফয়েরবাক জড়বাদীই ছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে মার্কস ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে তিনি একমত। ফয়েরবাকের

১২ I must admit that I do not clearly understand what F. Mehring thinks about this question, although Mehring is the chief and perhaps the only expert in Philosophy among the Germau Social Democrats." (Fundamental Problems of Marxism, Plekhanov, p.5)

নিম্নলিখিত তিনটি উক্তি থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ফয়েরবাক জড়বাদী ছিলেন :

১. ঈশ্বর হচ্ছে আমার প্রথম চিন্তা ; যুক্তি হল দ্বিতীয়, আর তৃতীয় চিন্তা হচ্ছে মানুষ। ২. মগজ যে-জড়বস্তু দিয়ে গঠিত, সেই জড়ের প্রকৃতি আমরা যেই জানতে পারব অমনি বস্তুমাত্রেরই সুস্পষ্ট ধারণাও আমরা লাভ করব।[১৩]

৩. যে সব জায়গায় ফয়েরবাক দেবতাকে মানব মনের প্রতীক বলে বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানেও ফয়েরবাক জড়বাদই প্রচার করেছেন। অবশ্য একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে উপরের উক্তিগুলোর কোনোটা থেকেই বিশুদ্ধ জড়বাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরপরায়ণতা থেকে তিনি মানবপ্রীতির ধর্মে এসে পৌঁচেছেন এবং মানুষের মগজ নামক জিনিষটি জড় পদার্থ ও তাকে জানতে পারলেই সব রকমের জড়কে জানা সম্ভব হবে,—দু'য়ের কোনোটা থেকেই জড়বাদ প্রমাণিত হচ্ছে না।

যাই হোক, জড়-চেতন (Being-Thought) সম্পর্ক নিয়ে আগেকার উল্লিখিত মার্কসীয়রা ফয়েরবাককে জড়বাদী বলে ধরে নিয়েছেন। মানুষ জড়ের অর্থাৎ being-এরই অংশ মাত্র। কাজেই মানুষের চিন্তা-চেতনার (Thought) সঙ্গে তার জড়সত্তার (Being) কোনোই বিরোধ থাকতে পারে না— অংশের সঙ্গে অংশীর বিরুদ্ধতা কোথায় ? কাজেই চেতনা ও জড়ের (Thought and Being) ঐক্য প্রমাণ হয়ে গেল।[১৪]

১৩ (১) "God was my first thought, reason my second and man my third and last."

(২) "In the controversy between materialism and spiritualism, the affair turns...upon the human head. As soon as we have ascertained the nature of the matter out of which the brain is made, we shall speedily attain clear views, likewise, as to all other kinds of matter, as to matter in general." [Essence of Christianity' (1841), Philosophy of the Future (1843), Essence of Religion (1845)]

১৪ "Speaking generally, the laws of being are also the laws of thought. that was how Feurbach put the matter. Engels said the same thing, though in other words, in his polemic against Durhing. It is already obvious how much of Feurbach's philosophy enters into the constitution of the hilosophy of Marx and Engels" (Fundamental Problems of Marxism Plekhanov. p. 11)

কাজেই চেতন-জড়ের (Thought-Being) যে ঐক্য ফয়েরবাক দেখিয়েছেন, সেই ঐক্যই মার্কস্ নিজের দর্শনের সামিল করে নিয়েছেন।[১৫]

হেগেলের স্থিতিভূমি থেকে ফয়েরবাকের স্থিতিভূমি একেবারে বিপরীত দিকে। হেগেল প্রাধান্য দিয়েছেন Thought বা চেতনসত্তাকে এবং চেতনের প্রকাশই তাঁর মতে Being বা জড়সত্তা। এখানেও হেগেল Thought এবং Being-এর বিরুদ্ধতার নিরসন করেছেন এবং তাদের ঐক্য স্থাপন করেছেন। কিন্তু এতে সত্যিকারের ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে না। কারণ, এই দুইয়ের একপক্ষকে নগণ্য করে অর্থাৎ অপর পক্ষের ছায়ামাত্র করে দাঁড় করিয়ে যে ঐক্য তা মিথ্যা সামঞ্জস্য। হেগেল যখন thoughtকে subject এবং beingকে predicate বলে স্থান নির্দেশ করেছেন, তখন দাঁড়াল এই যে, বিরোধের একটা উপাদানকে অর্থাৎ—being বা জড় বা প্রকৃতিকে চেপে দিয়ে হেগেল এবং ভাববাদীমাত্রই বিরোধটাকেই চেপে দিলেন। কিন্তু একটা উপাদানকে চেপে দেওয়ারও মানে এই নয় যে বিরোধটাই মিটে গেল, তার মীমাংসা হয়ে গেল।[১৬]

কিন্তু ভাববাদ এই জড় ও চেতনের ঐক্যকে ("unity of thought and being") কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, বরং matter-কে উড়িযে দিয়ে Thought-কে বড়ো করার ফলে ঐক্যভঙ্গই হবে ("...it ruptures that unity." Plekhanov, p 8)। তবে জড়বাদী ফয়েরবাকই এই সমস্যার সত্যিকারের সমাধান করলেন। কেমন করে? জবাবে প্লেখানফ বলেছেন যে দেহই মানুষের একমাত্র আত্মবস্তু, এ ছাড়া আর কোনো আত্মা নেই। জড় দেহই আসল বস্তু এবং চিন্তা বা চেতনা তারই ক্রিয়াধর্ম বা গুণ। দেহই চিন্তা করে ও সচেতন হয়।

১৫ "Here we have a view of the relations between being and thought which was adopted by Marx and Engels and was by them made the foundation of their materialistic conception of history."/ (Fundamental Problems of Marxism' Plekhanov : p. 7)

১৬ It follows that Hegel and the idealists in general, only suppressed the contradiction by suppressing one of its constituent elements, by suppressing the being or the existence of matter, of nature. But the suppression of one of the constituent elements of the contradiction does not mean that the contradiction is solved." (Plekhanov, p. 8)

কাজেই জড়বাদ এই পরমতত্ত্ব শেখালেন যে জড়দেহই হল subject বা মূলবস্তু এবং thought বা চেতনা হল তারই predicate বা গুণ।[১৭]

বিষয়-বিষয়ী, ভিতর-বাহির—এই ধরনের ঐক্য ফয়েরবাক তাঁর দর্শনে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এবং তাঁর সমর্থকরা (মার্ক্স থেকে প্লেখানফ পর্যন্ত) সবাই একেই চরম মীমাংসা বলে ঘোষণা করেছেন। তারস্বরে বিঘোষণ করা এক কথা, আর দার্শনিক বিচারের জোরে প্রমাণ করা অন্য কথা। হেগেল বলেছেন Thought বা চেতনাই হচ্ছে Prius বা মূল, আর being বা জড়সত্তা তার predicate। সেই কথাটিকে পাল্টে নিয়ে ফয়েরবাক বলেছেন : Beingই হচ্ছে Prius এবং Thought হল তার predicate কেবলমাত্র এই বিপরীত বিঘোষণার দ্বারাই কী করে যে জড়-চেতন (Being-Thought) সম্বন্ধের সমস্যার সমাধান হেগেলের চেয়ে ভাল করে হয়ে গেল সেকথা দুর্বোধ্য। প্লেখানফ অবশ্য এই একটিমাত্র উক্তির মাহাত্ম্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং গদগদ হয়ে বলেছেন যে, ফয়েরবাকের তীক্ষ্ণ প্রতিভা যদি হেগেলকে এমনভাবে সংশোধন করে না নিতে পারত, তবে তদীয় শিষ্য মার্ক্স কিছুতেই তাঁর বিশ্বচমৎকারী দর্শনতত্ত্ব পরবর্তী যুগকে দান করতে পারতেন না।[১৮]

হেগেল যদি পক্ষপাতদোষে দোষী হয়ে থাকেন তবে ফয়েরবাকও সেই দোষে সমান দোষী বলতে হবে। হেগেল যদি beingকে predicate বলে তাকে নগণ্য করে থাকেন কিংবা, প্লেখানফের ভাষায়, 'suppress' করে থাকেন, তবে ফয়েরবাকও হেগেলের রীতি নকল করে Though -কে Being-এর ছায়া বলে Thought-কে নগণ্য করে অর্থাৎ 'suppress' করে ফেলেছেন। অথচ প্লেখানফ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন যে দুটো পক্ষকেই সমান স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব দান করে সত্যিকার ঐক্য ('true unity') বিধান করা হয়েছে।—এ কথা একান্ত গায়ের

১৭ "Hence in contradistinction to what the idealists contend, the real material being is the subject and thought is the predicate, Herein we find the only possible solution of that contradiction between being and thought against which the waves of idealism beat in vain. This solution is not arrived at by suppressing one of the elements of the contradiction. Both elements are preserved and their true unity is made manifest." (Plekhanov : p. 9)

১৮ "If Marx began the elaboration of his materialist conception of history by a criticism of the Hegelian philosophy of right, he was only able to do so because Feurbach had already completed his criticism of Hegel's speculative philosophy," (Plekhanov. p.8)

জোরে কিংবা ভক্তি-মূঢ়তার জোরেই বলা চলে, যুক্তির সঙ্গে এর কোথাও কোনো সম্বন্ধই নেই।[১৯]

যুক্তি থাক বা না থাক, মার্কস্‌বাদীরা কিন্তু পরম তৃপ্তিসহকারে এই সমাধানকেই সকল জিজ্ঞাসার চরম উত্তর বলে মাথায় করে নিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন ফয়েরবাক হেগেলীয় দর্শনে প্রলয়ঙ্কর ভূঁইচাল সৃজন করেছেন এবং তার ফলে হেগেলবাদকে উল্টে নিয়ে (inverted) বিশ্বরাজ্যের সকল সংশয়কে ছেদন করেছেন। মার্কসীয় দর্শনের সব চাইতে বড় তত্ত্ব হচ্ছে এই Being-consciousness বা জড় থেকে চেতনের পরিণতি তত্ত্ব। এবং এই তত্ত্ব তিনি ধার করেছেন ফয়েরবাকের কাছ থেকে। Inverted Hegelianism (উল্টানো হেগেলীয়বাদ) ফয়েরবাকই আবিষ্কার করেছেন এবং মার্কস তাঁর থেকে ধার নিয়ে একে কাজে লাগিয়েছেন সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে। কাজেই মার্কস্‌ ফয়েরবাকের মন্ত্র-শিষ্য ও উত্তরাধিকারী। একথায় অনেক মার্কস-ভক্তের আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা বলেন, মার্কস্‌ ফয়েরবাকের দর্শন একেবারে বদলে ফেলেছেন এবং তার বহু ত্রুটিকে সংশোধন করে এবং গুরুতর অভাবগুলোকে পূরণ করে মার্কসের প্রতিভা যে দর্শনকে নির্মাণ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টিই বলা যায়। মার্কস তাঁর সার কথাটি নিয়েছেন ফয়েরবাক থেকে, এ কথা ডি. রিয়াজনফের (D Ryaznov) পছন্দ হয় নি। তিনি এ কথার একটু নরম প্রতিবাদ করে বলেছেন ও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।[২০]

আমরা মনে করি প্লেখানফই এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যকে ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন : রিয়াজনফ বৃথা কথায় নিরর্থক প্রতিবাদ করে গুরুতর মৌলিকতার অবিমিশ্র ও অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য দান করবার নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন। ফয়েরবাকীয় তত্ত্বের যে অভিনব প্রয়োগ মার্কস করেছেন তাতেই তাঁর মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এবং প্লেখানফ্‌ও এ-মৌলিকতাকে স্বীকার করেছেন। প্লেখানফ্‌ বলছেন : কালক্রমে মার্কস-এঙ্গেলসের বিশ্ব-দর্শন ফয়েরবাকের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল একথা বলা গুরুতর ভুল। বরং মার্কস এঙ্গেল্‌স-কৃত

১৯ "This solution is not arrived at by suppressing one of the elements of the contradiction. Both elements are preserved and their true unity is made manifest." (Plekhanov)

২০ "The statement is not perfectly correct. Marx radically modified and supplemented Feurbach's thesis, which is as abstract as little historical"...... (Ryzanov : Preface to Fundamental Problems of Marxism)

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার মূলে রয়েছে ফয়েরবাকের দর্শন। আর ফয়েরবাক-দর্শন আমাদের এই কথাই বলে যে, চেতন জড়কে নয়, জড়ই চেতনকে নিয়ন্ত্রিত করে।[২১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদের ভিত্তি যে-তত্ত্ব সে হল ফয়েরবাকীয় দর্শন। এই তত্ত্বই মার্কসের প্রথম ঋণ—ফয়েরবাকের ভাণ্ডার থেকে।

এই মূলতত্ত্ব—বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ (subject-object relation) থেকেই আর-একটি তত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে, তাকেও সংশোধিত আকারে মার্ক্স ফয়েরবাক থেকেই নিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, মার্ক্সের epistemology বা জ্ঞানতত্ত্ব। এই জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বটিও মার্ক্স ধার নিয়েছেন ফয়েরবাক থেকে। প্লেখানফ্ স্বীকার করেছেন মার্ক্সের জ্ঞানতত্ত্ব ফয়েরবাকের থিওরি থেকে সরাসরি ব্যুৎপন্ন।[২২]

ফয়েরবাকের জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বও তাঁর বিষয়-বিষয়ী তত্ত্ব থেকেই স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে এসেছে—তাঁর মূলতত্ত্ব যদি সাধ্য হয় তবে এ-তত্ত্বও তারই থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত। ফয়েরবাকের মতে জড়সত্তা বা Being-ই মানুষের চেতন সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, স্মরণ করে, অনুভব করে সে-সবই বাহিরের জড় সত্তার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বহির্জগতে যা ঘটে, তাই মানবচিত্তপটে প্রতিফলিত হয়ে সুখ-দুঃখ, স্মরণ-মননের আলোছায়া হয়ে দেখা দেয়। মানুষ চিন্তা-জগতে যা কিছু সৃজন-মনন ক'রে থাকে তাতে তার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু নেই; সে হচ্ছে বাহিরের জড় প্রকৃতির প্রভাবে তারই পরিণতি মাত্র। এই মতানুসারে মানুষ দাঁড়ায়

২১ "When we say that for a few years Marx and Engels were disciples of Feurbach, this is sometimes taken as implying that in course of time their outlook on the Universe underwent such changes as to become completely different from that of Feurbach······This is a grave error.···'It is not Thought which determines Being but Being which determines Thought.' This idea, which underlines the whole of Feurbach's philosophy, becomes for Marx and Engels the foundation of the materialist interpretation of history. (F. P. of Marxism : Plekhanov p. 21)

২২ "It must,however, be admitted that Marx's theory of cognition is directly derived from Feurbach's. If you like, we can even say that, strictly speaking, it is Feurbach's theory brilliantly rectified and given a profounder meaning by Marx." (Plekhanov : p. 13)

শুধু নিষ্ক্রিয় যন্ত্র হয়ে, শুধু বাহিরের বস্তু বা বিষয়গুলোর ক্রিয়ার ক্ষেত্র হয়ে। সকল চিন্তায়, সকল অনুভূতিতে মানুষ নিষ্ক্রিয় বা passive।[২৩]

ফয়েরবাক বলেছেন: জড়সত্তা হচ্ছে চেতনা-ভাবনার পূর্বগামী।[২৪]

ফয়েরবাকের এই নিষ্ক্রিয় জ্ঞানবাদকে মার্ক্স ত্রুটি-দুষ্ট বলে এর সংস্কার সাধন করে চলনসই করে নিয়েছেন। মার্ক্সবাদীরা বলেন, মার্ক্সের উজ্জ্বলতম কৃতিত্ব হচ্ছে ফয়েরবাকের জ্ঞানতত্ত্বকে শোধন (brilliant rectification—Plekhanov, p 13) এই অপূর্ব সংশোধনের ফলেই আজ জগতে মার্ক্সের নবদর্শন সকল সমস্যায় চূড়ান্ত সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। মার্ক্স কী সংশোধন করলেন এবং ফয়েরবাকের কী ত্রুটি ছিল?

ফয়েরবাকের সঙ্গে মূল পার্থক্য মার্ক্স-এর এইখানেই। ফয়েরবাক মানুষকে নিষ্ক্রিয় (passive) করে তাঁর দর্শনকে গড়েছেন; মার্ক্স-এর মতে মানুষ কেবলই নিষ্ক্রিয় নয়, মানুষ ক্রিয়াশীল ও গতিমান-ও বটে। বহির্জগৎ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে, মানুষও তেমন বাইরের বিষয়ের উপর আপনার প্রভাবের ছাপ এঁকে দেয়। প্রকৃতি ও মানুষ এবং বাহির ও ভিতর—এ দু'য়ের মধ্যে এই অনাদি ঘাত-প্রতিঘাত চিরদিন চলেছে এবং 'পরস্পরের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বজগৎ ও মানব সভ্যতা যুগের পর যুগ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে। বিষয়ী ও বিষয়ের (subject ও object) মধ্যে এই যে পারস্পরিকতা (reciprocity)— এইটে মার্ক্স-শিষ্যদের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং এরই যাদু প্রভাবে সকল সমস্যার দুয়ার অচিরে খুলে যাবে। এই পরমাশ্চর্য তথ্যটি ফয়েরবাকের চোখে কোনোদিন পড়ে নি, তাই তাঁর দর্শনতত্ত্ব খানিকটা এগিয়েই পথের মধ্যে খোঁড়া হয়ে থেমে গেছে। মার্ক্স-এর কৃতিত্ব ও প্রতিভা হল দর্শনের প্রগতিকে এই অচল পঙ্গুত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ক্রমিক ঘাত-প্রতিঘাতের পথে, প্রগতি বা progress-এর পথে পাঠানো।

ফয়েরবাক এবং অন্যান্য জড়বাদীরা Being-কে Thought-এর জনক বলে প্রমাণ করতে গিয়ে Thought-কে অর্থাৎ, মানব মন ও তার ক্রিয়াশীলতাকে

২৩ "According to Feurbach, man, before thinking about the object, experiences its action on himself, contemplates it, feels it." (Plekhanov, p. 12)

২৪ Thought is preceded by Being; before thinking a quality, you feel it." (Plekhanov, p. 12)

নিষ্ক্রিয় প্রতিফলক বা ক্ষেত্র হিসাবে দাঁড় করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের জড়বাদ অত্যন্ত যান্ত্রিক (mechanistic) ও একপেশে হয়ে গেছে। মার্ক্সীয় দল বলেন যে, মার্ক্স পূর্বতন জড়বাদ এমন-কি ফয়েরবাকীয় (ফয়েরবাক এঁদের মতে জড়বাদী) জড়বাদেরও সংস্কার সাধন করে এই দোষ থেকে মুক্ত করলেন এবং মানুষের সক্রিয়ত্বকে ঘোষণা করলেন। মার্ক্সের হাতে মানুষ সাক্ষীস্বরূপ দ্রষ্টামাত্র থেকে সচল কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম থিসিস্-এ মার্ক্স লিখছেন :

"The chief lack of all materialistic philosophy upto the present, including that of Feurbach, is that the thing, the reality, sensation is conceived of under the form of the object (or under the form of contemplation) which. is presented to the eye, but not as human sense (or concrete human activity), praxis (practical exercise) not subjectively" (Marx, 1st *Thesis*)

তৃতীয় থিসিসেও মার্ক্স এই কথাকে অন্য আকারে প্রকাশ করেছেন। মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে (active role) এখানে খুব স্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৫] ১৮ শতকে ফরাসী দেশে যে জড়বাদের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তাতে মানুষের কর্তৃত্বকে খর্ব করে ফেলা হয়েছিল। পারিপার্শ্বিকের ওপরে অতিরিক্ত জোর দেবার ফলে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল। মানুষের একটা স্বারাজ্য আছে যেখানে সে কর্তা এবং স্রষ্টা। মানুষ যদি পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সততই নির্দয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার সক্রিয় স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে সে হয়ে দাঁড়ায় অবস্থার ক্রীড়নক মাত্র। সব কর্ম ও সকল চিন্তায় যদি মানুষ বহির্জগতের রজ্জুতে যান্ত্রিকভাবে বাঁধা পুতুল হয় তবে মানুষের সব চাইতে বড়ো বিশিষ্টতাকেই অস্বীকার করা হয়। ফরাসী জড়বাদীরা বিষয়কে (Being) প্রাধান্য দিতে গিয়ে মানুষের সচেতন সক্রিয়ত্বকে তুচ্ছ করেছিলেন। এই কারণে তাঁদের জড়বাদও নিতান্ত প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়ে উঠেছে। এই যান্ত্রিক জড়বাদকে (Mechanical Materialism) মার্ক্স একপেশে ও অচল বলে অগ্রাহ্য করেছেন এবং স্বয়ং মানুষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে তাঁর

২৫ "The materialistic doctrine that men are the products of conditions and education······forgets that circumstances may be altered by man and that the educator has himself to be educated." (Marx : 3rd Thesis)

নিজের জড়বাদকে পূর্বতন জড়বাদ থেকে বিশিষ্ট ও পৃথক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ যেমন পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তেমনি পারিপার্শ্বিককেও মানুষ অহরহ প্রভাবিত করছে এবং পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। বহিরের জগৎ মানুষকে আঘাত করছে, আবার মানুষও বাহিরের জগৎ ও বস্তুকে প্রতিঘাত করছে। একদিকে মানুষ নিজে যেমন নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি সেও তার চারপাশের জগৎ ও প্রকৃতিকে বদলে দিচ্ছে। মানুষ সক্রিয় ও স্বাতন্ত্র্যশীল সত্তা। একদিকে সে যেমন বিষয় (object) হয়ে বিষয়ের ক্রিয়ার ক্ষেত্র ; অন্যদিকে আবার সে তেমনি বিষয়ী (subject) হয়ে বিষয়কে জানছে, ভোগ করছে ও নিজের প্রয়োজনে বদলে নিচ্ছে। মানুষের এই active role বা সক্রিয় কর্তৃত্বই মার্ক্সের দর্শনতত্ত্বের বিশেষত্ব এ কথা মার্ক্সীয়রা ঘোষণা করে থাকেন। ফয়েরবাক ও পূর্বতন অন্যান্য জড়বাদীদের এই গুরুতর ত্রুটি মার্ক্স সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের জড়বাদ এই ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে নির্দোষ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে বিকশিত হয়েছে, এই দাবি মার্ক্সীয়রা সর্বদা করেন। মানুষ ও প্রাকৃতির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে, মানুষ ও প্রকৃতি, এই দুই-ই নিত্য নব নব পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, নতুন সৃষ্টি এই পন্থাতেই সম্ভব হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতাও এই রীতিতেই গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অফুরন্ত নতুনের আবির্ভাব ঘটে এবং সভ্যতা স্তরে স্তরে ক্রমশ উচ্চতর মার্গে আরোহণ করতে থাকে। এই তত্ত্বেরই নাম ডায়ালেকটিক তত্ত্ব এবং এই ডায়ালেকটিক তত্ত্ব না জানার ফলেই ফয়ারবাকীয় ও আঠারো শতকীয় জড়বাদ যান্ত্রিকতার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই : মানুষের মানসিকতা বা চিন্তাবৃত্তির (Consciousness) একটা সক্রিয়ত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ডায়ালেকটিক জড়বাদ স্বীকার করেছে বলে এই যে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা—এটা যুক্তিতে টেকে কিনা। একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়ে যে আসলে পুরোনো জড়বাদ থেকে এই ডায়লেকটিক-অলংকৃত নতুন জড়বাদ কোনো অংশেই কোনো বিশেত্ব বা পার্থক্য দাবি করতে পারে না। ১৮ শতকের ফরাসীয় জড়বাদকেই আবার নূতন পোশাক পরিয়ে বর্তমান যুগের মনোহরণ-যোগ্য করে সভায় হাজির করা হয়েছে। একে দেখে অনেক চক্ষুই আজ ভুলেছে এবং ইতিমধ্যে সানন্দে অনেক কণ্ঠই গান ধরেছে :

"আমার নয়ন ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে !"

কিন্তু যে চোখের দার্শনিক দৃষ্টি বাহ্যরূপে ভোলে নি, সে চোখ এই মনোহরণীর সকল সাজ-সজ্জাকেই পলকে ধরে ফেলবে।

আসলে যান্ত্রিক জড়বাদ (mechanical materialism) থেকে নবজড়বাদের কোনোই তফাত নেই— যেটুকু বৈশিষ্ট্য এর আছে সে হচ্ছে এর কথার চমকপ্রদ মারপ্যাচ এবং পছন্দমতো ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করে একে জীবনের সকল ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী করে স্থাপন করবার প্রয়াস। এই ডায়ালেকটিক জড়বাদ বিশ্বভুবনের সকল দিককেই আগলে আছে এবং এর এই সর্বব্যাপিকা দশভুজা মূর্তির কাছে অন্ধ ভক্তি সহজেই আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে।

দেখা যাক্, যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে ডায়ালেকটিক জড়বাদের কোনো মহৎ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সত্যি সত্যি আছে কিনা। এঁরা বলছেন, মানুষের active role বা সক্রিয় কর্তৃত্ব আছে। কিন্তু এ কথার সঙ্গে এঁদের মূল সূত্রেরই দুর্দম বিরোধ বেধে যাচ্ছে না কি ? "It is not consciousness that determines existence, but on the contrary it is existence that determines consciousness"—এ কথার সঙ্গে মানুষের কর্তৃত্ব বা active role-এর সামঞ্জস্য হয় কি ? মানুষের মানস-লোক যদি বহিঃসত্তার দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত (determined) হয়, তবে তার স্বাধীন কর্তৃত্বের কী মানে থাকে ? যদি মানুষের মননের স্বাধীন কর্তৃত্ব সত্যি থাকে, তবে কাঠখোট্টা নিয়ন্ত্রণবাদের (determinism) তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

মার্ক্স-এর epistemology বা জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর নতুনত্ব ও বিশেষত্বর দাবি করবার কোনো ভিত্তি নেই। ফয়েরবাক মানুষের মনকে নিষ্ক্রিয় বলে দাঁড় করেছেন। বাইরের বিষয়গুলো মনের ওপর ক্রিয়া করে ; তারই ফলে মানুষের সংবেদন (sensation) জন্মে, এবং মানুষ অনুভব করে, মনন করে। আগে বাইরের বস্তুর প্রভাবে সংবেদন, তার পরে মনন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলে মার্ক্স বলছেন, ফয়েরবাক বাইরের বাস্তব জগৎকে (objective Reality) বিষয়াকারে (under the form of object) বা চিন্তাকারে (under the form of contemplation) দেখতে চেয়েছেন— স্থূল মানবিক ক্রিয়ারূপে

নয় (not as concrete human activity)। কিন্তু মার্ক্সের নিজের মতে, মানুষের বস্তু-জ্ঞান জন্মে বিষয়ের ওপর প্রতিঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে।[২৬]

কাজেই মানুষ প্রকৃতির ওপরে তার প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন এঁকে দেয়, অর্থাৎ সে প্রতিঘাত (react) করে ; আর এই প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ও ফলে মানুষের চিত্তে বস্তুর গুণ সম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তি হয়। কেবল প্রকৃতিরই প্রভাবের ফলে নয়, মানুষের ক্রিয়ার ফলেও জ্ঞানোৎপত্তি হয়। জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাপারে মানুষেরও দান রয়েছে— সে-দান তার কেবল নিষ্ক্রিয় (passive) গ্রহিষ্ণুতা নয়, সক্রিয়তাও বটে।

কিন্তু মানুষের এই কর্তৃত্ব কতটা স্বাতন্ত্র্যবান্ ? যখনই মার্কস বলছেন যে এই কর্তৃত্ব স্বতন্ত্র, সক্রিয় কর্তৃত্ব নয়, পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ামাত্র, তখনই সে ফয়েরবাকীয় তথা ১৮ শতকীয় কাষ্ঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদই (Determinisim) আবার দেখা দিচ্ছে ; বহির্জগৎকে বদলে দিতে মানুষ যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাও ঘটে বহির্জগতের শাসনে বাধ্য হয়েই। মানুষের হাত-পা নিয়ন্ত্রণবাদের লোহার শেকলে বাঁধা, তার মন কেবল বাহিরকে প্রতিফলিত করে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ারূপে ফিরিয়ে দিয়েই কর্তব্য সমাধা করছে। বহির্জগৎকে ফোটো তুলে হুবহু নকল করাই যে মনের একমাত্র কাজ একথা মার্কস-এর কৃতী শিষ্য লেনিনও বলেছেন : বহির্জগৎ মানুষের জ্ঞানের নকল হয়ে, ফটোগ্রাফ হয়ে, প্রতিফলিত হয়ে (copied photographed and reflected) থাকে। Empirio Criticism এর ৩৮ পৃষ্ঠায়ও তিনি এই রকমের কথাই লিখেছেন।[২৭] সেই একই কথাব প্রতিধ্বনি করছেন। প্রকৃতি বাইরে থেকে মানুষের চেতনায় আঘাত ক'রে মানুষের বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন করে। এমনি করে মানুষ এখানেও সেই ফয়েরবাকীয় নিষ্ক্রিয়ত্বেই আবার অবনমিত হচ্ছে।

কার্নিলভ-ও বলেছেন, বাইরের বস্তু আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়, ডায়ালেকটিক জড়বাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে being ও conciousness-এর সম্পর্কটা এইরূপেই দেখা হয়।[২৮]

২৬ "...Marx says that our ego cognises an object by reacting upon it." (Plekhanov, Fundamental Problems, p. 12)

২৭ "Matter acting on our senses, produces sensations. The sensations depend on the brains, nerves and retina ete, on mattet organised in a definite way. The existence of matter is independent of sensation. Matter is primordial." (Empirio-criticism, Lenin, p. 38)

২৮ From the point of view of dialectic materialism, the relation is under-

এখানে মানুষের নিজের কোনো কর্তৃত্ব নেই— জড় বহিঃসত্তা চেতনসত্তায় প্রতিফলিত হয় মাত্র। ফয়েরবাকের জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) থেকে এর পার্থক্য নেই বললেই চলে। প্লেখানভও একথা বুঝেছিলেন,তাই মার্ক্সের স্বাতন্ত্র্যকে প্রাণপণে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই সংবেদন (sensation) চিন্তার পূর্বেই হয়ে থাকে, বস্তুর গুণ সম্বন্ধে আমরা প্রথমে সচেতন হই, তারপরে তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি। মার্ক্স একথা কখনো অস্বীকার করেন নি। তিনি কখনো বলেন নি যে, সংবেদন চিন্তার পূর্বগামী নয়, তাঁর মতে সংবেদন মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। আর এই সংবেদনের অভিজ্ঞতা সে লাভ করে বহির্জগতে তার নিজস্ব ক্রিয়াসূত্রে। আর মানুষের এই নিজস্ব ক্রিয়াতেও জীবনযুদ্ধই তাকে বাধ্য করে।[২৯]

যে আঘাত মানুষ বাহ্যপ্রকৃতির ওপরে ফিরে ফিরে করছে, সে আঘাতও সে নিজে করছে না, তাকে দিয়ে বাহ্য-প্রকৃতিই করাচ্ছে। এমনি করে মার্ক্স নিজের জড়বাদকে ফয়েরবাকের যান্ত্রিক জড়বাদ থেকে বাঁচিয়ে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট-করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টির সামনে আসতেই সে বৈশিষ্ট্য আলোর সামনে ক্ষণিক কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আসল কথা মানুষের যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্ব মার্ক্স স্বীকার করে নিতে চাইছেন, সে সবই বহিঃপ্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর বড় সাধের ডায়লেকটিক জড়বাদও যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়ত্ব (mechanieal automatism) এবং কাষ্ঠকঠিন নিয়ন্ত্রণবাদের বজ্রমুষ্টির অধিগত হয়ে পড়েছে।

মার্ক্সের বন্ধু এঙ্গেল্স্ নব-জড়বাদের জনৈক ঋষি। ফয়েরবাক সম্বন্ধে তাঁর যে বই আছে তাতে তিনিও অষ্টাদশ শতকের জড়বাদকে গালগাল দিয়ে নব-জড়বাদের মহিমা প্রচার করেছেন। তখন mechanics (বলবিদ্যা) সবে

stood as the 'reflection' in our consciousness of objects of existence," (Psychology, p. 248)

২৯ "In both cases, thought is preceded by sensation ; in both cases, we begin by becoming aware of the qualities of objects, not until after that do we think about them. Marx never denied this, For him what was at issue was, not the undeniable fact that sensation precedes thought, but the fact that man is led to thought mainly by the sensations which he experiences in the course of his own action on the outer world···this action on the outer world is forced on him by the struggle for existence..." (Plekhanov, Fundamental Problems, p. 12-13)

পুষ্টিলাভ করছে, আর তারই তাঁবে এবং জীববিজ্ঞানের শৈশব হেতু, পণ্ডিতেরা তখন সবকিছুতেই যান্ত্রিকতার দোহাই পাড়ছেন, এমন-কি মানুষের জীবন ব্যাখ্যায়ও যান্ত্রিকতাবাদের প্রয়োগে সোৎসাহে লেগে গিয়েছেন।

আঠারো শতকের জড়বাদের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস্-এর দ্বিতীয় আপত্তি হল: এ মতবাদ বিশ্বব্যাপারে পরিবর্তনশীলতা দেখতে শেখেনি।[৩০]

এঙ্গেল্‌স্-এর মতে জড়প্রকৃতি অবিশ্রান্ত পরিবর্তিত হচ্ছে স্বগুণে ও নিজের তাগিদে; জড়বস্তুর (matter) অন্তর্নিহিত গতির (motion) ফলে নব নব বস্তুর বিকাশ— উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে তাদের বিবর্তন। জড়প্রকৃতি, জীবজগৎ, মানব জগৎ— এ সবই জড়ের ক্রম-বিবর্তনের ফল। "Dialectics of Nature" নামক বইতেও এ-কথার প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। বিশ্ব একটি সক্রিয় ব্যাপার (process), পূর্বতন জড়বাদ এই সত্যটিকে ধারণায় আনতে পারে নি বলেই তা যান্ত্রিকতার শেকলে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু নব-জড়বাদের এই উদ্‌গাতা ঋষিও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-ব্যাপারে মানুষের নিষ্ক্রিয়তাকেই সমর্থন করেছেন, অবশ্য নিজের অজান্তে। বহির্জগতে বস্তুনিচয় মানুষের মস্তিষ্কে তাদের ছাপ এঁকে দেয়; অনুভূতি, ইচ্ছা চিন্তারূপে নিজেদের প্রতিফলিত করে।[৩১]

কাজেই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মার্ক্স জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ফয়েরবাক থেকে যে পার্থক্য দাবি করেছেন সে দাবি ভিত্তিহীন। সক্রিয় ভূমিকা 'active role' কথাটা অর্থহীন কথামাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে; তাঁর প্রচারিত সক্রিয় ভূমিকা আসলে নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর।

এখন মার্ক্সের সঙ্গে ফয়েরবাকের দ্বিতীয় পার্থক্য আলোচনা করা যাক। Being-Consciousness তত্ত্বে ফয়েরবাক প্রথমে প্রচার করেন Being-এর প্রাধান্য। কিন্তু Being সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বেশিদূর এগোয় নি। মানুষের মনন-লোক ঐতিহাসিক পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এ কথা অবশ্য ফয়েরবাক বলেছেন। মানুষের ঐতিহাসিক পরিবেশ মানে সামাজিক আবহাওয়া।

৩০ "The specific limitation of this materialism lies in its incapacity to represent the universe as a process, as one form of matter assumed in the course of evolutionary development." (Quoted from Feurbach in F. Pof Marxism p. 65-68)

৩১ 'The realities of the outer-world impress themselves upon the brain of man, reflect themselves there as feelings, thoughts, impulses, volitions, in short, as ideal tendencies...' (Quoted from Feurbach, p 73)

মানুষে-মানুষে যাবতীয় সম্বন্ধ সমাজেরই রচনা, আর তা দ্বারাই মানুষের চিন্তা-জগৎ সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প—এ সবই মানুষের চিন্তা-লোকের ঐশ্বর্য এবং এ ঐশ্বর্য সবই মানুষের সমাজ-জীবনেরই বিচিত্র প্রকাশ।[৩২]

কিন্তু সমাজের প্রভাব ও প্রাবল্য সম্বন্ধে এ উক্তির কোনো নতুনত্ব আছে বলে কেউ মনে করবেন না। কারণ, সামাজিক ও মানবিক পারিপার্শ্বিক একটা পুরু আবহাওয়ার পরিমণ্ডল দিয়ে ব্যক্তিকে ঘিরে আছে—একথা জগতের বহু তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকই বলে গেছেন। হেগেলের সমাজ-দর্শনই আদর্শবাদের তরফ থেকে এই সমষ্টি-প্রাধান্যের প্রবল ঘোষণা। মার্ক্স-ও এ-তত্ত্ব হেগেল থেকেই শিখেছেন বলা যেতে পারে। কিন্তু মার্ক্স তাঁর ষষ্ঠ থিসিস্-এ যখন 'humanity'-কে সমাজ-অবস্থার বিগ্রহমূর্তি বলে নির্দেশ করেছেন, তখন খুব নতুন ধরনের কোনো কথা বলেন নি।[৩৩]

মার্ক্সের এই উক্তির সঙ্গে খুব তফাৎ চোখে পড়ে না ফয়েরবাকের একথার : "The human essence can only be found in the community"। কাজেই ফয়েরবাককে মার্ক্স ঐ ষষ্ঠ থিসিসে যে অপবাদ দিয়েছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। ফয়েরবাক কোথাও মানুষকে বিমূর্ত, বিযুক্ত ব্যক্তি-মানব ("an abstract, isolated, human, individual") অভিধায় ভূষিত করেছেন এমন কথা আমরা জানি নে। বরং তিনি মানুষকে সামাজিক বলেই বরাবর ধরেছেন। অবশ্য সামাজিক পরিবেষ্টনের মাহাত্ম্য কীর্তনে এদের দুজনের কারুরই যে মৌলিক কৃতিত্ব রয়েছে তা' নয়। কারণ হেগেলই এ বিষয়ে এঁদের শিক্ষাগুরু এবং হেগেলকে এঁরা অনেক ব্যাপারে অস্বীকার করলেও হেগেলত্বকে অতিক্রম এঁরা কেউ করতে পারেননি। Riazanov একথা স্বীকার করেছেন।[৩৪]

৩২ "Art, religion, philosophy and science are only manifestations or revelations of *human essence*," (Quoted from Feurbach in Fundamental Problems of Marxism, p. 23)

"*The human essence* can only be found in the Community, in the unity of man with man." (Quoted from Feurbach in Fundamental Problems p. 23)

৩৩ Humanity is not an abstraction dwelling in each individual. In its reality, it is the ensemble of the conditions of society.'' (6th Thesis)

৩৪ "Furthermore, according to Fuerbach likewise the 'human essence is created by history. Thus he says: 'I only think as a subject educated by history, generalised, united to everything, to species, to the spirit of universal history.'' My thoughts do not have their beginning and their foundation dire-

প্লেখানভ বলেছেন যে 'human essence' বা মানবসার-এর গোড়ার তত্ত্বটিকে ফয়েরবাক ধরতে পারেননি। কিন্তু সামাজিক পারিপার্শ্বিকের পিছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে, কোন্ শক্তির দ্বারা সমাজের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেই নিভৃত স্তরের কাহিনীটুকু তাঁর কাছে অজ্ঞাতই রয়েছে। সকল সামাজিক বিঘটনের (phenomenon) যা ভিত্তি ও উৎস, সেই আদি শক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক (economic) শক্তি। সেই শক্তিকে আবিষ্কার করে জগতের দৃষ্টির সম্মুখে ধরেছে ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা ("Materialistic conception of history")।[৩৫]

ইতিহাসকে জড়তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে হবে, চৈতন্য-তত্ত্বের সাহায্যে নয়—একথাই ডায়লেকটিক জড়বাদী বলছেন। কিন্তু জড়তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে শেষটায় ভূগোলতত্ত্বে এসে ঠেকে। আর ভৌগোলিক শক্তিচক্রই হচ্ছে মার্ক্স-এর জড় পরিবেশ এ কথা মার্ক্সের উক্তিগুলো থেকেই ধারণা হয়। বর্তমান জড়বাদের বস্তু-উপাদানগুলি (material factors) যদি ভৌগোলিক উপাদান (geographical factors) ছাড়া আর কিছু না হয়, তবে ইতিহাসের ভিত্তি সম্বন্ধেও মার্ক্সের নূতন আবিষ্কার কিছু নেই। কারণ, ফয়েরবাক ও হেগেল—দুজনেই ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তির কথা বলে গেছেন। হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তিকে ("geographical foundation of universal history") মার্ক্স নিজেই প্রশংসা করেছেন। ফয়েরবাকও ভূগোলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৬]

---

ctly in my special subjectivity ; they are results ; their beginning and their foundation are those of universal history itself"……Thus *we already find in Feurbach the germs of the materialistic conception of history.* In this respect however, Feurbach does not get beyond Hegel." (Notes 19, Ryiazanov)

৩৫ "That conception discloses to us the causes which in the course of human evolution, determine "the community, the unity of man with man", that is to say, determine the mutual relations which bind man to man. This limit, this boundary, serves not merely to separate Marx from Feurbach but also to show how close the two thinkers are one to the other." (Plekhanov, Fundamental Problems of Marxism, p. 23)

৩৬ "The road which the history of mankind follows is obviously predetermined, for man follows the road of nature as water runs in its channel.… *The essence of Hindustan is the essence of the Hindu. That which* the Hindu is, that which the Hindu has become, *is only the product of the sun, the air, the*

কাজেই ইতিহাস বিবর্তনের মূল কোথায়, তা খুঁজতে খুঁজতে ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যন্ত এসে দেখা গেল ফয়েরবাককে ছাড়িয়ে মার্ক্স খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি। এর পরেই মার্ক্স তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে প্রবল করে তুলেছেন।

এখানে এসে মার্ক্স জড়বাদের সঙ্গে নতুন পথ ও নতুন গতি-বৈচিত্র্যকে জুড়ে দিয়েছেন। একথা সবাই স্বীকার করবে যে মার্ক্স অর্থনৈতিক (Economic) বা ভৌগোলিক (Geographical) শক্তিচক্রের সঙ্গে হেগেলীয় নীতিকে যে কৌশলে যোগ করেছেন তাতে এখানেই তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ডায়ালেকটিকের কুশল প্রয়োগ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উজ্জ্বল পরিচয়। এইখানেই ফয়েরবাক থেকে তাঁর আসল স্বাতন্ত্র্য এবং এইখানেই তাঁর বিশিষ্ট পার্থক্য। Being-Consciousness সম্বন্ধ নির্ণয়ে কিংবা জ্ঞানোৎপত্তি তত্ত্বে (Epistemology) মানুষের সক্রিয় ভূমিকার (active role) আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর যে দাবি, তা' যে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক, একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিকতার দাবি অকাট্য। আমাদের মতে এখানেই— মাত্র এই একটি বিষয়েই ফয়েরবাকের সঙ্গে মার্ক্সের পার্থক্য খুব স্পষ্ট।

Being-এর গোড়ার স্বরূপ যে অর্থনৈতিক একথা ফয়েরবাকও মোটামুটি বলেছেন। কিন্তু যে Being-এর (প্রকৃতির) গতির ফলে ও প্রভাবে মানুষ ও মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, তার বিকাশের ও প্রগতির (forward movement, evolution) রীতি সম্বন্ধে মার্ক্স একটা ফরমূলা দিয়েছেন, সেই ফর্মুলাই ডায়ালেকটিক। দুটা বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত উন্নীত হয় একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যে এবং এই সামঞ্জস্যও পরের স্তরে নূতনতর বিরোধের মধ্য দিয়ে পরিণত হয় আরো একটি উচ্চতর বিকাশে। অর্থনৈতিক পরিবেশ (Being, Nature, Economic environment) অনবরত পরিবর্তনের পথে বিকাশ পাচ্ছে ; কিন্তু এ পরিবর্তন ঘটছে তার পদে পদে নিজেকে বিরুদ্ধতা ও নিরসন করে করে। আর্থিক পরিবেশকে আশ্রয় করে মানুষের মধ্যে শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে

water, the animals and the plants of Hindustan. How could man, primitively, have originated from anything else than nature ?" (Quoted by Ryazanov, Fundamental Problems of Marxism *footnote No. 19.*)

এবং শ্রেণীর সংঘাতই ক্রমে ইতিহাসকে গড়ে তুলছে। সমাজের সমস্ত বিকাশ ও বিঘটনকে (phenomenon) এই অর্থনৈতিক শক্তিচক্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন মার্ক্স। Being যে পরিবর্তিত হয়, বিকশিত হয় সে কেবল ডায়ালেকটিক নীতিকে অনুসরণ করে'। Being-এর movement বা বিবর্তনের mechanismই হচ্ছে এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতি। Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর (স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির) বাঁধা ফরমূলাকে ফয়েরবাক অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু মার্ক্স তাকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছেন, এইখানেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্য।[৩৭]

এই ডায়ালেকটিকই মার্ক্সবাদকে নতুন রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে এবং ফয়েরবাকীয় মূল তত্ত্বকে অতি মনোহর ভাবে আত্মসাৎ করে নিয়ে মার্ক্স এই হেগেলীয় লজিকের ফর্মূলাকে তার ওপরে এঁটে বসিয়ে দিয়েছেন, যাকে ইংরাজীতে বলে graft করা। ফয়েরবাক এই ডায়ালেকটিককে যে বর্জন করেছিলেন তা সজ্ঞানে ও সুস্থমনেই করেছিলেন। ডায়ালেকটিকের মানে ঠিক বুঝতে পারেন নি বলে নয়, মানে বুঝেছিলেন বলেই একে একঘেয়ে ও একচোখো নীতি বলে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি দার্শনিক হিসেবে একে বিচার করে দেখেছেন এবং দার্শনিক যৌক্তিকতার দিক থেকেই একে অমার্জনীয় বলে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দার্শনিক সত্য নির্ধারণের পথে সুবিধাবাদ বা ব্যবহারিক উপযোগিতার কোনো স্থান নেই। কোনো বিশেষ কার্যসাধনের সহায় হবে বলে বা জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করতে পারবে বলে, কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সত্য বলে গ্রাহ্য হতে পারে না, যদি সে তত্ত্ব প্রকৃতই বিচার-সহ সত্য না হয়। কাজেই ফয়েরবাক এই হেগেলীয় নীতিকে (ডায়ালেকটিক) কাজে লাগাতে পারেন নি বলে দোষ দিতে পারি নে। "make use" করার সুবিধাবাদী মনোভাব দার্শনিক জগতের কায়দা নয়। কাজেই ফয়েরবাক না-জেনে ডায়ালেকটিককে বর্জন করেছিলেন—অর্থাৎ ফয়েরবাক নির্বুদ্ধিতার দরুনই এ-

---

৩৭ "One of the supreme merits of Marx and Engels in this matter of materialism is that they elaborated a sound method. When Fuerbach concentrated all his efforts upon the struggle against the speculative element in Hegel's philosophy he failed to appreciate & make use of the dialectical element···This gap was filed in by Marx & Engels, who *understood that it would be a mistake, when criticising Hegel's speculative philosophy, to* ignore his dialectic." (Plekhanov, 'Fundamental Problems of Marxism p. 25).

ভুলটি করেছিলেন একথা মার্ক্সীয়রা বলে থাকেন বটে, কিন্তু একথা আদৌ স্বীকার্য নয়। কারণ, ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপর এতে কটাক্ষ বাঁকাভাবেও আসে এবং তা ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা অপছন্দ করবেনই।

একথা প্রচলিত আছে যে একদা মার্ক্স নিজেই এই ডায়ালেকটিক-কে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিলেন যে যুগে, সেই প্রথম যৌবনে মার্ক্স হেগেলীয় সব-কিছুকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন। হেগেলীয় আদর্শবাদের প্রতি বিতৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতিও তাঁর বিতৃষ্ণার বিষয় হয়েছিল। ফলে যে-নীতিও পরবর্তীকালে একদিন বিশ্বসংসারের মোক্ষ সাধনের সোনার সিঁড়ি বলে ভক্তি-ভাজন হয়েছে, সেই নীতিও মার্ক্স কর্তৃক ঘৃণিত ও বর্জিত হয়েছিল। অবশ্য ঠিক কবে থেকে যে মার্ক্স আবার একে নতুন চোখে দেখ্‌তে শুরু করলেন, সে খবর আজ নির্ণয় করা কঠিন। প্লেখানভের কাছে এ সংবাদটি ঠিক রুচিকর হয় নি। মার্ক্স এককালে ডায়ালেকটিক-বিদ্বেষী ছিলেন একথা মার্ক্সের অপ্রাকৃত (!) প্রতিভার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধহয় এঁরা মনে করেন। কিন্তু একথাকে যে একেবারে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবেন, প্লেখানভ তাও সাহস পাননি। তিনি এ অপবাদ থেকে মার্ক্সকে বাঁচাবার জন্যে এই পরোক্ষ যুক্তি দিয়েছেন যে এঙ্গেল্‌স্‌ এই নীতিকে ভিত্তি করেই লেখা শুরু করেছেন 'Deutsch-Franzosische Jahrbucher' নামক কাগজে।[৩৮] এঙ্গেল্‌স্‌-এর লেখায় যদি ডায়ালেকটিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে মার্ক্স-ও নিশ্চয় তাতে শরিক ছিলেন। ১৮৪৩-সনের গ্রীষ্মকালে মার্ক্স প্যারীতে গিয়ে আর্নল্ড রুগ-এর (Arnold Ruge) সঙ্গে সহযোগিতায় উক্ত নামে কাগজ বের করেন এবং সমাজতান্ত্রিক মতামত প্রচার করেন।

যা হোক, মার্ক্স-এর লেখা থেকে নজীর দিয়ে প্লেখনাভ এ অপবাদের নিরসন করতে পারেন নি। ফয়েরবাকের প্রতিভার ওপরে অযথা কটাক্ষ না করে সেটি করতে পারলেই সুশোভন হ'ত। আর এ কথা বললেও মার্কস্‌ এর প্রতিভার প্রতি কটাক্ষ করা হয় না যে ডায়ালেকটিকের মহিমাও তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে অনেক

৩৮"Although at the first glance there may seem good grounds for such an opinion, it is controverted by the before-mentioned fact that in the Deutsch-Franzosische Jahrbucher Engels was already treating the method as the very soul of the new system." (Plekhanov, 'Fundamental Problems of Marxism' p. 26)

পরে। হেগেলের দার্শনিক মতকে বর্জন করবার সময়ে তাঁকে ডায়ালেকটিকের গুণগান করতে দেখি নে। প্রথম যুগে, তাঁর ডায়ালেকটিকের মর্মবোধের (appreciation) কোনো নিদর্শন আমরা পাই নে। দার্শনিক বিচারে তত্ত্ব হিসেবে যদি ডায়ালেকটিককে তিনি নিখুঁত বলে বুঝেই থাকেন, তবে যখন হেগেল-দর্শনের সমালোচনা ও বর্জন তাঁর একমাত্র চিন্তা ও চর্চার বিষয় ছিল, তখন হেগেলীয় দর্শনের এই একটিমাত্র মহৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো স্তুতিবাক্য মিলে না কেন? যা হোক, এ কথা মনে করা যেতে পারে যে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মত সুনির্দিষ্টরূপে গড়ে ওঠবার পরে এই নীতির কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর খেয়াল হয় এবং এর উপযোগিতাও তিনি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারেন। কাজেই পরবর্তী সময়ে তিনি এই ডায়ালেকটিককে হেগেলের দর্শন থেকে সমূলে উপড়ে এনে নিজের সমাজ-দর্শনের ওপরে কলম (graft) করে বসিয়ে দেন। সুতরাং ১৮৪৭ সনের আগে ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে পরিষ্কার ও স্পষ্ট উল্লেখ বা আলোচনা মার্ক্স-এর লেখায় আমরা দেখতে পাইনে। ১৮৪৭ সনে লেখা 'Poverty of Philosophy' নামক অর্থনৈতিক বইতে তাঁর ডায়ালেকটিকের উল্লেখ ও ব্যাখ্যান সর্বপ্রথম মিলে। অবশ্য ১৮৪৫ সালের শেষদিকে লেখা Eleven Theses-এর চার নম্বর Thesis-এও এই ডায়ালেকটিকের আভাস পাওয়া যায়। এখানে জড় ভিত্তির স্ব-বিরোধ (Self-contradiction of the material foundation) এবং বিরোধের নিরসন (elimination of the contradiction) ইত্যাদি কথায় তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শনের মূলনীতির অগ্র-পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়। এই থিসিসেই তাঁর সঙ্গে ফয়েরবাকের পার্থক্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়েছে। অন্যান্য থিসিসে তাঁর বক্তব্যে মৌলিক বিশিষ্টতা তেমন কিছু দেখা যায় না এবং ফয়েরবাক থেকে তাঁর সত্যিকার পার্থক্য তেমন কিছু নেই বলেই ধারণা হয়। একথাও আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কেবলমাত্র তাঁর ৪র্থ থিসিসেই তাঁর বক্তব্য ও মতামত ফয়েরবাকের মতামত থেকে বিশেষভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই থিসিসে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এর সঙ্গে ফয়েরবাকীয় Being-Consciousness তত্ত্বকে (অর্থাৎ Inverted Hegelismকে) মিশাল দিয়ে ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক দর্শনের গোড়াপত্তন করা হয়েছে।

হেগেল ও মার্ক্স

ডায়ালেকটিকের নবরূপ হেগেলের আবিষ্কার। এর কার্যকারিতায় মুগ্ধ হয়ে মার্ক্স একে গ্রহণ করেছেন। হেগেলের ডায়ালেকটিকের সঙ্গে মার্ক্স-এর ডায়ালেকটিকের কোনোই পার্থক্য নেই। বরং হেগেলের ভাষা ও পরিভাষা সমেত তাঁর এই তত্ত্বকে মার্ক্স একেবারে অবিকল গ্রহণ করেছেন। হেগেল যে অর্থে ও যে ভঙ্গিতে ডায়ালেকটিককে বুঝেছেন ও বুঝিয়েছেন, মার্ক্স-ও ঠিক সেই একই অর্থে ও একই ভঙ্গিতে তার ডায়ালেকটিককে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে আলোচনা মার্ক্স অতি সামান্যই করেছেন। বস্তুত, দর্শন সম্বন্ধেই তাঁর আলোচনা অতি বিরল। তবুও নবজড়বাদকে বুঝতে হলে মার্ক্স-এর সেই ক'টি বিরল উক্তিকে সম্বল করে চলতে হবে।

মার্কস্-এর এ-সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই তাঁর ১৮৪৫ সনে লেখা "Eleven Theses on Feurbach" নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সূত্র আছে— যে সূত্রগুলোর মধ্যে মার্কস্‌বাদের দর্শন ও সমাজতত্ত্ব মোটামুটিভাবে আভাসে বিবৃত হয়েছে।

ফয়েরবাক বলেছেন জড় বহিঃসত্তা (Being) থেকেই চেতনা-লোকের (Consciousness) জন্ম হয়। আর Eleven Theses-এর চতুর্থ-সূত্রে মার্কস্ বলেছেন যে এই বহিঃসত্তা বা জড় প্রকৃতির ("material foundation") একটা পরমাশ্চর্য স্বভাব হচ্ছে নিজেকে অনবরত খণ্ডন করে করে চলা। জড় প্রকৃতির ভিতরেই এই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় প্রেরণা নিহিত হয়ে আছে যে সে নিজের বিরুদ্ধতা নিজে করবে। জড়সত্তার স্বধর্মই হল পূর্বরূপকে লঙ্ঘন করে পরবর্তী রূপকে বিকশিত করে তোলা। পূর্বের স্তরকে অতিক্রম করে তবেই পরের স্তর অর্জিত হতে পারে।[৩৯] এই তত্ত্বকেই হেগেল প্রকাশ করেছেন অন্য ভাষায়। হেগেল বলেন পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের বিরোধ (contradiction)।

---

৩৯ 'The fact that the material foundation annuls itself and establishes for itself a realm in the clouds can only be explained from the heterogeneity and self-contradiction of the material foundation. This itself must first become understood in its contradictions and so become thoroughly revolutionised by the elimination of the contradiction." (4th Thesis on Feurbach)

মার্ক্স ও তাঁরই ভাষা ও ভাবের প্রতিধ্বনি করে বলছেন প্রকৃতি অবিরত নিজেই বিরুদ্ধতা (contradict) করে চলেছে এবং পরবর্তী স্তরে গিয়ে আগের দুই স্তরের বিরোধের উপশম হচ্ছে ("elimination of contradiction")। হেগেলীয় ভাষার ও ভাবের নিঃসন্দেহ আমদানী আমরা দেখতে পাই প্রথম এই ৪র্থ থিসিস-এ, (অবশ্য প্লেখানভ একথা উল্লেখ করেন নি)।[৪০]

এরপর 'Poverty of Philosophy'তে (১৮৪৭) দেখা যায় ডায়ালেকটিক নীতির পরিপূর্ণ স্বীকার ও গ্রহণ। এখানে মার্ক্স হেগেলের স্পষ্ট উল্লেখ করে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি হেগেলীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্ব-সংসারের গুহ্যতম স্বরূপ হল 'গতি' (movement) বা পরিবর্তন। হেগেলের মতে এই গতি-পরিবর্তন প্রকট হচ্ছে পরপর তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যাদের নাম তিনি দিয়েছেন thesis (স্থিতি), antithesis (প্রতিস্থিতি), sythesis (সংস্থিতি)।

উদ্ধৃত উক্তিটিতে একথা স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে যে মার্কসীয় ডায়ালেকটিকই হেগেলীয় ডায়ালেকটিক— অবিকল ও পুরোপুরি। হেগেলের নীতির সর্বাঙ্গীণ পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, একথা এখানেই আমরা প্রথম নিঃসংশয়ভাবে পাই। কিন্তু এখানে মার্কস্ হেগেলের আদর্শবাদকে ব্যঙ্গ করে এই কথাটিও ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর নিজের জড়বাদ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে (idea বা pure reason) বিশ্ব-যাত্রার মূল কারণ বলে স্বীকার করে না। মার্কস্-এর একমাত্র আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে বিশুদ্ধ জ্ঞান (Pure reason)। তিনি জড়সত্তাকে (Being বা material

---

৪০ "In what does the movement of pure reason consist? To pose, oppose and compose itself, to be formulated as thesis, antithesis and synthesis, or better still, to affirm itself, to deny itself and to deny its negation···But once it has placed itself in thesis, this thesis, this thought, opposed to itself, doubles itself into two contradictory thoughts, the positive and the negative, the yes and no. The struggle of these two antagonistic elements, comprised in the anti-thesis constitutes the dialectic movement. The yes becoming no, the no becoming yes, the yes becoming at once yes and no, the no becoming at once no and yes, the contraries balance themselves, neutralise themselves, paralyse themselves. The fusion of these two contradictory thoughts constitutes a new thought which is the synthesis of the two. This new thought unfolds itself again in two contradictory thoughts which are confounded in their turn in a new synthesis." (Poverty of Philsophy, pp. 116-118, Kerr & Co. edition, 1920 Chicago)

conditions) মূল কারণ বা ভিত্তি বলেন—বিশুদ্ধ জ্ঞানকে (Pure Reason বা Idea) নয়। এখানে অবশ্য ফয়েরবাকের মতকেই তিনি হেগেলের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন— এ তত্ত্ব তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়। হেগেলের সঙ্গে তাঁর তফাৎ হচ্ছে তাহলে মূল সত্তা নিয়ে—যে সত্তাকে প্রাচীন ও অমর বলা যায় এবং যার সম্বন্ধে নির্দেশ করা চলে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। এই মূলতত্ত্বকে হেগেল বলেছেন "Idea" বা ভাবপদার্থ; আর মার্কস্ বলছেন জড়ভূমি "(material conditions)।" এ ছাড়া পদ্ধতি বা method সম্বন্ধে দুই-এর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যে ডায়ালেকটিক পরিবর্তন-রীতি ও যে বিকাশক্রম ভাবপদার্থের (Idea) স্বধর্ম বলে হেগেল আরোপ করেছেন সেই অবিকল রীতি ও ক্রম মার্কস্ আরোপ করেছেন জড়-প্রকৃতিতে তারই স্বধর্ম বলে। কিন্তু যে ডায়ালেকটিক পদ্ধতি (method), যে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতিক্রম (thesis, antithesis-synthesis ক্রম) হেগেল দেখেছেন ভাবপদার্থের (Idea) গতিতে, ঠিক সেই পদ্ধতি (method) ও ক্রমই মার্ক্স দেখেছেন জড়-শক্তির বিবর্তনে। কিন্তু মার্ক্স পরে এককালে এই দাবি করতে চেয়েছেন যে তাঁর নিজের ডায়ালেকটিকের ঠিক বিপরীত হচ্ছে হেগেলের ডায়ালেকটিক। দুই দর্শন ঠিক একই পদ্ধতিকে (method) ভিত্তি করে নি— এ দুটি দর্শনের ডায়ালেকটিক পদ্ধতি (method) পরস্পর আলাদা প্রকৃতির ও বিভিন্ন স্বরূপের। এই পদ্ধতিগত (methodological) পার্থক্যের কথা পাওয়া যায় মার্ক্সের পঁচিশ বছর পরের এক লেখায় অর্থাৎ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Das Capital-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। এখানে তিনি তাঁর ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করেছেন।

এই ভূমিকায় মার্ক্স বলছেন যে তাঁর নিজের ডায়ালেটিকের প্রকৃতি হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত।[৪১]

কিন্তু পরের বাক্যেই তাঁর এই দাবির যে কারণ ও প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেছেন, তা নিতান্ত অসংগত ও অযৌক্তিক। তাঁর পার্থক্যের কারণ তিনি বলেছেন।

হেগেলের কাছে ভাবপদার্থই (thought বা idea) আদিতম এবং The Real হচ্ছে তার প্রকাশ বা সৃজন। মার্ক্স-এর কাছে The Real হচ্ছে

৪১ "My own dialectic method is not only fundamentally different from the Hegelian Dialectical method, but is its direct opposite." (Preface to 2nd Edition 'Capital', 1872)

আদিমতম এবং ভাবপদার্থ (thought) তার প্রকাশ বা বহিঃকোষ।[৪২] এখানে পার্থক্য কেবল আদিম সত্তা নিয়ে। বিশ্ব-বিবর্তনের আদিতে "পুরুষঃ পুরাণঃ", পরং নিধানং" কী— সেই তত্ত্ব নিয়ে দুইয়ে পার্থক্য। কিন্তু সেই সনাতন সত্তা যাই হোক-না-কেন, তার বিকাশের রীতি একই। ভাব-পদার্থ (Thought) বা জড়পদার্থ (Matter) দুই-ই ডায়ালেকটিক ফর্মূলা অনুযায়ী স্ব-বিরোধের তিনটি স্তরকে পার হয়ে প্রগতির পথে নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই মার্ক্স ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য পদ্ধতি (method) নিয়ে নয়— পার্থক্য আদিম ও সনাতন মৌলিক সত্তা কী তাই নিয়ে। এতে একের ডায়ালেকটিক রীতি অপরের ডায়ালেকটিক রীতি থেকে মূলত পৃথক (Fundamentally different) বা একেবারে বিপরীত (direct opposite)— একথা আদৌ যুক্তিসহ নয়। হেগেল যে চেতনকে (Thought) বিশ্বের আদি বলে নির্ধারণ করেছেন তাকে ডায়ালেকটিকের 'mystifying aspect' বলে মার্ক্স বিদ্রূপ করেছেন। অবশ্য এই রহস্যাবৃতির (mystification) ত্রুটি সত্ত্বেও হেগেলকে করুণামিশ্রিত সম্মানে আপ্যায়িত করা হয়েছে এই বলে যে : তিনিই সর্বপ্রথম ডায়ালেকটিকের সাধারণ রূপটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন।[৪৩]

মার্ক্স-এর মতে ডায়ালেকটিক হেগেলের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং এর গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে হেগেলের নির্দেশও মার্কস যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন : হেগেলের লেখায় ডায়ালেকটিক তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এর রহস্যাবরণের তলায় যুক্তির যে শাঁসটুকু লুকোনো রয়েছে তা আবিষ্কার করতে হলে একে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে হবে।[৪৪]

ডায়ালেকটিক হল বিবর্তন ও পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধরনের কায়দা।

---

৪২ For Hegel, the thought process···is the demiurge of the real...In my view, on the other hand, the idea is nothing other than the material when it has been transposed and translated inside the human head,"

৪৩ Althougu in Hegel's hands, Dialectic underwent a mystificatiou, this does not obviate the fact that he was the first to expound the general forms of its movement in a comprehensive and fully conscious way." (Preface to 2nd Edition : *Capital*)

৪৪ "In Hegel's writngs Dialectic stands on its bead. You must turn it right way up again, if you want to discover the rational kernel that is hidden away within the wrappings of mystification." (preface to 2nd Edition Capital)

স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ক্রমে যে একটি বিশেষ গতি তাকেই বলা হয় 'ডায়ালেকটিক'। এই ত্রি-সমন্বিত সর্পিল গতি বা ডায়ালেকটিক রীতি হেগেল ও মার্কস উভয়েরই মতে বিশ্বগতির একমাত্র ছন্দ। এই ডায়ালেকটিক ছন্দে বা তালেই বিশ্বলোকের চলার গান বেজে উঠেছে, এই তালই সার্বভৌম ও সার্বকালীন তাল, যে তালে আদিকাল থেকে চিরকাল অবধি তৃণ থেকে তারা পর্যন্ত সারা নিখিল বিশ্ব অশ্রান্ত ছন্দে অনন্ত উন্নতির পথে ছুটে চলেছে। একথা হেগেল ও মার্ক্স উভয়েরই কথা এবং এতে দুইয়ের কোনো পার্থক্যই নেই। পার্থক্য তাঁদের ডায়ালেকটিক নিয়ে নয়— ডায়ালেকটিক রীতি অনুসারে (dialectically) যা বিবর্তিত হয়, সেই বস্তু নিয়ে।

তাঁদের পার্থক্য পরিবর্তনের রীতি বা ফর্মূলা নিয়ে নয়— যে সত্তা ঐ রীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হচ্ছে তাকে নিয়ে। এ মতানৈক্য Subject-Predicate সম্বন্ধ নিয়ে, এ মত-পার্থক্য জড়-চেতনের (Being-consciousness) সম্পর্ক নিয়ে। একজন বলছেন চৈতন্যই হল Subject, জড় হচ্ছে Predicate ; অপরে তার উল্টো ক্রম নির্দেশ করে বলছেন, জড়ই হচ্ছে Subject এবং চৈতন্য তার Predicate। জড় আগে— পার্থক্যটা হচ্ছে এই নিয়ে ; বিকাশের রীতি বা ডায়ালেকটিক নিয়ে নয়।

মার্ক্সের ডায়ালেকটিক বস্তুত হেগেলেরই ডায়ালেকটিক। কাজেই মার্ক্স-এর দর্শনকে বুঝতে হলে হেগেলের ডায়ালেকটিককে বুঝতে হবে। ডায়ালেকটিককে নিয়ে আলোচনাই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য। এই কারণেই আমরা এখন হেগেলীয় ডায়ালেকটিককে বোঝবার চেষ্টা করব। কারণ প্লেখানভ বলছেন, হেগেলকে না বুঝলে মার্ক্সকে বোঝবার চেষ্টা বৃথা। আজকাল হেগেলকে না বুঝেই মার্ক্সকে বোঝবার চেষ্টা অনেকে করে থাকেন। এজন্য তাঁরা মার্কসকে ভুল বুঝে থাকেন।[৪৫]

হেগেলের মতবাদকে ডায়ালেকটিক ভাববাদ ("Dialectic Idealism") বললে মার্ক্স-এর দর্শনকে ডায়ালেকটিক জড়বাদ ("Dialectic Materialism")

---

৪৫ "One of the chief reasons is that now-a-days people are ill-informed, first concerning the Hegelian philosophy, without a knowledge of which it is difficult to grasp Marx's method." (Plekhanov : Fundamental Problemes of Marxism p. 4 :)

নাম দেওয়া যেতে পারে। তফাৎটা শুধু ভাববাদ (idealism) ও জড়বাদের (materialism)— ডায়ালেকটিকের নয়।

এই ভূমিকার তেরো বছর আগে লেখা তাঁর 'Critique of Political Economy'-র ভূমিকায় মার্ক্স সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাষায় ডায়ালেকটিক জড়বাদের মূলতত্ত্ব বিবৃত করেছেন। এখানেও ফয়েরবাকীয় জড়সত্তা-চেতনসত্তার (Being-consciousness) তত্ত্বকে তিনি প্রচার করেছেন; ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখানে নেই। তারপরে ১৮৬৭ সনে লেখা Capital-এর প্রথম খণ্ডে স্থানে স্থানে ডায়ালেকটিকের ও ডায়ালেকটিক জড়বাদের কতকগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই কটি স্থানে মার্ক্স-এর যে গুটিকয়েক উক্তি রয়েছে তার থেকে মার্ক্স এর ডায়ালেকটিক জড়বাদের স্বরূপকে ধরবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই কারণে মার্ক্স-এর নিজস্ব মতামত সম্বন্ধে অনেক অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এবং তা নিয়ে নানা রকমের মতভেদ ও ব্যাখ্যারও সূচনা হয়েছে।

পরে এই নতুন জড়বাদের বিস্তৃত বিচার ও ব্যাখ্যা করেছেন এঙ্গেলস্ তাঁর (i) Anti-duhring (ii) Ludwig Feurbach ও (iii) Dialectics of Nature— এই তিনখানা বইতে। এঙ্গেলসই আসলে এই ডায়ালেকটিক জড়বাদকে একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ দান করে গেছেন— যে নির্দিষ্ট রূপ মার্ক্স-এর লেখায় নেই। মার্ক্স-এর উক্তিগুলোর যে ব্যাখ্যা এঙ্গেলস করেছেন সে ব্যাখ্যাকে যুক্তিসংগত বলে অনেকেই মনে করেন না। মার্ক্স যা স্পষ্ট করে বলেন নি অথচ তাঁর অস্পষ্ট উক্তি থেকে মানে করাও যেতে পারে এমনি সব তত্ত্বকে ডায়ালেকটিক মতবাদ বলে এঙ্গেলস্ ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, মার্ক্স-এর উক্তিগুলোর অন্যরকম মানেও করা যায় এবং সে ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। যা হোক, বর্তমানে নতুন জড়বাদের পীঠস্থানে যে নমুনার ডায়ালেকটিক জড়বাদ মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শন বলে গ্রাহ্য হয়েছে, তাতে এঙ্গেলস্-এর ব্যাখ্যাত জড়বাদই গৃহীত হয়েছে। এঙ্গেলস্ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাকেই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন লেনিন, প্লেখানভ এবং বুখারিন (Bukharin)। এঁরা তিনজন এঙ্গেলসের পথ অনুসরণ করেছেন এবং এঙ্গেলস্-এর দর্শনকে নানা তথ্য ও বিচারে আরও পল্লবিত করে প্রচার করেছেন। এঙ্গেলস্-এর ব্যাখ্যাকে গোঁড়া সম্প্রদায়ের (orthodox section)

ব্যাখ্যা বলা হয় এবং বর্তমানে মার্ক্সবাদ নামে যে সমাজদর্শন পরিচিত তাকে এঙ্গেলস্‌বাদ বললেই শোভনতর হয়। লেনিন তাঁর 'Empirio-Criticism' নামক বইতে এঙ্গেলস্‌-এর মতের ভিত্তিতেই একরোখা অনড় জড়বাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই সূত্রে নানা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। ইতিপূর্বে প্লেখানভও তাঁর নানা বইতে এই গোঁড়া ধরনের জড়বাদকেই ছন্দোবন্ধে অলংকৃত করেছেন। সর্বশেষে বুখারিন তাঁর 'Historical Materialism' নামক বইতে আধুনিক ও অত্যাধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে এঙ্গেলস্‌-এর ব্যাখ্যাকে আরো বিস্তারিত ও বিপুলতর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এঙ্গেলস্‌ এর মৃত্যু হয় ১৮৯৩ সালে। তার পরে ৩২ বছরের মধ্যে ডায়ালেকটিক জড়বাদ একটা পূর্ণ বিকশিত মতবাদ হয়ে প্রচারিত হয়েছে। মার্ক্স-এর মধ্যে যা ছিল নিতান্ত অস্পষ্ট ও অশরীরী, এঙ্গেলস্‌ তাকেই দান করলেন একটা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট রূপ ও দেহ। তার পরে সেই শরীরী মূর্তিকে লেনিন, প্লেখানভ, বুখারিন প্রমুখ পরবর্তিগণ পূর্ণ বিকশিত করে নানা অলংকারে ফুলে ভূষিত করে সমাজ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত করেছেন।

এঁরা সবাই বলছেন, জড়বাদ ডায়ালেকটিকের বর্ণ-সম্পাতে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে, জড়বাদের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। ডায়ালেকটিকই এই নবরূপায়ণ ঘটিয়েছে। এঁরা ডায়ালেকটিককে নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা করেন নি, কারণ ডায়ালেকটিকের সব তত্ত্বগুলো হেগেল থেকেই এঁরা সবাই নিয়েছেন। কর্নিলভ বলছেন :

মার্ক্স-এর ডায়ালেকটিক হেগেলেরই ডায়ালেকটিক এবং কাজেও হেগেলই এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন।[৪৬] সুতরাং, মার্ক্স-এর দর্শনকে বুঝতে হলে, হেগেলীয় ডায়ালেকটিক বুঝতে হবে। হেগেলের আলোচনাই এ-সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও বিস্তারিত। এই কারণে আমরা হেগেলীয় ডায়ালেকটিককে বুঝতে চেষ্টা করব।

---

৪৬ The main principles of Dialectics, were as is well-known, established formulated, and proved in the first instance by Hegel." (Psychology,' 30, p, 252)

ডায়ালেকটিঃ ১

এই ডায়ালেকটিক জিনিষটি কী তা বুঝতে হলে আমাদের লজিকের রাজ্যে পা বাড়াতে হবে। লজিকশাস্ত্রের মোটামুটি তত্ত্ব কয়টি না বুঝলে ডায়ালেকটিক বোঝা হবে না। ডায়ালেকটিক লজিক নামক নূতন লজিক হেগেলের সৃজন। একদা হেগেলের কোনো বন্ধু একটি স্কুল-পাঠ্য লজিক লিখবার অনুরোধ তাঁকে জানিয়েছিলেন। তার জবাবে হেগেল যা বলেছিলেন সে-কটি কথাতেই পূর্ব-প্রচলিত লজিকশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ও পুরোপুরি ফুটে উঠেছে।

সেই পুরনো লজিককে হেগেল প্রাণহীন, ঐশ্বর্যহীন, আবর্জনা বলে মনে করেছেন। দু' পাতার মধ্যে সেই প্রাচীন লজিকের সকল তত্ত্বকে লিখে শেষ করা যায়—কারণ, এতে সার পদার্থ যা আছে সে অতি অকিঞ্চিৎকর। পুরনো লজিক কেবলই বৃথা কথার কচকচি বৈ আর কিছু নয়।[৪৭] কাজেই একে নির্বাসিত করে এর বদলে সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে নূতন লজিক। পুরনো লজিক সম্বন্ধে হেগেলের এই ধারণা ও মনোভাব থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর অভিনব ডায়ালেকটিক লজিক। ডায়ালেকটিক লজিককে বুঝতে হলে পুরনো লজিকের মূলতত্ত্বগুলোকে বুঝতে হবে। তাই এই চিরকেলে লজিক (traditional logic) কি সে সম্বন্ধে দুটো কথা এখানে আলোচনা করা দরকার।

মানুষ সত্যকে জানতে চায়। এ চাওয়ার উৎস তার নিজের স্বভাব বা স্বধর্মে। মানুষের অন্তরেই জেগে রয়েছে সেই অশান্ত প্রেরণা যা তাকে অসত্য থেকে সত্যের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আদিকাল থেকে মানুষ যা-কিছু জেনেছে, বুঝেছে ও লাভ করেছে, তার সেই সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রাপ্তির পেছনে রয়েছে তার সত্যের প্রতি অনির্বাণ পিপাসা। এই পিপাসা জ্বলছে তার বুকে অতন্দ্র দীপ্তিতে চিরকাল। এই পিপাসা জ্বলেছে সেই বিস্মৃত অতীতে,

---

৪৭ "The traditional logic is···one which can by no means remain as it is : it is a thing nobody can make anything of, it is dragged along like an old heirloom, only because a substitute,—of which the want is universally felt—is not yet in ex'stence. The whole of its rules still current, might be written on two pages : every additional detail beyond these two is perfectly fruitless scholastic subtlety..."(Hegel : Wallace : Preface, p. xii)

যেদিন জান্তব-প্রায় জীবনের নিবিড় অজ্ঞান মানুষকে বিপুল অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিল। এই সত্যানুসন্ধান থেকে জন্ম নিয়েছে লজিকশাস্ত্র। যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হয়েছে তার অশান্ত বুদ্ধি আর বহ্নি-সম চঞ্চল চিন্তাকে নিয়ে, সেই দিন থেকেই পৃথিবীতে লজিক রয়েছে কোনো-না-কোনো রূপে। কিন্তু বিধিবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে লজিক কবে থেকে আছে, তার ইতিহাস আজো দুর্ভেদ্য। কবে প্রথম লজিক কোথায় কে রচনা করেছিল আজ নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্তমান যুগের আদি গঙ্গোত্রীর দিকে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে হিন্দু জাতিই সর্বপ্রথম লজিক-শাস্ত্রকে সৃজন করেছিল। গোতম ও কণাদের লজিক সূত্রাকারে বাঁধা হয়েছিল সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৪র্থ শতকে। এরও বহু যুগ আগেই যে লজিক-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই। "অতুষ্টং বিদ্যাকে" (বৈঃ সূঃ IX : ii, 12) করায়ত্ত করবার জন্য কবে যে সুনিয়ন্ত্রিত যাত্রা শুরু হয়েছিল তার ঠিকানা আজ জানবার উপায় না থাকলেও, এটুকু বলা চলে যে অতি প্রাচীন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে এই ভারত-বর্ষেই একদিন চিন্তানুশীলনের আলো জ্বলে উঠেছিল।

কিন্তু হেগেল পুরনো চিরাগত লজিক ("traditional logic") বলতে হিন্দু লজিককে মনে করেন নি। কারণ, এর সন্ধান তিনি জানতেন কিনা সন্দেহ। তিনি Greeko-Roman পরিমণ্ডলে জাত সন্তান এবং সেই সংস্কৃতি-প্রদীপ থেকে শিখা নিয়েই তাঁর নিজের জ্ঞানের দীপকে জ্বালিয়েছিলেন। দীপালোকিত পৃথিবী বলতে তিনি য়ুরোপের চার সীমার ভিতরের ভূখণ্ডকেই বোঝেন এবং তার বাইরে যদি কিছু থাকে সে শুধু অকূল অন্ধকারের রাজ্য। হেগেল পুরনো লজিক বলতে গ্রীক লজিককেই বুঝেছেন।

ভারতবর্ষে মৌর্য সাম্রাজ্যে যখন আরোহী-অবরোহী (deductive ও inductive) লজিকের দীপ্তি বিকীরিত করছিলেন ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মনীষিগণ, সেই সময়ে (৩৩৫-৩২০ খ্রীঃপূঃ অব্দে) গ্রীস দেশে এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর প্রচারকার্য করছিলেন Lyceum-এ। এরিস্টটলই পাশ্চাত্য লজিকের জন্মদাতা এবং এই এরিস্টটলীয় লজিকই আজো পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চিন্তা করতে ও তত্ত্বানুসন্ধান করতে শেখাচ্ছে। এরিস্টটল সৃষ্ট লজিককে বলা হয়ে থাকে Formal Logic।

সত্যকে নির্ধারণ করাই লজিকের কাজ। কিন্তু সত্য কী এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং এ নিয়ে যুগে যুগে অনেক তর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সব-

কিছুরই গোড়ার তত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াং", তাই সত্য বস্তুর আসল স্বরূপ যে কী তা খুঁজে খুঁজে এ অরণ্যেও পথ বের করা মুশকিল। দার্শনিক তত্ত্বের অরণ্যে না ঢুকে এইটুকু বললেই চলবে যে গুহাহিত সত্যকে যাঁরা বের করেছেন বলে দাবি করে থাকেন তাঁদের মধ্যে দুই দল হয়ে গেছে। মানুষের জীবন ভরে কত রকম-বেরকমের জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, কত অগণিত চিন্তা এবং উপলব্ধি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাদের মানস-পটে। এর মধ্যে কোন্ জ্ঞানটি আসলে সত্য, আর কোন্‌টিই বা মিথ্যা, এ তত্ত্বের নির্ণয় হবে কী করে? একদল বলছেন যে চিন্তাগুলো মানুষের মনে উঠছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা সংগতি (consistency) থাকলেই বুঝতে হবে যে ঐ চিন্তাগুলো সত্য। যদি চিন্তাগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংগতি না থাকে, যদি তারা পরস্পর-বিরোধী হয়, তবে ঐ জ্ঞান অসত্য। জ্ঞান আত্ম-সংগত (self-consistent) হবে, আত্ম-বিরোধী (self-contradictory) হবে না। একটি জ্ঞান মনে উৎপন্ন হলে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কতকগুলো খণ্ড চিন্তা একসাথে গাঁথা হয়ে আত্মসম্পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানটি গড়ে উঠেছে। যদি ঐ খণ্ড চিন্তাগুলোর একটির সাথে অন্যটির ঐক্য বা যৌক্তিক সংগতি না থাকে তবে সত্যজ্ঞান জন্মাতে পারে না। সত্য এঁদের কাছে আকার নিষ্ঠ সত্য (formal truth)। জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তাতে দুটি সত্তা সংশ্লিষ্ট আছে দেখতে পাই—একটি হচ্ছে মন, অপরটি বাইরের বিষয় (things)। এঁরা বলেন মনের চিন্তা-গুলোর সঙ্গে বাইরের বিষয়ের মিল থাকবার দরকার নেই, চিন্তাগুলোর নিজেদের মধ্যে অমিল যদি না থাকে, তবেই ঐ চিন্তা-প্রসূত জ্ঞানকে 'সত্য' বলব।

ক্ষীরসমুদ্রে সোনার পদ্ম আছে;
ক্ষীরসমুদ্র পাতালে আছে;
কাজেই, পাতালে সোনার পদ্ম আছে।

উপরের সিদ্ধান্তটিকে আকার-নিষ্ঠ সত্যের দিক থেকে বিচার করে এ-দল একেই বলবেন "সত্য"। কারণ, তিনটি খণ্ডচিন্তার পরস্পরের মধ্যে কোনো অযৌক্তিকতা, অসংগতি বা অনৈক্য নেই। বাস্তব জগতে ক্ষীর সমুদ্র, সোনার পদ্ম বা পাতাল বলে কোনো বিষয় বা বস্তু না-ও থাকতে পারে, তাতে উপরের যুক্তি বা তজ্জাত জ্ঞানের কোনো অসংগতি বা অসত্যতা প্রমাণ হয় না। যুক্তির দিক থেকে, সংগতির দিক থেকে, ঐ জ্ঞান সত্য। এ দলের মতে লজিক শুধু আকার-নিষ্ঠ

সত্য অর্থাৎ যৌক্তিকতা বা পারস্পরিক সংগতিই খোঁজে, বাস্তবতা খোঁজে না। বাস্তবতা খোঁজা লজিকের কাজ নয়, অন্য বিজ্ঞানের কাজ। এঁদের লজিককে এই কারণেই আকার-নিষ্ঠ ন্যায় (formal logic) বলা হয়ে থাকে। এই লজিককে অবরোহী ন্যায়ও (Deductive Logic) বলা হয়। কারণ এঁদের আত্মসংগত সত্য (formal truth) অবরোহী সত্য (Deductive truth) বই আর কিছুই নয়। কোনো ব্যাপক সাধারণ জ্ঞান থেকে যদি কোনো বিশেষ খণ্ডিত জ্ঞানকে যুক্তি ও অনুমানের সাহায্যে পাওয়া যায়, তবে অনুমিত জ্ঞানকে অবরোহী সত্য বলা হয়। ভারতীয় ন্যায় বৈশেষিকের ভাষায় সামান্য থেকে বিশেষ জ্ঞানে আসাকে অবরোহ (deduction) বলা যেতে পারে। সামান্য জ্ঞানের সঙ্গে যদি বিশেষ জ্ঞানের ঐক্য বা সংগতি থাকে তবেই সেই বিশেষ জ্ঞানকে (deductive knowledge) 'আকার-নিষ্ঠ সত্য' (formal truth) বলা হয়। এই অবরোহী ন্যায়ের (Deductive Logic বা Formal Logic) স্রজনকর্তা হলেন এরিস্টটল্।

অপর দল অবশ্য এই ধরনের সত্যকে সত্য বলে মানেন না। তাঁদের মতে বস্তু-নিষ্ঠ সত্যই (material truth) আসল সত্য। অর্থাৎ জ্ঞানের (thought) সঙ্গে বস্তু বা বাইরের বিষয়ের (things) ঐক্য বা মিল যদি না থাকে, তবে এই জ্ঞান অর্থহীন আকাশ-কল্পনা বই আর কিছুই নয়। এঁদের মতে জ্ঞানের আত্মসংগতি (self consistency) বা চিন্তাগুলোর পারস্পরিক ঐক্য থাকলেই কেবল চলে না, বাস্তব জগতের সঙ্গেও সংগতি থাকতে হবে! এঁরা বলেন লজিক এই বস্তুনিষ্ঠ সত্যকেই (material truth) খোঁজে, কাজেই লজিক আসলে হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ন্যায় (material logic)। এই লজিককে Inductive Logic বা আরোহী ন্যায়ও বলা হয়। কারণ আরোহী সত্য (Inductive truth) আর বস্তুনিষ্ঠ সত্য (material truth) একই কথা। বাহ্য জগতের বস্তুগুলিকে একটি একটি করে উপলব্ধি করলে, একটি খণ্ড বা টুকরো জ্ঞান জন্মে। এই টুকরো বা বিশেষ জ্ঞানগুলোকে যুক্তির সাহায্যে একসাথে গাঁথলে একটি সাধারণ ও ব্যাপক জ্ঞান গড়ে ওঠে। বিশেষ থেকে সামান্য জ্ঞানে যখন উত্তীর্ণ হই, তখন 'inductive truth' বা আরোহ-লব্ধ সত্যকে লাভ করে থাকি। এই আরোহ-লব্ধ সত্য বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডিত বস্তুর জ্ঞান থেকেই অনুমিত হয়ে থাকে। এইজন্য এই আরোহ-লব্ধ সত্যও বাস্তব জ্ঞান (material truth) বই অন্য কিছু নয়। কারণ, জ্ঞানের

(thought) সঙ্গে এখানে বাইরের বস্তুর (thing) ঐক্য বা সংগতি রয়েছে। বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের যদি বিরোধ বা অনৈক্য থাকে তবে এঁদের মতে সে জ্ঞান অসত্য। এই আরোহ-লব্ধ বাস্তব ন্যায় (Inductive বা Material Logic) হল পরবর্তী যুগের ন্যায়শাস্ত্র এবং অবরোহ-লব্ধ ন্যায় (Deductive Formal Logic), আদি ন্যায়শাস্ত্র। এরিস্টটল যেমন Formal logic বা আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের স্রষ্টা, তেমনি ত্রয়োদশ শতকের Franciscan সাধু রোজার বেকন (Roger Bacon, 1214-94) এই আরোহ-লব্ধ ন্যায়ের (Inductive logic) জন্মদাতা। পরে ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) ও লর্ড ভেরুলম (Lord Verulam, 1501-1626) এই ন্যায়কে আরো বিকশিত করেন; এবং আরো পরে ১৯শ শতকের বিখ্যাত জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill, 1806-73) এই লজিককে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিণত রূপ দান করে এর চরম উন্নতি সাধন করেন।

উপরের বিবরণ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে অবরোহী (formal) ও আরোহী (Inductive) ন্যায়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যত পার্থক্যই থাক্, ন্যায়শাস্ত্রীদের দুই দলই Consistency বা সংগতিকে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকার করেন। অসংগতি বা অসামঞ্জস্য থেকে সত্যের জন্ম হতে পারে না —একথা দুই সম্প্রদায়েরই লজিকের ভিত্তি। আত্মসংগতি (self-consistency) দুই লজিকেরই মূলগত। এমন-কি, যা বাস্তব অর্থে (materially) সত্য হবে, তাকেও আত্মসংগতির পরীক্ষায় পাস করতে হবে, self-consistent হতে হবে। যে-কোনো সিদ্ধান্তের প্রথম অংশ যদি অপর অংশকে বিরুদ্ধতা বা নিরসন করে, তবে সেখানে জ্ঞান না হয়ে হয় জ্ঞানের আত্মহত্যা। "গোল চতুষ্কোণ", "দ্বিপদ চতুষ্পদ" ইত্যাদি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান হতেই পারে না; কারণ এরা প্রত্যেকেই আত্মবিরুদ্ধতা (self-contradiction) করছে। পরস্পর-বিরোধী অসংগতি চিন্তা একে অন্যকে খণ্ডন করে, ফলে অঙ্ক কষলে জমার ঘরে যা বাকী থাকে তা জ্ঞান নয়, শূন্য (zero)। এই কারণে পরস্পর-বিনাশী বিরুদ্ধতা (contradiction) জ্ঞানের পরিপন্থী। যেখানে এই বিরুদ্ধতা বা সংগতির অভাব থাকবে সেখানেই জন্ম নেবে error বা দোষ, যার সম্বন্ধে রুশো বলেছেন "Error is mischievous" (Emile, III)।

নির্ভুল জ্ঞানলাভ করতে হলে তাই অসংগতি দোষকে (contradiction of inconsistency) বর্জন করতে হবে। একথা ন্যায়শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি।

আর অসংগতিকে বর্জন করার কথা কাউকে শিখিয়ে দিতেও হয় না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই মানুষ অসংগতিকে এড়িয়ে চলতে চায়। যেখানে পরস্পর বিরুদ্ধতা চোখে পড়ে সেখান থেকে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মুখ ফেরায়। অসংগতির উপর মানব-মনের অতি স্বাভাবিক বিরাগ সর্বদা সকল ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ সর্বত্রই খোঁজে ঐক্য ও সামঞ্জস্য। যেখানে অসামঞ্জস্য বা অনৈক্য, সেখানে মানুষের বুদ্ধি পীড়া বোধ করে। সত্যকে মানুষ কল্পনা করে সামঞ্জস্য বা হার্মনির নিখুঁত বিগ্রহ বলে। সত্য সততই একম্ ও অদ্বিতীয়ম্। সত্য কখনো দ্বিবিধ ভাষণ করে না; একই কালে একই ক্ষেত্রে সত্যের মুখ থেকে বিপরীত বাণী নির্গত হয় না। একই ক্ষেত্রে, একই ক্ষণে দুটো সত্য সম্ভব হয় না। সত্যের এই প্রকৃতিই মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনায় স্বতঃসিদ্ধ। যেখানে দ্বন্দ্ব বা অসংগতি রয়েছে তাকে এড়িয়ে ও অতিক্রম করে মানুষ নিয়তই দ্বন্দ্বের অতীত ভূমিতে সত্যকে খোঁজে। ন্যায়শাস্ত্র মানুষকে এই অসংগতি দোষ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে, যাতে করে মানুষ দ্বন্দ্বাতীত ও অসংগতি-রহিত সত্যকে লাভ করতে পারে। লজিকের গোড়ার কথা সংগতি (consistency) এবং লজিকের এই মূলনীতিকে বিশ্লেষণ করে তিনটি স্বতঃসিদ্ধ (axioms) নির্ধারিত হয়েছে। সুসম্বদ্ধ ও সুসংগত চিন্তা বা মনন করতে হলে এই তিনটি মূলনীতিকে বাদ দিয়ে মননক্রিয়া চলতে পারে না। যে-কোনো নির্ভুল চিন্তা করতে এবং যে-কোনো সত্য জ্ঞানকে লাভ করতে হলে, এই তিনটি নীতিকে অবলম্বন করেই চিন্তা করতে হবে। এই তিনটি নীতির প্রতি মানুষের আনুগত্য অতি স্বাভাবিক এবং এদের দিকে বুদ্ধির প্রবণতাও স্বতঃসিদ্ধ। অবশ্য কেন স্বতঃসিদ্ধ একথা নিয়ে অনেক বিতর্কই উত্থাপিত হতে পারে। এই ক'টি মনন-নীতিকে (Laws of thought) স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে অনেকেই আপত্তি করেছেন এবং স্বতঃসিদ্ধ মানে কী তা নিয়েও তর্ক কম হয় নি। Empiricism ও Rationalism-এর বিতর্ক আজকের নয় এবং সকলেই তার ইতিহাস জানেন। কেউ বলেছেন, যাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করি তার ইতিহাস জানলে এই তত্ত্ব বেরিয়ে পড়বে যে অভিজ্ঞতা থেকেই এরা জন্ম নিয়েছে এবং বহুদিন বহু অভিজ্ঞতায় সমর্থিত বলেই এরা মানব-মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছে। অপরদল অবশ্য বলেছেন, স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলো মানব-মনে অন্তর্নিহিত রয়েছে অনাদি কাল থেকে। এরা অভিজ্ঞতা থেকে ধার করা প্রামাণ্যের জোরে বিশ্বাস ও আনুগত্য দাবি করে না। এরা প্রকাশ-স্বরূপ এবং আপনাদের নিজস্ব

নিয়মেই এরা স্বতঃই মনের মধ্যে প্রকট হয়—"প্রদীপ-প্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ" (গৌতম সূঃ ২।১৬)। Empiricism-Rationalism-এর তর্ক অতি প্রাচীন ও পুরানো এবং এ তর্ক ন্যায়ের গণ্ডীর বাইরে, দর্শনশাস্ত্রের এলাকার অন্তর্ভুক্ত ; কাজেই এ বিতর্কের মধ্যে না গেলেও, একথা বলা যেতে পারে যে অসংগতি-বর্জিত চিন্তা ও মনন করতে হলে এই নীতিগুলো ভিত্তি হিসেবে অজ্ঞাতসারেই হোক আর জ্ঞাতসারেই হোক, সবাই নিয়ে থাকে অতি স্বাভাবিক ভাবে, বিনা বিতর্কে। এদের উৎপত্তির ইতিহাস যাই হোক, মানব-মনের সকল মনন-ক্রিয়ার গোড়ার কথা এই তিনটি নীতি। লজিকের এই তিনটি মূলনীতি হচ্ছে :

১ Law of Identity (অভেদ নীতি),
২. Law of Contradiction (বিরোধ নীতি),
৩. Law of Excluded Middle (বহিভুর্ক্ত মধ্যপদ নীতি)।

এই তিনটি নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। কারণ, এই তিনটি মূলনীতিকে নিয়েই হেগেলের ও ও মার্ক্সের যা-কিছু বক্তব্য।

১, Law of Identity— এই নীতি বলছে কোনো একটি বস্তু যা সে ঠিক তা-ই (a thing is what it is)। কিংবা ফর্মূলা করে লেখা যায় : "ক হচ্ছে ক" কিংবা "ক = ক" (A is A or A = A)। এর মানে হল এই যে, কোনো একটি বস্তুকে একবার এক রকম ব'লে পরে আবার অন্য রকম বলা চলতে পারে না। লজিকের পরিভাষা বা শব্দের মানে বদলানো চলতে পারে না। একবার কোনো এক অর্থে কোনো শব্দকে ব্যবহার করে পরে সেই শব্দকেই অন্য অর্থে ব্যবহার করে যুক্তি-তর্ক করা অসংগত। রামকে রাম বলে অভিহিত করলে সেই ক্ষণেই আবার 'রাম, রাম নয়' বলা অন্যায়। যে অর্থে রামকে রাম বলা হয়েছে, সেই অর্থেই আবার তাকে রাম নয় বলা নিতান্ত অর্থহীন। জন স্টুয়ার্ট মিল এই নীতিকে এইরূপে ব্যাখ্যা করেছেন :

"Whatever is true in one form of words is true in every other form of words which convey the same meaning"— ('Examination of Hamilton's Philosophy', 3rd Edn., p. 466)

এই নীতি থেকেই হ্যামিল্টনের 'The Postulate of Logic' এসেছে। হ্যামিল্টন বলেছেন : কোনো যুক্তি বা আলোচনা করতে হলে, যে-সব শব্দ

ব্যবহার করা হবে তাদের সঠিক মানে আগেই পরিষ্কার করে নির্দেশ করে নিতে হবে।[৪৭]

এই অভেদ নীতিকে অনুসরণ করেই Jevons তাঁর 'Substitution of Similars' নীতি গঠন করেছেন। কোনো দুটো বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে, একটি সম্বন্ধে যে কথা বলা চলে অন্যটি সম্বন্ধেও ঠিক তাই বলা চলে।[৪৮] মানুষের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য আছে বলেই একটি মানুষ সম্বন্ধে যে কথা খাটে সে কথা অন্যান্যদের সম্বন্ধেও খাটে। এই নীতির উপরেই ন্যায়ের 'আরোহ পদ্ধতি (Induction) দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সাদৃশ্য মানে আংশিক identity অর্থাৎ কতকগুলো গুণের সাদৃশ্য।

Law of Contradiction— এই নীতি বলছে, "কোনো বস্তু একই সঙ্গে সেই বস্তু এবং ঠিক তার বিপরীত বস্তু হতে পারে না। কোনো বিশেষ বস্তু 'ক' একই সময়ে 'ক-নয়' হতে পারে না" (A thing cannot both be and not be, A is not not-A) অর্থাৎ কোনো জিনিসকে একবার 'লাল' বলে, একই সঙ্গে তাকে 'লাল নয়' বলা অর্থহীন। একই কালে একই অর্থে কোনো দুটো বস্তু একেবারে বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুণমণ্ডিত, একথা বলা ও ভাবা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। যদি কোনো জিনিসকে 'সৎ' বলি তবে সেই ক্ষণেই সে 'অসৎ' হতে পারে না এবং যদি সে 'অসৎ' হয়, তবে একই সঙ্গে তাকে 'সৎ' বলা চলে না। দুটো বিরুদ্ধ আখ্যা বা বিশেষণের মধ্যে যদি একটি সত্য হয়, তবে অন্যটি সত্য হতে পারে না; এবং একই সময়ে ও একই অর্থে কোনো দুটো বিশেষণ বা আখ্যা একত্র সত্য হতে পারে না। সৎ ও অসৎ নশ্বর ও অবিনশ্বর, সসীম ও অসীম ইত্যাদি পরস্পর-বিরোধী বিশেষণগুলো একই সময়ে ও একই অর্থে কোনো বস্তু সম্বন্ধে আখ্যান করা চলে না; অবশ্য বিভিন্ন কালে ও ভিন্ন অর্থে একই বস্তু সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাষণ করা চলতে পারে। একই বস্তু আগে যদি 'সৎ' হয় তবে পরে 'অসৎ' হতে পারে, এতে অসম্ভব বা অযৌক্তিক কিছু নেই। কোনো লোককে আগে 'ভালো' বললেও পরে 'ভালো নয়' বলা যেতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে

---

৪৭ "...before dealing with a judgement or reasoning expressed in language, the import of its terms should be fully understood." (Lectures 111, p. 114)

৪৮ "The one supreme rule of inference consists in the direction to affirm of anything whatever is known of its like, equal or equivalent." (Principles of Science, p. 17)

একই সময়ে 'ভালো' এবং 'ভালো নয়' বলা চলতে পারে না। স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন এই Law of Contradiction-কে নাম দিয়েছেন 'Law of non-contradiction' বা অবিরোধ নীতি। তিনি বলেন, সুসংগত (consistent) চিন্তা করতে হলে পরস্পর-বিরোধী চিন্তাকে বর্জন করতে হবে। কোনো চিন্তা বা মনন যদি নিজেকেই খণ্ডন করে বা বিরোধিতা করে, তবে মনন নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়। পরস্পর বিরোধিতার অভাব (absence of contradiction) সকল প্রকার চিন্তা ও মননের একমাত্র শর্ত (condition)।[৪৯] সকল মননের এই নীতিই হলো একমাত্র ভিত্তি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই দ্বিতীয় নীতিটি প্রথম নীতিরই (Law of Identity) আরেকটি রূপ মাত্র। আসলে Law of Identity (অভেদ-নীতি) এবং Law of Contradiction (বিরোধ-নীতি) কিছু আলাদা নীতি নয়, তারা একই নীতির এপিঠ ওপিঠ মাত্র। যদি কোনো বস্তু কেবল ঠিক সেই বস্তুটিই হয়, তবে সে বিপরীত বস্তু হতেই পারে না। একই তত্ত্বকে অস্তিমূলক ভাষায় বললে হয়ে দাঁড়ায় 'অভেদ-নীতি' এবং নাস্তিমূলক ভাষায় হয় 'বিরোধ-নীতি'। জন স্টুয়ার্ট মিল-ও তাঁর 'Examination of Hamilton's Philosophy' বইতে অনুরূপ কথাই বলেছেন।[৫০]

৩. Law of Excluded Middle :

এই নীতি বলছে: কোনো বস্তু হয় ঠিক সেই বস্তুই নতুবা সেই বস্তু নয়; এছাড়া কোনো তৃতীয় সম্ভাবনা সেই বস্তুর নেই বা হতে পারে না।[৫১] দুটো বিরুদ্ধ বিশেষণের মধ্যে হয় একটা নয় অন্য বিশেষণটা প্রযোজ্য হবে; এই দুটো ছাড়া তৃতীয় বা মধ্যবর্তী কিছুই সম্ভব নয়। কোনো জিনিস যদি 'সৎ' না হয়, তবে নিশ্চয়ই 'অসৎ' হবে; কি বা যদি 'অসৎ' না হয় তবে 'সৎ' হবে। 'সৎ ও অসৎ' এই দুটি বিরুদ্ধ আখ্যার একটি প্রযোজ্য হবেই। কিন্তু 'সৎ হবে না, অসৎও হবে না'—এতদতিরিক্ত কোনো তৃতীয় বস্তু

---

৪৯ 'absence of contradiction as an indispensable condition of thought' (Hamilton, Lecture III p, 81-82)

৫০ "The affirmation of any assertion and the denial of its contradictory are logical equivalents, which it is allowable and indispensable to make use of as mutually convertible." (pp. 471-72)

৫১ A thing is either the given thing or something other than that given thing; there is not and cannot be any middle course.

হবে কিংবা এ-দুটোর মাঝামাঝি (middle) কিছু হবে তা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। 'সৎ ও অসৎ' এই দুটো আখ্যায় আমাদের মনন-জগতের (universe of discourse) সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কাজেই এই দুটো বিরুদ্ধ বিশেষণের মধ্যস্থল বলে কোনো জায়গা নেই এবং এদের বাইরেও কোনো জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। A হল B অথবা নয়-B ; A দুয়ের কোনোটাই নয়, এমন হতে পারে না।[৫২]

এখানেও একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই Excluded Middle-এর নীতিও দ্বিতীয় নীতিরই অর্থাৎ বিরোধ-নীতিরই (Law of Contradiction) রূপান্তর মাত্র। বিরোধ-নীতি বলছে, দুটো বিরুদ্ধ গুণের দুটোই কোনো বস্তুর সম্বন্ধে একই কালে সত্য হতে পারে না। 'এখন বহির্ভুক্ত মধ্যপদের নীতি' বলছে, দুটো বিরুদ্ধ গুণের মধ্যে দুটো একই কালে কোনো বস্তুর সম্বন্ধে 'মিথ্যা' হতে পারে না। একটি নীতি বলছে, দুটো বিপরীত বিশেষণ (লাল ও নয়-লাল) একই সঙ্গে বা কালে 'সত্য' হতে পারে না ; একটাই মাত্র সত্য হবে। আর বিরোধ-নীতি বলছে, দুটো বিরুদ্ধগুণ একই কালে মিথ্যা হতে পারে না ; একটা সত্য হবেই হবে। এখানে একটা তত্ত্বকে দু'রকম ভাষায় দু'রকম করে প্রকাশ করা হয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলছেন, Excluded Middle-নীতি আমাদের এই অধিকার দেয় যে দুটি বিরোধী প্রস্তাবের একটির অস্বীকৃতি স্থলে আমরা অপরটিকে স্বীকৃতি দান করতে পারি।[৫৩] এই দুটো নীতিই (of Contradiction & of Excluded Midd'e) প্রথমে আরিস্টট্‌ল্‌-কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরা বাস্তবিক পক্ষে একই নীতির দুই দিক মাত্র। Uberweg এই কারণে দুটো নীতিকে একত্র করে একটা পূর্ণাকার নীতি গঠন করেছেন ; তার নাম তিনি দিয়েছেন "Law of Contradictory Disjunction" (System of Logic)। তিনি বলেছেন : "To every definite question, understood in a difinite sense, as to whether a given characteristic attaches to a given object, we must reply

[৫২] A is either B or else A is not-B. There can not be middle course A cannot be neither.

[৫৩] "The doctrine of Excluded Middle empowers us to substitute for the denial of either of two contradictory propositions the assertion of the other. (Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, p, 473)

either yes or no ; we cannot answer yes and no" (প্রেখানভ-ধৃত অনুবাদ : 'System of Logic' p. 12, Quoted from Fundamental Principles—'Dialectic & Logic')

দুটো বিপরীত গুণ সম্বন্ধে হয় 'হাঁ বলতে হবে, নয় 'না' বলতে হবে। হাঁ ও না দুটোই এক সময়ে যেমন বলা চলে না, তেমনি কোনোটাই বলব না, এমনও হয় না। কোনো বস্তু সম্বন্ধে একই কালে, হাঁ-ও বলব এবং না-ও বলব এ চলবে না। হয় "হাঁ" নয় "না"— একটা বলা যেতে পারে মাত্র।[৫৪]

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে এই তিনটি নীতি (Law of Identity, Law of Contradiction, Law of Excluded Middle) বাস্তব পক্ষে একই নীতির তিনটি ভিন্নরূপ মাত্র। এদের আলাদা আলাদা করে দেখা যায় না, কারণ এরা একই অবিচ্ছিন্ন সত্য এবং একটিকে বললেই বস্তুত অন্য দুটোকেও বলা হয়ে যায়। সুসংগত (consistent) চিন্তা বা মননের ভিত্তি এই তিনটি মূল নীতি। এদের ব্যাহত করলে, সকল জ্ঞান এবং মনন আত্ম-বিরুদ্ধতায় (self-contradiction) দুষ্ট হয়ে পড়বে ; চিন্তায় বা জ্ঞানে সংগতি থাকবে না। এই তিনটি নীতিকে সাধারণত আকারনিষ্ঠ সত্যের (বা Formal Truth-এর) নীতি বা অবরোহ নীতি (Deduction-এর নীতি) বলা হয়ে থাকে। আকারনিষ্ঠ ন্যায়ই এদের আবিষ্কার করেছে— অবশ্য আরোহ ন্যায় (Inductive Logic) এদের বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না।

আমরা আগেই দেখেছি যে হেগেল পুরোনো ন্যায় অর্থাৎ Formal Logic— যা আরিস্টটল্ থেকে চলে আসছে— তাকে অস্বীকার করে নতুন লজিক গঠনের প্রয়োজন আছে বলে লিখেছিলেন। তিনি 'পুরোনো আকার-নিষ্ঠ' ন্যায়ের নীতিগুলোকে নিতান্ত অকেজো ও প্রাণহীন ("carcases of dead thoughts") এবং অর্থহীন প্রলাপ বাক্য ("babble") বলে অভিহিত করেছেন। হেগেল আকার-নিষ্ঠ ন্যায়ের স্থলে নতুন ন্যায় সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করলেন— তার নাম হলো Dialectic Logic. (দ্বন্দ্বমূলক ন্যায়)। হেগেলের প্রধান আপত্তি হল আকার-নিষ্ঠ ন্যায়ের ঐ তিনটি মূল নীতি (Laws of

৫৪ "A is either B or is not B. Any predicate in question either belongs or does not belong to any subject ; or—of judgments opposed as contradictories to each other, the one is true, and the other false." (Uberweg. 'System of Logic'. p. 275)

Thought) সম্বন্ধে। তিনি বলেন, আকার-নিষ্ঠ ন্যায় জগতের ঘটনা ও বস্তুগুলোকে নেহাত কাঠখোট্টা ও অনড় অচল করে দেখেছে বলেই এই তিনটি বাঁধা-ধরা, কাঠখোট্টা আইনকে আবিষ্কার করেছে। সব বস্তুকে আলাদা করে, বিচ্ছিন্নভাবে কেটে কেটে দেখলে, তবেই ও-রকম নীতির কথা উঠতে পারে। আসলে, হেগেলের মতে, ও-তিনটি আইন নিতান্ত অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। হেগেল বিরুদ্ধতা (contradiction) শব্দটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর মতে বিরোধ বস্তুটার (contradiction) ওপরে আকার-নিষ্ঠ ন্যায়ের এত বিরাগ একেবারেই যুক্তিহীন ; বিরোধকে বাদ দিলেই বরং কোনো মননক্রিয়া বা চিন্তা সম্ভব হয় না। আকার-নিষ্ঠ ন্যায় যেমন বলে, বিরোধকে (contradiction) বর্জন করলে, তবেই সত্য-জ্ঞান লাভ হতে পারে তেমনি হেগেলের নতুন লজিক বলছে, বিরোধের (contradiction) ওপরে ভিত্তি করেই সকল মনন সত্যকে লাভ করতে পারে। আকার-নিষ্ঠ ন্যায় এবং দ্বান্দ্বিক ন্যায় কাজেই একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে জগৎকে দেখছে এবং এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই জন্ম নিয়েছে নব ন্যায়— হেগেলের ডায়ালেকটিক। এখন এই ডায়ালেকটিক কী বস্তু তা-ই এবার আমরা দেখব।

ডায়ালেকটিক : ২

ডায়ালেকটিক নীতিকে এক কথায় "বিরুদ্ধ-সমন্বয়-নীতি" (Synthesis of opposites) বলা যেতে পারে। হেগেলের সমস্ত দর্শনের মূলতত্ত্ব এই ডায়ালেকটিক। এই বিরুদ্ধ-সমন্বয়ের আসল তত্ত্বটিকে ধরা খুব শক্ত, কারণ এ অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। অথচ হেগেলের ও হেগেলীয়গণের সমাজ-তত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সব-কিছুকে বুঝতে হলে এই তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে। ম্যাক্ ট্যাগার্ট (Mc Taggirt) একজন বিখ্যাত হেগেলীয়। তিনি বলছেন :

"This idea of the synthesis of opposites is perhaps the most characteristic in the whole of Hegel's system. It is certainly one of the most difficult to explain.' ('Studies in the Hegelian Dialectic', pp 1-2) কাজেই এই 'বিরুদ্ধ-সমন্বয়'কে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—এই দুই-এর কোনো সত্যিকার পার্থক্য নেই। জড় ও চেতন (Being ও Consciousness), বাহির ও ভিতর —এই দুই রাজ্যকে আলাদা রাজ্য মনে করা, খণ্ডিত করে দেখা সংকীর্ণ বুদ্ধির ফল বা বিড়ম্বনা। এ দুটি জগৎ আসলে একই ব্যাপক সত্তার প্রকাশ। কাজেই জড়লোক ও চেতনালোক, এই দুই লোকেই একই রীতি, একই নীতির শাসন অব্যাহত রয়েছে। জড় ও চেতন দুই রাজ্যেই সকল ঘটনা, সকল বিকাশ বা পরিবর্তন একই তত্ত্বের নির্দেশে ঘটে চলেছে, সেই নীতি বা তত্ত্বই, হেগেলের মতে, এই ডায়ালেকটিক বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি। আমাদের মনোলোকে যত মনন স্রোতের মতো অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই-সব প্রবহমান মননের গতি এই ডায়ালেকটিক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জড় জগতেও বস্তুরাশি যত আবর্ত, যত আলোড়ন ও ভাঙন-গড়নের মধ্য দিয়ে রূপান্তর লাভ করে চলেছে, সেই-সব ভাঙন-গড়ন ও পরিবর্তনের ছন্দও ডায়ালেকটিকের অনুশাসন মেনেই ছন্দিত হচ্ছে।

আমাদের চেতন-লোকের কথা বলতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে আমাদের

মনন-বুদ্ধির একটা রূপ আছে যার প্রকৃতিই হচ্ছে সব-কিছুকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখানো। এই খণ্ডবুদ্ধিকে হেগেল নাম দিয়েছেন Understanding বা বিশ্লেষণী-বুদ্ধি (analytic thinking)। এই বুদ্ধি বিশ্বের সব-কিছুকেই আলাদা করে টুকরো টুকরো করে দেখে। এর দৃষ্টিতে সব-কিছুই খণ্ডিত, অচল ও অনড় হয়ে দেখা দেয় এবং এই দৃষ্টিতে সকল খণ্ড সত্তাকেই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ সত্তা বলে ভ্রান্তি হয়। বিচ্ছিন্ন ক'রে, অনড় ক'রে দেখানোই এই খণ্ডবুদ্ধি বা Understanding-এর স্বধর্ম।[৫৫]

আসলে বিশ্বের কোনো খণ্ড বস্তুই কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। খণ্ডবুদ্ধি দিয়ে যাদের আলাদা ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় তারা প্রকৃতপক্ষে তেমন নয় মোটেও। প্রত্যেকটি বস্তু বিশ্বলোকের অন্য প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হয়ে আছে। প্রত্যেকটি অংশ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে, কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে দেখা কোনোরকমেই সম্ভব হয় না। প্রতিটি অণু-পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে হলেও আসলে তারা সবাই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। একটিকে বুঝতে হলে অপরকে বুঝতে হবেই। রামকে জানতে বা চিনতে হলে, রাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকলকেই চিনতে হবে, তবেই রামকে সত্যি সত্যি চেনা সম্ভব হবে। "রামের" সঙ্গে "যারা রাম নয় এমন সবার (Not Ram)" পার্থক্য কী ও সাদৃশ্য কী তা ধরতে পারলেই রামকে সত্যি ক'রে চেনা হবে। রামকে জানতে হলে, পৃথিবীর অন্য সব মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ পাথর থেকে অর্থাৎ এক কথায় সকল বস্তু থেকে তাকে বিশিষ্ট করে জানতে হবে। তার মানে এই যে রাম বিশ্বের সকল-কিছুর সঙ্গে জড়িত ও যুক্ত হয়ে আছে। বিশ্বের থেকে আলাদা করে, বিচ্ছিন্ন করে রামকে যদি কেউ জানতে চায়, তবে সে রামের সত্যিকার পরিচয় জানতে পারবে না। তেমনি 'হাঁসের ডিম'কে সত্যি করে চিনতে চাইলে কাকের ডিম, বকের ডিম থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব রকম ডিম থেকে এর বৈশিষ্ট্য জানতে হবে, তবে 'হাঁসের ডিমকে' ঠিক ঠিক চেনা হবে। কেবল ডিম নয়, আসলে আরও সব রকম জিনিস থেকেই হাঁসের ডিমের পার্থক্য ভালো করে জানতে হবে। 'হাঁসের ডিম' যে খাট-পালঙ্ক নয়, গাছ-পাথর নয়, জীবজন্তু

---

[৫৫] Thought, as *Understanding* sticks to fixity of characters and their distinctness from one another; every such limited abstract it treats as having a subsistence and being of its own, (Wallace, 'Logic of Hegel', Art 80 p 143)

নয়,তরুলতা নয়, ফলফুল নয়, তা ভালো করে জানলেই 'হাঁসের ডিম'কে আসল পরিচয়ে চেনা যাবে। 'হাঁসের ডিম' তথা বিশ্বের অন্য সব বস্তুই "বিশ্বসাথে যোগে যেথায়' বিহার করছে, সেইখানে তাদের চিনতে হবে। তবেই সেই-সব বস্তু সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞানলাভ হবে। তাই 'হাঁসের ডিম'কে জানতে হলে, "হাঁসের ডিম নয় যারা" (Not duck's egg") তাদের জানতে হবে।

মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সত্যিকার জ্ঞানের দিকে। খণ্ডবুদ্ধি যখনই কোনো বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে যায় এবং ঐ বস্তুর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্য বস্তুর দিকে মানুষের মনন-চেতনাকে নিয়ে যায়। খণ্ড-বুদ্ধিই নিজেকে নিজে খণ্ডন বা অতিক্রম করে সীমার অতীতে জ্ঞানকে নিয়ে যায়। হেগেল বলেছেন যে এই Understanding টি এমনভাবে গঠিত যে চরমে নিয়ে গেলে. সেটা তার 'বিরুদ্ধ যা' তারই (opposite) পাশে ভিড়ে যায়।[৫৬] একটি খণ্ডিত বস্তুকে জানতে গিয়ে সেই বস্তু নয় যারা এমন সব বস্তুকেই জানতে হয়। Understanding-ই নিজেকে অতিক্রম করে আত্মবিরুদ্ধতা করে থাকে। যে-কোনো মননই এইরূপে নিজের স্বভাব-বশেই আপনার বিভিন্ন বা বিপরীত মননের দিকে ধাবিত হয়। হেগেলের মতে আমাদের বুদ্ধি বা মননের সকল ক্রিয়ার মূলেই এই প্রবণতাটুকু রয়েছে যে সে নিজের গণ্ডী পার হয়ে "তার স্ব-বিরুদ্ধ যা তারই" (own opposite) মধ্যে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে পড়বেই। আত্ম-বিরুদ্ধ সত্তার দিকে এই যে উন্মুখতা, তাকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে মনন বা চিন্তার ডায়ালেকটিক প্রকৃতি।[৫৭]

এই তত্ত্বকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয় এইরূপে যে, প্রত্যেক চিন্তাই নিজেকে নিরসন ক'রে ক'রে (negating) অনবরত বিকশিত হচ্ছে। হেগেলের কথায় : "...the result that ensues from its action is presented as a mere negation." (Wallace, 'Logic of Hegel', Art 81, p. 147) আসলে কোনো বস্তুই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ নিখিল বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ ও সংহত ঐক্য ; এর কোনো অংশকেই কোনো অংশ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে

---

৫৬ ..."that understanding is not an ultimate, but on thecontrary finite, and so constituted that when carried to extremes it veers round to its opposite (Wallace, The Logic of Hegel, p. 146)

৫৭ 'In the Dialectical stage these finite characterisations or formulae supersede themselves, a and pass into their opposites." (Wallace : The Logic of Hegel. Art. 81, p. 147)

সত্যিকার পরিচয়ে চেনা যায় না। প্রত্যেকটি খণ্ডিত সত্তা বা চিন্তা এই কারণে বিরুদ্ধতা-দোষ-দুষ্ট। সে অহরহ-ই কেবল নিজের সীমার বাইরে অপরাপর সত্তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তাকে জানতে হলে তাকে অতিক্রম করে, তাকে নিরসন করে (negating) তার থেকে বিভিন্ন বা বিপরীত সত্তাগুলোকেও জানতে হবে।[৫৮]

এই ডায়ালেকটিক প্রকৃতি মানুষের সকল মননেরই অন্তর্নিহিত ; সকল চিন্তা, সকল মনের অন্তর্লোকে তার চিরকালের অধিবাস। প্রত্যেক চিন্তাই নিজের ভিতরের প্রেরণায় নিজেকে বিরুদ্ধতা করে, অপরেতে ব্যাপ্ত হয়। "Indwelling tendency outwards" এই জন্যেই। কিন্তু কোনো খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানুষের মনন স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আগেকার অবস্থাকে অতিক্রম করে মনন যে 'অপর' সত্তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই "অপর" সত্তাটিও আবার পূর্ববৎ একটি খণ্ডিত সত্তা বা অবস্থা মাত্র ; কাজেই আবার একেও নিরসন (negate) ক'রে মনন আবার এর থেকে 'অপর' চিন্তায় বা সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। এই রকম ক্রমাগত মানুষের খণ্ড বুদ্ধি (Understanding) একটির পর একটি খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম বা নিরাস করে এগিয়ে চলে। পরবর্তী প্রত্যেকটি অবস্থা আগেকার প্রত্যেকটির অবস্থার নিরসন (negation)।[৫৯]

এইভাবে মনন ক্রমাগতই কেবল নিজের বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে পড়ছে এবং আগেকার অবস্থাকে পার হয়ে, অস্বীকার ক'রে পর পর নতুন অবস্থাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মননের স্বভাবই এই ধরনের dialectic বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় রীতি অনুসরণ করে চলা।[৬০]

---

৫৮ 'But in its true and proper character, Dialectic is the very nature and essence of everything predicated by mere understanding,—the law of things and of the finite as a whole... But by Dialectic is meant the *indwelling tendency outwards* by which the one-sidedness and limitation of the predicates of understanding is seen in its true light, and shown to be the *negation* of them. For anything to be finite is just to suppress itself and put itself aside." (Wallace, 'The Logic of Hegel', p. 147)

৫৯ "...while thus occupied, thought entangles itself in *contradictions* i e. loses itself in the hard-and-fast non-identity of its thoughts and so, instead of reaching itself, is caught and held in its counterpart." (Wallace, 'The Logic of Hegel', Art. 11 p. 148)

৬০ ...thought in its very nature is dialectical and that, as understanding, it must fall into *contradiction* – the *negative* of itself." (Wallace, 'The Logic of Hegel,' Art 11, p. 18).

খণ্ডিত সত্যে মানুষের বুদ্ধির তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না বুদ্ধি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত মননশক্তির অগ্রগতির বিরাম নেই। অনবরত কেবল ক্ষুদ্র সীমাকে ডিঙিয়ে সে ভূমার দিকে এগোতে থাকে, যেখানে সকল দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। বুদ্ধি যেমন খণ্ডিত সত্যকে চোখের সামনে ধরে, তেমনি আবার সেই খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম করে যাবার তাগিদও মানুষের মননেরই স্বধর্ম। মননশক্তির এই ধর্মটির হেগেল নাম দিয়েছেন 'Reason' বা সমন্বয়ী বুদ্ধি। Understanding যেমন বিশ্লেষাত্মক এই Reason হচ্ছে তেমনি Synthetic বা সমন্বয়ী ও সংশ্লেষাত্মক। মানুষের গভীরতম প্রদেশে এই প্রেরণা বাস করছে এবং মানুষকে হাজার খণ্ডিত সত্যকে পার হয়ে বৃহত্তর সামঞ্জস্যের দিকে উত্তীর্ণ করছে। এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা— মানুষের গভীর ঐক্যবুদ্ধি। একে তৃপ্ত না করে মানুষের উপায় নেই। মানুষ এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই সকল অসংগতি (inconsistency) এড়াতে চায়। সকল রকম contradiction বা বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের প্রতি মানুষের গভীরতম চেতনার পরম বিরাগের উৎস এই ঐক্যবুদ্ধি বা ব্যাপ্তিমুখী মননশক্তি। সকল দেশের, সকল কালের মানব এই কারণেই অসামঞ্জস্য ও অসংগতিকে ঘৃণা করে এবং অতিক্রম করতে চায়।[৬১]

যখনি খণ্ডবুদ্ধি (Understanding) মানুষকে আত্মবিরুদ্ধতায় জড়িয়ে ফেলে ও খণ্ডিত অচলতায় স্তব্ধ করে দেয় তখনি মানুষের এই উচ্চতম গভীরতম মনোবৃত্তি খণ্ডবুদ্ধিকে বাধা দেয় এবং সকল বিরোধের (contradiction) সমাধান করে উচ্চতর সত্যে মানুষের মননকে নিয়ে যায়।[৬২]

মানুষের গভীর মনন খণ্ড সত্যকে পার হয়ে শেষে এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হয় যেখান থেকে প্রতীত হয় বিশ্বলোকের পরম ঐক্য ও চরম সংগতি। এই সকল দ্বন্দ্বের অতীতে যে দ্বন্দ্বাতীত ভূমা রয়েছে চিরদিন ও চিরকাল, এই সমগ্র

---

৬১. "...the mind has also to gratify the cravings of its highest and most inward life. That innermost self is thought." (Wallace, 'The Logic of Hegel', Art. 11, p. 18).

৬২. "This result, to which honest but narrow thinking leads the mere understanding, is resisted by the loftier craving of which we have spoken. That craving expresses the perseverance of thought, which continues true to itself... 'that it may overcome' and work out in itself the solution of its own contradictions." (Wallace, 'The Logic of Hegel', Art-11, p. 18).

দৃষ্টিতে সেই বৃহৎ ঐক্য ধরা পড়ে। তখন এই সত্য ধরা দেয় যে পরস্পরবিরোধী, সসীম ও ক্ষুদ্র সত্যগুলো নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও আংশিক বৈ আর কিছু নয় এবং এই-সব খণ্ডিত সত্যকে ঐক্যে বিধৃত করে অনাদি অনন্ত চিরব্যাপক ভূমা। এই ভূমাকে হেগেল নাম দিয়েছেন 'Absolute' বা পরম।

শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার এই ডায়ালেকটিকের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

যে পদ্ধতি এ Realityর আংশিক ধারণাকে বিরোধাত্মক প্রমাণ করে ক্রমশ পূর্ণতর ধারণার দিকে আমাদের এগিয়ে দেয় এবং এইরূপে একটি অখণ্ড অ-বিরোধী পরম সত্তার (Absolute Idea) নির্দেশ দেয়, সেই পদ্ধতি হল ডায়ালেকটিক।[৬৩]

সত্যকে মানুষের চাই-ই। তার এই অনুসন্ধানের যাত্রাপথে মানুষের মনন কেবলি বৃহতের দিকে এগিয়ে চলে। ক্ষুদ্রকে ডিঙিয়ে সে বৃহতে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে এসে দেখে বৃহৎ নিজেও খণ্ডিত। বৃহৎকে পেরিয়ে তাই আসতে হয় বৃহত্তরে, বৃহত্তর তাকে উত্তীর্ণ করে বৃহত্তমে। এই রকম করে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে মানুষের সংমনন ব্যাপকতম ভূমায় এসে উন্নীত হয়। সংমননের এই গতিকে প্রগতি ও উন্নতি বলা যায়। প্রত্যেকটি ধাপে এসে প্রতীত হয় যে এখানেও বিরোধ (contradiction) রয়েছে এবং পরক্ষণেই পরের ধাপে যাত্রা আরম্ভ। পরের ধাপটি পূর্ব ধাপ থেকে উন্নততর পূর্ণতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটিও আবার অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত বলে বোধ হয়। এই ক্রমকে অনুসরণ করে মানুষের জ্ঞান দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে স্থিতি লাভ করে।

মানুষের চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে যেমন ডায়ালেকটিক নীতি খাটে, তেমনি জড়-জগতেও এই একই নীতির অনুশাসন চলছে। জড়লোকের প্রত্যেকটি বস্তু এই ডায়ালেকটিক নীতি অনুসারে ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথে চলেছে। জড়জগতের বস্তুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে সেখানে ডায়ালেকটিক নীতিই বলবতী। জড়জগতের কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে জগতের অপরাপর বস্তুগুলিকেও

৬৩. ...the method which seeks to show that a partial and inadequate conception of Reality is inherently contradictory and therefore leads on to a fuller and more adequate conception, which, in turn, is found to be equally onesided, and defective, till we reach the conception of a systematic totality of things in which a single spiritual principle is manifested or what Hegel calls the Absolute Idea." (Hegelianism & Human Personality, p. 43-44,).

বুঝতে হবে। জড়জগতেও প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে এবং কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে চেনা এখানে অসম্ভব। 'ক'-কে চিনতে গেলে ক-ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য সব-কিছুকে জানতে হয়, তবেই 'ক'-কে সত্যি করে জানা যায়। আগে যে "হাঁসের ডিম"-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই তত্ত্ব পরিষ্কার হয়েছে। আসলে জড়জগতেও কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো বস্তুরই পরম বিরোধ নেই; এখানেও সবাই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে, মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যে কোনো একটিকে জানতে গেলে অপরকে না জেনে উপায় নেই। একটি বস্তুকে বুঝতে গেলেই দেখা যায়, সে খণ্ডিত হয়েছে অন্যান্য বস্তু দ্বারা। কোনো বস্তুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তদ্‌ব্যতিরিক্ত অপর বস্তুদ্বারা। একেই হেগেলের ভাষায় বলা যায়, প্রত্যেক বস্তু contradicted হচ্ছে সেই বস্তুর "বিপরীত-সত্তা"র (counterpart) দ্বারা। পরে আবার দেখা যাবে, এই বস্তু এবং তার "বিপরীত সত্তা" দুই-ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এদের চাইতে ব্যাপকতর সত্তার মধ্যে। কিন্তু সেই ব্যাপকতর সত্তাও আবার খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার "বিপরীত সত্তা" দ্বারা এবং এরা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঐক্যে মিলে আছে আরো বৃহত্তর সত্তার মধ্যে। এই ক্রমানুসারে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে মানুষের জ্ঞান এসে উত্তীর্ণ হয় এক দ্বন্দ্বহীন ভূমায় যেখানে সত্য জেগে আছে অনাদি সামঞ্জস্য ও চিরকালের ঐক্যে। ধাপের পর ধাপকে নিরসন করে এই যে যাত্রা এগিয়ে চলেছে, হেগেলের মতে এ একটা নির্দিষ্ট ছক বা ফর্মূলা অনুসারে বিবর্তিত হয়। এই ছকই ডায়ালেকটিকের ছক। একটি স্তরকে খণ্ডিত করে অপর স্তরের সত্তা। হেগেল বলেন এই অবিশ্রান্ত খণ্ডন বা পারস্পরিক নিরসনের একটি বিশেষ রীতি বা ধরন আছে। তাঁর মতে তিনটি ধাপ বা স্তরের মধ্য দিয়ে এই বিশ্ব-বিবর্তন এগিয়ে চলেছে; এর প্রথম স্তরের তিনি নাম দিয়েছেন 'Thesis' (স্থিতি)। এই ধাপকে যে স্তর খণ্ডন, নিরসন বা বিরোধিতা করে সেই পরবর্তী স্তরের নাম 'Antithesis' (প্রতিস্থিতি); এর পরে antithesis বা প্রতিস্থিতিকেও নিরসন করে যে তৃতীয় স্তর বা ধাপের অস্তিত্ব, তার নামকরণ হয়েছে Synthesis (সংস্থিতি)। এই ধাপে আগেকার দুই স্তরের অর্থাৎ স্থিতি-প্রতিস্থিতির (thesis-antithesis) বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। কারণ, এই তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সংস্থিতি (Synthesis) আগেকার দুই স্তর থেকে ব্যাপকতর এবং স্থিতি-প্রতিস্থিতি (Thesis-Antithesis) এখানে

বৃহত্তর সাম্যে ও সামঞ্জস্যে বিধৃত ও সুরক্ষিত হয়ে আছে। স্থিতিকে (thesis) নিরসন বা negate করে প্রতিস্থিতির (antithesis) অস্তিত্ব সার্থক হচ্ছে এবং প্রতিস্থিতিকে (Antithesis) পুনরায় নিরসন বা negate ক'রে সংস্থিতির (Synthesis) সার্থকতা। যেমন, 'চেয়ার'কে বুঝতে হলে 'না-চেয়ার'কে বুঝতে হবে। তার মানে চেয়ার ছাড়া, যে-সব একই শ্রেণীর বস্তু আছে যেমন, 'টেবিল', 'বেঞ্চি', 'টুল', 'টিপয়', 'খাট-পালঙ্ক' ইত্যাদি— এদের সম্বন্ধে ধারণা হলে তবেই চেয়ারের সত্যিকার ধারণা হবে। কোনো লোক যদি শুধু সারাজীবন এক "চেয়ার"ই দেখে, "না-চেয়ার'' সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার না থাকে, তবে তার "চেয়ার" সম্বন্ধেও বিশদ জ্ঞান হবে না। যে লোক চেয়ার ছাড়া অন্যান্য বস্তু থেকে "চেয়ার"কে পৃথক ও বিশিষ্ট জেনে চেয়ারের সব বিশেষত্বের জ্ঞানলাভ করেছে, "চেয়ার" সম্বন্ধে তার জ্ঞানই পাকা ও পুরা জ্ঞান। ''চেয়ার"কে যদি নাম দেওয়া হয় স্থিতি (Thesis), তবে 'না-চেয়ার'' (অর্থাৎ টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি হবে চেয়ারের প্রতিস্থিতি (Antithesis), কিন্তু এই "চেয়ার" ও "না-চেয়ার"—স্থিতি ও প্রতিস্থিতি (Thesis ও Antithesis) দুই-ই পরস্পরকে বিরুদ্ধতা করলেও, এরা আসবাবপত্র (Furniture) এই তৃতীয় সত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, সুরক্ষিত ও ঐক্যে মিলিত হয়ে। আসবাবপত্র (Furniture) বললে চেয়ার ও না-চেয়ার এই দুই শ্রেণীর বস্তুই বোঝা যায়, এবং এদের ঐক্যও খুব পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, আসবাবপত্রও খণ্ডিত ও অপূর্ণ সত্তা মাত্র। আসবাবপত্র নির্দেশ করে তার রুদ্ধ সত্তা হিসেবে না-আসবাবপত্রকে (Not-Furniture)। 'না-আসবাবপত্র' বলতে বাড়ি, ঘর, দেয়াল ইত্যাদি সবই বোঝায়। কাজেই আসবাবপত্রকে যদি স্থিতি (Thesis) বলা হয়, তবে না-আসবাবপত্র হবে প্রতিস্থিতি (Antithesis)। কিন্তু 'না-আসবাবপত্র' নিজে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সত্য মাত্র। একে নিরসন করে কঠিন (Solid) নামে তৃতীয় স্তরের ব্যাপকতর সত্তা রয়েছে যাকে আগের দুই স্তরের সংস্থিতি (Synthesis) বলা যেতে পারে। আবার কঠিনকে 'স্থিতি' ধরলে তরল (Liquid) হবে প্রতিস্থিতি এবং বস্তুমাত্র বা "Thing"কে ধরা যাবে ব্যাপকতর সংস্থিতি (Synthesis) হিসেবে। এমনি করে প্রত্যেক স্তর আগেকার স্তরের নিরসন করছে এবং পরের স্তরের দ্বারা নিজেও নিরস্ত হচ্ছে। পরপর তিনটে ধাপকে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (Thesis, Antithesis ও Synthesis) বলা

হয়। এই তিনটে ধাপের প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট আছে, প্রথমটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে সে দ্বিতীয়টিকে নির্দেশ করে এবং তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত আছে যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে বুঝতে চেষ্টা করলে বিরোধ বা অসংগতি (contradiction) ঘটে।[৬৪]

কাজেই দেখা যাচ্ছে হেগেলের মতে আমাদের অনুভূতিতে যত চিন্তা, যত বস্তু, বা যত ঘটনা আসছে, সে-সবই এই একটি বিশেষ পদ্ধতিকে মেনে নিয়ে চলেছে। সকলেই আত্মবিরুদ্ধতা করছে এবং নিজেকে খণ্ডন ও নিরসন করছে।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। একথা সবাই জানে, যত সব ঘটনা ঘটছে সে-সবই ঘটছে দেশে ও কালে। যত বস্তু রয়েছে সবই দেশ ও কালের রাজ্যেই রয়েছে। দেশ ও কাল এই দুই পদার্থকে ছাড়িয়ে কোনো বস্তু বা ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্তু বা ঘটনাগুলিকে দুইভাবে আমরা দেখতে পাই। প্রথমত, একই কাল-বিন্দুতে (Point of time) বহু বস্তু থাকতে পারে পাশাপাশি বহু দেশ-বিন্দুতে (Points of space) ব্যাপ্ত হয়ে। কিম্বা একই কালে বহু ঘটনা ঘটতে পারে বহু দেশ-বিন্দুতে ব্যাপ্ত হয়ে। দ্বিতীয়ত, একই দেশ-বিন্দুতে বহু বস্তু থাকতে পারে পর পর বহু কাল-বিন্দুতে ব্যাপ্ত হয়ে। কিম্বা একই দেশে বহু ঘটনা ঘটতে পারে বহু কাল-বিন্দুতে ব্যাপ্ত হয়ে। প্রথম শ্রেণীর বস্তু বা ঘটনাগুলিকে বলা হয় এক-কালীন বা সমকালীন (contemporary) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বা ঘটনাগুলিকে বলে কালানুক্রমিক (successive)। এই দুই শ্রেণীর ঘটনা বা বস্তুগুলি সম্বন্ধেই হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের এই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (Thesis-Antithesis-Synthesis) ক্রমনীতি খাটবে বলে হেগেলীয়রা বলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে যে-সব বস্তু রয়েছে বা যে-সব ঘটনা ঘটছে, তারা একে অন্যকে খণ্ডন করছে। অপরপক্ষে আবার যে-সব ঘটনা পর পর কালে ঘটছে বা যে-সব বস্তু পর পর কালে রয়েছে তারাও একে অন্যকে

৬৪. "Hegel's primary object in his dialectic is to establish the existence of a logical connection between the various categories which are involved in our experience. He teaches that this connection is of such a kind that any category, if scrutinised with sufficient care, is found to lead on to another and to involve it, in such a manner that an attempt to use the first of any subject while we refuse to use the second of the same subject results in a contradiction. The category thus reached leads on in a similar way to a third and the process continues until at last we reach the goal of the Dialectic in a category which betrays no instability. (McTaggart, Studies in Hegelian Dialectic : Art 1.)

নিরসন করছে। বীজ পর পর তিনটে ধাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে : বীজ, চারা, বৃক্ষ। এখানে বীজকে নিরসন বা খণ্ডন করে চারার আবির্ভাব হ'ল এবং পরে চারাকে নিরসন করে বৃক্ষের অস্তিত্ব সম্ভব হ'ল। এই কালক্রমিক তিনটে ধাপকে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি বলা যাবে। স্থিতিকে নিরসন ক'রে প্রতিস্থিতি এবং এই প্রতিস্থিতিকে নিরসন করে সংস্থিতি আবির্ভূত হয়। কাজেই সংস্থিতি বা সমন্বয় (Synthesis) হ'ল দুটো নিরসন (negation)-এর ফল। এইজন্য সংস্থিতি বা Synthesis 'negation of negation' বা **নিরসনের নিরসন**'ও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ রাখা দরকার যে স্থিতি (Thesis) ইত্যাদি তিনটে শব্দই আপেক্ষিক (relative)। যে-কোনো ঘটনাকে স্থিতি ধরলে, তার পর পর দুটো ধাপ প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতির জায়গা নেবে। আবার স্থিতিটি নিজেও এর আগেকার দুটো ধাপের সংস্থিতি ; কারণ ঐ দুটো ধাপ পর পর খণ্ডিত অর্থাৎ নিরস্ত হয়েই অর্থাৎ negation of negation হয়ে বর্তমান ধাপ (বা বর্তমান স্থিতি) জন্ম-লাভ করেছে। বীজ-এর দৃষ্টান্তে 'বৃক্ষ'ও আবার ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে হবে স্থিতি। কারণ, বৃক্ষকে নিরসন করে আবার তার পরবর্তী ধাপ এলো বীজের আকারে। সুতরাং এই বীজ হ'ল বৃক্ষের প্রতিস্থিতি। আবার বীজকে নিরসন করে দেখা দেবে নতুন বৃক্ষ—যাকে বলা যাবে সংস্থিতি। এমনি করে বিকাশের বা পরিবর্তনের যাত্রা চলেছে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির (Thesis, Antithesis ও Synthesis) ক্রমিক সিঁড়ি বেয়ে।

হেগেলের মতে বিশ্বজগৎ অশ্রান্ত গতিতে বিকাশের পথে চলেছে। জগতের অণু, পরমাণু সব-কিছু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে হতে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং সারা বিশ্বে কোথাও এমন কোনো কিছু নেই যা কোনো কালে গতিহীন বা অচল হয়ে থেমে ছিল বা থাকবে। অনাদি কাল থেকে এই বিপুল বিশ্বলোক বিবর্তনের তাড়নায় চঞ্চল। কিন্তু এই যে চির চলিষ্ণু হয়ে ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের পানে, এই চলিষ্ণুতা তার অন্তর্নিহিত স্বধর্ম। একে কেউ বাইরে থেকে তার ওপর চাপিয়ে দেয় নি। বিশ্বের মর্মে মর্মে বয়ে যাচ্ছে পরিবর্তনের স্রোত, এ আমাদের চোখে কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না। কিন্তু গতির বিরাম নেই। ছোটো, বড়ো, সূক্ষ্ম, স্থূল, নতুন-পুরনো— সব-কিছুই গোপন প্রেরণায়, বিবর্তিত হতে হতে চলেছে। যারা বস্তু বা ঘটনাকে অচল, অনড় ও খণ্ডিত দেখে তারা প্রকৃত সত্যকে ধরতে পারে নি, কারণ তারা বিশ্লেষাত্মক খণ্ডবুদ্ধির

(Understanding) জাদুতে পড়েছে। বিশ্লেষাত্মক বুদ্ধিই বস্তুরাশিকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করে দেখায় এবং ফলে মানুষ মনে করে বস্তুগুলো খণ্ড খণ্ড, গতিহীন ও স্থাণুবৎ বা স্থির। কিন্তু আসলে গতিই (movement) জীবনের ও জগতের মৌলিক ও সনাতন সত্য। এই গতির গোড়ার সত্যই হল ডায়ালেকটিক এবং এই গতির ছন্দই ডায়ালেকটিকের ত্রিতাল।[৬৫]

সমস্ত বিশ্ব প্রত্যেক স্তরকে ছাড়িয়ে আরো, আরো এবং আরো বিকাশের পথে চলেছে। এই 'আরো'র পথে যেতে তাকে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এই ছাড়িয়ে যাবার তত্ত্বই ডায়োলেকটিক তত্ত্ব।[৬৬] এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বস্তুকে জড় ও গতিশীলরূপে অনুধাবন করে বিশ্লেষণী বুদ্ধির সসীম খণ্ডতায় প্রদর্শন করা।

কাজেই যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই ডায়ালেকটিকের রাজত্ব। ডায়ালেকটিককে ছাড়িয়ে যেতে পারে না বিশ্বের কোনো অংশই। সকল অভিজ্ঞতায় ও সর্বস্তরের চেতনায় যে বিধি অনুভূত হয় তাকেই প্রকাশ করে, রূপদান করে ডায়ালেকটিক।[৬৭]

কোনো অবস্থাকেই আঁকড়ে থাকবার উপায় নেই, কালের যাত্রায় সবাইকে অংশী হতে হবে। মহাকালের পদচিহ্ন তাই পড়েছে সব-কিছুর বুকের ওপরে—সব সত্তা, সব বস্তু লয়ের পথ ধরে চলেছে বিকাশের দিকে। এই বিলয়ের পথই জগতের বিকাশের পথ এবং এই বিলয়ের ছন্দই ধরা পড়েছে ডায়ালেকটিকের ত্রিমূর্তিতে।[৬৮]

---

৬৫. "Wherever there is movement, wherever there is life, wherever anything is carried into effect in the actual world, there Dialectic is at work," —(Wallace : *The Logic of Hegel*, p. 148)

৬৬. "…its purpose is to study things in their own being and movement and thus to demonstrate the finitude of the partial categories of understanding" (Wallace : *The Logic of Hegel*, p. 149)

৬৭. "…Dialectic gives expression to a law which is felt in all other grades of consciousness, and in general experience. Everything that surrounds us may be viewed as an instance of Dialectic. We are aware that **everything finite**, instead of being stable and ultimate is rather changeable and transient" —(Wallace · *The Logic of Hegel*, p. 150)

৬৮. All things, we say,— that is, the finite world as such,— are doomed ; and in saying so, we have a vision of Dialectic as the universal and irresistible power before which nothing can stay, however secure and stable it may deem itself."—(Wallace : *The Logic of Hegel*, p 150).

তা হলে ডায়ালেকটিকের সার বা নির্যাস হল পরিবর্তন বা গতি এবং এই পরিবর্তনও আবার স্থিতি-প্রতিস্থিতি ইত্যাদি তিনটে সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে চলেছে সর্বত্র ও সর্বকালে। প্রত্যেক বস্তুই জগতে আত্মবিরোধে জর্জরিত। কারণ, প্রত্যেক বস্তুই নিজেকে নিরসন করছে অহরহ। আগেই বলা হয়েছে যে স্থিতি (Thesis) অবিমিশ্র (homogeneous) বস্তু নয়, কারণ প্রত্যেকটি স্থিতি (Thesis) প্রকৃতপক্ষে এর আগেকার স্থিতি-প্রতিস্থিতির (Thesis ও Antithesis) সমন্বয় বা সংস্থিতি (Synthesis)। এই স্থিতির (Thesis) মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রতিস্থিতির (Antithesis) বীজ রয়েছে সুপ্ত হয়ে এবং সেই সুপ্ত বিরুদ্ধশক্তি স্থিতিকে নিরসন করে প্রতিস্থিতিরূপে জন্ম নেবে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আত্মবিরুদ্ধতার প্রবণতা লুকিয়ে কাজ করছে, যেমন কোনো কোনো নিম্নস্তরের প্রাণী নিজে নিজেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি সন্তানে পরিণত হয় কিংবা কেউ নিজে মরে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে হেগেল বলেন :

"But when we look more closely, we find that the limitations of the finite do not merely come from without ; that its *own nature is the cause of its abrogation*, and that by its own act it passes into its counterpart."

সমস্ত খণ্ড খণ্ড বস্তুর স্বধর্মই আত্মবিরোধ এবং আত্মখণ্ডন (self-abrogation)। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই তার বিরুদ্ধ সত্তা লুকিয়ে আছে। হেগেল এই তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন কতগুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে : যেমন,

ক. জীবন ও মৃত্যু। জীবনের প্রতিস্থিতিই (Antithesis) মরণ এবং জীবনের গর্ভেই লুকিয়ে আছে মৃত্যুর অমোঘ বীজ। "মানুষ মরণশীল" একথার মানে এই যে জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মৃত্যু ; মৃত্যু বাহির থেকে আসে নি ; কিংবা বাহিরের অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে মৃত্যু ছিল একথাও ঠিক নয়। জীবন জিনিসটাই স্ববিরোধী কারণ খণ্ডিত ও সসীম।[৬৯]

খ. প্রাকৃতিক আবহাওয়াতেও ডায়ালেকটিক স্ববিরোধ দেখা যায়। শান্ত

৬৯. "...Life, as life, involves the germ of death, and that the finite, being radically self-contradictory, involves its own self-suppression."—Wallace. *The Logic of Hegel*, p. 148.

আবহাওয়া ও ঝড। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ঝড়ের বীজ। ঝড় কোনো আলাদা, বাইরের বস্তু নয়।[৭০]

গ. মনোজগতেও এই নীতি দেখা যায়: যথা, আইন ও নীতির ক্ষেত্রে। একদিকে অত্যধিক ক্রিয়া হলে, অন্যদিকে তার বিরোধী প্রতিক্রিয়াও সমান তীব্রতা নিয়ে দেখা দেয়। চরম মন্দ অনেক সময়েই চরম ভালোকে জন্ম দেয়।[৭১]

১. রাজনীতি ক্ষেত্রে: অত্যধিক অরাজকতা থেকে অত্যধিক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র জন্ম নেয় এবং অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র থেকে অরাজকতা আসবেই।[৭২]

২. ব্যক্তিগত নীতির ক্ষেত্রে: অত্যধিক আনন্দে চোখে জল আসে দেখা যায়। আনন্দ এখানে বেদনার রূপকে জন্ম দেয়। আবার গভীর বেদনা অনেক ক্ষেত্রেই সকরুণ মৃদু হাসির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[৭৩]

এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে হেগেল প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক বস্তুর বুকের মধ্যেই রয়েছে তার বিরোধী শক্তি। এ হচ্ছে বিশ্ব-বিধান এবং জড়-প্রকৃতির রাজ্যে ও চেতন মনোজগতে— উভয়ত্র এই স্ব-বিরোধ (self-contradiction) অসপত্ন রাজত্ব করছে।[৭৪]

৭০. "The process of meteorological action is the exhibition of their Dialectic. It is the same dynamic that lies at the root of every other natural process, and, as it were, forces nature out of itself."—Wallace · *The Logic of Hegel*, p. 150.

৭১. "…we have only to recollect how general experience shows us the extreme of one state or action suddenly shifting into its opposite . a Dialectic which is recognised in many ways in common proverbs."—*The Logic of Hegel* p. 150.

৭২. "extreme anarchy and extreme despotism naturally lead to one another."—*The Logic of Hegel*, p. 151.

৭৩. "Even feeling, bodily as well as mental has its Dialectic. Every one knows how the extremes of pain and pleasure pass into each other : the heart overflowing with joy seeks relief in tears, and the deepest melancholy will at times betray its presence by a smile."—*The Logic of Hegel*, p. 151.

৭৪. "we are aware that everything finite, instead of being stable and ultimate, is rather changeable and transient; and this is exactly what we mean by that Dialectic of the finite, by which the finite, as implicitly other than what it is, is forced byond its own immediate or natural being to turn suddenly into its opposite."—*The Logic of Hegel*, p. 151.

এতক্ষণে এইটুকু বোঝা গেল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই স্ব-বিরোধী শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। সকল বস্তুই বিরোধ দ্বারা অনুস্যূত— interpenetration of opposites-এর দৃষ্টান্ত। এই পরমাশ্চর্য তত্ত্ব হেগেল পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে আংশিকভাবে পেয়েছেন, একথা সত্য। এই তত্ত্বকে হেগেল একেবারে আনকোড়া নতুন তত্ত্ব হিসেবে এই জগতে সর্বপ্রথম এনেছেন, একথা ঠিক নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে পূর্বাচার্যদের মধ্যে কাণ্টও এই ডায়ালেকটিক তত্ত্বকে তাঁর বিখ্যাত "Antinomy" তত্ত্বের সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের বুদ্ধি যখন বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করে, তখনি বুদ্ধি Antinomy বা আত্মবিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, একই বিষয়ের সম্বন্ধে এমন দুইটি বিরোধী প্রতিজ্ঞা (proposition) করে বসে যাদের প্রত্যেকটিই সমান যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে পারে। কাণ্ট চারটি antinomy বিবৃত করে গেছেন :

১ Thesis (স্থিতি) এই জগৎ দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। Antithesis (প্রতিস্থিতি) : এই জগৎ দেশকালাতীত অসীম।

২. Thesis (স্থিতি) : Matter (বস্তু) অনন্ত ভাগে বিভাজ্য অর্থাৎ বস্তু যৌগিক (Composite) নয়। Antithesis (প্রতিস্থিতি) : অনন্ত ভাগে বস্তু বিভাজ্য নয়, বরং এমন পরমাণুর (Atom) সমষ্টি যা অবিভাজ্য।

৩. Thesis (স্থিতি) : বস্তুনিচয় সম্পূর্ণ স্বাধীন (Free)। Antithesis (প্রতিস্থিতি) : বস্তুনিচয় সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস (determined) ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

৪. Thesis (স্থিতি) : বিশ্বের আদি কারণ নিশ্চয়ই আছে। Antithesis (প্রতিস্থিতি) : বিশ্বের আদিকারণ থাকতেই পারে না।

এখানে চারটি বিষয়ের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা বিষয় সম্বন্ধেই দুরকম জবাব বা প্রতিজ্ঞা করা চলতে পারে। কাণ্ট বলছেন, একই বিষয় সম্বন্ধে যে-দুটি বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা (স্থিতি প্রতিস্থিতি বা Thesis and Antithesis) করা হয়েছে তাদের দুটোকেই সমান সত্য বলে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে এবং দুটোকেই সমানভাবে প্রমাণিত করা যেতে পারে। এই চারটে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি করা হয়েছে যাদের কাণ্ট Thesis ও Antithesis (স্থিতি ও

প্রতিস্থিতি) নাম দিয়েছেন। এই অসংগতির কারণ দেখিয়ে কাণ্ট বলছেন যে আসলে বস্তুগুলোতে কোনো বিরুদ্ধতা বা অসংগতি নেই ; আমাদের যুক্তি বা মনন (Reason) এদের সত্যিকার স্বরূপ কখনো জানতে পারে না, কারণ এই বিরুদ্ধতা আমাদের মননের মধ্যেই আছে (subjective)।[৭৫]

হেগেলের মতে কাণ্ট যে কেবল চারটি antinomy দেখতে পেয়েছেন, এ তার বিষম ভুল। Antinomy বা Contradiction যে কেবল চারটে ক্ষেত্রে আছে তা নয়। পৃথিবীর সকল বস্তুরই মধ্যে Antinomy বা আত্মবিরুদ্ধতা বাসা বেঁধে রয়েছে চিরদিন। এই নিখিল বিশ্বের ছোটাবড়ো সকল সত্তাই যে antinomy (বিরুদ্ধতা) দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে আছে, এ-তত্ত্ব কাণ্টের চোখে ধরা পড়ে নি। হেগেলের মতে কাণ্টের দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই যে কাণ্ট এই antinomyকে আত্মমুখ বা ভাবগত (subjective) জিনিস বলে মনে করেছেন। কাণ্ট বস্তুজগৎকে বিরুদ্ধতা দোষ-দুষ্ট মনে করতে পারেন নি। মানুষের বুদ্ধিই রঙিন চশমা চোখে দিয়ে জগৎকে দেখছে বলে জগতের এই চারটি antinomy (বিরুদ্ধতা) মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। হেগেল একথার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন যে : বিশ্বসত্তা ও মনঃসত্তার তুলনা করে একথা বললে অদ্ভুতই শোনায় যে বিরোধের ভূমি বা আসন বিশ্ব নয়, মন বা বুদ্ধি।[৭৬]

হেগেলের মতে এই antinomy (বিরোধ) বাস্তব জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে অব্যাহত হয়ে রয়েছে। Antinomy বা বিরুদ্ধতা বিষয়মুখ (objective), বস্তুজগতের প্রকৃত ও অব্যর্থ সত্য, বুদ্ধির মিথ্যা কল্পনা বা সৃজন নয়।[৭৭]

কাজেই যে-তত্ত্বকে কাণ্ট সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে করেছিলেন, সেই

---

৭৫. "According to Kant, however, thought has a natural tendency to issue in contradictions and antinomies, whenever it seeks to apprehend the infinite." —Wallace : *The Logic of Hegel*, p. 99.

৭৬. "But if a comparison is instituted between the essence of the world and the essence of the mind, it does seem strange to hear......that thought or Reason, and not the World, is the seat of contradiction."—Wallace, *The Logic of Hegel*, p. 93.

৭৭. Here it will be sufficient to say that the Antinomies are not confined to the four special objects taken from cosmology : they appear in all objects of every kind, in all conceptions, notions and ideas."—Wallace. *The Logic of Hegel*, p. 99.

তত্ত্বকেই হেগেল বিস্তারিত করে সকল বিশ্বে আরোপ করলেন। দ্বিতীয়ত, যে তত্ত্বকে কাণ্ট বাস্তবজগতের স্বধর্ম না বলে বুদ্ধির রচনা বলে নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন সেই তত্ত্বকেই হেগেল বুদ্ধি-জগৎ ও বস্তু-জগৎ এই দুই ক্ষেত্রেরই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন স্বধর্ম বলে নির্দেশ করলেন এবং এই তত্ত্বেরই নামকরণ করলেন ডায়ালেকটিক তত্ত্ব।[৭৮]

একই বিষয় সম্বন্ধে একই কালে দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি করা চলতে পারে একথা কাণ্টই বিশেষভাবে ও স্পষ্ট করে সর্বপ্রথম বলে গেছেন তাঁর antincmy তত্ত্বের সম্পর্কে। এজন্য হেগেল কাণ্টকে যথোচিত সাধুবাদ দিয়েছেন। হেগেলের মতে এই antinomy তত্ত্ব হল আধুনিক দর্শনের অগ্রগতিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও বিরাট কীর্তি।[৭৯]

বিশ্বের সকল জড় ও চেতন বস্তুর গর্ভেই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি বর্তমান। প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে একই সঙ্গে একই কালে পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি করা যায়; এই তত্ত্বই হেগেলীয় contradiction বা বিরোধ-তত্ত্ব এবং এই বিরোধই জগতের ভিত্তি। এখানেই হেগেলীয় লজিকের, পূর্বতন আকারনিষ্ঠ (formal) লজিক থেকে পার্থক্য স্পষ্ট। হেগেলীয় লজিক এখানে একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আকারনিষ্ঠ লজিকের বিরুদ্ধতা করছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) ভিত্তি হচ্ছে অ-বিরোধ নীতি (Law of non-contradiction): যে বস্তু যা আছে, তাই আছে; একই কালে কোনো বস্তু তার বিরুদ্ধ বস্তু হতে পারে না। হেগেলীয় লজিক বলছে, বিরোধই বিশ্বের সকল চিন্তা ও সকল-বস্তুর স্বধর্ম। বিরোধ-নীতিই (Law of Contradiction) জগৎ-বিবর্তনের সব চাইতে বড়ো তত্ত্ব: যে বস্তু যা, সে একই সঙ্গে তাই এবং তা নয়; সে বস্তু স্বয়ং ও স্ব-বিরুদ্ধ, এই দুই-ই। এই কারণে হেগেল আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক বিধি— অভেদ-নীতিকে (Law of identity) তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং তাকে অসত্য ও ভিত্তিহীন প্রমাণ

৭৮. "For the property thus indicated is what we shall afterwards describe as the Dialectical influence in Logic."—Wallace. *The Logic of Hegel*, p. 99.

৭৯. "One of the most important steps in the progress of Modern Philosophy" এবং "a great achievement for the Critical philosophy."—*The Logic of Hegel*, p. 98-101.

করতে চেয়েছেন। তাঁর বিপরীতের অনুস্যূতি তত্ত্ব (Inter-Penetration of opposites) আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের মৌলিক বিধিগুলির একেবারে বিপরীত মূর্তি। তিনি বলেন, প্রতিটি প্রকৃত বস্তুতে একই কালে দুইটি বিরুদ্ধ উপাদান বর্তমান, কাজেই ঐ বস্তুটিকে জানা মানে তাকে ঐ দুটি বিরুদ্ধ উপাদানের একীভূত সত্তারূপে জানা।[৮০]

অভেদনীতি (Law of Indentity) সম্বন্ধে হেগেল বলেন যে, এতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় না এবং এই বিধি অনুযায়ী কোনো প্রতিজ্ঞা (proposition) গঠন করলে, বিধেয় (predicate) নতুন কিছুই বর্ণনা করে না উদ্দেশ্য (Subject) সম্বন্ধে। "A = A" বললে, কিংবা "চাঁদ চাঁদই" অথবা "সমুদ্র সমুদ্রই" —এই-সব প্রস্তাবে আসলে কিছুই বলা হল না। প্রতিজ্ঞা গঠনের (Proposition formation) প্রাথমিক নিয়মকেই এই-সব প্রস্তাবে অস্বীকার করা হয়েছে: কারণ উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয়ের (Predicate) মধ্যে ভেদ থাকবে এই ব্যবস্থাই হল যে-কোনো প্রতিজ্ঞার প্রধান বিশেষত্ব।[৮১]

তারপর হেগেল আরো এক যুক্তি দিয়েছেন যে, এই অভেদনীতি (Law of Identity) আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরও বিরোধী।[৮২]

হেগেলের মতে, সত্যিকার অভেদ (Identity) হল স-ভেদ তাদাত্ম্য।

---

৮০. "...every actual thing involves a co-existence of opposed elements. Consequently, to know, or, in other words, to comprehend an object is equivalent to being conscious of it as a concrete unity of opposed determinations."—*The Logic of Hegel*, p. 100.

৮১. This maxim, instead of being a true law of thought, is nothing but the law of abstract understanding. The propositional form itself contradicts it, for a proposition always promises a distinction between subject and predicate." —*The Logic of Hegel*, p. 213-14.

৮২. "To this alleged experience of the logic-books may be opposed the universal experience that no mind thinks or forms conceptions or, speaks in accordance with this law and that no existence of any kind whatever conforms to it. Utterances after the fashion of this pretended law (A planet is— a planet, Magnetism is — magnetism, Mind is—, mind) are as they deserve to be, reputed silly. That is certainly matter of general experience. The logic which seriously propounds such laws and the scholastic world in which alone they are valid have long been discredited with practical common sense as well as with the philosophy of reason."—*The Logic of Hegel*, p. 214.

শুধু অভেদ (Identity) বললে যা বোঝা যায় সে হল অবাস্তব—"abstract Identity to the exclusion of all difference." অভেদ (Identity) সর্বত্রই ভেদকে (difference) লুকিয়ে রাখে নিজের মধ্যে। খণ্ডবুদ্ধি (understanding) যখন প্রত্যেকটি বস্তুকে আলাদা আলাদা করে দেখে, তখন সেই বস্তুগুলির অভেদকে (Identity) দেখে না, প্রকৃতপক্ষে তখন বস্তুগুলির মধ্যে পরস্পরের ভেদকেই (difference) সে প্রবল করে দেখে। "সাগর হল সাগর" "চাঁদ হল চাঁদ" একথা বললে প্রায় এই ধারণাই হল যে সমুদ্র, চাঁদ ইত্যাদি সবগুলি বস্তুই পরস্পর থেকে প্রখর ও উদগ্র পার্থক্যে আলাদা হয়ে আছে। কারুর সঙ্গেই কারুর কোনো সম্পর্ক নেই। জগতের সবগুলি বস্তুই যেন বিচ্ছিন্ন, একান্ত নির্লিপ্ত ও পরস্পরের প্রতি একান্ত উদাসীন ও বিমুখ হয়ে রয়েছে। হেগেল তাই বলছেন :

আমাদের সামনে যা আছে তা অভেদ নয়, ভেদ। কিন্তু বস্তুগুলিকে পৃথক মনে করেই আমরা ক্ষান্ত হই না। আমরা তাদের তুলনা করি এবং তখন তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই প্রকাশ হয়ে পড়ে।[৮৩]

জগতের সকল বস্তুই তা হলে একই সঙ্গে সদৃশ ও অ-সদৃশ। সাদৃশ্যকে ছেড়ে অসাদৃশ্য নেই, এবং অসাদৃশ্যকে ছেড়ে সাদৃশ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সাদৃশ্যের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে ভেদ (difference)। এই অনুস্যূত ভেদই (implicit difference) হেগেলের মতে বিরোধ (opposition)।[৮৪]

কাজেই Identity বা অভেদ বলতে হেগেল বোঝেন সভেদ-অভেদ (difference-cum-identity), কারণ জগতে বিশুদ্ধ ও পরম অভেদ (absolute identity) বলে কিছু নেই। এই স-ভেদ তাদাত্ম্যকেই হেগেল "বিরুদ্ধতা" বা opposition বলে আখ্যাত করেছেন এখানে।

---

৮৩. "What we have before us therefore is not Identity, but Difference." ..."We do not stop at this point, however, or regard things merely as different. We compare them one with another, and thus discover two features of likeness and unlikeness."—*The Logic of Hegel*, p. 217.

৮৪. "Difference implicit is essential difference, the Positive and the Negative. ... The one is made visible in the other, and is only in so far as the other is. Essential difference is therefore Opposition ; according to which the different is not confronted by *any* other but by *its* other."—*The Logic of Hegel*, p. 219.

তারপর জগতে কোনো বস্তুই স্থির হয়ে বসে নেই। চরাচরে সর্বত্র অণু-পরমাণু সবই পলে পলে বদলে যাচ্ছে, কারণ গতি বা বিবর্তনই জগতের অমোঘ পথে সত্য। যেখানে সবাই সর্বক্ষণ কেবলি বদলে যায় ও নিত্য নূতনরূপে রূপায়িত হয়ে চলে, সেখানে একান্ত অভেদ বলে কিছু থাকতে পারে কি করে? কোনো জিনিসই অ-ভিন্ন (identica') হয়ে থাকছে না। চলিষ্ণু জগতে অভেদ নীতি (Law of Identity) নিতান্ত কল্পিত বিধি এবং এর জন্ম হয়েছে সেই থেকে যা খণ্ডবুদ্ধির স্বধর্ম ; আর সে স্বধর্ম হল বিমূর্তন (native intelligence of abstraction)।

এই রকমে অভেদ নীতিকে (Law of Identity) বিধ্বস্ত করে হেগেল বহির্ভুক্ত মধ্যপদ নীতির (Law of Excluded Middle) প্রতি তার অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, এই নীতিও অসংগতিকে এড়াতে গিয়ে নিজেই অসংগতিতে (contradiction) জড়িয়ে গেছে। পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা একই কালে একই বস্তুর ওপরে আরোপিত হতে পারে না, একথা ঠিক নয়। হেগেল বলেন, সকল বিরোধের উপরে এমন একটা ভূমি আছে যেখানে বিরুদ্ধ দুটো সংজ্ঞাই সুরক্ষিত হয়ে সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়। "পুবে ৬ মাইল" বললে এবং "পশ্চিমে ৬ মাইল" বললে তক্ষুণি মনে হয় যে পুব পশ্চিম ইত্যাদি সংজ্ঞার সর্ব-সম্পর্কশূন্য একেবারে শুদ্ধ ও অবিশেষিত "৬ মাইল" বলে একটা কিছু আছে, যা পুবও নয়, পশ্চিমও নয়, কিংবা পুবও হতে পারে, পশ্চিমও হতে পারে।[৮৫]

আসলে অস্তি ও নাস্তি দুটো আলাদা বস্তু নয়। এদের গোড়ায় গেলে দেখা যাবে, অস্তি-নাস্তি মিলে এরা একই জিনিস।[৮৬]

যে বস্তু একদিক থেকে দেখলে 'অস্তি'মূলক, অন্য দিক থেকে দেখলে সেই

---

৮৫. "A must be either +A or −A, it says. It virtually declares in these words a third A which is neither + nor −, and which at the same time is yet invested with + and − characters. If + W mean 6 miles to the West, and − W mean 6 miles to the East, and if + and − cancel each other, the 6 miles of way or space remain what they were with and without the contrast."—*The Logic of Hegel*, p. 220.

৮৬. "The two however are at bottom the same : name of either might be transferred to the other".—*The Logic of Hegel*, p. 222

বস্তুই 'নাস্তি'মূলক। একই সত্তার এ-পিঠ ও-পিঠ বৈ এরা আর কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হেগেল বলেন :

১. দেনা ও পাওনা (debts and assets) স্বতন্ত্র জিনিস নয়। এরা একই পদার্থ। যা দেনাদারের কাছে নাস্তিমূলক, পাওনাদারের কাছে তাই একান্ত অস্তিমূলক।

২. পুবের পথ ও পশ্চিমের পথ (the way to the East and the way to the West) আসলে একই পথ। যে পথ পুবের দিকে গেছে বলে মনে হয়, অপরদিক থেকে তাই পশ্চিমমুখো মনে হবে।

৩. উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আলাদা করা মুশকিল। একটাকে ছেড়ে অন্যটি হতে পারে না।

৪. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আলাদা কিংবা স্বতন্ত্র সত্তা নয়। একে অপরকে অব্যর্থরূপে সূচিত করে।

৫ জৈব ও অজৈব প্রকৃতি (Organic and Inorganic Nature): পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য।

৬ জড় প্রকৃতি ও মন (Nature and Mind): মন ছাড়া জড় নেই ও জড় প্রকৃতি ব্যতীত মনের অস্তিত্বও নেই।

এখানে হেগেল opposition মানে করেছেন দুটো বস্তুর মুখোমুখি প্রখর দ্বন্দ্ব; কেবল পার্থক্য বা বিভিন্নতা নয়— যে বিভিন্নতা কোনো বস্তুর অপর হাজার হাজার বস্তুর সঙ্গে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'দেনা' জিনিসটা কেবল 'পাওনা' থেকে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অগণিত জিনিস, যেমন 'হাঁসের ডিম' 'পাথর' 'সৌন্দর্য' ইত্যাদি থেকেই পৃথক। এখানে কেবল পার্থক্য বা difference বর্তমান রয়েছে, দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু 'পাওনা'র সঙ্গে 'দেনা'র একটা মুখোমুখি সোজা দ্বন্দ্ব রয়েছে যা অন্য বস্তুর সঙ্গে নেই। এই রকম ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, পূর্ব ও পশ্চিম ইত্যাদির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। এ-সব ক্ষেত্রে সাধারণ ভেদ মাত্র (mere difference) নয়, এখানে প্রধান হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে বিষম দ্বন্দ্ব। হেগেলের কথায় :

"In opposition, the different is not confronted by *any* other, but by '*its*' other···The other is seen to stand over against *its* other. Thus, for example, inorganic nature is not to be

considered merely something else than organic nature, but the necessary antithesis of it"—*The Logic of Hegel*, p. 222.

পদার্থবিজ্ঞানের মতানুসারেও বিরোধই (opposition) প্রকৃতির রাজ্যের সাধারণ বা বিশ্বজনীন বিধি ('universal law pervading the whole of nature", *The Logic of Hegel*, p. 223)। বিজ্ঞান সর্বপ্রথমে চৌম্বকতত্ত্ব, (magnetism) মেরুবৈপরীত্য (polarity) আবিষ্কার করেছে, এবং সেই মেরুধর্ম (polarity) বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত বৈ আর কিছুই নয়। কাজেই হেগেল বহির্ভূক্ত মধ্যপদের নীতিকে (Law of Excluded Middle) অস্বীকার করে বলছেন, বিশ্বের সর্বত্রই একই সঙ্গে একই কালে পরস্পর-বিরোধ মিলেমিশে বাস করছে. এবং কোথাও 'এটা কিংবা ওটার' (Either or) কোনো স্থানই নেই। বিরোধই হল বিশ্বের প্রেরণা-নীতি (moving principle), কাজেই 'বিরোধ অচিন্ত্যনীয়' একথা বলা হাস্যকর।[৮৭]

হেগেলের কাছে বিশ্বজগতের মূলতত্ত্বই হল 'বিরোধ' বা contradiction এবং বিশ্বনাট্যের সকল অধ্যায়েই কেবলই একই তত্ত্বের জয়যাত্রার ইতিহাস লিখিত হচ্ছে। জড় ও চেতন, বহির্জগৎ ও মনোলোক — সর্বক্ষেত্রেরই আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা হচ্ছে এই Law of Contradiction বা স্ববিরোধ তত্ত্বের কুটিল বিলাসের বিচিত্র ইতিহাস। কাজেই আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক ও বিশ্বলৌকিক বিধিগুলি কেবলি বিভ্রান্তবুদ্ধির কল্পনা। অভেদনীতি (Law of Identity) এবং তারই অপর পিঠে বিরোধ নীতি (Law of Contradiction) ও বহির্ভূক্ত মধ্যপদের নীতি (Law of Excluded Middle) ভিত্তিহীন, অবাস্তব ছেঁদো কথার কচকচি মাত্র; সুতরাং বর্জনীয়।

স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি (Thesis, Antithesis, Synthesis)

---

৮৭ "Instead of speaking by the maxim of Excluded Middle (which is the maxim of abstract understanding) we should rather say; Everything is opposite. Neither in heaven nor in earth, neither in the world of mind nor of nature, is there anywhere such an abstract 'Either—or' as the understanding maintains. Whatever exists is concrete, with difference and opposition in itself··· Contradiction is the very moving principle of the world; and it is ridiculous to say that contradiction is unthinkable."—*The Logic of Hegel*. p.223.

প্রত্যেকেই আগেকার ধাপকে নিরসন করে (negate) নিজের আসন পাতছে। জগতের সব বস্তুই যদি এমনি করে স্থিতি-প্রতিস্থিতি সংস্থিতি ইত্যাদি ক্রমে পরস্পরকে নিরসন করে করেই পরিবর্তিত হতে থাকে, তবে এই গতির নগদ ফল কী দাঁড়ায় ? সকলেই যদি পূর্ববর্তীকে বাতিল করে (abrogate) নিজেকে কায়েম করে, তবে শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়ায় "মহতী বিনষ্টিঃ।" নয় কি ?

হেগেল এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে ডায়ালেকটিকের ফল সর্বদাই অস্তিমূলক বা positive। প্রতিস্থিতি যদিও স্থিতিকে নিরসন করছে এবং সংস্থিতি যদিও প্রতিস্থিতিকে নিরসন করছে, তবুও সংস্থিতি নিজে অস্তিমূলক ; কারণ নিরসন (negation) মানে এখানে একেবারে পুরো নিরসন নয় ; অর্থাৎ নিরসন সবটুকুকেই নিরস্ত করে না ; কিছু অংশকে বাঁচিয়ে রেখে সংস্থিতির ভাণ্ডারে জমা রেখে দেয়। সংস্থিতি যদিও নিরসনের নিরসন (negation of negation) তবুও তার নিজের পর্ণপুটে— স্থিতি ও প্রতিস্থিতি এই দুইয়েরই খানিকটা অংশকে সযত্নে রক্ষা ক'রে এবং স্বকীয় ভাণ্ডারে থেকেও কিছু দান ক'রে একটা উঁচুদরের সংস্থিতিজাত উপাদানকে গড়ে তোলে। এইজন্য প্রত্যেকটি সংস্থিতি প্রতি স্তরেই উচ্চতর সৃজন করে করে জগৎকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডায়ালেকটিকের এই সৃজনী প্রতিভা আছে বলেই বিশ্বের বিবর্তন সততই সৃজনমূলক, ধ্বংসমূলক নয়।[৮৮]

কাজেই হেগেলীয় নিরসন (negation) কেবলি নেতিবাচক নয় ; অস্তি-বাচকও বটে। এর এই অত্যাশ্চর্য রক্ষণশীলতা প্রাকৃতজনের বিদ্যাবুদ্ধির কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্য ও চমৎকারী বলে মনে হয়। এই নিরসন (negation) নাস্তিক বটে, আবার নাস্তিত্ব নয়ও বটে। অর্থাৎ অস্তি নাস্তি দুইয়ের সমাবেশেই এর অলৌকিক রূপ-বৈচিত্র্যে আমাদের এই লৌকিক জগতে অচিন্ত্যনীয় নূতনত্ব সৃজন করেছে। যাকে ডায়ালেকটিক মারছে, তাকেই আবার অভিনব কৌশলে বাঁচিয়ে রেখে জগদ্‌গতিকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে এই গতি (movement) শুধুমাত্র গতি থাকছে না ; হয়ে দাঁড়াচ্ছে "প্রগতি" (progress)।[৮৯]

৮৮. For the negative, which emerges as the result of dialectic, is, because a result, at the same time the positive : it contains what it results from absorbed into itself and made part of its own nature."—*The Logic of Hegel*, p. 152.

৮৯. The result of the Dialectic is positive, because it has a definite content, or because its result is not empty and abstract nothing, but the

ডায়ালেকটিকের ফল অস্তিমূলক, সকল নিরসনের পরেও একটা নিশ্চিত অবশিষ্ট থেকেই যায়, যা জমার ঘরে লাভের অঙ্ক হয়ে টিকে থাকে। কাজেই জগদ্‌ব্যাপারে সব পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতিই দাঁড়িয়ে যায়। এখানে ডায়ালেকটিক ক্রমবিবর্তন (evolution), প্রগতিমূলক হয়েই এগিয়ে চলেছে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে। সমস্ত বিশ্বে এই ক্রমিক বিবর্তন বয়ে চলে অগ্রগতির পথে। কেবল জড় জগতে নয়, মানুষের চিত্তজগতে ও সংস্কৃতির জগতেও এই ক্রমবিবর্তন অকাট্য সত্য।

সকলেই জানে, 'ক্রমবিকাশ' তত্ত্বকে ডারুইন জগতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু ডারুইনের আগেই হেগেলের বিশাল কল্পনা জগদ্‌গতির ছন্দকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। তবে হেগেলীয় ক্রমবিকাশের রীতি অনেকটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। ডায়ালেকটিকের ত্রিপাক্ষিক (triadic) ছক হেগেলীয় ক্রমবিকাশের বিশেষত্ব। তাঁর মতে এই তিনটি ধাপকে বেয়েই ক্রমবিবর্তন সম্মুখে বিসর্পিত হয়; এবং নিরসন (negation) বা বিরোধই (contradiction) এই বিসর্পণের গোড়ার রহস্য। এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এখন এইটুকু বললেই হবে যে হেগেলীয় ক্রমবিকাশ ত্রিপাক্ষিক ছক (triadic pattern) অনুযায়ী বিকশিত হচ্ছে এবং progress বা প্রগতিই এর ফল। হেগেলের History of Philosophy-ও এই নীতিকে অবলম্বন করে ইতিহাস ও সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করেছে। সেখানেও দেখানো হয়েছে যে Oriental (প্রাচ্য), Classical (ক্লাসিকাল) ও Teutonic (টিউটনিক) এই ক্রম অনুসরণ করে জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অগ্রসর হয়েছে। সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে এশীয় সংস্কৃতি (Asiatic Culture)। তার পরের ধাপে স্পষ্ট হল গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতি এশীয় সংস্কৃতি থেকে উন্নততর। পরের স্তরে মানব সভ্যতা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এই তৃতীয় স্তরে জন্ম নিয়েছে জার্মান সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আগেকার দুটি সংস্কৃতি নিরসন করে তাদের চাইতে উচ্চতর ভূমিতে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। পৃথিবীর সভ্যতাও এই ত্রিপাক্ষিক ক্রমে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে জার্মান সংস্কৃতিতে এবং এই জার্মান সংস্কৃতি পূর্ব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ও রূপ। এই সকল ক্ষেত্রেই হেগেলের ডায়ালেকটিক

negation of certain specific propositions which are continued in the result for the very reason that it is a resultant and not an immediate nothing."
—*The Logic of Hegel*, p. 152.

নীতিতে বিশ্বজগৎ অমোঘ নিয়মে উন্নতির দিকে চলেছে। এই চলা হল 'onward movement' বা অগ্রগতি এবং একে হেগেল বলেছেন 'Development' বা উন্নতি।

আরেকটি তত্ত্ব হেগেল বিবৃত করেছেন যার সঙ্গে এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সম্পর্ক রয়েছে। সে তত্ত্ব হচ্ছে গুণ (quality) ও পরিমাণ (quantity) তত্ত্ব। Being সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে, সমস্ত খণ্ডিত সত্তার (Being Determinates) একটা বিশিষ্টতা (character বা mode) আছে যাকে তার গুণ (quality) বলা যায়।[২০]

অপরপক্ষে, পরিমাণও (quantity) বস্তুর একটা বিশিষ্টতা বটে ; কিন্তু এ বিশিষ্টতা বাইরের জিনিস, এর সঙ্গে বস্তুর স্বরূপের কোনো গূঢ় সংযোগ নাই। কিন্তু তাই বলে 'গুণ' ও 'পরিমাণ' পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন নয়। এদের পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে ; একে অপরের মধ্যে লুপ্ত বা বিকশিত হচ্ছে। একদিকে এক যেমন অপরকে খণ্ডিত করছে তেমনি অন্যদিকে এক অপরে পরিণত হচ্ছে। গুণের পরিবর্তনে পরিমাণের পরিবর্তন হচ্ছে, আবার পরিমাণের পরিবর্তনে গুণও পরিবর্তিত হচ্ছে।[২১]

কোনো বস্তুর পরিমাণ বাড়াতে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তুর গুণেরও যে পরিবর্তন হবে তা নয়। কিন্তু ক্রমাগত পরিমাণ বাড়াতে থাকলে এমন একটা সময় আসে যখন ঐ বস্তুর গুণের পরিবর্তন হয়ে যায়।[২২]

হেগেল অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। যেমন জল : জলের উত্তাপ আছে। কিন্তু জলের এই উত্তাপের সঙ্গে জলের তরলত্বের সম্পর্ক প্রথম অবস্থায় চোখে পড়ে না। কিন্তু জলের তাপ ক্রমাগত বাড়ালে এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছবে যেখানে জলের স্বরূপগত একটা বিপুল

২০. 'A something is what it is in virtue of its quality and losing its quality it ceases to be what it is." (Art. 90, *The Logic of Hegel*, p. 171)

২১. "These two transitions, from quality to quantum and from the latter back again to quality may be represented under the image of an infinite progression..."— *The Logic of Hegel*, p. 204.

২২. "On the one hand, the quantitative features of existence may be altered, without affecting its quality. On the other hand, this increase and diminution, immaterial though it be, has its limit, by exceeding which the quality suffers change."— *The Logic of Hegel*, p. 202.

পরিবর্তন ঘটে যাবে, জল বাষ্প হয়ে যাবে। তেমনি জলের ভিতরকার তাপ যদি ক্রমাগত কমানো যায় তবে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ হ্রাসের ফলে জল জমে বরফ হয়ে যাবে। এমনি করে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলের গুণগত গভীর একটা পরিবর্তন হয়ে গেল দেখতে পাওয়া যায়।

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়, "খরচের" পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌছবে যেখানে খরচকে 'লোভ ও অমিতব্যয়িতা' বলা হবে। সাধারণ অর্থে 'খরচ' আর খরচ নেই, রূপান্তরিত হয়ে একেবারে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গানের জগতেও এর দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়।

এই পরিমাণগত (quantitative) পরিবর্তন থেকে শেষে যে গুণগত (qualitative) পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায়, একে হেগেলের মতানুযায়ী একটা বিপ্লবও বলা যেতে পারে। বস্তুর গুণ-সংঘাতের মধ্যে এমন একটা সাংঘাতিক বা আমূল বিপ্লব সাধিত হয়ে যায়, যার ফলে একে আর সাধারণ পরিবর্তন নাম দেওয়া সংগত নয়। একটা বিশেষ সীমা আসার আগে পর্যন্ত গুণগত পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ে না বা তেমন কিছু হয়ও না। কিন্তু ঐ বিশেষ সীমাতে এলেই গুণজগতে যেন একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটে যায়— যার ফলে আগেকার অবস্থা থেকে পরের অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব হয়ে দেখা দেয়।[৯৩]

প্রকৃতির ও মানুষের রাজ্যে এই ধরনের আকস্মিকতা সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। হেগেলের সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রই একটা বাঁধাধরা ছক, এবং এই ছকের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই জগতের ছোট-বড়ো সকল ক্ষেত্রে সকল পরিবর্তনের উপর খাটবে। পরিমাণ থেকে গুণেতে এই আকস্মিক রূপান্তরও জগতের সর্বকালিক ও সর্বদেশিক রীতি। প্রকৃতি যেন সমান বেগে চলেন না কখনো; মাঝে মাঝে ঘাটিতে ঘাটিতে এসে প্রকৃতিদেবী যেন উল্লম্ফনে (jump) চলার গতিকে বাড়িয়ে নেন।

এতে এই দাঁড়ায় যে হেগেলীয় ক্রমবিবর্তনের প্রকৃতি বৈপ্লবিক এবং এর প্রগতি ধাপে ধাপে এগিয়ে আকস্মিক ও আমূল রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়। সমস্ত বিশ্বে পরিবর্তন ঘটেছে অহরহ। দিনে রাতে, অলক্ষ্যে অতি ধীরে এই নীরব পরিবর্তন সূক্ষ্ম আকারে তিল তিল করে জমে উঠছে; এই ছোটো

৯৩. "This process of measure, which appears alternately as a mere change in quantity, and then as a sudden revulsion of quantity into quality, may be envisaged under the figure of a nodal (knotted) line."—(*The Logic of Hegel*, p, 204.)

ছোটো নগণ্য পরিবর্তনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একদিন এমন একটি সংকট-সীমাতে এসে পৌঁছাবে, যেখানে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন ঘটলেই অকস্মাৎ অভাবনীয় একটা বিস্ফোরণের মতো বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে। এই বিপ্লব প্রকৃতির বিবর্তনকে এক নিমেষেই উচ্চতর ভূমিতে তুলে দিয়ে এক অচিন্ত্য ও অভূতপূর্ব প্রগতির পথ খুলে দেয়। এই হিসাব অনুসারে স্থিতি থেকে প্রতিস্থিতি হচ্ছে একটা গুণগত পরিবর্তন (qualitative change) বা আকস্মিক আমূল বিপ্লব; তেমনি প্রতিস্থিতি থেকে সংস্থিতিও আরেকটা সুগভীর ও উচ্চতর পরিবর্তন। হেগেলীয় ক্রমবিকাশের এই হল মূলতত্ত্ব এবং মোটামুটিভাবে এই ডায়ালেকটিক প্রগতির গোড়ার ক'টা কথাকে এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। হেগেলের ডায়ালেকটিক তাঁর লজিকের মূলতত্ত্ব; তারই প্রয়োগ নানাভাবে বিশ্বের সকল গতি ও সত্তার ওপরে করা হয়েছে তাঁর ন্যায়শাস্ত্রের সর্বত্র। এই ডায়ালেকটিকের সবগুলি প্রয়োগ, তথা তাঁর লজিকের সবগুলো তথ্য আমাদের এখানে দরকারে আসবে না। শুধু ডায়ালেকটিক জড়বাদ যে তত্ত্বটুকুকে চয়ন করে নিয়ে স্বকীয় মতকে পোষণ ও প্রতিষ্ঠা করার কাজে লাগিয়েছে সেই তত্ত্বটুকুকেই এখানে সংক্ষেপে দেওয়া গেল। তার বেশি আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে ডায়ালেকটিক নীতি হল নিরসনের নিরসন বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি। ১. সমস্ত বিশ্বের সকল পরিবর্তন ও বিকাশ এগিয়ে চলেছে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি— এই তিন ধাপের মধ্য দিয়ে এবং এই তিন ধাপের প্রত্যেকটি ধাপ পূর্বের ধাপকে নিরসন করে বা তার বিরুদ্ধতা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সংস্থিতি হল আগেকার দু'ধাপের নিরসন সমন্বয় দুই-ই। ২. প্রত্যেকটি সত্তাই জগতে স্ব-বিরোধী (Inherently self-contradictory) এবং প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে দুটি বিরুদ্ধ শক্তি (Interpenetration of opposites; ৩. পূর্বের ধাপ থেকে পরের ধাপ সর্বদাই প্রগতিকে সূচনা করে, কারণ প্রত্যেক ধাপে গুণগত বিপ্লব (qualitative change) ঘটে যাচ্ছে আমূল ও সুগভীর।

কাজেই হেগেলীয় নীতিতে ক্রমবিকাশ এমনি করে হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা অ-পরিচ্ছিন্ন প্রগতি বা উন্নতি। কারণ, সংস্থিতি থেকে সংস্থিতিতে ক্রমাগত উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে চলেছে এই যাত্রা।

ডায়লেকটিকের সমালোচনা

আগেই বলা হয়েছে যে ডায়লেকটিক্‌কে যখন সবাই ত্যাগ করেছিলেন তখন একমাত্র মার্ক্স একে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সমাজতাত্ত্বিক কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে এই ডায়ালেকটিক খুব কার্যকর হবে বলেই মার্ক্স একে সমাদর করে গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক সত্য হিসেবে বিচার করে মার্ক্স একে গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। কোনো নীতির কার্যকারিতা ও সুবিধাজনকত্ব দেখতে গেলে তার সত্যাসত্যকে ঠিক নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করবার মনোভাব বজায় থাকে না। কোনো দার্শনিক মতবাদকে সত্য বলে নিতে গেলে তাকে যুক্তির নিকষে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে objectively সত্য কিনা। অবশ্য একথা ঠিক যে মানুষের পক্ষে পুরোপুরি বিষয়মুখ হওয়া (objectivity of outlook) সম্ভব নয়। মানুষ দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং যে ভূমি বা কালের পীঠে দাঁড়িয়ে সে দেখছে সেই ভূমির অবস্থান তার জ্ঞানকে অবচ্ছিন্ন করবেই। তবু একথাও ঠিক যে মানুষের নিছক অনপেক্ষ (absolute) সত্যের উপর লোভের অন্ত নেই। মানুষ তাই সাধ্যমতো চেষ্টা করে দেশকালের সীমার উপরে উঠে সব কিছুকে দেখতে। এইজন্যে তার সাধ্যমতো বিষয়মুখ হবার (objective বা distinterested) সাধনা করতেই হয়। বিজ্ঞান এই চিত্তবৃত্তির জোরেই আজ বিচিত্র পথ ও বিবিধ ভঙ্গীকে অনুসরণ করে সত্যকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দর্শন-বিচারের পথ ও ভঙ্গীও এই একই পথ ও ভঙ্গী। জগৎকে জানা ও বোঝা— এই একটিমাত্র লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানের ও দর্শনের। জগৎকে জানতে গিয়ে যদি দেখি যে অপ্রিয় সত্য ও অকাম্য তথ্য এই চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে আফশোষ নেই। প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সত্যকে সন্ধান করে বার করতে হবে। এই মনোবৃত্তিই দর্শনের ও বিজ্ঞানের।[৯৪]

সুবিধাবাদ দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঢুকো পায় না, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পেতেও বা পারে। যদি সুবিধাই মানুষের সত্যাসত্যের ধারণাকে গড়ে

৯৪. "Philosophy comes as near as possible for human beings to that large, impartial contemplation of the universe as a whole which raises us for the moment far above our purely personal destiny."—*Russel, Outlook of Philosophy.*

তুলত, তবে যুক্তি-তর্ক বা লজিকের প্রয়োজন ছিল না। মনোমতো মতবাদকে খুশিমতো সত্য বলে চালালেই চলত এবং মানুষের কামনাই মননের জনক হ'ত···কিন্তু তা হয়নি। মানুষ সত্যকে নিরপেক্ষভাবে খুঁজেছে, এবং এই মানসিকতার ফলেই পৃথিবী পেয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শন। ডায়ালেকটিককে হেগেল এই বিশ্ববিবর্তনের চরম সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন, কোনো বিশেষ কার্যোদ্ধারের সুবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে নয়। আমরা যদি ডায়ালেকটিকের সত্যাসত্যকে নির্ধারণ করতে চাই, তবে এই নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়েই একে বিচার করতে হবে। কোনো বিশেষ কাজের উপযোগী বলে একে সত্য মনে করলে চলবেনা। ডায়ালেকটিক হেগেলীয় প্রাদুর্ভাবের যুগে প্রায় সকল দার্শনিক-কর্তৃকই বর্জিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যদি আজকের দিনে একে দার্শনিক নীতি হিসেবে অকাট্য বলে গ্রহণ করবার প্রস্তাব এসে থাকে, তবে আর-একবার চুলচেরা যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দেখা যাক, এই নীতি টেকে কিনা।

যে-কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার পরিভাষার ও অর্থের নির্দিষ্টতা ও স্থিরতা চাই। ন্যায়শাস্ত্রের এ-কথা হচ্ছে একেবারে মূলতত্ত্ব। ভাষা ছাড়া চিন্তা করা চলে না এবং প্রত্যেকটি কথার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। যদি ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেকটি কথার নির্দিষ্ট মানে না থাকত, তবে ভাষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'ত এবং পরস্পরের ভাব-বিনিময় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। একই আলোচনায়, একই বিষয়গত বিবৃতিতে যদি একটি শব্দ নানা অর্থে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। রামকে 'রাম বলে, তখনি আবার 'না-রাম' বললে, কিংবা গোরুকে একবার গোরু বলে পরক্ষণেই 'গাছ' বললে, আমরা বক্তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বলে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের ফলে ভাষার প্রত্যেকটি কথার একটি পরিষ্কার অর্থ বা ভাব জমে উঠে রূপ পেয়েছে। যেমন 'জল', 'পাতা', 'মানুষ', 'পাথর' ইত্যাদি যা-ই বলি-না কেন, সবগুলিই দ্যোতনা করছে একটা বিশেষ বস্তুকে। 'জল' বললে 'জল'কেই বোঝাবে, অন্য কোনো জিনিসকে বোঝাবে না। তেমনি 'পাতা' কেবল 'পাতা'-কেই বোঝাবে, 'মানুষ'কে নয়। এই হ'ল সকল মানুষের সাধারণ ও অব্যর্থ জ্ঞান ও ধারণা। একই 'ভাষা' একবার একরকম অর্থে ব্যবহার করে আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হলে কথার মানে বোঝা দুষ্কর হয় এবং ভাষার ও বাগ্-ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়ে যায়। ফলে যা দাঁড়ায় তাতে জ্ঞানরাজ্যে

বিজ্ঞানোৎসব না হয়ে সৃষ্টি হয় দক্ষযজ্ঞ। জ্ঞানের ও চিন্তা-বিনিময়ের রাজ্যে তাই চাই পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনা।

কিন্তু হেগেলের ডায়ালেকটিক লজিকের আগাগোড়াই এই পরিভাষার দোষ-দুষ্ট প্রয়োগ এবং মানের অনির্দিষ্টতা অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাঁর ব্যাপক দূর-প্রসারী প্রতিভা সমস্ত বিশ্বের উত্থান-পতনকে কয়েকটি মাত্র সূত্রে গেঁথে ফেলতে গিয়ে যে অভিনব পরিভাষার সৃজন করেছে তার মানে খুঁজতে গিয়ে বিষম গোলকধাঁধায় আটকে পড়তে হয়। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ও বিসদৃশ মানে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় করেছেন: কোথাও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত অর্থসূচক শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন নানা স্থানে। তার ফলে না-বোঝার প্রদোষ অন্ধকার সর্বত্রই কোণে কোণে জমাট বেঁধে রয়েছে এবং হেগেলের বক্তব্যও দুর্বোধ্য ও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। অথচ দর্শন আলোচনা যদি ভাষা ব্যবহারের দোষে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়ায় তবে জিজ্ঞাসুদের আর উপায় থাকে না। কারণ, দর্শন-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু এমনিতেই কঠিন ও দুর্বোধ্য। হেগেলের বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝতে পারে এমন শক্তিধর লোক একে বিরল তার ওপরে পরস্পর-বিরোধী ও অনির্দেশ্য ভাষা ও ভাবপ্রয়োগের ফলে তার ডায়ালেকটিক দর্শন আরো কুয়াশাচ্ছন্ন ও অসংগতিময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, আগাগোড়াই তিনি একটা সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপক system বেঁধে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুসম্বদ্ধ ছাঁচ গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক অতি অসম্বদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক তত্ত্বসংঘাত (system), যাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই চোখে চমক লাগে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণে যার অসংখ্য অসঙ্গতি চোখকে ও বুদ্ধিকে পীড়া দেয়। এই কারণেই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল হেরমান ফিশ্‌টে (১৭৯৭-১৮৭৯) হেগেলীয় দর্শনকে বলেছেন: "Masterpiece of erroneous consistency or consistent error." (১৮৩২)। ভুল করার মধ্যেও তাঁর সৌন্দর্য রয়েছে, কারণ ভুলগুলিকে সাজিয়েই তিনি দাঁড় করেছেন এক মনোহর সুসংগতি যা সকলকে মুগ্ধ করে। অসংগতি ও ভুলগুলোকেই মার্ক্স তাঁর প্রতিভার যাদুতে দিয়েছেন একটা বিধিবদ্ধ যৌক্তিকতা ও consistency-র চেহারা। হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের কিছুমাত্রও দার্শনিক অবদান নেই, একথা বলছি না। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সব দর্শনেরই মতো হেগেলীয় দর্শনেরও কৃতিত্ব আছে এবং হেগেলের প্রতিভাও জগৎকে অনেক সমৃদ্ধি দান করে গেছে, যা চিরদিনের ও চিরকালের। নিখিল বিশ্বকে এক সমগ্র দৃষ্টিতে ও পূর্ণতার স্থিতিভূমি থেকে

দেখবার যে ভঙ্গীটি তা হেগেল জোরালো ও সুষ্ঠু ভাষায় ও অ-পূর্ব রীতিতে প্রচার করে গেছেন। দেশ ও কালের দ্বারা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ দর্শনকে পেরিয়ে দেশ-কালাতীত অখণ্ড দৃষ্টিভূমির বার্তা হেগেলই ইউরোপে নূতন করে জানিয়ে গেছেন। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য তাঁর দর্শনে থাকলেও পুরোপুরি সত্য তার দর্শনে নেই। সত্য তথ্যেরই পাশাপাশি সেখানে ছড়িয়ে আছে অনেক অসত্য ও অনেক অসংগতি। তাই জে. এইচ. ফিশ্‌টের বহুদিন পরে বিশ্ববিখ্যাত উইলিয়াম জেম্‌সও আরেকবার জগৎকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হেগেলীয় দর্শনে গুণ যাই থাক্‌-না-কেন, বহু দোষ ও ত্রুটিতে সে দর্শন সমাকীর্ণ। তাঁর ভাষায়:

"Hegel's philosophy mingles mountainloads of corruption with its scanty merits."—W. James, *On Some Hegelism*, p. 263.

হেগেলের ডায়ালেকটিক লজিকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে 'Negation', 'Opposition', 'Contradiction' ইত্যাদি পরিভাষা। তাঁর ডায়ালেকটিকের মূলতত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তিতেই হয়েছে এই শব্দগুলি এবং এদের অর্থ ও ইঙ্গিতের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর ডায়ালেকটিক নীতি ও দর্শন। অথচ এই বহু-ব্যবহৃত গুরুতর শব্দগুলির সত্যিকার মানে যে কী তা সারা লজিক খুঁজলেও চূড়ান্তভাবে বোঝবার উপায় নেই। কোথাও এদের একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও বা এদের আলাদা অর্থের ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী উক্তির ফলে এদের মানে স্পষ্ট করে বার করা কঠিন। তারপরে ডায়ালেকটিক নামের কেন্দ্রস্থলটি হচ্ছে প্রতিস্থিতি (antithesis) নামে পদার্থটি; অথচ, "Antithesis" বা প্রতিস্থিতির একটা সুসংগত অর্থ হেগেল দিতে পারেন নি। Antithesis-কে বোঝাতে গিয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের ঝড় তুলেছেন এবং নিজেই নানা অসংগতির জালে জড়িয়ে গেছেন। এই Antithesis-এর অন্তর্গত 'anti' শব্দটির মানে নিয়েই যত গোল। এই 'Anti' নামক prefixটির মানের সঙ্গে আগেকার negation ইত্যাদি শব্দগুলির গভীর যোগ রয়েছে। সমস্ত ডায়ালেকটিক নীতির অর্থবত্তা নির্ভর করছে এই শব্দগুলির সঠিক অর্থের উপরে। অথচ ঠিক এইখানেই হেগেল তাঁর সমস্ত গোল পাকিয়ে রেখেছেন এবং এ-জট খুলতে গেলে হেগেলের ডায়ালেকটিকের যে বিশিষ্ট অভিনবত্বটুকু দাবি করা হয়, তা আর টেকে না। জার্মানীর আরেকজন দার্শনিক হেগেলীয়-উত্তর যুগে

(kreuzhage) হেগেলীয় দর্শনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "The very logical but erroneous Hegelian philosophy." এখানে 'logical' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 'consistent' অর্থাৎ বিধিবদ্ধ।

সমস্ত জ্ঞানের মূলে আছে ভেদাভেদ জ্ঞান। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য ও অ-সাদৃশ্য নির্ণয় করেই মানুষের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। সাধারণ লোকেরও যেমন জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এই, বৈজ্ঞানিকেরও তেমনি। "গোরুকে অন্যান্য গোরুর সঙ্গে তুলনা করে এবং সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তবেই মানুষ তাকে 'গোরু' বলে নির্ণয় করে থাকে। অন্যান্য গরুর সঙ্গে যেমন 'সাদৃশ্য' রয়েছে তেমনি 'ঘোড়া' ইত্যাদির সঙ্গে এর 'অসাদৃশ্য' রয়েছে। এই একদিক-কার সাদৃশ্য ও অন্যদিকের অসাদৃশ্যই মানুষের সঠিক জ্ঞানের ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও তেমনি নানা বস্তুর গুণগত ও প্রকৃতিগত সাম্য ও বৈষম্য নির্ণয়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। দার্শনিকের পক্ষেও তেমনি distinguish করা অর্থাৎ সাদৃশ্য ও পার্থক্যকে নির্ণয় করা সমস্ত দার্শনিক বিচারের গোড়ার কথা। সদৃশ (like) ও অ-সদৃশের (unlike) আলোচনায় হেগেল নিজেও একথা ব্যাখ্যা করেছেন: "We discover··· likeness and unlikeness. The work of the finite sciences lies to a great extent in the application of these categories···" ইত্যাদি (p. 217)। কিন্তু হেগেল নিজে এ-সম্পর্কে সাবধান হন নি। হেগেল এইখানেই অকৃতকার্য হয়েছেন—'negation', 'contradiction', 'opposition', 'otherness' ইত্যাদি দার্শনিক সংজ্ঞা বা পদার্থ (category) সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার করে এদের সত্যিকার মিল ও তফাত কোথায়, সে তত্ত্ব বের করতে তিনি চেষ্টা করেন নি। নিশ্চিন্তভাবে তিনি এই সংজ্ঞার অসতর্ক ব্যবহার করে চলেছেন। অথচ এদের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠেন নি কোথাও। এইখানেই হেগেলের মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং ডায়ালেকটিক নীতিও এই ভুলের জন্যেই ত্রুটিজর্জরিত হয়ে রয়েছে। জেম্‌স বলেছেন:

"Hegel's sovereign method of going to work and saving all possible contradiction lies in pertinaciously refusing to distinguish."—*On Some Hegelism*, p. 280

"Refusing to distinguish"—হেগেলের সেরা অপরাধই এইখানে; সকলের বিরুদ্ধ, বিসদৃশ ও সদৃশ সংজ্ঞাতে মিলিয়ে মিশিয়ে এক দুর্বর্ষ গণ্ডগোল পাকিয়ে হেগেল পাঠকের বুদ্ধিকে আত্মহারা করে তুলবার অস্ত্র তৈয়ার করেছেন।

এই অস্ত্রেরই নাম ডায়ালেকটিক। ডায়ালেকটিকের মূলসূত্রগুলি বোঝানো হয়েছে ; এখন হেগেলীয় ডায়ালেকটিককে কেন যে দার্শনিকগণ ভুলের স্তূপ বলে অগ্রাহ্য করেছেন এবং কোথায় এই ডায়ালেকটিকের অসংগতি রয়েছে, সেই আলোচনা করব। প্রত্যেকটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যা যা বলবার আছে, আমরা এখন সেই যুক্তি ও তথ্যগুলি বিবৃত করব। Negation বা নিরসন ইত্যাদি সম্বন্ধেই বা গলদ কোথায়, প্রতিস্থিতির (Antithesis) ধারণায়ই বা কোথায় ত্রুটি, সে-তত্ত্বও সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

১ অবরোহী ন্যায়ঃ ডায়ালেকটিক এবং বিরোধ তত্ত্ব (Formal Logic & contradiction) :

পুরানো লজিকের তিনটে নীতিকে হেগেল অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে চান। অ-বিরোধ (Identity বা non-contradiction) চিন্তা-জগতের মৌলিক নীতি, একথা তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিরোধই (contradiction) জীবনের, জগতের ও মনন ক্রিয়ার একমাত্র সত্যিকার নীতি এবং গোড়ার কথা।[৯৫]

কিন্তু এই বিরোধ (contradiction) জিনিসটা কী ? একটা বস্তু অন্য একটা বস্তুর "বিরোধ" বা "বিপরীত" একথা বললে কি বোঝা যায় ? বোঝা যায়, যে তাদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ অসামঞ্জস্য (Incompatibility) বর্তমান রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে ঘায়েল করে, সংহার করে এবং বিনষ্ট করে। যেমন সত্য ও মিথ্যা। এরা একই সময় একই আসরে উপস্থিত থাকতে পারে না, এরা পরস্পরের অরাতি। প্রাকৃত-জনোচিত উপমায় বলা চলে যে এদের মধ্যে "দা-কুমড়ো সম্পর্ক" কিংবা সংস্কৃত ধরনে "অহি-নকুল" সম্পর্ক বর্তমান। এদের মধ্যে সহযোগিতা চলে না, কারণ তার জন্য পরস্পরের প্রতি যে উন্মুখতা প্রয়োজন তা নেই ; যা আছে তা হল বিশুদ্ধ বিমুখতা। আগুনের সঙ্গে তুলার যে সম্পর্ক তাকে সহযোগিতা বলা চলে ; কিন্তু আগুনের সঙ্গে জলের যে সম্পর্ক তাকে অ-সহযোগিতা বা বিমুখতা বলতেই হবে। "opposition" বা 'বিরুদ্ধতা' বললেও আমরা এই একই তত্ত্বকে বুঝি। পক্ষের সঙ্গে বিপক্ষের এই বিরোধিতা চলে, স্বপক্ষের সঙ্গে নয়। এই যে সততই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব, এ কেবল বিপক্ষের সঙ্গেই চলে, মিত্রের সঙ্গে নয়। যদি কোনো

৯৫. "Contradiction is the moving principle of the world and it is ridiculous to say that contradiction is unthinkable."—*The Logic of Hegel,* p 205.

তথ্য "সত্য" হয়, তবে একই স্থানে ও একই কালে সেই তথ্য "মিথ্যা" হতে পারে না। অন্য অর্থে, অন্য অবস্থায় হতে পারে। "এই ঘটনা সত্য" একথা বললে, তখনি একই স্থানে, কালে ও অর্থে "এই ঘটনা মিথ্যা" একথা অকল্পনীয়। কারণ "সত্য" ও "মিথ্যা" পরস্পর সতত যুদ্ধপর প্রতিপক্ষ; এদের একই আসনে গলাগলি করে হাতে হাত ধরে বসবাস করা কিছুতেই চলবে না। বিরুদ্ধ বা বিপরীত (Contradictory" বা "opposite") বলতে আমরা এই রকমই বুঝে থাকি। বস্তুর সঙ্গে যখন contradiction বা বিরোধ সম্বন্ধ হয় তখন এই অহি-নকুল নীতি অনুসারেই তাকে বুঝতে হয়। চিন্তাজগতেও এই কথা খাটে। দু'টি চিন্তা যখন পরস্পরের "বিরোধী" (opposite) হয়, তখন একে অন্যকে খণ্ডন করে, সংহার করে; বিকশিত বা বর্ধিত করে না। একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না; একটি অপরটিকে বাতিল (cancel) করে, "reciprocally cancelling each other"—(Wallace, *The Logic of Hegel*, p. 170).

কিন্তু "otherness" বলে আরেকটি জিনিস আছে যার অর্থ ও ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। একে বলা যায় "ভেদ" বা "ভিন্নতা"। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় একে "অন্যোন্যাভাব" বা "ভেদসহিষ্ণু-অভেদ" বলাও চলতে পারে। একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু থেকে "ভিন্ন" বা "other"—একথার অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, এদের পরস্পরের মধ্যে পরম শত্রুতা নেই, সাক্ষাৎ মাত্র একটি অন্যটিকে নস্যাৎ (cancel) করে না। এদের মধ্যে এতটুকু সহযোগিতা রয়েছে যে এরা একই স্থান ও কালে একসঙ্গে আসর জমাতে পারে। এদের একত্র উপস্থিতিতে কোনো বাধা নেই। একেবারে একাত্মভাব না থাকলেও এরা একে অন্যের হাত ধরাধরি করে উঠতে, বসতে, চলতে পারে। যেমন সত্য ও সৌন্দর্য। এরা একই সময়ে একই সভায় দিব্যি বন্ধুভাবে থাকতে পারে। যদি কোনো বস্তু "সত্য" হয়, সে অধিকন্তু "সুন্দর"ও হতে পারে। কিন্তু "সত্য" একই সঙ্গে "মিথ্যার" সঙ্গে কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। সত্য ও মিথ্যা, এই দুটো বস্তু একান্ত "বিরুদ্ধ" কিন্তু "সত্য" ও "সুন্দর" এ দুটো হচ্ছে "ভিন্ন"।

জগতে পূর্বোক্ত দু'রকমের সম্পর্কই (relation) আমরা দেখতে পাই। জগতের বস্তুগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে এবং সে সম্বন্ধ কোথাও "বিরুদ্ধতার" সম্পর্ক ও কোথাও বা "ভিন্নতার" সম্বন্ধ। এই পৃথিবীতে নিকটে দূরে হাজার

লক্ষ কোটি কোটি ছোটো বড়ো, ভালো মন্দ, বস্তুরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, এরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর "ভিন্ন" (distinct) কিন্তু "নিঃসম্পর্ক" (unrelated) নয়। প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। "বটগাছ" থেকে "আমগাছ" স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন (other)। কারণ, তাদের দুয়েরই আলাদা সত্তা ও ইতিহাস আছে, যে সত্তা ও ইতিহাস তাদের পৃথক পৃথক জন্ম-মরণ-বৃদ্ধির গণ্ডী দিয়ে ঘেরা রয়েছে। তেমনি "আমগাছ" আবার "অশ্বত্থগাছ" থেকে ভিন্ন। জগতে বস্তু ও জন্তু এবং তরু, তৃণ সবই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে জন্মেছে, বাড়ছে ও লয় পাচ্ছে ; এরা সবাই পাশাপাশি বা দূরে দূরে দেশ কাল জুড়ে রয়েছে। এরা সবাই একে অন্য থেকে "ভিন্ন"। কিন্তু কোথাও কোথাও এই বিভিন্নতার ওপরে আরো একটা সম্বন্ধ বর্তমান রয়েছে দেখা যায়। সেটি প্রখর বিরুদ্ধতা এবং Incompatible বা অ-সমঞ্জস সম্পর্ক। "কল্যাণের" সঙ্গে "অকল্যাণের" যে সম্পর্ক ; তাদের একটি যেখানে থাকবে সেখানে অপর থাকবেই না, এরা দুটি "ভিন্ন" তো বটেই এরা বিরুদ্ধও। শুধুমাত্র "ভিন্ন" বললে এদের সম্বন্ধের সবটুকু সত্যকে প্রকাশ করে বলা হয় না। তেমনি "পীত" এবং "অ-পীত", "অস্তি" এবং "নাস্তি", "চর" এবং "অ-চর", "সসীম" এবং "অসীম", "হ্যাঁ' এবং "না" ইত্যাদি সবগুলো স্থলেই কেবল ভিন্নতা নয়, এমন একটা পারস্পরিক অসংগতি ও অমিল রয়েছে যাতে করে একটির সঙ্গে অপরটির সহবাস অসম্ভাব্য ও অচিন্তনীয়।

কাজেই একথা বললে ভুল হবে যে জগতে কেবল "ভিন্নতার সম্বন্ধই" (relation of distinctness) আছে কিংবা কেবলমাত্র বিরুদ্ধতার সম্বন্ধই (relation of opposition বা contradiction) দেখা যায়। কোথাও কেবলমাত্র 'ভিন্নতা' রয়েছে ; কোথাও বা "বিরুদ্ধতা"-ও মাথা উঁচু করে রয়েছে। জগতে "ভিন্ন" ও "বিরুদ্ধ" দুরকম বস্তুই আছে।

তারপর আর একটি শব্দ হেগেল ব্যবহার করেছেন— "negation"। হেগেলকে বুঝতে হলে এটা সম্বন্ধেও আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। "Negation"-এর মানে করা যেতে পারে "বিনশন" বা নস্যাৎকরণ একটি বস্তু আরেকটিকে negate করে, একথার অর্থ এই যে একটি অপরকে বিনাশ বা নস্যাৎ করছে। Negated হ'ল মানে, যে ছিল "অস্তি" সে হ'ল "নাস্তি"। একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে নির্মূল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন হলেই negation ঘটল। যেখানে একটির অস্তিত্বের পাশাপাশি অপরটিও

দিব্যি বহাল তবিয়তে জাঁকিয়ে রয়েছে, সেখানে দুই-ই ভিন্ন সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে এরা দুজনই স্বতন্ত্র সত্তা এবং পৃথক পদার্থ হিসেবে আছে। কেউ কাউকে নির্মূল করে নি। একজন যখন অপরজনকে negate করে বজায় থাকে, তখন সেখানে দুইয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটে এবং তার শূন্য স্থানে অপর এসে বাসিন্দা হয়। দুটো বস্তুর পরস্পরকে limit করে থাকা এবং negate করে থাকা একই কথা নয়। দুটো বস্তু যদি পাশাপাশি থাকে, তবে একটির সত্তা অপরের সত্তাকে limit বা অবচ্ছেদ করছে, কিন্তু negate বা নস্যাৎ করছে না। জগতের সকল বস্তুই খণ্ড ও সসীম। কাজেই এখানে প্রত্যেকটি বস্তু অন্য সবারই সীমা নির্ধারণ বা (limit) করছে। একের দ্বারা অপর সীমিত বা অবচ্ছিন্ন হচ্ছে কিন্তু নস্যাৎ হচ্ছে না। দুটি বস্তুর অস্তিত্ব যেখানে পরস্পর বিরোধী, যেখানে এক থাকলে অপরের থাকা সম্ভব নয়, সেই স্থলেই কেবল একে অন্যকে negate বা নস্যাৎ করে বিদ্যমান থাকছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যে স্থলে বিরুদ্ধতা (contradiction) রয়েছে সেই সেই স্থলেই কেবল negation বিনশন বা নস্যাৎকরণ) সম্ভব। যেখানে কেবল ভিন্নতা (otherness) রয়েছে সেখানে নস্যাৎ-করণ (negation) নেই, আছে দুটি স্বাধীন সত্তার মধ্যে পার্থক্য (distinctness)। জগতের সব বস্তুর মধ্যেই নস্যাৎ-করণ (negation) নামক বিশিষ্ট সম্বন্ধ (relation) দুটো সত্তার মধ্যে নেই; কোথাও কোথাও এই বিশেষ সম্বন্ধ ঘটছে বা আছে। কিন্তু সর্বত্র নয়।

"Negation, contradiction, opposition" বা নস্যাৎকরণ-বিরুদ্ধতা-বৈপরীত্য ইত্যাদি শব্দগুলোর মানে আলোচনা করা গেল এবং "otherness বা distinctness" (ভিন্নতা বা পার্থক্য) নামক সম্বন্ধ কী এবং তার সঙ্গে নস্যাৎ-করণ (negation) ইত্যাদির প্রভেদ কোথায় তাও বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন দেখা যাক হেগেলীয় ডায়ালেকটিকে এদের কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হেগেলের লজিক ঘাটলে পাতায় পাতায় এই শব্দ-কটি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এদের সর্বত্র একই অর্থে তিনি ব্যবহার করেন নি। বিরুদ্ধতা-বৈপরীত্য-নস্যাৎকরণ (contradiction-opposition-negation)— এ তিনটি শব্দ দ্বারা তিনি একই মানে বুঝেছেন, কিন্তু এদের কোথাও তিনি "ভিন্নতা" অর্থে ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও বা এদের মানে করেছেন "বিরুদ্ধতা"। Negation-এর মানে কোথাও করেছেন "নস্যাৎকরণ" কোথাও বা শুধুমাত্র 'অবচ্ছেদ' (limiting)। যেখানে হবে প্রকৃতপক্ষে ভিন্নতা বা পার্থক্য (otherness বা

distinctness), সেখানে হেগেল বলেছেন বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা (opposition বা contradiction) ; যেখানে হবে বৈপরীত্য (opposition) সেখানে ব্যবহার করেছেন ভিন্নতা (distinctness)। হেগেলের এই অর্থবিভ্রাটের দরুণ তার ডায়ালেকটিকের প্রয়োগও সর্বত্রই ভুল হয়েছে, যেমন তার Philosophy of History-তে সভ্যতার বিকৃত ও অসংগত ব্যাখ্যা তাঁকে করতে হয়েছে। অনেক স্থানেই তাঁকে জবরদস্তি করে সভ্যতার ইতিহাসকে তাঁর বাঁধা ছাঁচের গণ্ডীর মধ্যে আনতে হয়েছে। হেগেলের এই অর্থবিভ্রাটের কথা ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (Croce) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তাঁর ডায়ালেকটিক নীতির গোড়ার গলদ এইখানে।

আসল কথা, হেগেলীয় দর্শন সীমাতীত ও অখণ্ড তত্ত্বের দর্শন। অসম্পূর্ণ যা খণ্ডিত যা, তা পূর্ণ সত্য নয়। খণ্ডবস্তুগুলো পরস্পরের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন। কাজেই একটিকে বুঝাতে হলে তাকে ডিঙিয়ে অন্যান্য সবগুলোকেই জানতে হবে, কারণ কোনো সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে যে জ্ঞান সে জ্ঞানে মানব-মনের তৃপ্তি নেই। মানুষ যতক্ষণ না সকল 'বিশেষকে' এক ব্যাপক "সামান্যের" অন্তর্গত করে দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ তার বুদ্ধির নিবৃত্তি নেই। সাধারণ বা সামান্যকে (general) খোঁজা এবং বিশেষকে (particular) অতিক্রম করা মানুষের জ্ঞানান্বেষণের মূল কথা। বিজ্ঞানেও দেখতে পাই, বহুকে কয়েকটি মূলসূত্রে পরিণত করে না আনতে পারলে "Law" গড়ে তোলা হয় না। Law-এর ধারণার পিছনে আছে Induction (আরোহ) এবং Induction (আরোহ) মানেই বিশেষকে ছাড়িয়ে এমন ব্যাপক সামান্যের সন্ধান যা বিশ্বের অসংখ্যের খণ্ডিত ও অবচ্ছিন্ন সত্তাকে গেঁথে রেখেছে 'সূত্রে মণিগণা ইব'। তেমনি দার্শনিক জ্ঞানও বিশ্বরাজ্যের খণ্ডিত ও বিশিষ্ট সত্তাগুলোর পিছনে আছে যে ব্যাপক সামান্য ও নির্বিশেষ তাকে আবিষ্কার করতেই অভিযান করেছে যুগে যুগে। জড়বাদই হোক, আর চৈতন্যবাদই হোক, দ্বৈতবাদই হোক আর অদ্বৈতবাদই হোক, সকলেই এই বিভিন্ন ও বিচিত্র জগদ্ব্যাপারকে অল্পসংখ্যক মৌলিক তত্ত্বের সাহায্যে বোঝবার ও বোঝাবার সাধনা করেছে। এই জগৎ-তত্ত্বের পিছনে যে অখণ্ড ও ব্যাপক রয়েছে তার অনুসন্ধানের চূড়ান্ত ও বিধিবদ্ধ পরিণতিই রূপ পেয়েছে হেগেলীয় অদ্বৈতবাদে।

হেগেলীয় দর্শনের দৃষ্টি হচ্ছে পূর্ণতার দৃষ্টি। পূর্ণতার স্থিতিভূমি থেকে অপূর্ণকে দেখবার এবং অখণ্ডের স্থিতিভূমি থেকে খণ্ডকে জানবার যে দর্শন-ভঙ্গী

তাকেই বলা যায় হেগেলীয় রীতি। মানুষের বিশ্লেষণী বুদ্ধি বা খণ্ডবুদ্ধি থেকে জাত হয় নানাত্ব জ্ঞান— যা বিশ্বজগৎকে দেখে বিচ্ছিন্ন ও নানা সত্তার সমাবেশ রূপে। হেগেলীয় understanding (বিচার) তাকে দেখে আলাদা করে, টুকরো টুকরো ক'রে। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে এক সংশ্লেষণী বুদ্ধি (speculative reason), হেগেলীয় ভাষায় যার তাগিদ সততই বিচ্ছিন্ন ও 'বিশেষকে' অতিক্রম করে' সর্বব্যাপক নির্বিশেষের দিকে উন্মত্ত হয়ে রয়েছে। মানুষের এই তাগিদকে হেগেল বলেছেন উচ্চতর প্রেরণা ('higher craving')। এই প্রেরণার বশেই মানুষ খণ্ডে ও অ-পূর্ণতায় তৃপ্তি না পেয়ে কেবলি অখণ্ডজ্ঞানের দিকে তীর্থযাত্রা করে। এই সংশ্লেষণী বুদ্ধির কাছে প্রকট হয় এই তত্ত্ব যে জগতের কোনো খণ্ড সত্তাই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ ও সম্বন্ধের সূক্ষ্ম যোগে যুক্ত। বস্তুত কেউই স্বতন্ত্র ও আত্মসম্পূর্ণ নয়; সবাই অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও অপরের মুখাপেক্ষী। একক জানতে গেলে অপরকে জানতে হবেই। Hen's eggকে জানতে হলে, Not Hen's eggকে জানতে হবেই। অর্থাৎ "মুর্গীর ডিম" ছাড়া পৃথিবীর আর সবরকম ডিমকেই জানা দরকার। কেবল তাই নয়; ডিম ব্যতীত অন্যান্য যে-সব জিনিস জগতে আছে, সে সবকেই জানলে তবেই 'মুর্গীর ডিমকে' পূর্ণভাবে জানা হল। গাছকে জানতে পাতা, ফুল, ফল, বীজকে জানাও দরকার। কেবল তাই নয়, আলো, বাতাস, জল, মেঘ, সমুদ্র, ইত্যাদি করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান দরকার। মূলত বিশ্বের সব বস্তুর সঙ্গে সব বস্তু অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হয়ে আছে। সুদূর তারা ও নীহারিকামণ্ডলীর সঙ্গে বিশ্বের অণু-পরমাণু ধূলিকণাটি পর্যন্ত সম্পর্কিত। অবশ্য সম্বন্ধেরও নানা রকম পর্যায় আছে। কোথাও সম্বন্ধ অতিমাত্র সূক্ষ্ম, সহসা ধরা দেয় না। কোথাও অতি স্থূল ও সহজেই চোখে পড়ে। কোথাও সোজাসুজি ও কাছাকাছি সম্বন্ধ রয়েছে, আবার কোথাও সম্পর্ক অতি পরোক্ষ (indirect) ও সুদূর। প্রবলই হোক আর নামমাত্রই হোক, স্পষ্টই হোক বা অস্পষ্টই হোক, বিশ্বের সকল বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধের জালে জড়িয়ে আছে। এই রকম বিশ্বের সকল ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও সম্বন্ধ। সাম্প্রতিক (contemporary) বা পারম্পরিক (successive), দেশকাল-ব্যবচ্ছিন্ন সবগুলো ঘটনা বা বস্তু সম্বন্ধেই একথা খাটে। একই বস্তুর ইতিহাস সম্বন্ধেও এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। কোনো বস্তুর পরিবর্তন হতে থাকলে পরপর যে-সব স্তরের বা অবস্থার মধ্য দিয়ে তার বিবর্তন হতে থাকে সেই সবগুলো

স্তরই (stage) একটার সঙ্গে অন্যটি গভীরভাবে যুক্ত। একটি অবস্থাকে জানতে হলে পূর্বের ও পরের অবস্থাগুলোকে জানতে হবে। জড়জগতে, প্রাণি-জগতে ও মনন-জগতে— সর্বত্রই এই তত্ত্ব অব্যাহত রয়েছে, দেখা যাবে। একের সঙ্গে অপর সম্পর্কিত ও যুক্ত; এক-কে জানলে, বুদ্ধি আপনিই আপনার তাগিদে গড়িয়ে যায় 'অপরের' দিকে; সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে বুদ্ধির এই উৎক্রমণ স্বাভাবিক ও শাশ্বত। প্রত্যেক বস্তু বা সত্তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে অগণিত 'অপর' (other) এবং এরা সেই সত্তা থেকে ভিন্ন হলেও নিঃসম্পর্ক নয়। এই কথাই হেগেলও বলেছেন:

পৃথিবীর সব সত্তাই একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বা 'other' কিন্তু এই বিভিন্ন সত্তাগুলির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। দেশে কালে তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর বাঁধা। দেশকালাতীত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে, তারা সবাই একই ব্যাপকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। হেগেলের দর্শনকে আমরা এই পূর্ণতার ও সমগ্র দর্শনের তত্ত্ব বলে বুঝে থাকি এবং এই সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীই হেগেলের বিশিষ্ট দান, তাঁর অদ্ভুত ও অযৌক্তিক ডায়ালেকটিক ছাঁচ নয়। ১৯শ শতকে হেগেলীয় প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে এবং ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানই এই ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে জীবনকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করে। ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সব-কিছুকেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে প্রকৃতপক্ষে হেগেলই পাশ্চাত্ত্য জগৎকে শিখিয়ে গেছেন। আজও হেগেলীয় প্রভাব চিন্তাজগতে এই দিক দিয়ে প্রবল এবং আগামী কালেও এর প্রতিপত্তি লোপ পাবার কারণ নেই। বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে বৃহৎ পটভূমিকায় দেখবার প্রয়োজন মানুষের চিরকালই আছে ও থাকবে। হেগেলের আগেও এই ব্যাপক দৃষ্টিতে বহুমানব জীবনকে দেখেছেন; কিন্তু হেগেল এই তত্ত্বকে একটা বিবিদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত ক'রে একে একটা বিপুল পরিধিতে প্রয়োগ করেছেন। এইখানেই হেগেলের পরম বিশিষ্ট অবদান— দর্শন-ক্ষেত্রে। কিন্তু এই সর্বস্বীকার্য তত্ত্বটিকে হেগেল এমন পরিভাষায় ও এমন পরস্পর-বিরোধী ভাব ও চিন্তাসহযোগে বিন্যাস করেছেন যে তাতে তাঁর সমস্ত ন্যায়শাস্ত্রই বিকল হয়ে গেছে।

---

৯৬. "Something becomes another: This other is itself somewhat, therefore it likewise becomes another and so on ad infinitum. *The Logic of Hegel*, Art 93, p. 174.

আমরা দেখেছি যে সম্বন্ধের জগতে দুটো category আছে, একটি 'other', (অপর) অন্যটি 'opposite' (বিপরীত)। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কে, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধে, এই দুটো ভিন্নার্থক categoryই বর্তমান আছে। যেখানে বহু সত্তা ছড়িয়ে রয়েছে দেশে ও কালে, সেখানে সকলেই সকলের other বা অপর। অপরত্বের বা ভিন্নত্বের (otherness) সম্বন্ধ সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু এই সব "অপর" বা "ভিন্ন" সত্তার পরস্পরের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্যের (opposition) সম্বন্ধও বিদ্যমান। কোনো কোনো বস্তু একে অন্যের শুধু other নয়, বিপরীতও (opposite) বটে। অর্থাৎ কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ সত্তার মধ্যে প্রকৃতই বৈপরীত্যের (opposition) সম্বন্ধও রয়েছে। তারা পরস্পরের 'other' বা অপর তো বটেই, বিপরীতও (opposite) বটে। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধটি (opposition) সার্বত্রিক বা সর্বলৌকিক (universal) নয়, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থূল ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ (relation) বিদ্যমান আছে মাত্র। সকল বিপরীতই (opposite) অপর (other) বটে, কিন্তু সকল অপর (other) কখনো বিপরীত (opposite) নয়। কাজেই যদি বলি যে জগতের সব বস্তুই সব বস্তুর বিপরীত (opposite) তা হলে ভুল হবে। সব বস্তু অন্য সব বস্তু থেকে "other" বা ভিন্ন, একথা ঠিক। কিন্তু জগতের সকল সত্তার পরম শত্রুতা ও তীব্র বিরুদ্ধতা রয়েছে, একথা নিতান্ত কাল্পনিক।

জগতের বস্তু বা সত্তাগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন হলেও তারা সবাই এক অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। তাদের বৈষম্য থাকলেও বিরুদ্ধতা নেই। তারা সবাই পরম সহযোগিতায় ও মৈত্রীতে জড়াজড়ি করে দেশের ও কালের ক্ষেত্রে বসবাস করছে। কোথাও কোথাও বিরুদ্ধতা নেই, এমন কথা বলছি নে। কারো কারো মধ্যে বৈরীভাব রয়েছে বৈকি! যেখানে আছে, সেখানে তারা যুধ্যমান এবং কেউ কাউকে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র স্থানও দিতে রাজী হয় না। সেখানে একের সঙ্গে অপরের অস্তিত্বের সংঘর্ষ প্রবল। কিন্তু স্থানে স্থানে বিরুদ্ধতা থাকলেও অন্যত্র সর্বস্থানেই বিশ্বের বিভিন্ন সত্তাগুলি পরস্পরের বিভিন্নতার মধ্যেও গূঢ় সম্বন্ধে বাঁধা রয়েছে। উইলিয়ম জেম্‌স্ (William James) এই তত্ত্বটিকে তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন।[৯৭]

৯৭. "The parts seem, as Hegel has said, to be shot out of pistol at us. Each asserts itself as a simple brute fact, uncalled for by the rest···Arbitrary, foreign, Jolting, discontinuous are the adjectives by which we are tempted to describe it ···But notwithstanding, it is this very paragon of unity. Space in its parts

সমস্ত বিশ্ব হচ্ছে 'paragon of unity'; 'বহু' এখানে 'একে' বিধৃত হয়ে রয়েছে, এবং "বহু" ও পরস্পর বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে পরম মৈত্রীতে পাশাপাশি বাস করছে। বহুর সঙ্গে যেমন একের বৈরীভাব নেই, তেমনি বহুরও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বিরূপতা নেই। এইজন্যই উইলিয়ম জেম্‌স্ আমাদের এই বৈচিত্র্যময় বহু-সংকলিত বিশ্বকে বলেছেন: "মৈত্রী ও অ-বিরোধের অপূর্ব চিত্র" ('very picture of peace and non-contradiction')। হেগেল নিজেও এক ও বহুর এই গূঢ় যোগের কথা বলেছেন।[২৮]

বিশ্বের সকল বস্তু ও সত্তার ব্যাপক ঐক্যের ভিতরেই বিচিত্র রকমের বিভিন্নতার স্থান রয়েছে। কিন্তু সব বস্তুর সঙ্গে সকল বস্তুর বিরুদ্ধতা নেই। যেখানে যেখানে বিরুদ্ধতা সত্যি সত্যি আছে সেখানেও হেগেলীয় ধরনের বিরুদ্ধতা নেই। যেখানে সত্যি সত্যি 'বিরুদ্ধতা' বিদ্যমান রয়েছে সেখানে কী অর্থে এবং কোন্ সূত্রে কোন্ দিক থেকে 'বিরুদ্ধতা' রয়েছে, সে তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে আমরা এইটুকু শুধু স্বীকার করছি যে 'বিরোধিতা' নামক category বা সম্বন্ধও বিশ্বে কোথাও কোথাও আছে। কিন্তু এইসঙ্গে একথা স্বীকার করছি যে জগতের আলাদা আলাদা সত্তা বা বস্তুগুলোর পরস্পরের মধ্যে "ভিন্নতা" (otherness or distinctness) রয়েছে। অধিকন্তু এই "ভিন্নতা" নামক category সার্বত্রিক অর্থাৎ সকল খণ্ড সত্তা সম্বন্ধেই এই category সমানভাবে খাটবে।

এইখানেই হেগেলের সঙ্গে পার্থক্য শুরু হবে। কারণ, এই তত্ত্বের ব্যাপারেই হেগেল অর্থ ও যুক্তির সংকট সৃষ্টি করেছেন। এখানেই হেগেলের লজিকের চরম অযৌক্তিকতা (Illogicality) আত্মপ্রকাশ করেছে। হেগেল বলছেন, বিরুদ্ধতাই (contradiction or opposition) বিশ্বের মূল তত্ত্ব এবং সার্বত্রিক ও সর্বলৌকিক তত্ত্ব (category)। বিশ্বগতির গোড়ায় সর্বত্র ও সর্বকালে

---

contains an infinite variety and the unity and variety do not contradict each other, for they obtain in different respects. The one is the whole, the many are the parts···and part lies beside part in absolute nextness, the very picture of peace and non-contradiction."—*Some Hegelisms*, pp. 264-65.

২৮. "···the One forms the presupposition of the many and in the thought of One is implied that it explicitly makes itself Many."—*The Logic of Hegel*, p 181.

এই একটিমাত্র তত্ত্বই চির-ক্রিয়াশীল ও চির-প্রভাবময় হয়ে রাজত্ব করছে। এই বিরুদ্ধতাই হ'ল সর্বজনীন নিয়ম।[৯৯]

বিশ্বের ক্রিয়াশক্তি[১০০] তাঁর মতে বিশ্বের সকল সত্তারই মধ্যে "বিরুদ্ধতা" অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে; এমন কিছুই নেই যার অস্তিত্ব বিরুদ্ধতার দ্বারা জর্জরিত নয়।" সকল বস্তু বা চিন্তাই আত্মবিরোধী।[১০১] প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু, প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে জড়াজড়ি করে একই সঙ্গে বাসা বেঁধে রয়েছে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। সব-কিছুতেই রয়েছে বিরুদ্ধ উপাদানের সহাবস্থান ("involves a coexistence of opposed elements",—*Logic of Hegel*, p.100)। কোনও বিষয়কে (object) জানা মানেই তাকে দুটো বিরুদ্ধ শক্তির লীলাস্থল বলে জানতে পারা। বিশ্বের পরিবর্তন ও অস্তিত্বের মূল সত্তাই হ'ল এই opposition বা বিরুদ্ধতা; সব কিছুর বুকের মধ্যেই অহরহ চলছে দুটো বিপরীত সত্তার—যেন চিরসঞ্চারমান নিত্যকালের—সুরাসুরের যুদ্ধ (fug of war)। সব সত্তাই তাই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের মূর্ত ঐক্য।[১০২] কাজেই দেখা যাচ্ছে আরোহী ন্যায় (Formal logic) যেখানে বলছে সকল মূল চিন্তার ও বিশ্ব-জগতের সকল গতি ও পরিবর্তনের মূল কথাই হল অ-বিরোধ (Non-contradiction), সেখানে হেগেল বলছেন বিরোধই (contradiction) বিশ্বের সেরা ও আদি তত্ত্ব। আরোহী ন্যায় (Formal logic) যেখানে বলছে, নিজেকে নিজে খণ্ডন করলে বা বিরুদ্ধতা করলে তার ফল শূন্যতা ও নিষ্ফলতা, হেগেল সেখানে জোর করে ঘোষণা করছেন যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু বা চিন্তা অন্য প্রত্যেকটি বস্তু বা চিন্তাকে বিরুদ্ধতা করছে বা নিরসন করছে; তথা প্রত্যেকটি বস্তু বা সত্তা আবার নিজেকেই নিজে নিরসন করছে—oppose, contradict, negate করছে। আরোহী ন্যায় যেখানে বলছে, স্ববিরোধ (self-contradiction) বা অসংগতি সর্বথা বর্জনীয় কারণ, ওটা অযৌক্তিক, সেখানে হেগেলের মত হচ্ছে, স্ববিরোধই জগতের ও জীবনের প্রগতির একতম ও অদ্বিতীয় কারণ। আরোহী ন্যায়ের (Formal logic) সঙ্গে ডায়ালেকটিক লজিকের এই তত্ত্ব নিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা এবং এর থেকেই হেগেলের যত ব্যঙ্গ ও

৯৯. "Universal law pervading the whole of nature"—*The Logic of Hegel*, p. 223.

১০০. "The very moving principle of the world"—*The Logic of Hegel*, p.225,

১০১. "Everything is opposite"—*The Logic of Hegel*, p. 223,

১০২. 'Concrete unity of opposed determinations"—*The Logic of Hegel*, p. 110,

বিদ্রূপ বর্ষণ উচ্চ লজিকের উপরে। বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনা থেকে দুটো কথা হেগেলের বেরিয়ে এসেছে : ক. জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলো পরস্পরকে বিরোধিতা করছে; এবং খ, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজেকেই নিজে বিরোধিতা করছে। আমাদের মতে হেগেলের এই দুই তত্ত্বই অসত্য এবং যুক্তি ও বাস্তব— এই দুইয়েরই দ্বারা খণ্ডিত হয়।

ক জগতের প্রত্যেক সত্তাই অন্য প্রত্যেকটি সত্তাকে নস্যাৎ (contradict বা negate) করছে—হেগেলের এই মতের পিছনে যুক্তি বা বাস্তবতা, কোনোটারই সমর্থন নেই। আমরা এর অগেই আলোচনা করেছি যে জগতের সবগুলো সত্তা পরস্পরের থেকে "ভিন্ন" কিন্তু "বিরুদ্ধ" নয়। 'গাছের' পাশাপাশি 'ভূমি' আছে, অন্য 'গাছ' আছে, 'পাহাড়' আছে, 'নদী' আছে. এরা সবাই দিব্যি পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্বকে নিয়ে বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কই, কেউ তো কাউকে বিরুদ্ধতা বা নিরসন করছে না। তাদের একের প্রকৃতি, আকৃতি ও ইতিহাস অপরের আকৃতি-প্রকৃতি-ইতিহাস থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে একের ওপর অযথা এরা অপরে কেউ-ই যুদ্ধার্থী বা মারমুখো হয়ে উঠছে না। একের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করে অপরের বাঁচতে হচ্ছে না এবং সততই অপরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই যুদ্ধপর হয়ে থাকতে হচ্ছে না। মানুষের সমাজে বহু মানুষের অস্তিত্ব একই সঙ্গে দেশে ও কালে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যষ্টি এক-একটি খণ্ড সত্তা এবং প্রত্যেকে আকৃতি-প্রকৃতি-ইতিহাস আলাদা ধারা অনুসরণ করে স্বতন্ত্র খাতে বয়ে চলেছে। একের বাঁচতে হলে যে অপরের অস্তিত্বের বিলোপসাধন দরকার, এমন তো নয়। একজন 'সারা' হয়ে যাবে, তবে অপর জনের 'শুরু' হবে— এমন রীতি সমাজে কোথাও চলবে না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিরসন করছে, বিরুদ্ধতা করছে এবং বিনাশ করছে— এ কল্পজগতের কথা, বাস্তব জগতের নয়। তারপরে, সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, তাতেও এ অব্যর্থ ও অমোঘ "বিরোধিতা" দেখতে পাইনে। 'পিতা' ও 'পুত্র'— এরা কেউ কারো অস্তিত্বের হানি সাধন করছে না। 'পিতা'কে নিজে আত্মলয় (বা self-immolation) করে যদি পুত্রকে সংসারে স্থান দিতে হ'ত তবে হেগেলীয় নীতি খাটত বরং; কিন্তু একের সত্তার সঙ্গে অপরের সত্তার কোনো অন্তর্নিহিত শাশ্বত বিরোধ বর্তমান নেই। জীবজন্তু বা প্রাণী বা মানুষের দেহ একটা স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কি পরস্পরের বিরুদ্ধে নিত্যকালের বিদ্রোহী? হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, উদর, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড

ইত্যাদি বহু অঙ্গ নিয়ে তবে প্রাণি-দেহ সম্পূর্ণ। এই বহু অঙ্গ প্রত্যেকে একে অন্য থেকে "ভিন্ন" সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের মধ্যে বিরোধ নেই; এরা সবাই স্বতন্ত্র-ভাবে ও স্বতন্ত্ররীতিতে আপন আপন জীবন-ধারাকে অনুসরণ করছে। এরা "ভিন্ন" কিন্তু "বিরুদ্ধ" নয়। জগতের সর্বত্রই "বিরুদ্ধ" সত্তা রয়েছে একথা যথার্থ নয়।

হেগেল আসলে দুটো আলাদা ও ভিন্নার্থক category—অপরত্ব ও বিরুদ্ধতাকে (otherness and contradiction)-নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। বিরুদ্ধতাকে বিশ্বায়ত শাশ্বত নীতি (universal principle) বলা মানে সমস্ত বাস্তব ও যুক্তিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া। বরং অপরত্বই (otherness) হচ্ছে সত্যিকার বিশ্বায়ত নীতি (universal principle), কারণ বিশ্বের বস্তু বৈচিত্র্যে ও সত্তা-সম্ভারে ব্যষ্টিকে নিয়েই সমষ্টি আর সর্বদেশে সর্বকালে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতমেরও স্বতন্ত্র সত্তা উৎপন্ন, বিকশিত ও বিলুপ্ত হচ্ছে। এটাই হ'ল বিশ্বমানবের চিরন্তন অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সত্য। এই "ভিন্ন" (distinct) সত্তাগুলোকে বোঝাতে গিয়ে যে ফর্মুলা তিনি এদের বেলায় প্রয়োগ করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'Dialectic of Opposites'. এই সম্বন্ধে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্রোচে (B. Croce) যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তার কিছুটা এখানে উদ্‌ধৃত করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

এ সম্বন্ধে ক্রোচে যে বই লিখেছেন তার নাম *What is Living & What is Dead of Hegel*। বইখানার নামটাও অর্থযুক্ত, কারণ এতে বলা হচ্ছে হেগেলের সবটাই বর্জনীয় নয় এবং হেগেলীয় দর্শনের আংশিক সত্যতা আজকার দিনেও স্বীকার্য। একথা আমরাও আগেই আলোচনা ও উল্লেখ করেছি। হেগেলের যে সব তত্ত্ব আজকের দিনে মৃত ও একান্ত অচল, ক্রোচে সেই Dialectic of Opposities কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে হেগেলের মারাত্মক ভুলই হচ্ছে সেই, যাকে জেম্‌স্ বলেছেন "Pertinaciously refusing to distinguish"। এই ভুলের দরুন হেগেলের সমস্ত দার্শনিক ইমারতই গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত নানা স্থানে বিকল হয়ে আছে।

অপরত্ব ও বিরুদ্ধতা (otherness and contradiction) সম্বন্ধে আমরা আগে যা বলেছি ক্রোচের কথায় তারই সায় পাওয়া যায়।[১০৩]

---

১০৩. "The logical category of distinction is one thing and the category of opposition is another···two distinct concepts unite with one another although

ক্রোচে আদর্শবাদী এবং তাঁর সদ্‌বস্তু (Reality) সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মাত্রাতত্ত্ব (Theory of Degrees) নামক মতবাদে। এ মাত্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবই থাক্। এ-মতবাদের গোড়ায় যে সাধারণ তত্ত্বটি আছে সেটি সর্বজনস্বীকার্য। তত্ত্বটি হচ্চে এই যে, বিশ্বের সকল খণ্ড সত্তাই বিধৃত হয়ে আছে এক সর্বব্যাপক সম্বন্ধের (relation) জালে। সবাই অন্য সবার থেকে ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সবাই অন্য সবার সঙ্গে যুক্ত। সদ্‌বস্তুর প্রকাশগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সতত সম্পর্কিত এবং একটি অপরকে ইঙ্গিত করছে, সূচনা করছে ও প্রকট করছে। এই তত্ত্বই তাঁর "Theory of Implication."[১০৪]

এই 'distinctness'-এর মানে হচ্ছে 'ভেদাভেদ'; একদিকে যেমন এতে সূচনা করে পার্থক্য, অন্যদিকে তেমনি বোঝায় ঐক্য। এই ঐক্য-পার্থক্য সংবলিত বিশেষ সম্বন্ধটিকেই ক্রোচে নাম দিয়েছেন 'distinctness'. বা 'ভিন্নতা'। এই 'ভিন্ন' সত্তাগুলোকে পৃথক করে বুঝতে গেলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সম্বন্ধটাকে প্রভেদ ও ঐক্যের সম্বন্ধ মনে করলেই এই জট ছাড়ানো যাবে।[১০৫] বহু দৃষ্টান্ত নিয়ে ক্রোচে আলোচনা করেছেন— যেমন Art ও Philosophy, Poetry ও Prose, Language ও Logic, Intuition ও Thought, Fancy ও Intellect, Rights ও Morality.

এগুলো সবই ভিন্নত্বের (Distinctness) দৃষ্টান্ত। এগুলো মানুষের মনন জগতের এক-একটা বিশেষ দিক এবং এক-একটি বিশেষ মননাকে এরা প্রকাশ করছে বা রূপ দিচ্ছে।

মানুষের বুদ্ধি (intellect) ও "কল্পনা" (fancy)— এরা প্রত্যেকেই মননক্রিয়ার (spiritual activity) এক-একটি প্রকাশ। এরা কেউই কিন্তু

---

they are distinct; but two opposite concepts seem to exclude one another. When one enters, the other totally disappears. A distinct concept is presupposed by and lives in its other which follows it in the sequence of ideas. An opposite concept is slain by its opposite."—(Ch I)

১০৪. "If distinct concepts cannot be posited in separation but must beautified in their distinction the, logical theory of these distincts will···be that of 'Implication"—(Ch IV)

১০৫. "But the knot is unravelled, when we think of the relation as one of distinction and union together,',

মননক্রিয়া থেকে বাইরের কোনো আলাদা সত্তা নয়। এরা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়; বরং একটি অপরের মধ্যে জড়িত ও মিশ্রিত হয়ে আছে।[১০৬] কল্পনাকে (fancy) বাদ দিয়ে এজন্য বুদ্ধি (intellect) চলিতে পারে না।

তেমনি Art (শিল্প) ও Philosophy (দার্শনিক মনন) এরাও পরস্পর থেকে "ভিন্ন" হলেও "বিচ্ছিন্ন" নয়। অথচ এদের মধ্যে "বিরুদ্ধতাও" নেই। কারণ শিল্পচিন্তা কারুর মধ্যে থাকলে যে দর্শন (Philosophy) থাকতে পারবে না, এমন হতে পারে না। শিল্পীর মধ্যে দার্শনিকতা থাকাও যেমন সম্ভব, দার্শনিক চিন্তায়ও তেমনি শিল্প মিশে থাকতে পারে, এমন-কি হয়তো সর্বদাই থাকে।

তেমনি Prose (গদ্য) ও Poetry (কাব্য); এদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও এদের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই যাতে করে গদ্য সততই পদ্যকে দূরে রাখে বা গদ্য থাকলে পদ্য সেখানে বাসই করতে পারে না।

এমনি করে উপরের সবগুলো ক্ষেত্রেই দুটো বিশেষ সত্তার মধ্যে কোনোরকম বিরুদ্ধতা বা opposition নেই। অথচ এরা পরস্পর থেকে ভিন্ন (distinct)। যদি এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকত তবে একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে বিনাশ করত এবং একটি থাকতে অপরের সান্নিধ্য অসম্ভব হ'ত। শিল্প, নৈতিকতা (morality), ইত্যাদি সবগুলো সত্তাই পরস্পর ভিন্ন (Distinct), কিন্তু এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই। যেমন আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তে দেখিয়েছি যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে "বিরোধ" নেই, কিন্তু তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন (distinct)। ক্রোচে বলছেন :

"The organism is the struggle of *life* against death, but the members of the organism are not therefore at strife with one another, hand against foot or eye against hand." (Ch IV ; Croce)

এখানে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে, তা' বিরুদ্ধতার নয়, এখানে রয়েছে সেই সম্বন্ধটি ক্রোচে যাকে বলেছেন ঐক্য ও প্রভেদ ('union and distinction together')। 'বিভিন্নতার' (distinctness) মূল তত্ত্ব হ'ল বিবিধের মাঝে মিলন ('unity in variety')। একথা হেগেলও আলোচনা করেছেন তাঁর

১০৬. "One passes into the other" (Croce).

'Logic'-এ ; তিনি বলেছেন তাদাত্ম্য ও ভেদ (identity and difference) এদের একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ, এককে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই।[১০৭]

হেগেল 'diversity' (বৈচিত্র্য) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: বৈচিত্র্যে বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের সম্বন্ধ দ্বারা আদৌ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না। এই বাহ্য প্রভেদ একদিকে সাদৃশ্য অন্যদিকে অসাদৃশ্য।[১০৮]

বিশ্বের সকল সত্তারই দুটো দিক আছে— এক, অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য ; দুই, অপরের সঙ্গে অসাদৃশ্য। কতকগুলি ব্যাপারে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, আবার তেমনি কতকগুলি ব্যাপারে অসাদৃশ্যও রয়েছে। জগতের কোনো বস্তুই অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে একেবারে পুরোপুরিভাবে 'সদৃশ' হতে পারে না। আবার কোনো বস্তুই পূর্ণভাবে 'অসদৃশ'ও হতে পারে না। কোনো বস্তুর যদি জগতের অন্য কোন বস্তুরই সঙ্গে কোনো রকমেরই সাদৃশ্য না থাকে, তবে আমরা সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে বলে থাকি 'unique'। কিন্তু যুক্তির খাতিরে এমন কোনো সত্তাকে কল্পনা করে নিতে পারলেও, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তুর সাক্ষাৎ পাইনে যা একেবারে পুরোপুরি 'unique' (অদ্বিতীয়)। একটা বস্তুর মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য (features or traits) আছে, যেগুলোকে ঐ বস্তুর স্বরূপ বলা হয়। যদি ঐ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে কোনো একটা মাত্র বৈশিষ্ট্যও আমরা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে পুনরাবৃত্ত(repeated বা reproduced) দেখতে পাই, তবে ঐ বস্তুকে আর পুরোপুরি অদ্বিতীয় (unique) বলা চলে না, ঐ বস্তু তা হলে Sorokin-এর ভাষায় হয়ে দাঁড়াল আবৃত্ত ('Recurrent')। কার্যতঃ আমরা যদি বিশ্বের বস্তু বা ঘটনাগুলো নিয়ে তুলনা বা বিচার করি, তবে কী দেখি ? দেখতে পাই জগতে একেবারে unique অদ্বিতীয় কিছুই নেই, সব বস্তুরই কতকগুলো বিষয়ে যেমন অদ্বিতীয়ত্ব (uniqueness) রয়েছে, তেমনি আবার অন্য কতকগুলো বিষয়ে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে নানারকমের সাদৃশ্য ও স্বাজাত্য রয়েছে। সমস্ত বিশ্বকে যদি একটিমাত্র মোটা কথায়

১০৭. "...We must especially guard against taking it as abstract Identity, to the exclusion of all Difference"—*The Logic of Hegel*, p 214.

১০৮. "Difference is first of all immediate difference i. e., *Diversity or Variety*. In Diversity the different things are each individually what they are and unaffected by the relation in which they stand to each other. This relation is therefore external to them··· This external difference, as an identity of the objects related, is *Likeness* as a non-identity of them, is *Unlikeness*,"—*The Logic of Hegel*, p. 216.

বোঝাতে হয় তবে বলতে হয়, 'নানাত্বের মধ্যেই রয়েছে একত্ব' (Unity in Variety) ।[১০৯]

জগতের সব বস্তুই তাহলে সাদৃশ্য-অসাদৃশ্যে পরম বিচিত্র, ঐক্য-অনৈক্যের বিভিন্ন রঙে এরা সবাই রাঙিয়ে রয়েছে এবং এই কারণেই বিশ্বের সকল বস্তু সম্বন্ধেই বলা যায় যে এরা "ভিন্ন" ("other or distinct") ।

এখন কথা হ'ল এই যে, যদি বিশ্বের কোনো বস্তুই অন্য কোনো বস্তু থেকে একেবারে "অসদৃশ" (dissimilar) না হয়, তবে "বিরুদ্ধতা" বলে কোনো বস্তু কি জগতে নেই ? তাহলে বিরুদ্ধতা কাকে বলতে হবে, যদি সর্বত্রই ভিন্নতাই (distinction) রাজত্ব করতে থাকে ? সত্যি সত্যি opposition বা বিরুদ্ধতা বলে কি কোনো সম্বন্ধ নেই ?

একথার উত্তরে আগেই বলে রাখছি যে বিরুদ্ধতা (opposition) বলে একটা বিশেষ সম্বন্ধ জগতে আছে এবং বিপরীত (opposite) বিরুদ্ধ সত্তাও অবাস্তব জিনিষ নয়। তবে এখানে বিরুদ্ধতা বলতে কী বোঝায়, তার সত্যিকার মানে কী সেটা খুব ভালো করে ধারণা করে নিতে হবে।

আমরা জগতে দেখতে পাচ্ছি হাজার, লক্ষ খণ্ডিত বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে দিগ্-দিগন্তে। নানা রকম তাদের রূপ, নানা রকম তাদের গুণ। আমরা তাদের যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি, বুঝি, অনুভব করি, তখন তাদের নানা রকমই দেখি, বুঝি, ও অনুভব করি। এদের প্রত্যেকটি বস্তুর আলাদা আলাদা নাম আমরা দিয়েছি, কারণ এরা আলাদা আলাদা রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপের সমষ্টিই হচ্ছে আমাদের অনুভূতির জগৎ। এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা কখনো একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত জ্ঞান হতে পারছে না, কারণ এই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা সীমাবদ্ধ ও অবচ্ছিন্ন (limited)। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান কখনো ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর বাইরে পা দিতে পারছে না। এইজন্যে আমাদের যে জ্ঞানই হোক-না-কেন, তার ভিতরে সর্বদাই ভুলশেষ (margin of error) একটা থেকেই যাচ্ছে ; যত সাচ্চা জ্ঞান হোক

---

১০৯. "If any phenomenon have their unique aspects, they also have their recurrent traits, characteristics which are common to other phenomena."—(Sorokin ; *Social and Cultural Dynamics*. vol. I p. 173,)

না কেন, তার মধ্যে ভুলের খাদ মিশে থাকছেই থাকছে। কাজেই আমরা যখনই কোনো বস্তুর সঙ্গে অন্য কোনো বস্তুকে তুলনা করি, তখন নিখুঁতভাবে তুলনা করা, অসাদৃশ্য সাদৃশ্যের পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। ধরা যাক, আমরা দুটো বস্তুর পরস্পরের সাদৃশ্য বের করে নির্ধারণ করেছি যে ওরা পরস্পর পুরোপুরিভাবে "সদৃশ", কোনো দিক দিয়েই ওদের মধ্যে কোনো রকম অসাদৃশ্য নেই। কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে এ কথা জোর করে বলার জো নেই। কারণ, আমাদের যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সম্ভব হবে, তখন হয়তো দেখা যাবে যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যে পার্থক্য আগে ধরা পড়েনি। কাজেই সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য সম্পূর্ণ কি না, সে কথা জোর করে বলা চলে না। আমাদের এই অনুভূতির জগৎ বা empirical reality সম্বন্ধে এজন্যে আমাদের কারবার শুধু "বেশি বা কম" (greater or lesser) সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য নিয়ে।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা যে জগতে এখন আছি সে হচ্ছে লজিকের জগৎ। আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাইনে সে তত্ত্ব লজিকের জগতে পাওয়া যায়। বাইরের ইন্দ্রিয় আমাদের যা এনে দিতে পারে না, আমাদের ন্যায়ানুসারী চিন্তা (logical thinking) তা স্বচ্ছন্দে আহরণ করে এনে দিতে পারে ; বাইরের জগতে আমাদের ইন্দ্রিয় কোনো নিখুঁত (perfect) বস্তু বা নিখুঁত category অনুভূতিতে পেতে না-ও পারে। কিন্তু যুক্তির রাজ্যে, ন্যায়শাস্ত্রের জগতে যে-সব category নিয়ে আমাদের কারবার, সেগুলো সবই নিখুঁত ও সুস্পষ্ট চিন্তায় আমরা নিখুঁত আকার গড়তে পারি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সাক্ষাৎ বহির্জগতে না পেলেও লজিক, চুলচেরা বিশ্লেষণ ও শান দেওয়া ধারালো বিচারের সাহায্যে যে-সব category সৃজন করে, গঠন করে, সে-গুলো আদর্শ রচনা (ideal construction)। এক অর্থে পূর্ণ সাদৃশ্য বা পূর্ণ অসাদৃশ্য জগতে আমরা খুঁজে বের করতে পারি বা না পারি, কিন্তু পূর্ণ সাদৃশ্য (complete similarity) ও পূর্ণ অসাদৃশ্যের (complete dissimilarity) সত্যিকার রূপ কী হবে ও আসল ছক কী হওয়া উচিত যুক্তির দিক থেকে, সে তত্ত্বটি লজিক নির্ধারণ ও নির্দেশ করে দিতে পারে। এই কারণে বস্তু জগতে নিখুঁত ও ষোলো আনার 'সাদৃশ্য' কি 'অসাদৃশ্য' না পাওয়া গেলেও যুক্তিসংগত নিখুঁত ও 'পূর্ণ সাদৃশ্য' বা অসাদৃশ্য বস্তুটি কী, সে সমাধান মানুষের ন্যায়ানুসারী বুদ্ধি (logical thinking) করতে পারে।

এইজন্তেই Sorokin বলছেন : পূর্ণ সাদৃশ্য বা পূর্ণ অসাদৃশ্য বাস্তবে নেই, ওরা আদর্শ সীমা।[১১০]

এই পূর্ণ অসাদৃশ্যের (complete dissimilarity) মানে হচ্ছে সব দিকের ও সকল feature-এ অসাদৃশ্য। এই রকম তীক্ষ্ণ ও সর্বস্থায়ী পার্থক্যকেই বলা যেতে পারে বিরুদ্ধতা (opposition)। দুটো বস্তুর কোনো প্রকৃতির সঙ্গেই যখন কোনো প্রকৃতির মিল নেই, যখন সব দিক থেকে দেখলেই তাদের বিপরীত ও বিবিধ বলে দেখা যায়, তখনই বলা যাবে যে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধ (opposite)। এখানে একটা কথা বলে রাখছি যে এই সব দিক দিয়ে যে অসাদৃশ্য তার মানের একটু বিশেষত্ব আছে। আগেই বলা হয়েছে যে এই জগতের সকল বস্তু বা ঘটনার পটভূমিকায় (background) রয়েছে দেশ ও কাল. দেশের ও কালের ক্ষেত্রেই বিশ্বের যত পরিবর্তন, যত ঘটনা ঘটছে এবং যত বস্তু বেঁচে রয়েছে। কাজেই দেশে ও কালে সব বস্তুই সত্তাবান এবং সেই 'সত্তা' (Being) সকল বস্তুরই আদি বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি। "অস্তিত্ব"— এই কথাটি বললে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য (feature) বোঝা যায়, তা সব বস্তুরই মধ্যে রয়েছে। "অস্তিত্ব"-গুণ সকল বস্তুরই সাধারণ গুণ, একটা সার্বভৌমিক ও সর্বকালিক গুণ। কাজেই যত বিভিন্ন, যত অসদৃশ বস্তুই হোক-না-কেন, এই এক গুণ সবার মধ্যেই আছে। সুতরাং এই একটি গুণে অন্তত বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনা সদৃশ। "আছে"— একথা সকল বস্তু সম্বন্ধেই বলা চলে। অবশ্য এই "আছে" ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালেরই অস্তিত্ব হতে পারে। এই অস্তিত্ব বা (Being) বিশ্বের সকল বস্তুর সাধারণ ও অচ্ছেদ্য গুণ। ম্যাক ট্যাগার্ট (Mc. Taggart) বলেছেন যে এই অস্তিত্ব (Being) হচ্ছে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের একমাত্র স্বীকার্য (postulate or assumption), কারণ আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই 'সত্তা' ('Being') বিদ্যমান রয়েছে।[১১১]

১১০. We rarely deal in empirical reality with complete identity or complete dissimilarity. These Poles are rather *ideal limits*··· Between these limits there is considerable room for varying degrees of similarity and dissimilarity. —(Sorokin, *Ibid*, Vol. 1, p. 166)

১১১. "The only logical postulate which the dialectic requires is the admission that experience really exists··· we must be assured of the existence of some experience— in other words, that something is, (Art 17)—Mc. Taggart.

কাজেই হাজার অসাদৃশ্য থাকলেও সব বস্তুর পরস্পরের মধ্যে একটা সাদৃশ্য চিরকালই রয়েছে যে এদের সবারই 'অস্তিত্ব' নামক গুণটি আছে। অন্য সব বিষয়ে বৈষম্য থাকলেও এই এক বিষয়ে সবাই এক রাজ্যের ভাগীদার ও একই গুণের শরিক। উইলিয়ম জেম্‌স্‌-ও তাই বলেছেন যে বস্তুগুলো পরস্পরের কাছে যতই "arbitrary, foreign, jolting, discontinuous" হোক-না-কেন, সব অবচ্ছিন্নতার (discontinuity) পেছনে এক শাশ্বত ও সর্বলৌকিক নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) রয়েছে, সে হচ্ছে দেশ ও কালের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য পটভূমিকা।[১১২]

এইখানেই জেম্‌স্‌ বলছেন যে বিশ্বের "অসদৃশ" যে সব বস্তু রয়েছে যাদের মধ্যে আর কোনোই মিল নেই, তাদের দেশকালই হচ্ছে একমাত্র মিলনভূমি—"The only ground of union they possess"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই "দেশকালে-অস্তিত্ব" বিষয়ে সকল বস্তুরই সাদৃশ্য রয়েছে। এই অর্থে পূর্ণ অসাদৃশ্য (complete dissimilarity) জগতে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে প্রাথমিক নিয়মই হ'ল এই যে, যা সকল বস্তুতে সাধারণভাবে আছে তাকে বাদ দিয়ে তবে তুলনা করতে হয়। সমস্ত বিশ্বজগতের যা সাধারণ গুণ (common factor) তাকে বাদ দিয়েই আমাদের সকল বস্তুকে বিচার ও তুলনা করতে হবে। এই কারণে যখন আমরা সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য (similarity or dissimilarity) বলি তখন এ সর্বাধিগত, সনাতন ও নিত্যগুণটিকে বাদ দিয়ে তবে সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যকে (similarity or dissimilarity) বুঝতে হবে; সুতরাং পূর্ণ অসাদৃশ্য (complete dissimilarity) বললে বুঝতে হবে এই সর্বলৌকিক সাদৃশ্যকে বাদ দিয়ে অপরাপর আর সকল বিষয়ে অসাদৃশ্য। এই রকমের গভীর ও ব্যাপক অসাদৃশ্যকেই আমরা বিরুদ্ধতা (opposition) বলে আখ্যাত করছি। যাদের

We are justified in assuming this postulate because it is involved in every action of every thought···" (*Studies in Hegelian Dialectic*, Mc. Taggart Art 18.).

১১২. "···We find continuity ruptured on every side.··· The atoms themselves are so many independent facts, the existence of any one of which in no wise seems to involve the existence of the rest. We have not banished discontinuity, we have only made it finer-grained···. The continuities of which they partake in Plato's phrase, the ego, space and time are, for most of them, the only grounds of union they possess." [*Will to Believe*, W.James,p. 286].

পরস্পরের মধ্যে এই সব দিকের উদগ্র অসাদৃশ্য রয়েছে তাদের বলা যায় বিরুদ্ধ বস্তু (opposite)।

"Opposite" সংজ্ঞাকে আগেই বোঝানো হয়েছে। যে-দুটো বস্তুর এককালীন অস্তিত্ব একই জায়গায় সম্ভব নয়, যাদের মধ্যে এক থাকলে অপরের থাকা অসম্ভব, তাদেরকে 'opposite' বা 'বিরুদ্ধ' বস্তু বলা হয়ে থাকে। যেমন 'সত্য' ও 'অসত্য'। কোনো বস্তু সত্য হলে, সেই অর্থেই 'অসত্য' হতে পারে না। এ-দুয়ের মধ্যে চিরন্তন বৈরিভাব জাগ্রত হয়ে রয়েছে। এরা একে অন্যকে নস্যাৎ (negate) করে, বাতিল করে (nullify) এবং contradict বা বিরুদ্ধতা করে। এমনি ধরনের opposition বা বিরুদ্ধতা বিশ্বের কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে আছে এবং একথা সবাই স্বীকার করে। এই কারণে ক্রোচেও (Croce) বলেছেন :

"Our thought, however, in investigating reality, finds itself face to face, not only with 'distinct' but also with 'opposed' concept."—(Ch I *Ibid*)

বাস্তব জগতে দুরকমই সম্বন্ধ এবং দুরকম শ্রেণীর বস্তুই পাওয়া যায়। কেবল "distinction"-এর সাহায্যে সব-কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করলে ভুল হবে। কারণ জগতে 'opposites'ও রয়েছে। যেমন সত্য ও অসত্য (true and false), ভালো ও মন্দ (good and evil), সুন্দর ও কুৎসিত (beautiful and ugly), হাঁ ও না (positive and negative), আনন্দ ও বেদনা (joy and sorrow), জীবন ও মৃত্যু (life and death) সৎ এবং অসৎ (Being and not-Being) ইত্যাদি। এই যুগ্মভাবগুলোর এক পক্ষ অপর পক্ষের একেবারে "বিরুদ্ধ", যাতে করে প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধভাব দ্বারা নিহত হচ্ছে (slain by its opposite), হেগেলীয় পরিভাষায় বলা যায়, একটী দ্বারা অপরটি negated বা বিনষ্ট হয়। সত্যের সঙ্গে অসত্যের যে সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে ভালোর (goodness) সেই সম্বন্ধ নয়। সত্য ও অসত্য বললে, তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় যে এ-দুটি একত্র থাকতে পারে না কদাচ ও কুত্রাপি। যে স্থানে সত্য থাকবে সেখানে অসত্যের স্থান নেই। যেখানে অসত্য থাকবে সেখানে সত্যের থাকা অসম্ভব। এদের মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক চির-বিদ্যমান। কিন্তু সত্য ও ভালো (goodness) বললে অন্য রকমের সম্পর্ক বোঝা যায়। সত্য যেখানে আছে সেখানে ভালোরও (goodness) একত্র থাকবার কোনোই বাধা নেই। দুই-ই দিব্যি সহযোগী

হিসেবে থাকতে পারে। একই মানুষ বা বস্তু একই কালে True & Good হতে পারে ; একথা কল্পনা করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু একই বস্তু একই কালে সত্য ও অসত্য দুই-ই হতে পারে, এ কেবল আজগুবি উপকথার রাজ্যে সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি বা বাস্তবের রাজ্যে এ একেবারে অসম্ভব।

কাজেই দেখা গেল যে অপরত্ব (otherness) ও বৈপরীত্য (opposition) দুটা আলাদা ও ভিন্নার্থক সংজ্ঞা বা category। এদের অর্থের পার্থক্য আশমান-জমীন এবং এরা একটি অপরটির পরিবর্তে কখনও ব্যবহৃত হতে পারে না। Croce তাই বলছেন :

"These are profound differences which do not permit that both modes of connection should be treated in the same manner.

The 'true' is not in the same relation to the 'false' as it is to the 'good', nor is the 'beautiful' to the 'ugly' in the same relation as it is to the 'philosophic truth'. But truth without goodness and goodness without truth are not two falsities."

জগৎকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে হলে এই দুরকম সম্পর্কের পার্থক্যকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। এদের অর্থের তফাৎ যদি চোখের সামনে না থাকে তবে বিশ্ব-গতির অর্থ-নির্ণয় নির্ঘাৎ ভুল হবেই হবে। কারণ এই otherness ও opposition-এর মানের পার্থক্য দার্শনিক বিচারের গোড়ায় কথা। ক্রোচের (Croce) মতে "This is an essential point" অথচ এই "essential point"-এই হেগেল ভুল করে বসেছেন। তাঁর লজিকের সর্বপ্রধান কথা বিরোধ বা বৈপরীত্য (contradiction বা opposition) এবং তাঁর Logic-কে Logic of contradiction বা বিরোধাত্মক ন্যায় বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। অথচ এই বিরোধতত্ত্বের মানে তিনি যা করেছেন, তাতে যুক্তি ও বাস্তবতা নেই, আছে কেবল কষ্টকল্পিত অর্থের বিকৃতির সাহায্যে ফরমূলাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। তিনি Formal Logic বা অবরোহী ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলতে গিয়ে বিরোধ ও বৈপরীত্যকেই (contradiction and opposition) বলে বসলেন বিশ্বজগতের সার্বভৌমিক ও চিরন্তন নীতি এবং নির্দেশ করলেন যে বিশ্বের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে oppose করছে, বিরুদ্ধতা করছে। বিশ্বের

সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ কেবল একটিমাত্র এবং সেটি হচ্ছে বৈপরীত্য (opposition)। উইলিয়ম জেম্‌স্‌ (William James) এজন্তেই বিদ্রূপ ক'রে তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে বললেন :

"He [Hegel] will not call contradiction the glue in one place and identity in another; that is too half-hearted. Contradiction must be a g'ue universal and must derive its credit from being shown to be latently involved in cases that we hitherto supposed to embody pure countinuity."—(*On Some Hegelisms*, p. 275-76)

সূত্র যেমন করে মালার সকল ফুলকে একত্রে গেঁথে রাখে হেগেলের মতে এই বিরোধ (contradiction) তেমনি বিশ্বের সকল বস্তু এবং ঘটনাকে ধারণ করে আছে। যা-কিছু আছে, যা-কিছু ছিল, এবং যা-কিছু থাকবে— সবই বিধৃত হয়ে রয়েছে এই contradiction-এর মধ্যে। যেখানে সব খণ্ড বস্তুগুলোই পরস্পর contradiction বা অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতায় বর্তে আছে, সেখানেও বিরোধের (contradiction) হাত এড়াবার উপায় নেই। যদি প্রত্যক্ষভাবে না থাকে তবে অন্ততঃ পরোক্ষ ও অদৃশ্যভাবে থাকবেই। আমরা যেখানে বিরোধের (contradiction) নামগন্ধও খুঁজে পাইনে, সেখানে হেগেল উদগ্র বিরোধকে (contradiction) খুঁজে পেয়েছেন।[১১৩]

যেখানে মৈত্রী, সেখানে হেগেল দেখতে পেয়েছেন বৈরিতা; যেখানে আছে সহযোগিতা, সেখানে তিনি কল্পনা করেছেন প্রতিযোগিতা; বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে তিনি চোখ বুজে উড়িয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ দেখেও দেখতে চাননি; ফলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে একটিমাত্র ছাঁচে বাঁধতে গিয়ে তিনি বিরোধকে (contradiction) পূজাবেদীতে বসিয়ে অন্ধ ভক্তির কাছে যুক্তিকে বলি দিয়েছেন, এবং নিজেও নিতান্ত হাস্যকর ভাবে বিরোধের (contradiction) জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। জেম্‌স্‌ নির্দোষ রসিকতা করে বলেছেন,

১১৩. "Thus the relations of an ego with its objects, of one time with another time, of one place with another place, of a cause with its effect, of a thing with its properties and especially of parts with whole, must be shown to involve contradiction. Contradiction, shown to lurk in the very heart of coherence and continuity, cannot after that be held to defeat them, and must be taken as the universal solvent, or rather, there is no longer any need of a solvent..." (*On Some Hegelisms*, p. 275-76).

"Hegel will show that their [of things] very difference is their identity and that in the act of detachment, the detachment is undone and they fall into each other's arms.

·· it seems rather odd that a philosopher who pretends that the world is absolutely rational···should fall back on a principle (identity of contradiction) which utterly defies understanding." (p 275-76)

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে হেগেলের প্রথম মূলতত্ত্ব যুক্তি ও বাস্তবের বিরোধী। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে contradict বা বিরোধিতা করছে একথা মিথ্যা। হেগেলের এই ভুলের কারণ তার ফর্মুলা প্রীতি। অর্থাৎ জগতের সব কিছুতেই এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি এবং এজন্য "otherness" বা অপরত্ব নামক আরেকটি সম্বন্ধকে হিসাবে আনেননি। এখন তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। এই দ্বিতীয় তত্ত্ব আলাদা কিছু তত্ত্ব নয়, প্রথম তত্ত্বেরই ভাবান্তর ও রূপান্তর মাত্র।

খ. জগতের প্রত্যেকটি বস্তু আত্মবিরোধী (self-contradictory) :

বিরোধ (contradiction) জগতের বস্তু ও সত্তার বুকে লুকিয়ে আছে। যে-কোনো বস্তুর প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, সেই বস্তু নিজেই নিজেকে খণ্ডন বা বিরোধিতা করছে। আমরা আগেই এ তত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা করেছি। দেখেছি যে কান্টের Antinomy তত্ত্বকে বিকশিত ও প্রসারিত করে নিয়ে হেগেল একে বিশ্বের সকল বস্তু বা সত্তার উপরে প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটি বস্তুই হচ্ছে :

"a co-existence of opposite elements" এবং 'a concrete unity of opposed determinations'—(*Logic of Hegel*, p 100)।

এই কথাটিকে হেগেল কতকগুলো concrete বা মূর্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। এই তত্ত্বকে বলা হয়ে থাকে "Interpenetration of opposites"। এই দৃষ্টিতে, কোনো বস্তু সেই বস্তুও বটে এবং সেই বস্তু নাও বটে। এবং এই তত্ত্ব Law of Identity ও non-contradiction-এর খাড়া অস্বীকৃতি এবং তার বিরুদ্ধে উচ্ছ্রিত যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ, উইলিয়ম জেমসের ভাষায় :

"The principle of the contradictoriness of identity of contradictories is the essence of the Hegelian system"—(*Logic of Hegel*, p 277)

এ-সম্বন্ধে একমাত্র উত্তর এই যে এ তত্ত্ব মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও দার্শনিক বুদ্ধি এই দু'য়েরই বিরোধী ; যুক্তি ও লজিককে এ-তত্ত্ব সমূলে উৎপাটন করেছে এবং মানুষ উন্নত কল্পনার সাহায্যেও একে ধারণায় আনতে পারে না কারণ জেম্‌স্‌-এর ভাষায় বুদ্ধি ও যুক্তি সবই এর কাছে হার মানে, "defies understanding." এইজন্যই ক্রোচের [illegible] হেগেলীয়ান পণ্ডিতও বলতে বাধ্য হয়েছেন :

"He who takes up the 'Logic' of Hegel with the intention of understanding its development and above all the reason of the commencement, will be obliged ere long to put down the book in despair of understanding it or persuaded that he finds himself face to face with a mass of meaningless abstractions." —(Croce, *What is living and what is dead of the Philosophy of Hegel* p. 118)

তাঁর এই আত্মবিরোধ (Self-contradiction) তত্ত্ব বাস্তব জগতে কোথাও নেই, তাকে সৃজন করেছেন হেগেল নিজের কষ্টকল্পনার গর্ত থেকে। রাম এবং 'not-রাম', এ দুটো বিরোধী (Contradictory বা Opposite) মনন বা সংজ্ঞা। এই দুটো সংজ্ঞাকে একই স্থানে ও একই কালে একই ব্যক্তির সম্বন্ধে আরোপ করা যায় না। কারণ জেম্‌স্‌-এর ভাষায় এরা "in conflict" বা "mutually exclusive" এবং ক্রোচের ভাষায় একটি অপরটির দ্বারা নিহত ('Slain') হবে যদি এরা কাছাকাছি আসে। অবশ্য এরা যদি দূরে দূরে থাকে এবং কারুর সঙ্গে একই আসন দখল করে থাকতে না চায়, তবে এদের সম্প্রতি কোনো লড়াই হবে না। অর্থাৎ যখন 'রাম' বলা হচ্ছে, ঠিক তখনি 'not-রাম' বলা না হয়, তবে কোনো দ্বন্দ্ব (Strife) এদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ (immediately) হচ্ছে না। কিন্তু একই কালে ও একই স্থানে দুজনই আসতে চাইলে তা চলবে না। যখন 'রাম' আসবেন, তক্ষুণি 'not-রাম' আসতে পারবেন না। এক একজনই স্থান পাবেন, অন্য নিগৃহীত হবেন। দেশ ও কাল বিরাট বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে, জায়গার অভাব নেই, কাজেই এই অফুরন্ত বিস্তৃতির মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনেই দূরে দূরে থাকলে শান্তিতে থাকতে পারেন। এই কথাই জেম্‌স্‌ বলছেন :

"They conflict only when, as mutually exclusive possibilities, they strive to possess themselves of the same parts of space, time and ego"—(James, *Ibid*, last page of the chapter).

আসল কথা একই অর্থে, এই দুটি সংজ্ঞাকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা চলবে না। যে অর্থে "রাম" বলা হবে, "রাম" শব্দের ঠিক সেই অর্থেই 'not-রাম' তক্ষুনি বলা চলবে না। অবশ্য একবার 'রাম' এক অর্থে ব্যবহার ক'রে আবার অন্য অর্থে 'not-রাম' তখনি বলা চলতে পারে।

তেমনি ভালো (good) ও মন্দ (evil) সম্বন্ধেও। এরা বিরুদ্ধ (opposite) সংজ্ঞা। কাজেই যদি কোনো লোককে 'good' বলি তবে ঠিক সেই স্থানে ও কালে তাকে 'evil' বলা অসম্ভব; অর্থাৎ একই অর্থে বলা চলবে না। বিভিন্ন অর্থে বললে দোষ হবে না। যে অর্থে ও যে ব্যাপারে 'good' বলা হয়েছে অন্য ব্যাপারে ও অন্য বিষয়-বোধক অর্থে ঐ লোককে "evil" বলতে পারা যায়। দুটো সংজ্ঞাকে দুটা আলাদা আলাদা স্থিতিভূমি থেকে বোঝা, বলা ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে একই স্থানে, কালে ও অর্থে না বলায় এদের বাস্তব বিরোধ বাধলো না। কাজেই কোনো বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা একই কালে ও স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হেগেলের এ মতের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা নেই। কী করে যে এমন অসংগত প্রয়োগ সংগত হতে পারে, তা হেগেল প্রমাণ করে দেখান নি। দুটো বিরোধী (contradictory) সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যেতে পারে দুটা বিভিন্ন অর্থে ও দুটা আলাদা স্থিতিভূমিতে। একই বস্তুর মধ্যে বাস করছে দু'টা বিরুদ্ধ সংজ্ঞা, হেগেলের একথা অর্থহীন। রামের মধ্যে রামত্বও আছে, আবার একই সঙ্গে 'না-রাম'ত্বও আছে, এবং ভালোত্বও আছে আবার মন্দত্বও আছে,একথা একই অর্থে খাটে না। যেটুকু খাটে সে হচ্ছে ভিন্ন অর্থে। জেমস্-এর ভাষায়: তারা বিভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য (…they obtain in different respects)।

হেগেল বলবেন, একই বস্তুর দুটো কার্য (function)— মানে, বিরুদ্ধ ক্রিয়া (function)— সর্বদাই তো দেখা যাচ্ছে। যেমন, বচন বা Proposition-এর মধ্যে subject ও objectকে অন্বিত করে, সংযুক্ত ক'রে বর্তমান রয়েছে সংযোজকটি (Copula)। সংযোজকটিই, দেখা যাচ্ছে, দুটো বিরুদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করছে একই কালে। অর্থাৎ সংযোজক যেমন সংযোগ সাধন করেছে, তেমনি বিয়োগও সাধন করেছে— যুক্তও করেছে, বিযুক্তও করেছে।

এর জবাবে এইটুকু নির্দেশ করলেই হবে যে হেগেল এখানেও তাই করেছেন। যাকে বলা হয়েছে "refusing to distinguish" (প্রভেদকরণে অস্বীকার)। কারণ, যে অর্থে সংযোজক সংযোজন করছে, তার বিয়োজন

-নায়ক কাজটি ঠিক সেই অর্থে নয়। এই রকমের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন "Dumb-bell"। ডাম্বেলের মধ্যকার ডাণ্ডাটি (bar) দুদিকের দুটো বলকে সংযুক্তও করছে, আবার বিযুক্তও করছে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে ডাণ্ডাটি এখানে সত্যি সত্যি দুটো বিরুদ্ধ কার্য (contradictory function) সাধন করছে একই সঙ্গে। সুতরাং হেগেলের বিরুদ্ধের পারস্পরিক অনুস্যূতি'র (Interpenetration of opposites) বা আত্মবিরুদ্ধতার জলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে ডাম্বেলের অন্তর্বর্তী ডাণ্ডাটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বেরিয়ে পড়বে যে বস্তুত ব্যাপার তেমনটি মোটেই নয়। ডাণ্ডাটি বল দুটোকে "সংযোজন" করছে এই অর্থে যে বল দুটোকে সে বাইরের সমস্ত দেশ বা স্থান থেকে বাইরে রাখছে; কিন্তু যখন বলি ডাণ্ডা দুটোকে "বল বিযুক্ত" করছে, তখন অন্য অর্থে বলি। অর্থাৎ তখন বলি যে দুটো বলের অন্তর্বর্তী দেশটুকু (space) থেকে বল দুটোকে বাইরে রাখছে। উইলিয়ম জেম্‌স্‌ একে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন এবং তাঁর ভাষা তুলে দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে:

"It is true that the space between the two points both unites and divides them, just as the bar of a dumb-bell both unites and divides the two balls.

But the union and the division are not *secundum idem*; it divides them by keeping them out of the space between, it unites them by keeping them out of the space beyond So the double function presents no inconsistency.

Self-contradiction in space could only ensue if one part tried to oust another from its position."—(*James*, pp. 264-65)

দেখা গেল, একই স্থানে ও কালে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একত্র ব্যবহার করা যেতে পারে না। যদি কেউ কখনো পেরে থাকেন কিংবা পারা যাবে বলে মনে করেন, যেমন হেগেল করেছেন, তবে নিতান্ত abstraction-এর জোরে এবং একচোখো দৃষ্টির আনুকূল্যে। যে abstractionকে হেগেল লজিকের পাতায় পাতায় গালাগাল দিয়েছেন, তিনি নিজেই সেই abstraction-এর পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন। এই মনোভাবের ফলেই তিনি ধারণা করেছেন যে, দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একত্র রয়েছে সকল বস্তুতে এবং এই পৃথিবী আগাগোড়া সকল অংশেই

কেবল বিরুদ্ধতায় জর্জরিত হয়েছে। সব বস্তুই দুমুখো এবং একমুখ যদি অস্তিবাচক, তবে অপরমুখ নাস্তিবাচক। "অস্তি" কী করে যে "নাস্তি" হতে পারে, অর্থাৎ অস্তি স্বরূপত "নাস্তি" বৈ আর কিছু নয়, এ অপরূপ তত্ত্ব কোন্ ম্যাজিকে যে সম্ভব হতে পারে তা' হেগেল কোথাও উদ্‌ঘাটন করেন নি। এ কেবল সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয় মায়ার অলকাপুরীতে সম্ভব হতে পারে কিংবা হেগেলীয় স্বপ্নপুরে; কিন্তু আমাদের এই ইটকাঠের নেহাৎ সাধারণ, বাস্তব জগৎ-পৃষ্ঠে এমন অঘটন ঘটতে দেখা যাচ্ছে না। যাকে "বন্ধু" বলছি তাকে সেই স্থানে-কালে ও সেই অর্থে তখনই "শত্রু"-ও বলব, এ কী করে হবে? কূটনীতির (diplomacy) জগতে চলতেও বা পারে কিন্তু সঙ্গতির (consistency) জগতে বা ন্যায়ের (logic) জগতে কী করে এ চলবে? হেগেলীয়ান-রা হয়তো গীতার নজীর দেবেন 'আত্মৈব বন্ধুরাত্মনঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' ইত্যাদি: আত্মাকে একই সঙ্গে 'বন্ধু' ও 'রিপু' বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে অর্থে "বন্ধু" সে অর্থে "রিপু" নয়। কোনো শাস্ত্রেই এ বিরুদ্ধ-সমন্বয় চলতে পারে না, কারণ এ নিতান্ত আজগবী ও অবাস্তব। বার্নস্টাইন-এর (Bernstein) ভাষায় বললে "Yes is no" এবং "no is yes"—"হাঁ" এবং "না" একই অর্থে বলা যেতে পারবে এ কেবল প্রলাপ-লোকে সম্ভব, যুক্তি-লোকে নয়। জেম্‌স্ তাই বিদ্রূপ করে বলেছেন:

"But hark! What wondrous music is this that steals upon his ear? Incoherence itself, may it not be the very sort of coherence I require? Muddle! Is it anything but a peculiar sort of transparency? Is it not jolt passage! Is friction other than a kind of lubrication? Is not chasm a filling?··· why seek for a glue to hold together when their very falling apart is the only glue you need? Let all that negation which seems to disintegrate the universe be the mortar that combines it and the problem stands solved."—(James, pp. 273-74)

যে কারণে হেগেলীয় বিরোধ-বাদকে ক্রোচে বলেছেন অর্থহীন পিণ্ড (meaningless mass), যে কারণে ফিক্‌টে-(Fichte) হেগেল দর্শনকে বলেছেন, "masterpiece of erroneous consistency", সেই কারণেই জেম্‌স্ বলেছেন

যে এই অসম্ভব বাগ্‌জাল বিস্তারের উৎস হচ্ছে হেগেলের মানসিক আতিশয্য "mental excess"। তাঁর মতে—

"The paradoxical character of the notion could not fail to please a mind monstrous even in its native Germany, where mental excess is endemic" (James, *On some Hegelism* pp. 273-74)

উইলিয়াম জেম্‌স্ বিদ্রূপ করে যা বলেছেন তার মধ্যে সত্য আছে। হেগেলের স্ববিরোধ-তত্ত্বের precise অর্থ ঐরকমই দাঁড়ায় একথা ঠিক। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে হেগেলীয় ধরনের বিরোধ-তত্ত্ব "monstrous" ঠেকে, এতে অত্যুক্তি কিছু নেই। প্রত্যেকটি বস্তুই যদি নিজের বিরুদ্ধ বস্তুও হতে পারে তবে অসংগতিকে (incoherence) সংগতি (coherence) বলতে হবে; এবং "দুর্বোধ্যতার" অর্থ হবে "সহজবোধ্যতা"। তথা, শূন্যতা ও পূর্ণতা, Jolt ও Passage, Muddle ও Transparency, Friction ও Lubrication, এই জোড়া শব্দগুলো একার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ হেগেল এ তত্ত্বকে কোথাও প্রমাণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কেবলমাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই কাজ সেরেছেন লজিকে। এখন হেগেলের দৃষ্টান্তগুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক সত্যি সত্যি ঐ দৃষ্টান্তগুলো 'স্ববিরোধ'কে (self-opposition) সমর্থন করে কিনা। আমরা সর্বপ্রথম তাঁর প্রথম ত্রিনীতিকে (triad) নিয়ে আলোচনা করব।

হেগেলের প্রথম ত্রিনীতির তিনটি ধাপ, Being, Nothing ও Becoming. Being মানে সত্তা, কিন্তু এ সত্তা মানে কোনো বিশেষ বস্তু বা পদার্থের সত্তা নয়, এ হচ্ছে সকল বিশেষ বস্তুর সত্তার আড়ালে যে রূপহীন, নামহীন ও নির্বিশেষ "সত্তা" বিদ্যমান সেই অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ 'সত্তা'। এর অস্তিত্ব, ওর অস্তিত্ব, রামের অস্তিত্ব, শ্যামের অস্তিত্ব নয়—কোনোই অস্তিত্বমান পদার্থের অস্তিত্ব নয়—কেবলই শুদ্ধ সত্তা নিছক ও নির্গুণ "অস্তিত্ব" মাত্র।[১১৪] এই বিশুদ্ধ ও নির্গুণ "অস্তিত্ব" বিশ্বজগতে অনুভূতিতে পাওয়া যাবে না, কারণ এর empirical অস্তিত্ব নেই। এ হচ্ছে আমাদের বিমূর্ত রূপ (abstraction) মাত্র— সব বস্তু থেকে শুদ্ধমাত্র তাদের "অস্তিত্ব"টুকুকে ছিনিয়ে নিয়ে তার আলাদা সত্তার কল্পনা করে নেওয়া

১১৪. "Pure, indeterminate, unqualified, indistinguishable, ineffable being i.e. being in general, not this or that particular being"—Croce.

হয়েছে। তেমনি "Nothing" মানে 'নাস্তিত্ব' বা "অনস্তিত্ব"। আমরা অস্তিত্বকে ছেড়ে অনস্তিত্বের ধারণা করতে পারি নে। কোনো বস্তু থাকলেই তবে না-থাকার কথা আসতে পারে অথচ এখানে 'nothing' বলতে কোনো বিশেষ বস্তুর "না-থাকা"কে বোঝাতে হবে না। রামের অনস্তিত্ব, শ্যামের অনস্তিত্ব, এর অনস্তিত্ব, তার অনস্তিত্ব— এ-সব বিশিষ্ট 'অনস্তিত্ব' নয়; সকল নাস্তি-বস্তুর আড়ালে তাদের যে সার নাস্তিত্বটুকু রয়েছে অর্থাৎ যে নামহীন, রূপহীন, গুণহীন, নির্বিশেষ "অনস্তিত্ব" বা 'না-থাকা' রয়েছে, তারই নাম nothing বা অনস্তিত্ব। এও একটা অবাস্তব বিমূর্তরূপ (abstraction) মাত্র— সকল নাস্তিত্ব থেকে জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে একে ত্রিশঙ্কুর মতো নিরালম্ব শূন্যতায় ঝুলিয়ে রেখে বলা হচ্ছে, এ হচ্ছে নির্বিশেষ, বিশুদ্ধ "অনস্তিত্ব।"[১১৫]

অস্তিত্ব (Being) হ'ল স্থিতি (Thesis) এবং তাকে নস্যাৎ বা negate করে তার বিরুদ্ধ পক্ষ অনস্তিত্ব (Nohing) হ'ল প্রতিস্থিতি (Antithesis)। হেগেল বলছেন, এই নিরালম্ব অস্তিত্ব ও নিরালম্ব নাস্তিত্ব এরা উভয়েই আসলে একই বস্তু, কারণ যে স্বরূপ Being-এর বর্ণনা করা হয়েছে তাত বিশুদ্ধ nothing ছাড়া এ আর কিছু নয়, দুইয়ের চেহারাই গোড়ায় একই হয়ে দাঁড়ায়। ক্রোচের ভাষায় "...the two terms taken abstractly pass into one another and change sides।" হেগেলের নিজের ভাষায় "...it (being) yields to dialectic and sinks into its opposite, which also taken immediately is Nothing" (*The Logic of Hegel*, p.161)। Being মানে যেমন নির্বিশেষ গুণহীনতা তেমনি Nothing ও সেই নির্বিশেষ গুণহীনতা। কাজেই একের সঙ্গে অপরের কোনোই তফাত নেই। কাজেই, একান্ত সত্তা বিমূর্ত বলেই একান্ত নঞর্থক বা নাস্তিবাচক আর তা-ই অনুরূপভাবে 'কিছুই না' (Nothing)।[১১৬]

এদের দুয়ের কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়— Being-ও নয় Nothing-ও নয়। এদের দুটিকেই খণ্ডন বা negate ক'রে ওদের ওপরে রয়েছে

---

১১৫. "Nothing conceived in itself, without determination or qualification, nothing in general, not the nothing of this or that particular being."—Croce.

১১৬. "But this mere Being, as it is mere abstraction, is therefore the absolutely negative; which, in a similarly immediate aspect, is just Nothing." ...*The Logic of Hegel*, Art. 87, p. 161.

'Becoming' (হয়ে-ওঠা) বা বিবর্তন; যার ফলে সত্তার ভিতরে এদের দুয়েরই সত্তা বিধৃত হয়ে রয়েছে। Being ও Nothingকে অতিক্রম করে করেই তবে বিবর্তন বা Becoming সম্ভব। এজন্য বিবর্তনকে (Becoming) বলা হয়েছে উভয়ের সমন্বয় বা সংস্থিতি (synthesis) অর্থাৎ Being ও Nothing নামক দুটো পরস্পর-বিরোধী পদার্থের বৃহত্তর সমন্বয়।

এখন আগেকার প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে Being বা Nothing এরা দুইই পারস্পরিক অনুস্যূতি (Interpenetration of opposites) নীতির দৃষ্টান্ত। কারণ হেগেলের মতে Being-এর মধ্যেই Nothing লুকিয়ে রয়েছে; যেহেতু অস্তিত্বই (Being) অনস্তিত্ব (Nothing), কাজেই Being-এর মধ্যেই স্ববিরোধী একটা সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন Nothing নিজেকে নিজেই খণ্ডন (contradict) করছে— কারণ Nothing-এর নিজের সত্তা মানেই Being। Nothingও স্ববিরোধের দৃষ্টান্ত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে অস্তি এবং নাস্তি আসলে একই হয়ে দাঁড়াল। যা অস্তি, তাই নাস্তি। বিশ্বে যে দ্রুত বিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিমুহূর্তে, প্রত্যেক অনুপরমাণু যে ছন্দে অনন্ত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিত্যনূতন হয়ে চলেছে, সেই বিশ্বনীতির চঞ্চল ছন্দটি এই Being-Nothing-Becoming-এর বক্রতালেই আবর্তিত হচ্ছে। জগতের সকল বিবর্তনই (Becoming) বিকশিত হচ্ছে অস্তি-নাস্তি ক্রমের ফলে। অস্তির মধ্যেই নাস্তি বাসা বেঁধে রয়েছে বলে জগদ্ব্যাপারের এই নিত্য চাঞ্চল্য। অস্তি যদি স্ব বিরোধিতা না করত, তবে বিবর্তন হ'ত না; জগৎ হয়ে দাঁড়াত স্থাণু কঙ্কালমাত্র। উইলিয়ম জেম্‌স্ এই হেগেলীয় তত্ত্বকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন:

এই ত্রিনীতি দেখাচ্ছে, বাস্তব জগতের পরিবর্তনশীলতার কারণ এই যে Being বা সত্তা নিয়ত নিজেকে খণ্ডন করে চলেছে। যা-কিছু আছে, তা আছে বলেই নেই। Being-এর এই ধারণা, যা নিজের পায়েই চিরদিন উচোট খেয়ে পড়ে এবং অস্তিত্ব রক্ষার দায়েই পরিবর্তন স্বীকার করে তা সদ্বস্তুর (Reality) অতি অপরূপ প্রতীক; এবং এটাই একটি কারণ যার জন্য তরুণ পাঠক অনুভব করে যে এই পদ্ধতিতে যেন এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে।[১১৭]

---

১১৭. "This triad shows that the mutability of the real world is due to the fact that being constantly negates itself; that whatever 'is', by the same act 'is not', and gets undone and swept away and that this the irremediable torrent

এই Being-কে যেভাবে স্ব-বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত করা হয়েছে তাতে এখানেও হেগেলের সেই একই মারাত্মক confusion-এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই একই কৌশল বা ভুল, যাই বলা যাক-না-কেন, সেই প্রভেদ-বিচারে অস্বীকৃতি ('refusing to distinguish')। এই ত্রিনীতিতে "অস্তি"-কে যেরকম সংজ্ঞাহীন ও নির্বিশেষরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাতে "অস্তি"র চেহারা অবিকল নাস্তির চেহারা হয়ে পড়েছে; কারণ "নাস্তি" অবিকল অমনি সংজ্ঞাহীন ও নির্বিশেষ। এখানে অস্তি ও নাস্তি যদি একই বস্তু হয়, তবে 'অস্তি'কে নস্যাৎ করে নাস্তির জন্ম হয়। এ নস্যাৎ-করণের ফর্মুলা এস্থলে খাটছে না কারণ একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু বিনাশ করছে বললে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ধরে নেওয়া হয়। নাস্তির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা এখানে নেই, কারণ অস্তি এখানে অস্তি-ই।

তারপরে অস্তি-নাস্তিকে negate বা নস্যাৎ করে আবার যে Becoming-এর নতুন synthesis, তাও এক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। Becoming বললে এই দৃশ্যমান নাম-রূপের জগতের বিকাশকেই বোঝা যায়: নামহীন, নির্বিশেষের গুণগত পরিবর্তন বা বিবর্তন হতে পারে না। যারা আছে, তারা পূর্ব স্বরূপকে নস্যাৎ বা negate করে, নতুন স্বরূপকে গ্রহণ করলে, তবেই Becoming নামক প্রক্রিয়াটি (process) ঘটতে পারে। কাজেই এখানে 'Being' বা অস্তিত্ব বলতে সংজ্ঞাহীন নির্বিশেষ 'অস্তিত্ব' বোঝাচ্ছে না। এখানে 'অস্তি' মানে বিশিষ্টতাসম্পন্ন (determinate) নামরূপ-সংবলিত 'অস্তি'। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে হেগেল তাঁর ত্রিনীতির প্রথম উপাত্তে (premise) যে অর্থে অস্তিত্ব বা Being-কে ব্যবহার করেছেন, বিবর্তের (Becoming) অর্থ করতে গিয়ে আবার এখানে "অস্তিত্ব" শব্দের তার থেকে অন্য মানে ধরে নিয়েছেন। আগে 'অস্তি'কে ধরলেন নির্বিশেষ 'অস্তি' হিসেবে, পরে 'অস্তি' মানে ধরে নিলেন 'বিশিষ্ট অস্তিত্ববান বস্তু' হিসেবে। কাজেই Being-কে দুটো বিভিন্ন অর্থে দু'জায়গায় কাজে লাগানো হয়েছে। অর্থের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে রয়েছে

---

of life about which so much, rhetoric has been written, has its roots in an ineluctable necessity which lies revealed to our logical reason. This notion of a being which for ever stumbles over its own feet, and has to change in order to exist at all, is a very picturesque symbol of the reality and is probably one of the points that make young readers feel as if a deep core of truth lay in the system."—James, pp. 273-74.

তাকে উড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে তাঁর negation বা খণ্ডনের ফর্মুলাকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হেগেল করেছেন। জেম্‌স্ এই ত্রিনীতির হেগেলীয় ব্যাখ্যানরীতিকে তীব্রভাষায় সমালোচনা করে বলছেন :

"He takes what is true of a term— *secundum quid*, treats it as true of the same term *simpliciter*, and then, of course, applies it to the term *secundum aliud*. A good example of this is found in the first triad······But how is the reasoning done ? Pure being is assumed, without determinations, being *secundum quid* In this respect it agrees with nothing. Therefore *simpliciter* it is nothing ; wherever we find it, it is nothing ; crowned with complete determinations then ; or secundum aliud, it is nothing still, and *hebt sich auf*."—James, pp. 280-82)

এই প্রথম ত্রিনীতিকে (triad) ন্যায়বীর (syllogism) আকারে লিখলে দাঁড়াবে এমনি একটা রূপ :

১ নির্গুণ বা নির্বিশেষ সত্তা অসৎ (Being, without determinations, is Nothing)

২. অতএব, সকল সত্তাই অসৎ (So, all Being is Nothing.)

৩. অতএব, সগুণ সত্তা অসৎ (Being, with determinations, is Nothing)

৪. অতএব, সব-কিছুই নিজেকে নস্যাৎ বা খণ্ডন করে। (Everything negates itself.)

এখানে প্রথম উপাত্তে (premise) Beingকে নির্বিশেষ ধরে দ্বিতীয় উপাত্তে এবং তৃতীয় সিদ্ধান্তে Beingকে সবিশেষ ধরে হেগেল তাঁর স্ববিরোধ-নীতিকে প্রমাণ করেছেন। এ কী শ্রেণীর হেত্বাভাস (fallacy) তা সবাই জানেন। জেম্‌স্ ঠিক এই ত্রিনীতিকে এবং এর গোড়ার হেত্বাভাসকে (fallacy) একটি সহজ ও উপযোগী দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টান্তটি ন্যায়বীর (syllogism) আকারে বসালে এমনি ধরনের হবে :

১. "বস্ত্রবিবর্জিত" মানুষকে 'উলঙ্গ' বলা যায়।

২ সুতরাং "মানুষ"কে 'উলঙ্গ' বলা যায়।

৩. সুতরাং বস্ত্র-পরিহিত "মানুষ"কেও 'উলঙ্গ' বলা যায়।

এখানে ১নং উপাত্তে (premise) মানুষকে একটা বিশেষণে ভূষিত করে তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে সে "উলঙ্গ"। কিন্তু ২নং সিদ্ধান্তে সকল রকমের মানুষের ওপরই সেই মন্তব্য করা হয়েছে, যে মন্তব্য কেবল বিশেষ এক-রকমের মানুষের সম্বন্ধে খাটে। এর পরেই ৩নং সিদ্ধান্তে একেবারে পরিষ্কারভাবে ১নং উপাত্তের উল্টো অর্থ ধরে নিয়ে সেই সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। ফলে কী রকম গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সবাই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। কারণ কাপড়জামা এবং হ্যাটকোট পরেও যদি অসামাজিকতার নিন্দা থেকে রেহাই না পাওয়া যায়, তবে মানুষের বিপদের সীমা কোথায়!

অবশ্য জেম্‌স্‌ বলেছেন, হেগেলীয়গণ হয়তো এতে ঘাবড়াবেন না। তাঁরা বলবেন, "কেন, বস্ত্রের নীচে সভ্যতার কৃত্রিম আবরণের আড়ালে সত্যিকারের মানুটি কি আসলে 'উলঙ্গ' নয়? যতই কাপড়-চোপড়ের বোঝা চাপানো হোক-না-কেন, শাশ্বত ও সনাতন মানুষটি— অকৃত্রিম ও আসল মানুষটি তো উলঙ্গই। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ তত্ত্ব তো অতি সহজেই চোখে পড়বে। জেম্‌স বলেছেন, এ কথার মারপ্যাচে যদি কারুর মন খুশি হয় তো হোক কিন্তু এই সুগভীর যুক্তিতে যদি হ্যাটকোট-পরা অতিথিকে বৈঠকখানায় ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে তো সবারই সমূহ বিপদ দাঁড়াবে। তা ছাড়া যে যতই খুশি হোক, বৈঠকখানার মালিকরা ও-ক্ষেত্রে হেগেলীয় নীতিকে বনবাসে দেবেই দেবে। জেম্‌স্‌-এর অনুপম ভাষা তুলে দেওয়াই এখানে সুষ্ঠু হবে:

"Of course we may in this instance or any other repeat that the conclusion is strictly true, however comical it seems. Man within the clothes is naked, just as he is without them. Man would never have invented the clothes had he not been naked. **The fact of his being clad at all does prove his essential nudity.**···

But we must notice this. The **judgement has** now created a new subject, the naked clad and all propositions regarding this must be judged on their own merits, for these, true of the old subject, 'the naked', are no longer true of this one. For

instance, we cannot say because the naked pure and simple must not enter the drawing room or in danger of taking cold, that the naked with his clothes on will also take cold or must stay in his bedroom.

Hold to it eternally that the cladman is still naked if it amuses you — it is designated in the bond; but the so-called contradiction is a sterile boon. Like Shylock's pound of flesh, it leads to no consequences. It does not entitle you to one drop of his Christian blood either in the way of Catarrh, Social exclusion, or what further results pure nakedness may involve."—James pp. 280-82

এখানে বলা যেতে পারে যে Being ও Nothing যদি একই বস্তু হয়, তবে তারা একই স্থানে ও কালে এবং একই অর্থে বিপরীত বা বিরোধী (opposite) পদার্থ হতে পারে না। একই সঙ্গে তাদের অভিন্ন (identical) ও বিরোধী (opposite) হওয়া সম্ভব নয়। যদি কেউ সম্ভব বলে দাঁড় করাতে চায়, তবে উপরি উক্ত ফল দাঁড়াবে। যদি তাদের একই পদার্থ (identical) ধরা যায় তবে তাদের সমবায়ে Becoming নামক প্রগতি সম্ভব হতে পারে না।[১১৮]

আসলে Being ও Nothing পরস্পরবিরোধী। Being-এর সঙ্গে Nothing-এর কোনো দিকেই মিল নেই, এদের একটি থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। এদের মধ্যে বিরোধ (contradiction) রয়েছে, এবং এরা একটি অন্যটির বিরোধী (opposite)এবং একটি অপরকে negate বা খণ্ডন করে।[১১৯]

একই সঙ্গে Being ও Nothing সমধর্মা ও বিপরীতধর্মী হতে পারে না। এরা সমধর্মা বস্তুত নয়,এরা বিপরীতধর্মী। কাজেই Being-এর মধ্যে তার নিজের

১১৮. "If being and nothing are identical, how can they constitute becoming ?··· a=a remains 'a' and does not become 'b'. But being is identicasl with nothing only when being and nothing are thought badly or are not thought truly. Only then does it happen that the one equals the other, not as a=a, but rather as o=o.—Croce. First Ch.

১১৯. "For the thought which thinks them truly, being and nothing are not identical but precisley opposite and in conflict with one another,···' —Croce, First Ch.

বিপরীত সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, একথা অসত্য ও অযৌক্তিক। এই দৃষ্টান্তে হেগেলীয় নীতি খাটছে না।

সত্তাকে (Being) অবিরোধী (Self-contradictory) প্রমাণ করতে একজন হেগেলীয়ান অন্য এক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, Pure Being-এর কোনো বিশেষণ (determination) নেই। কাজেই এতেই দেখা যাচ্ছে যে সত্তা (Being) একই সঙ্গে সবিশেষ ও নির্বিশেষ। তার মানে সে নিজেকে নিজেই খণ্ডন (contradict) করছে। ন্যায়বয়বীয় (syllogism) আকারে এই যুক্তি হবে এই রকম, যথা :

বিশুদ্ধ সত্তায় গুণ বা বিশেষণ নেই : কিন্তু নেই বলে সে নিজেই একটা গুণ বা বিশেষণ, অতএব বিশুদ্ধ সত্তা স্ব-বিরোধী ইত্যাদি।[১২০]

কিন্তু এখানেও সেই একই হেগেলীয় গলদ লুকিয়ে রয়েছে, অর্থাৎ মানের পার্থক্যকে চোখ বুজে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ সত্তায় (Pure Being) আদৌ কোনো স্ববিরোধ নেই। যখন বিশুদ্ধ সত্তায় কোনোই বিশেষণ নেই বলা হচ্ছে, তখন তার মানে হচ্ছে এই যে উল্লিখিত বিশেষণটিকে (অর্থাৎ "কোনো বিশেষণ নেই"— এও একটি বিশেষণ") বাদ দিয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত "অন্য কোনো বিশেষণ" নেই। এখানে "No determination" কথাটার মানে নিয়ে গোলমাল। জেম্‌স্ এই যুক্তির গলদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছেন :

"Why not take heed to the meaning of what is said ? When we make the prediction concerning pure being, our meaning is merely the denial of all other determinations than the particular one we make "—James, *Ibid* pp 282-83

এখানে কেবল কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কিছু নেই। কৃত্রিম কথার ছটায় হেত্বাভাসকে (fallacy) ঢেকে রাখা যায় প্রাকৃত লোকের আটপৌরে বৈঠকী কথাবার্তার আসরে। কিন্তু লজিকের রাজ্যে যেখানে চুলচেরা যুক্তি ও শাণিত বিচার অষ্টপ্রহরই উচ্চকিত হয়ে আছে, সেখানে কথায় গলদ ঢাকা যায় না। "No determination" কথাটার মানে এখানে খাঁটি "No determination" নয়। কারণ determination যে নেই, এও তো একটা determination।

১২০. "Pure being has no determinations. But having none is itself a determination. Therefore, Pure Being contradicts its own self and so on."
—James, pp. 282-83.

কাজেই ন্যায়সংগত (logical) আকারে যুক্তিটা প্রকাশ করলেই স্ববিরোধ কর্পূরের মতো মিলিয়ে যাবে। জেম্‌স্‌ এখানে একটি রসাল উপমা দিয়ে একে নিরসন করেছেন। উপমাটা এই: একদা কোনো হস্তী-বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল— "নিজে ছাড়া জগতের অন্যসকল হস্তী থেকে বৃহত্তর হাতি।" এখানে নিজে ছাড়া কথাটা নিতান্ত মিছিমিছি যোগ করল কেন ও? জেম্‌স্‌ বলেছেন যে লোকটা নিশ্চয় কোনো হেগেলীয় দেশে গিয়েছিল এবং কাজেই হেগেলীয়দের থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই অমন জলজ্যান্ত জানা কথাটাও নিরর্থক যোগ করে দিতে হয়েছিল। কারণ, এ ভয় ছিল যে হেগেলীয়রা এসে হয়তো তাকে বলবে "সব হাতি থেকে বৃহত্তর এতে স্ব-বিরোধ (self-contradiction) রয়েছে, হাতি একই সঙ্গে একই কালে নিজের থেকে বড়ো এবং নিজের থেকে ছোটো, কারণ এই হাতি নিজেও তো জগতেই রয়েছে। কাজেই অতঃপর এ হাতির এই স্ব-বিরোধকে (self-contradictions) বৃহত্তর সমন্বয়ে (synthesis) সমাধান করা ছাড়া আর উপায় নেই। কাজেই নিয়ে এল সেই উচ্চতর সমন্বয় বা সংস্থিতি (higher synthesis)। আমরা একরকম বিমূর্ত (abstract) হাতি চাই নে।" জেম্‌স্‌-এর নিজের ভাষা ও ভঙ্গিতে একথা আরো উপভোগ্য :

"The showman who advertised his elephant as "larger than any elephant in the world except himself," must have been in an Hegelian country where he was afraid that if it were less explicit the audience would dialectically proceed to say: This elephant, larger than any in the world, involves a contradiction, for he himself is in the world and stands endowed with the virtue of being both larger and smaller than himself,—a perfect Hegelian elephant, whose immanent self-contradictoriness can only be removed in a higher synthesis! We don't want to be such a mere abstract creature as your elephant···" But in the case of this elephant the scrupulous showman nipped such philosophising and all its inconvenient consequences in the bud, by explicitly intimating that larger than any 'other' elephant was all he meant."—James *Ibid*, pp. 282-3

উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, সত্যি সত্যি হেগেলের অভিনব ডায়ালেকটিক নীতি বাস্তবে যুক্তিলোকে কোথাও সত্য নয়। একই স্থানে ও কালে কোনো বস্তু একই সঙ্গে হাঁ বা না (yes or no) ইত্যাদি পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞার বিষয় হতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কালে ও অর্থে হতে পারে। এই তত্ত্বই অবরোহী ন্যায় বা Formal logic-এর অভেদ নীতির (Law of Identity ও Non-contradiction) সার কথা। অথচ হেগেল এই নীতিকে অস্বীকার করে বলেছেন বিরোধ (contradiction) জগতের সর্বত্র সকল বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে এবং একই স্থানে কালে হাঁ ও না দুই-ই যে-কোন বস্তু সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। হেগেল অভেদ নীতি ও বিরোধ-নীতির (Law of Identity ও Law of Contradiction) বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলিকে আমরা এখন বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখব তাতে যুক্তিযুক্ততা বা সত্য কতখানি আছে। তিনি যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলিও তাঁর নীতিকে কতটুকু সমর্থন ও প্রমাণ করছে তাও এই সঙ্গে দেখব।

হেগেল বলছেন, অভেদ-নীতি (Law of Identity) নিতান্ত অর্থহীন, কারণ রাম হয় রাম ('Ram is Ram') একথার কোনো মানে হয় না এবং একটা বচনের (proposition) মূলনীতিই হল এই যে উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় (predicate) দুটোই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই ; এখানে উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় (predicate) একই বস্তু ও term। এ যুক্তি হেগেলের একেবারে মামুলী 'রাম হয় রাম'-এর কথা। প্রকৃতপক্ষে গভীর মানে রয়েছে। মানুষের বা প্রত্যেক ব্যক্তির অভিন্নতা (identity) যদি গণ্ডগোল হয় তবে সংসারই অচল হবে, একথা হেগেল খেয়াল করেন নি। মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক বা স্থিতিভূমির উপরে। এক পারিপার্শ্বিকে 'রাম হয় রাম' অপ্রয়োজনীয় কথা মনে হলেও অবস্থান্তরে এই সাধারণ উক্তিটারই অলজ্ঘনীয় প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। 'রাম হয় রাম'— এ-কথা বলার মানে আছে এইজন্যে যে 'রাম' যে 'রাম' নয়, এ ভুলও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হবার সম্ভাবনা আছে বলেই অভেদ-নীতির (Law of Identity) দরকার আছে। এইজন্যে হেগেল স্বীকার না করলেও পোস্ট অফিস থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত সর্বত্রই অভিন্নতা (identity) নির্ধারণের দরকার এত প্রবল। জগতে অভিন্নতা নির্ধারণ এত প্রয়োজন সবাই বোধ করছে যে, এইজন্যেই জগৎটা পাগলা গারদ হয়ে যায় নি। চিন্তার ও মননের মূল নীতিই হচ্ছে এই অভিন্নতা

নির্ধারণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি এর এত প্রয়োজন রয়েছে, তবে লজিকের সূক্ষ্ম-বিচারের ক্ষেত্রে, মননের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারের ক্ষেত্রে তো এর প্রয়োজন আরো অনেক গুরুতর হবেই। আপাতদৃষ্টিতে যাকে comical মনে হয়, পৃথিবীতে তেমন অনেক কিছুরই গভীরতম অর্থ থাকে। বচন (proposition) হলেই তাতে নতুন কিছু (novelty) বা আনকোরা নতুন জ্ঞান হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেবে এমন কথা অযৌক্তিক। যে জ্ঞান বা যে তথ্য অন্তর্নিহিত (implicit) ছিল, তাকে প্রকট (explicit) করলেই যে-কোনো বচনের (proposition) সার্থকতা সিদ্ধ হয়। সকলেই জানে এমনই ধরনের নতুনত্বের দাবি করে মিল (Mill) সমালোচনা করেছিলেন ত্র্যবয়বীকে (syllogism)। আজও কেউ কেউ সেই-সব পুরানো যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলেও এ কথাও সবাই জানে যে মিল্-এর ও-সব যুক্তি একপেশে। ভুলের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে—বিশেষত: যে ভুল সকল জ্ঞানের ও ব্যবহারের জগতে ওলট-পালট এনে দেবার ক্ষমতা রাখে—এমন ভুলকে প্রতিরোধ করে যে বচন (proposition) তার স্বার্থকতা অপরাজেয়। এবং অভেদনীতি (Law of identity) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অমর থাকবে চিরকাল—হেগেলের আক্রমণ সত্ত্বেও। হেগেল যখন বলেন যে টেবিল চেয়ার নয় (Table is not the chair), তখন এ-কথাও একটা নিতান্ত মামুলী ও অর্থহীন ('silly') উক্তি বলে মনে হয় বই-কি। একথা বলার দরকারটা কি? দরকার হল এই যে টেবিলই চেয়ার (Table is the chair) এই ভুলের সম্ভাবনা কারো কারো বেলায় থাকতেও পারে। কেউ বা বলেও-বসতে পারেন যে টেবিলই চেয়ার। অথচ এই ভুল ও মিথ্যা ধারণার প্রতিরোধী হিসাবেই 'টেবিল চেয়ার নয়'-এর (Table is not the chair) সার্থকতা।[১২১]

এই কারণে 'রাম হয় রাম' (Ram is Ram) এই আপাতনিরর্থক উক্তিটিরও সময়ান্তরে সার্থকতা আছে, যখন অভেদ-জ্ঞান ভুল ও মিথ্যা জ্ঞানের গর্ভে লীন হয়ে যায় এবং আমাদের চোখের সামনে থাকে না, সেই সময়ে অভিন্নতাকে (identity) স্মরণ করানোই তদবস্থায় নতুন জ্ঞান—মানে, যে-জ্ঞান অপ্রকট ছিল তাকে প্রকট (explicit) করা হল। তারপর উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় (predicate) হল দুটো term মাত্র, তারা ভিন্নার্থবাচক term হবে,

১২১. "The table is not the chair' supposes the speaker to have been playing with the false notion that it may have been the chair."—James *Ibid*, pp. 290-91.

একথারও কোনো মানে নেই। বাচনিক আকার (propositional form) বলতে এমন অর্থ হেগেল যদি বুঝে থাকেন, তবে একে নিতান্ত conservative মানে বলতে হবে। যে-কোনো termকে উদ্দেশ্য-বিধেয় (subject-predicate) হিসাবে যুক্ত করায় দোষ নেই যদি উদ্দেশ্য-বিধেয় সংযোজকের (subject predicate copula)এই সমবায় অর্থযুক্ত ও প্রয়োজনীয় হয়। আমরা দেখছি অভেদ-বাচক প্রস্তাবের সার্থকতা আছে, কাজেই হেগেলের এই technical যুক্তি ভিত্তিহীন। (*The Logic of Hegel*, pp. 213-24.)

তারপর হেগেল বলেছেন, 'universal experience' ও 'practical common sense' জগতে সকল বস্তুতে আত্মবিরোধ অহরহই দেখতে পাচ্ছে। (*The Logic of Hegel* p 214) কিন্তু কোথায় ? তিনি বলেন, অভেদ (Identity) বলে জগতে কোনো বস্তু নেই, যা আছে সে হচ্ছে সভেদ অভিন্নতা (identity with difference)।

কিন্তু কি এতে অভেদ-নীতি (Law of Identity) ভুল প্রমাণ হল ? একথা সবাই জানে যে, জগতে পুরোপুরি অভিন্নতা (identity) বলে কিছু নেই। জগতের বস্তুগুলো সবাই পরস্পরের সদৃশ ও অসদৃশ। একথা সর্বস্বীকৃত এবং এ-তত্ত্ব হেগেলের নতুন আবিষ্কারও নয়। তবে হেগেল কী বলতে চান ? জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সদৃশ ও অসদৃশ,এতে হেগেলীয় স্ব-বিরোধ (self-contradiction) নীতি প্রমাণ হচ্ছে না। বস্তুগুলো 'সদৃশ' ও 'অসদৃশ' ভিন্নার্থে ও বিভিন্ন স্থিতিভূমি থেকে। একই অর্থে সদৃশ ও অসদৃশ যদি বস্তুগুলো হত, তবে হেগেলীয় নীতি খাটত। কিন্তু এখানে প্রকৃত ব্যাপার অন্যরকম। বস্তুগুলোকে তুলনা করলে দেখা যায়, তাদের কতকগুলো দিকে বা বৈশিষ্ট্যে (feature) অপরের সঙ্গে সাদৃশ আছে কিন্তু অন্য কতকগুলো দিকে (feature) এদের অসাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। একই অর্থে এবং একই বৈশিষ্ট্য (feature) সংক্রান্ত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য যদি থাকত স্ব-বিরোধ (self-cortradiction) দেখা দিত। ভিন্ন অর্থে তারা সদৃশ ও অসদৃশ—(James) "obtain in different respects" হেগেল নিজেও অন্যকথা বোঝাতে গিয়ে, এ তত্ত্ব স্বীকার করেছেন : যেখানে তিনি বলেছেন, শুধু পৃথকতা নয়, অস্তিত্বের আন্তর ঐক্য নির্ণয়ের কথা[১২২]

১২২. 'not to rest at mere diversity but to ascertain the inner unity of all existence, *The Logic of Hegel*, p. 219.

কিংবা যেখানে বলছেন প্রভেদ আছে ধরে নিলেই তুলনার মানে হয়; আর সেই প্রভেদ নির্ণয় করা যেতে পারে যদি মিল আছে ধরে নেওয়া হয়।[১২৩]

এখানে যে বস্তুটির কথা বলা হয়েছে তা বিরোধ (opposition) নয়, তার নাম স্বতন্ত্রতা (distinctness) বা অপরত্ব (otherness)। অথচ একে বিরোধ (opposition) বলে চালানো যায় কোন্ যুক্তিতে তা বোঝা দুষ্কর।

তারপর হেগেলের দৃষ্টান্তগুলিও এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক; কারণ স্ববিরোধী-নীতির ধুয়াও কোথাও নেই এদের ত্রিসীমানার মধ্যে।

১. **আবহ-ক্রিয়া** (Meteorological action) এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনায় (process) ডায়ালেকটিক বা স্ববিরোধ প্রত্যক্ষ দেখা যায় বলে হেগেল বলেছেন (*The Logic of Hegel*, p. 150)। কিন্তু এর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নি। তবু আমরা যদি ধরে নিই যে "শান্ত আবহাওয়া" প্রকৃতিতে যখন দেখি, তখন বুঝতে হবে যে এরই মধ্যে রয়েছে "ঝড়ের" বীজ লুকিয়ে। অতএব, হেগেলীয় নীতি বলবে যে এই "শান্ত আবহাওয়া" পদার্থটি স্ববিরোধী (self-contradictory)। কারণ, একই "শান্ত আবহাওয়া" ও "ঝড়" একত্র বিদ্যমান থাকায় দুটো বিরুদ্ধ স্বভাব পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।

এখানে জবাব এই যে শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ভবিষ্যৎ ঝড়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে একথা সত্যি। কিন্তু সে ঝড় হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঝড়, যার আবির্ভাব হবে শান্ত আবহাওয়ার জীবনকাল সাঙ্গ হয়ে গেলে। একটি অবস্থা শেষ হয়ে গেলে তবে অপর অবস্থার উদ্ভব হবে। কাজেই ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অবস্থায় পর পর দুটো বিরুদ্ধ অবস্থা প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে। এখানে একই স্থানে ও কালে যদি ঝড় ও শান্ত আবহাওয়া এই দুটো বিপরীত বিদ্যমান থাকা সম্ভব হ'ত তবে হেগেলীয় নীতি খাটত। কাজেই শান্ত আবহাওয়া স্ব-বিরোধের (self-contradictoriness) দৃষ্টান্ত হতেই পারে না। এই সত্য সকল রকমের প্রাকৃতিক অবস্থার বেলায়ই খাটবে এবং হেগেলীয় দৃষ্টান্ত হেত্বাভাসদুষ্ট (fallacious)।

২. **অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচার**: হেগেল বলেন, এক অবস্থা চরমে উঠে হঠাৎ করে বিপরীত অবস্থায় পর্যবসিত হয়।[১২৪]

---

১২৩. "Comparison has a meaning only upon the hypothesis of an existing difference, and that on the other hand, we can distinguish only on the hypothesis of existing similarity." *The Logic of Hegel*, p. 218.

১২৪. "The extreme of one state or action suddenly shifting into its opposite" ···*The Logic of Hegel*, p. 130.

এমন ঘটনা সর্বদাই ঘটতে দেখতে পাওয়া যায়। অরাজকতা অত্যধিক হয়ে দাঁড়ালে তার প্রতিক্রিয়া হয়ে দেখা দেয় 'স্বেচ্ছাচার', আবার স্বেচ্ছাচার থেকে অরাজকতার উদ্ভব হতে পারে।

এখানেও সেই চিরন্তনী হেগেলীয় ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। যা ভিন্ন ভিন্ন কালে সত্য তাকে একই কালে সত্য ধরে নিয়ে 'স্ব-বিরোধের দৃষ্টান্ত' হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। 'অরাজকতা' এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Anarchy and Despotism) একই বস্তু নয় এবং যাকে অরাজকতা বলছি তাকেই স্বেচ্ছাচার বলা যেতে পারে না। 'অরাজকতা' যখন চরমে উঠেছে তখনই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে অরাজকতাকে অবসান করে আবির্ভাব হতে পারে 'স্বেচ্ছাচারতন্ত্র'। এখানেও একই অর্থে ও একই কালে দুই বিপরীত অবস্থা ঘটছে না। পর পর ক্রমিক অন্বয়ে একের অবসানে অপরের অভ্যুদয় ঘটছে।

৩. **আনন্দ ও বেদনা** : হেগেল বলেছেন, আত্যন্তিক আনন্দ ও দুঃখ একই বস্তু।[১২৫] আমরা আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করি এবং অতি দুঃখেও হেসে ফেলি। হৃদয়বৃত্তির জগতের এই ব্যাপারও হেগেলের মতে পরস্পর-বিরোধের দৃষ্টান্ত।

এখানেও উইলিয়ম জেম্‌স্-এর ভাষায় আমরা বলব "why not take heed to the meaning of what is said?" এখানে অর্থের গণ্ডগোল পাকিয়ে তার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং অর্থের সন্ধান করলেই সেই একই গলদ বেরিয়ে পড়বে। এখানে অশ্রুকে দুঃখের চিহ্ন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং আনন্দের সঙ্গে 'অশ্রু' থাকলেই মানে করা হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে দুঃখ রয়েছে। কিন্তু সবাই জানে যে, অশ্রু একটা শারীরিক ব্যাপার ও দুঃখ হচ্ছে হৃদয়ানুভূতির রাজ্যের ব্যাপার। চোখের গ্রন্থি কোনো রকমে প্রভাবিত হলেই চোখে জল আসবে। চোখে কুটো পড়লেও জল আসে। নাকে নস্য দিলেও জল আসে আবার ঝাল খেলেও জল আসে। দুঃখেও যেমন, আনন্দেও তেমনি চোখের গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হয়ে চোখে জল আসতে পারে। কাজেই অশ্রুকে একমাত্র দুঃখেরই নিদর্শন বলে ধরে নিয়ে দুঃখ ও অশ্রুকে সমার্থক মনে করে নিলে দুঃখের ও অশ্রুর দুই-এরই ভুল মানে করা হয়। আনন্দের সঙ্গে অশ্রু থাকলে অমনি তাকে আনন্দ ও দুঃখের সমবায় বললে ভুল করা হবে।

১২৫. "The extremes of pain and pleasure pass into each other. *The Logic of Hegl*, p. 151.

'আনন্দ' ও 'অশ্রু' বিপরীত ও পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা মোটেই নয়, কাজেই এস্থলে পরস্পর-বিরোধের একত্র সংস্থান ঘটে নি; অতএব হেগেলীয় নীতির দৃষ্টান্তও একে বলা চলে না! তারপর দুঃখ ও আনন্দ নিতান্তই অনুভূতির ব্যাপার। যে সময়ে হৃদয় আনন্দ উচ্ছল হয়ে উঠছে তখনই সেই একই অর্থে একই কারণে, একই ব্যাপারে দুঃখে হৃদয় বিকল হয়ে পড়েছে কিনা সেইটেই আসল কথা। একই সঙ্গে হৃদয় কূল ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়ছে এবং শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে আছে বলে কেউ বলতে পারেন না। একই সঙ্গে উচ্ছল ও বিকল, একই কালে প্রাচুর্যে মুখর ও শূন্যতায় মূক হয়ে হৃদয় দোটানায় দোদুল্যমান হচ্ছে এমন অনুভূতি প্রাকৃত মানুষের হাতে আছে একথা মনস্তত্ত্ব বলে না। দুঃখে মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এমন আমাদের জানা নেই। হাসি জিনিসটা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার, একেও আনন্দের অব্যর্থ নিদর্শন বলে ধরলে ভুল করা হবে। মরা মানুষের মুখও অনেক সময়েই স্মিত-হাস্যে প্রসন্ন দেখায়। তার মানে এমন নয় যে মৃতের অন্তর সুখানুভূতিতে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। অবশ্য কৃত্রিম হাসি ইত্যাদি অনেক পর্যায়ের হাসিও আছে যাকে সত্যিকার হাসি বলা চলে না। যেমন হাসিকে আত্মগোপনের উপায় হিসাবে দুঃখের আবরণ রূপে কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকে। তাকে হেগেলীয় বিরুদ্ধতা-সমন্বয় বলা চলে না।

৪ **দেনা-পাওনা**: এখানেও হেগেলের মতে 'অস্তি' ও 'নাস্তি' একই সঙ্গে একই কালে একত্র রয়েছে।[১২৬]

দেনাদারের কাছে যা দেনা তাই পাওনাদারের কাছে পাওনা। একই বস্তু আসলে একজনের কাছে দেনা বা ঋণাত্মক (negative) এবং অপরের কাছে পাওনা বা ধনাত্মক (positive)। অতএব, এখানেও হেগেলের দাবি এই যে, স্ববিরোধ (self-contradiction) দেনা-পাওনাতেও অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এখানেও হেগেলের যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের একই আপত্তি, যেমন আপত্তি ছিল আগেকার দৃষ্টান্তগুলিতে। এখানেও স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে দুটো বিপরীত সংজ্ঞা একই অর্থে ও একই স্থিতিভূমি থেকে একত্র হয় নি এখানে। একই ব্যাপারকে দুটো বিভিন্ন স্থিতিভূমি থেকে দেখলেও দুটো বিপরীত দিক থেকে নজর করলে দুজনে দুরকম দেখবে। এখানে অভেদ-নীতির (Law of

১২৬. "What is negative to the debtor, is positive to the creditor."—*The Logic of Hegel*, p. 222.

Identity) বিরোধী এমন কোনো অভিনব অবস্থা ঘটে নি যাতে করে হেগেলের বিরোধ নীতি (contradiction) বহাল থাকতে পারে। এই অর্থে, একই দেশে ও কালে একই বস্তু সম্বন্ধে বিপরীত উক্তি করা চলবে ন এই হচ্ছে অভেদ-নীতির (Law of Identity) দাবি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিপরীত প্রতিভাত হচ্ছে— একই কালে ও অর্থে নয়।

৫. **পুবের পথ ও পশ্চিমের পথ**: পুবের পথ সর্বদাই পশ্চিমের পথ.[১২৭] চুম্বকের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না।[১২৮]

এ-সব ক্ষেত্রেও একই দোষে দুষ্ট হয়েছে হেগেলের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত। এখানেও একই বস্তুকে দুই বিভিন্ন অর্থে বিরুদ্ধ বলা হয়েছে এবং এদের বেলায় হেগেলের বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি চলছে না। এখানেও উইলিয়ম জেম্‌সের ভাষায় শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই চলবে যে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধতা করছে না।[১২৯]

৬. **জীবন ও মৃত্যু**: হেগেলের মতে 'জীবন'ও একটি স্ববিরোধের দৃষ্টান্ত। কারণ জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মৃত্যু বা জীবনের বিরুদ্ধভাব (antithesis)। মৃত্যু একটা আলাদা জিনিস কিছু নয়। মৃত্যু হচ্ছে জীবনেরই অনুস্যূত একটা বিরোধী সত্তা। জীবনে মৃত্যুর বীজ নিহিত; স-সীম বস্তু মাত্রই মূলত স্ব-বিরোধী অতএব আত্মদমন তার অন্তর্ভূত।[১৩০] সকল সত্তারই ভিতর রয়েছে পরিবর্তনের বীজ এবং এই পরিবর্তনের বীজই জীবনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর বীজ রূপে। অস্তিত্বের ধারণার মধ্যেই পরিবর্তনশীলতা রয়েছে; আর পরিবর্তন হল যা অন্তর্গূঢ় তারই বহিঃপ্রকাশ।[১৩১]

এখানেও হেগেল অর্থবিভ্রাট ঘটিয়েছেন এবং বিভিন্নার্থক দুটো ধারণাকে

১২৭. 'The way to the East is always a way to the West."—*The Logic of Hegel*, p. 222.

১২৮. 'The North Pole of the magnet cannot be without the South Pole and vice versa".···*The Logic of Hegel*, p. 222.

১২৯. "Do not contradict each other, for they obtain in different respects."

১৩০. "···Life, as life, involves the germ of death and that the finite being radically self-contradictory, involves its own self-suppression."—*The Logic of Hegel*, p, 148,

১৩১. ······"Mutability lies in the notion of existence and change is only the manifestation of what it implicitly is. The living die, simply because as living they bear in themselves the germ of death."—*The Logic of Hegel*, p. 174.

(concept) একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলে গোলমাল করেছেন। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই। কারণ, জীবন ও মৃত্যু দুটো একেবারে বিরুদ্ধ (opposite) বস্তু; এদের মধ্যে একটির অস্তিত্ব মানেই অপরের অনস্তিত্ব। যা 'জীবিত' তা একই কালে 'মৃত' হতে পারে না, তেমনি যা 'মৃত' তাও একই সঙ্গে 'জীবিত' হতে পারে না। জীবনের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে, সে 'মৃত্যু' নয়; মৃত্যুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (future possibilty)। একদিন 'মৃত্যুর' আবির্ভাব ঘটবে একথা ঠিক। কিন্তু যখন— ঠিক যে মুহূর্তে সত্যি সত্যি দেখা দেবে, সেই মুহূর্ত থেকেই জীবন বিদায় নিয়েছে, একথা বলতে হবে। পরস্পর একই সঙ্গে নীড় বেঁধে জীবন ও মৃত্যু বসবাস করতে পারবে না। যখন জীবন আছে তখন ঠিক মৃত্যু নেই; আর যখন মৃত্যু এসেছে, তখন জীবন নেই। হেগেলের নিজের কথায়ও এই কথা অগোচরে স্বীকৃত হয়েছে যখন বলা হয়েছে 'germ of death' বা মৃত্যুর বীজ। মৃত্যুর বীজ মানে 'মৃত্যুর সম্ভাবনা' এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা' ও 'মৃত্যু' এক বা সমার্থক নয়, হতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও জীবন ও মৃত্যু ভিন্ন ভিন্ন কালে ও স্থানে পরপর আসতে বা থাকতে পারে, কিন্তু একই অর্থে একত্র থাকতে পারে না। এরা একই কালে বিপরীত শ্রেণীর (opposite category) পদার্থ বটে, সেইজন্য একে অন্যকে খণ্ডন বা negate করে। এরা যদি ভিন্ন শ্রেণীর (distinct category) হত, তবে অবশ্য একের সঙ্গে অপরের একত্র থাকার বাধা ছিল না। এখানেও দেখাতে পাচ্ছি সেই একই ত্রুটি যাকে ক্রোচে বলেছেন ভিন্নতার অভাব ('lack of disitnction') এবং তজ্জনিত গোলযোগ (confusion)।

উপরিউক্ত সকল দৃষ্টান্তেই হেগেলের একই ত্রুটি ও অসংগতি বড়ো হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। একটা metaphor-এর মোহ তাঁকে আবিষ্ট করেছে; তার ফলে যা ভিন্ন কালে ও ভিন্ন অর্থে সম্ভব হয় তাকে তিনি একই কালে একই অর্থে একত্র সম্ভব বলে মনে করেছেন এবং মনের এই বিমুগ্ধ অবস্থায় কল্পনা করেছেন যে জগতের সব-কিছুই পরস্পর-বিরোধী দুটো সংজ্ঞাদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। যা বিভিন্ন কালে ও অর্থে সম্ভব হতে পারে তা যে একই কালে ও অর্থে সম্ভব হতে পারে না— একথা তার প্রখর বুদ্ধির কাছেও ধরা পড়ে নি। "কাল" নামক তত্ত্বকে তিনি বরাবরই বিস্মৃত হয়েছেন এবং এই বিস্মরণের ফলেই তার লজিকের যত অসংগতি জন্ম নিয়েছে।

৭. আর-একটি যুক্তি অভেদ-নীতির (Law of Identity) বিরুদ্ধে

দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই যুক্তি নেওয়া হয়েছে গতিতত্ত্ব থেকে। জগতের সব বস্তুই চলিষ্ণু এবং বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেকটি অনু-পরমাণু প্রতি মুহূর্তে বদলে নতুনতর পরিণতির পথে চলেছে। এমন করে রূপ বদলাচ্ছে যারা, তারা ঠিক সেই একই বস্তু কী করে থাকবে? প্রতি পলকে সবাই নূতন জন্ম নিচ্ছে, কাজেই তাদাত্ম্য বা অভেদ (identity) বলে কোন জিনিসই সংসারে থাকছে না। যদি সকলই বস্তুই স্থাণুর মতন অক্ষয় ও অনড় হয়ে বসে থাকত, তবে প্রত্যেকেই সেই সেই বস্তুই থাকত বটে। কিন্তু বাস্তব জগতের অশ্রান্ত গতির মধ্যে কারুরই একই জায়গায় ও একই অবস্থায় অচল হয়ে থাকবার জো নেই।

হেগেল বলেন পরিবর্তনের জগতে অভেদ-নীতি (Law of Identity) খাটতে পারে না, কারুরই তাদাত্ম্য (Identity) বজায় থাকছে না। অতএব এখানে যে তত্ত্ব গোড়ায় রয়েছে সে হচ্ছে বিরোধতত্ত্ব (contradiction)। প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল বস্তু নিজেকে নিজেই অনবরত খণ্ডন করছে এবং এই কারণেই প্রত্যেকটি বস্তুই স্ব-বিরোধের (Self-contradiction) মূর্তিমান বিগ্রহ (*The Logic of Hegal* Note 1 p. 143)। মানুষ, জীব, জন্তু, গাছপালা গ্রহ, উপগ্রহ এরা সকলেই গতিমান, মানে, এরা পরিবর্তিত হচ্ছে এরা সকলেই স্ববিরোধের (Self-contradiction) দ্বারা জর্জরিত। যেখানে গতি, সেখানেই স্ববিরোধ, সেখানেই ডায়ালেকটিক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে চলমান কোনো একটি বস্তু, যেমন গ্রহ। গ্রহ সম্বন্ধে হেগেলীয় নীতি বলছে। যে গ্রহটি কোনো একটি বিশেষ স্থান-বিন্দুতে (point of space) আছে কি নেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে বলতে হবে, "গ্রহটি সেই স্থান বিন্দুতে আছে এবং নেই, এই দুইই ঠিক" "আছে-ও এবং নেই-ও"—একই সঙ্গে ও একই কালে এই দুটো পরস্পর-বিরুদ্ধ যুক্তিই এ স্থলে সত্য। গ্রহটি সম্বন্ধে "আছে" কারণ ঐ স্থানটি গ্রহের পথে পড়েছে বলে গ্রহকে ঐ বিন্দু অতিক্রম করে যেতেই হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে গ্রহ ওখানে আছে। কিন্তু "আছে" এ কথাতেও পুরো সত্যটি প্রকাশ পেল না। কারণ, গ্রহটি গতিমান এবং পর-মুহূর্তেই গ্রহটি ঐ স্থানকে ছাড়িয়ে পরের স্থান-বিন্দুতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'আছে' বলতে গিয়েই দেখতে পাচ্ছি গ্রহটি ঐ স্থানে আর নেই। কাজেই হেগেলীয় নীতিতে ঐ গ্রহ ওখানে 'আছে' এবং 'নেই' এই দুই ই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চলমান বস্তুগুলি স্ববিরোধের একেবারে জলন্ত মূর্তি এবং একই সঙ্গে 'হ্যাঁ' ও 'না' এই দুই বিরোধী অভেদনীতি (contradictory) উক্তির আশ্রয়। এখানে

অভেদনীতি Law of Identity) দ্বারা এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব ; একে বুঝতে হলে contradiction-এর logic-এর সাহায্যে বুঝতে হবে। এই তো গেল হেগেলীয় তরফের কথা।

এখন এর জবাব হচ্ছে এই যে এখানেও হেগেলীয় যুক্তি ও দৃষ্টান্তের পিছনে লুকিয়ে আছে সেই একই গোলযোগ (confusion) বা ভিন্নতার অভাব (lack of distinction) (Croce)। অভেদ-নীতি (Law of Identity) বলছে যে একই কালে, একই স্থানে ও একই অর্থে কোনো বস্তু পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞার বিষয় হতে পারে না। গ্রহটি যদি কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে কোনো এক বিশেষ স্থান-বিন্দুতে আছে, একথা সত্য হয়, তবে সেই মুহূর্তেও সেই স্থানেই গ্রহটি নেই, একথা সত্য হতে পারে না। গ্রহটি হয় সেখানে থাকবে, নয় থাকবে না। একই সঙ্গে একই মুহূর্তে "আছে ও নেই" দুই ই সত্য হতে পারে না। গ্রহটি গতিশীল একথা ঠিক। কিন্তু গতি হচ্ছে একটা process এবং যে-কোনো process সংঘটিত হতে কিছুটা সময় নেবেই, যত সূক্ষ্ম ও ছোটো-সময়ই হোক-না কেন। কালকে (Time) বাদ দিয়ে কোনো process ঘটতে পারে না।[১৩২]

সরোকিন-এর বিশ্লেষণ অনুসারে প্রত্যেক process-এর চারটে অঙ্গ (factor) থাকতেই হবে। এরা সকল process-এর অপরিবর্জনীয় অঙ্গ। সেই চারটে হচ্ছে— ১ উদ্দেশ্য বা Logic, অর্থাৎ যে পরিবর্তিত হচ্ছে, ২ দেশ-সম্বন্ধ বা 'place relationship' ; ৩ দিক্‌সম্বন্ধ বা direction ; ৪. কাল-সম্বন্ধ বা 'time relationship'।

হেগেলীয় যুক্তিতে এবং গতিশীল গ্রহের দৃষ্টান্তে ১, ২, ও ৩নং অঙ্গকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে কিন্তু চতুর্থ অঙ্গ বা Time category-কে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রহটির কক্ষকে যদি অগণিত সূক্ষ্মতম বিভাগ করা যায় তবে কক্ষটি দাঁড়াবে কতকগুলো সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র point of space-এর ক্রমান্বিত রেখা। গ্রহটিকে এই পথে চলতে গিয়ে প্রত্যেকটি point of space-এর উপর দিয়েই যেতে হবে। এই প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুকে ছাড়াতে তার কিছুটা সময় যাচ্ছেই। যে কাল-বিন্দুতে (point of time) গ্রহটি যে স্থান-বিন্দুতে আছে

১৩২. Any process implies time and duration, is inseparable from and unthinkable without the time category"—Sorokin, *Social & Cultural Dynamics*, p 153.

ঠিক সেই কাল-বিন্দুতে সে গ্রহটি সেই স্থান-বিন্দুতেই ছিল। তার পরের কাল-বিন্দুতে (point of time) গ্রহটি পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে। ঐ পরের স্থান বিন্দুতে যেতে একটু— যত সামান্য বা ক্ষুদ্রতমই হোক— কাল লেগেছেই। কাজেই একই কাল-বিন্দুতে (point of time) গ্রহটি ওখানে আছে এবং নেই, একথা ঠিক নয়। কোনো একস্থানে যে মুহূর্তে আছে, তার ঠিক পরের মুহূর্তেই হয়তো গ্রহটি পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে। কিন্তু সে পরমুহূর্তে। কাজেই হেগেলীয় যুক্তি যখন বলছে যে একই মুহূর্তে গ্রহটি সেখানে আছে এবং নেই, তখন কাল-অঙ্গকে (time factor) বর্জন করে একটা অসম্ভব ও অর্থহীন বৃথাভাষণের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রহটি আসলে সেই মুহূর্তে সেই স্থানে 'আছে' এবং তার পরমুহূর্তে সেই স্থানে 'নেই'। যে ব্যাপারটা আগের ও পরের কালে পরপর (successively) ঘটছে, সেই ব্যাপারকে একই কালে ঘটছে বলে জবরদস্তি বিরুদ্ধতা (contradictoriness) দেখানো হয়েছে। যা এককালে 'আছে', তা অন্যকালে 'নেই'। কাজেই এতে আসলে বিরুদ্ধতা নেই; যাকে কল্পনা করা হয়েছে সে মনগড়া। গ্রহের নিজের সঙ্গে নিজের কোনো অযৌক্তিক বিরোধই নেই। কাজেই এখানেও হেগেলের স্ববিরোধ নীতি স্থান কাল-বহির্ভূত এবং অবাস্তব। হেগেলের নিজের কথায়ও এর সমর্থন আছে; অবশ্য প্রকারান্তরে, কারণ প্রকাশ্যে হেগেল সর্বত্র স্ববিরোধকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।[১৩৩]

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে হেগেলীয় উক্তিতে গ্রহটি যখন কোনো একটি স্থান-বিন্দুতে আছে, তখনই সে সত্যি সত্যি সেখানে নেই বা অন্য কোনো স্থান-বিন্দুতে চলে গেছে, একথা বলা হয় নি। এখানে বলা হচ্ছে, যখন ওখানে গ্রহ আছে, তখন সত্যি সত্যি সশরীরে ও বাস্তবভাবে সেখানে 'নেই ও' একথা ঠিক নয়। 'আছে' যখন, তখনই 'নেই' একথা কেবল ইঙ্গিতে (implicitly) থাটে; অর্থাৎ না থাকার সম্ভাবনা ("possibility") রয়েছে কারণ পরের মুহূর্তেই সে ওখানে থাকবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের মুহূর্তটি আসে নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্থানত্যাগ না করেছে গ্রহটি, ততক্ষণ পর্যন্ত "আছে"

১৩৩. Take as an illustration the motion of the heavenly bodies. At this moment the planet stands in this spot, but implicitly it is the possibility of being in another spot; and that possibility of being otherwise the planet brings into existence by moving,"—*The Logic Of Hegel*, p. 150.

শুধু এই কথাই সত্য। না-থাকার সম্ভাবনা এবং সত্যিকার না থাকা, এক জিনিস নয়। সম্ভাবনা (possibility) ও প্রকৃত অস্তিত্বে (actuality) অনেক ব্যবধান। যা ছিল (possibility) তা-ই পরের কালে হয়ে দাঁড়াবে বাস্তব (actuality)। সরে গিয়ে—"by moving"। কাজেই হেগেলের ভাষায়ই আমাদের মতের সমর্থন প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একই সময়ে "আছে এবং নেই" ("is here and is not here")। একথা জগতের কোনো গতিশীল বস্তুর ব্যবহারেই প্রমাণ হবে না। 'আছে' এবং 'নেই' একসঙ্গে, হাঁ এবং না একই সময়ে ও স্থানে দেখতে হলে যে বস্তুটির দরকার হয় তার নাম ইন্দ্রজাল (magic), যুক্তি (logic) নয়। এবং এ ম্যাজিক হচ্ছে কথার জাদু। এ জাদুতে চিঁড়ে ভেজে না কারণ বাস্তব জগতে মিছে কথার যোগফল শূন্য (zero) বৈ আর কিছু নয়। 'আছে' এবং 'নেই'-এর মধ্যে, 'হাঁ' এবং 'না'র মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য বিরোধ রয়েছে তাকে কথার জাদুতে সত্যি সত্যি উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ দুস্তর বিরোধ হচ্ছে সেই ধরনের বিরোধ যাতে হেগেলের বিশ দফা যুক্তি পাশাপাশি যুতে দিলেও আমাদের সেই বিরোধ উত্তীর্ণ করতে পারে না।[১৩৪]

৮ গতিতত্ত্ব থেকে আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এবং দেওয়া হয়েও থাকে। যে-কোনো রকম পরিবর্তনকে 'গতি' বলা হয়ে থাকে। 'গতি' মানেই 'পরিবর্তন'। এই গতি দুরকমের হতে পারে, ১ কে নে. বস্তুর (thing) বাহিরের গতি (External motion)। এখানে একটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধে আপেক্ষিক স্থান পরিবর্তন করে থাকে। অন্য বস্তু থেকে দূরত্ব বা নিকটত্ব দ্বারা এই পরিবর্তন অনুভূত ও পরিমিত হয়। যেমন একটি গ্রহের গতি, মানে অন্যান্য গ্রহ, তারা ইত্যাদির তুলনায় (in relation to) গ্রহের স্থান পরিবর্তন। এই ধরনের পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আগেকার গ্রহের দৃষ্টান্ত সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। ২. আর-এক ধরনের গতি আছে যাকে বলা যায় স্বগত পরিবর্তন (nherent change)। কোনো-একটি বস্তুর (Thing) দেহের ভিতরেই অবিশ্রান্ত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, প্রত্যেকটি বস্তু কতকগুলি অণু-পরমাণুর সমষ্টি এবং এই অণু-পরমাণুগুলিতে প্রতি মুহূর্তেই নানাধরনের পরিবর্তন চলেছে। বস্তুর অন্তর্ঘটিত বা অন্তর্নিহিত এই পরিবর্তনে বস্তুটির স্বরূপেও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

১৩৪. That twenty logics of Hegel harnessed abreast cannot drive us smoothly over." W. James, p. 28,

এই পরিবর্তনও একটা process এবং সেই কারণে এখানেও পূর্বোক্ত সেই চারটি অঙ্গ থাকবেই, যথা ১. unit বা উদ্দেশ্য ২. space relationship বা স্থান-সংযোগ, ৩. দিক (direction) কাল সংযোগ (time)। পরিবর্তনের দিক (direction) সরোকিন নানা রকম করে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে এখানে বলতে পারি, পরিবর্তন দুই দিকেই হতে পারে, বৃদ্ধিও হতে পারে, ক্ষয়ও হতে পারে, সঞ্চয় ও অপচয় দুই-ই ঘটতে পারে কোনো বস্তুর দেহে ও স্বরূপে। বস্তুর অন্তর্গত পরিবর্তন নানা রূপ গ্রহণ করতে পারে সংহতি ও খণ্ডীভবন (integration ও disintegration), বৃদ্ধি ও অবক্ষয় (growth ও degeneration), সংকোচন ও প্রসারণ (contraction ও expansion)।

হেগেলীয় মতে সকল বস্তুরই এই রকমের স্বগত পরিবর্তনেও বস্তু নিজেকে নিজে বিরোধিতা (contradict) করছে। স্বগত পরিবর্তনশীল বস্তুগুলিও সবাই স্ববিরোধ-এর (Self contradiction) দৃষ্টান্ত এবং এ অর্থেও অভেদ-নীতি (Law of Identity) ভুল প্রমাণ হয়। প্রাণিবিজ্ঞানের জগৎ থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ধরা যাক একজন মানুষ "রাম"। প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি জীবকোষের সমষ্টি, এই কোষগুলি পুষ্টিলাভ করে অনবরত সংখ্যায় বাড়ছে এবং শৈশব থেকে মানুষের দেহ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পুষ্টতর হচ্ছে। আবার কলের মতো দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অহরহ কাজ করছে বলে কোষগুলির ক্ষয়ও হচ্ছে। এই ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথেই দেহ পরিণতির দিকে এগুচ্ছে সারাজীবন। 'রাম'-ও তেমনি কতকগুলি কোষের সমষ্টি এবং রামের দেহও কোষগুলির ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে। লক্ষ্য করলেই প্রতীতি হবে যে একবছর আগে যে রাম ছিল, একবছর পরে অবিকল সেই রামই আর নেই, কারণ রামের অনেক পরিবর্তন, ভিতরে ও বাইরে ঘটে গেছে। এইজন্য রামকে ঠিক আগেকার রাম বলা চলে না এবং এ কথাও বলা চলে যে রাম আগেকার রাম নয়। আবার অন্যদিকে রাম সেই রামই আছে একথাও ঠিক। রাম যতই পরিবর্তিত হোক-না কেন তবুও তাকে আমরা "রাম"ই বলি, অন্য লোক বলে মনে করি না। তার মানে এই যে, পরিবর্তন সত্ত্বেও রামের একটা অভেদ (indentity) বজায় রয়েছে; অন্য ভাষায় বলতে গেলে, রামের "রামত্ব" ঠিকই আছে, কোনো হানি হয় নাই। রামের স্বরূপটি অব্যাহতই রয়েছে। কাজেই এক অর্থে যেমন রাম আগেকার রাম নয় একথা ঠিক, তেমনি অন্য অর্থে রাম সেই আগেকার রামই আছে, একথাও সমান সত্য। এখানেই

হেগেল বলছেন যে "রাম" স্ব-বিরোধ বা self-contradiction-এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ, কারণ "রাম রামও বটে" এবং "রাম রাম নয়ও" বটে এই দুটোই একসঙ্গে সত্যি। কাজেই এখানে অভেদ-নীতি (Law of Identity) মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে এবং স্ববিরোধই এখানে মূলতত্ত্ব।

এই হেগেলীয় দাবি সম্বন্ধেও সেই আগেকার আপত্তিই খাটছে এবং সেই একই হেগেলীয় ভুলের দ্বারা এই প্রাণি-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তও খণ্ডিত হচ্ছে। "পরিবর্তন-তত্ত্ব" অতি জটিল তত্ত্ব, এ নিয়ে বহু দার্শনিক বিচার ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন পরিবর্তন বা গতিই বিশ্বের মূল সত্তা, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্বই নেই। কেউ বা বলেছেন পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা। নিত্য ও অনিত্য, নশ্বর ও অবিনশ্বর স্থিতি ও গতি, অচল ও চঞ্চল — এই দুমুখো সমস্যা নিয়েই প্রাচীন কাল থেকে মানবমন বারম্বার প্রশ্নার্ত হয়ে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সেই আর্তি ও বিক্ষোভ থেকে জন্ম নিয়েছে নানা দর্শন ও মতবাদ। আমরা তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) রাজ্যে ঢুকব না, কারণ আমরা লজিকের নীতিগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছি। লজিকের দিক থেকে হেগেল পরিবর্তন-তত্ত্বে অভেদ-নীতির (Law of Identity) নিরসন দেখতে পেয়েছেন। আমরা সেই দিক থেকেই পরিবর্তন তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করব এবং তাতে দেখা যাবে যে পরিবর্তন-তত্ত্ব দ্বারা অভেদ-নীতি বাধিত হয় না, সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়।

যে কোনো বস্তু যখন পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন সব পরিবর্তনের তলে তলে একটা সূক্ষ্ম, অপরিবর্তনীয় ভিত্তি সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকছে। সেই শক্ত ভিত্তিটিকে সেই বস্তুর স্বরূপ বলা হয়। যতক্ষণ সেই স্থিতিশীল, শক্ত ভিত্তিটি বজায় থাকে, ততক্ষণ হাজার পরিবর্তন সত্ত্বেও আমরা বলে থাকি যে সেই বস্তুটি পূর্বেকার বস্তুই আছে। প্রত্যেক বস্তু বা মানুষের স্বরূপ বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি elements বা ধর্ম। এই ধর্মগুলি অবিরত বদলে যাচ্ছে। যখন কতকগুলি ধর্ম বদলে গেছে অথচ অন্য কতকগুলি আবার বদলে যায় নি, তখন আমরা বলি যে বস্তুটি পরিবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ কতকগুলি দিকে (aspect) বস্তুটির বদল হয়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন এতখানি গভীর ও ব্যাপক হয় নি যাতে করে ওই বস্তুটিকে চিনতে অসুবিধা হতে পারে কিংবা ওই বস্তুর স্বরূপ সম্পূর্ণ বদলে গেছে বলা যেতে পারে। যখন সব দিকেই (aspect) কোনো বস্তু বদলে যায়, তখন ওই বস্তু আর পূর্বেকার বস্তু থাকে না,

সম্পূর্ণ অন্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যতক্ষণ এমন কতকগুলি দিকে বা ধর্মে (element) পরিবর্তন ঘটে যাদের পরিবর্তনে বস্তুটির সত্যিকার স্বরূপে কোনো হানি হয় না, ততক্ষণ বলা হয়ে থাকে যে সেই বস্তুট পরিবর্তিত হয়েছে; অর্থাৎ অবিকল আগেকার বস্তুটি আর নেই; কতকগুলি ব্যাপারে পরিবর্তন হয়েছে এবং কতকগুলি ব্যাপারে বস্তুটি পরিবর্তিত হয় নাই। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে বস্তুট কোনো কোনো দিকে পূর্বেকার বস্তুই আছে এবং কোনো কোনো অংশে পূর্বেকার বস্তুটি নেই।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে হেগেলীয় স্ববিরোধ (self contradiction) এখানে ত্রিসীমানার মধ্যে কোথাও নেই। পরিবর্তনের ফলে কোনো বস্তুকে "সেই বস্তু এবং সেই বস্তু নয়" (itself & not itself) এই দুইরকমই বলা যেতে পারে। হেগেলের একথা হেত্বাভাস দুষ্ট (fallacious)। পরিবর্তিত বস্তুটিকে যখন বলি "সেই বস্তুই আছে", তখন আমরা কতকগুলি ধর্ম বা দিক থেকে একথা বলি। যে ধর্মগুলির পরিবর্তন হয় নি, সেগুলির উপর চোখ রেখে বলা চলে যে বস্তুটি সেই আগেকার বস্তুই আছে। কিন্তু যখন বলি "বস্তুটি সেই বস্তু আর নেই," তখন আমরা অন্য কতকগুলি দিক থেকে একথা বলে থাকি। যে ধর্মগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণগুলির উপর দৃষ্টি রেখে একথা বলা চলে যে বস্তুটি আর আগেকার বস্তুটি নেই। কাজেই পরিবর্তনের ফলে, কতকগুলি দিক থেকে বস্তুটি আগেকার বস্তুটিই আছে, এবং অপর দিকগুলির সম্পর্কে সেই বস্তুটি আগেকার বস্তুটি নেই। কাজেই বস্তুটি "**সেই বস্তু ও বটে এবং সেই বস্তুটি নয়ও বটে**" এই দুমুখো কথাটি একই অংশে একই অর্থে ও একই দিক সম্বন্ধে খাটে না। বিভিন্ন অর্থে ও বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে এরা প্রযোজ্য। যদি একই অর্থে একই দিকে এবং একই গুণ সম্বন্ধে ঐ বিরুদ্ধার্থক আখ্যান সম্ভব হ'ত তবেই হেগেলীয় বিরুদ্ধতার (contradiction) দৃষ্টান্ত হিসেবে একে নেওয়া চলত।

পরিবর্তনকে যদি নাম দিই 'Becoming', এর স্থায়িত্বকে যদি বলি 'Being', তবে একথা বলা চলে যে সকল পরিবর্তন বা গতির পেছনে রয়েছে স্থিতি বা Being। Being-কে ছাড়া Becoming অবাস্তব বা শূন্যগর্ভ হয়ে দাঁড়ায়। যখন Being বা স্থায়িত্ব নেই, তখন তাকে পরিবর্তন (change) বলা চলে না, তখন সেখানে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু স্বতন্ত্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। পরিবর্তন বললেই বুঝতে হবে, যে বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে সে স্বরূপে ও স্বকীয়তায়

নিজের সত্ত'কে বাঁচিয়ে রেখেছে। যে পরিবর্তিত হচ্ছে তার তদ্‌ভাব বা স্ব-ত্ব (identity) বজায় থাকবে সোরোকিন (Sorokin) বলেছেন :

যখন মিঃ স্মিথ পরিবর্তিত হচ্ছেন তখন কতকগুলি দিকে (aspect) তাঁর বদল হয়েছে এবং কতকগুলিতে বদল হয় নি। কতকগুলি ব্যাপারে তিনি আগেকার স্মিথই আছেন এবং কতকগুলিতে অবশ্য বদলে গেছেন। কাজেই "আছেন" এবং "নেই" এই দুটো বিরুদ্ধ আখ্যা একই গুণ ও দিক সম্পর্কে বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন দিকে (aspect), এই দুটো বিরুদ্ধ আখ্যা খাটে।[১৩৫] কাজেই এখানে কোনো স্ববিরোধ নেই এব তাদাত্ম্য বা অভেদ-নীতি (Law of Indentity) এখানে খাটছে, হেগেলীয় নীতি নয়। সোরোকিন (Sorokin) স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন :

"This reconciliation of permanent sameness with change is not the illogical matter that it seems. It is based on the fact that if the unit of change A consist of element a, b, c, together with other elements which are not essential—now m now n, now f now I or some combination of these, A, as an integration of the elements a, b, c can remain constant and at the same time be in a process of change with reference to m, n, f, k, l. or their combination; and thus A may change without losing its identity". Sorokin : *Social & Cultural Dynamics*, p 154-55.

রাম পনেরো বছর আগে যে রাম ছিল আজ আর অবিকল ঠিক সেই রামটি নেই। রামের দেহ, আকৃতি, প্রকৃতি সবই অনেকাংশে বদলে গেছে। কিন্তু

১৩৫. "That which changes preserves its identity (its Being) that it remains the 'same' through out the process it goes through, that in brief, it remains unchanged to the extent of preserving its identity. When we say, 'Mr. J. B. Smith has changed during the last 15 years'···we assert that these subjects have been changed but at the same time we believe that inspite of change, we are still dealing with Mr. J. B, Smith & not with Mr. A. B. Jhonson.···Inspite of change these units preserved their identity, remained in the domain of Being. Otherwise, we cannot contend that there was any change in these units, because if these were not the same subject in each case then there would have been no change but just two or more subjects quite different from the very beginning" Sorokin, *Social & Cultural Dynamics*; pp. 154-55.

যখন বলছি, পনেরো বছর আগেকার রাম এবং পনেরো বছর পরের রাম, তখনি প্রকারান্তরে বলছি যে পনেরো বছরের পরিবর্তন সত্ত্বেও রাম রামই আছে, অর্থাৎ রামের রামত্ব নষ্ট হয় নি। তার মানে এমন কতকগুলি গুণ বা ধর্ম আছে যা আগের রামেও ছিল এবং অন্যকার রামেও বর্তমান আছে। সেই গুণগুলির দিক থেকে দেখলে রাম সেই রামই আছে। কিন্তু অপর কতকগুলি গুণের বা ধর্মের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে রামের পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ রাম ঠিক তেমনটি নেই। সেই রাম আর নেই। এখানে রাম কতকগুলি বিশেষ গুণে সেই প্রাচীন রামই আছে এবং **অন্য কতকগুলি বিশেষ গুণে** সেই প্রাচীন রাম নেই। কাজেই এখানে হেগেলীয় স্ববিরোধ মোটেই নেই, কারণ বিরোধ বা contradiction এখানে বিভিন্ন দিক থেকে বর্তাচ্ছে ("obtains in different respects"—W. James) একই গুণ সম্বন্ধে যদি 'হাঁ' ও 'না', দুই-ই বা চলত তবেই বিরোধ (contradiction) আছে বলা যেত। যখন স্বরূপে ও সকলগুলি ধর্মেই রাম বদলে গেছে, তখন রাম আর নেই, রামের পরিবর্তে ভিন্ন ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে। রাম নেই, আছে একেবারে আলাদা অন্য একজন লোক। তখন পরিবর্তনের কোনো মানে হয় না।

প্রাণীতত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে দেখে বলা হয়েছে যে রামের দেহের কোষগুলি অবিরত বদলে যাচ্ছে। ফলে রাম আর রাম থাকছে না। অথচ আবার রাম থাকবেও, কারণ আমরা নূতন কোষপুষ্ট ব্যক্তিকে "রামই" বলে থাকি। অতএব contradiction রয়েছে। এখানেও সেই একই জবাব দেওয়া যায়। রামের সবগুলি কোষ বদলে নিয়ে নূতন কোষের সমষ্টি হয়ে রাম যদি দেখা দিয়ে থাকে, তবে তাকে "রাম" বলব কেন ? যদি রাম নামেই তাকে আখ্যাত করতে হয়, তবে কোষগুলির আমূল বদল সত্ত্বেও অন্য কোনো দিকে রামের প্রাচীন সত্তার অবশেষ নিশ্চয় রয়ে গেছে যাতে করে একে "রাম" বলা চলে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে অংশে (কোষগুলিতে কিংবা অন্য বিষয়ে) রাম বদলেছে সেই অংশে রাম— রাম নয়। কিন্তু অন্য যে অংশে রাম বদলায় নি সেই সেই অংশে রাম— রামই আছে। এখানে একই অংশে রাম "রাম আছে ও রাম নেই" তা নয়। ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে (aspect) "রাম" এবং "রাম নয়" দুটো আখ্যা বলা হচ্ছে। একই দিক থেকে নয়।

কাজেই প্রত্যেকটি মানুষ বা প্রাণী এক-একটি স্ববিরোধের (self-contradiction) মূর্তি, একথা নিতান্ত মিথ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে এ ধাঁধা

লাগতেও পারে যে রাম একই সঙ্গে 'রাম' ও 'না-রাম'। কিন্তু সামান্য বিশ্লেষণ করলেই এ ধোঁকা ধরা পড়ে যায় এবং হেগেলীয়দের দাবির চাতুরী যে কেবল কথার মারপ্যাঁচ এ তত্ত্বও চোখে পড়ে।

প্রত্যেকটি বস্তুই জগতে স্ব-বিরোধের (self-contradiction) দ্বারা বিধ্বস্ত, একথা কোনো রকমেই ধোপে টেকে না। হেগেল কেবল এ-সম্বন্ধে প্রচুর ভাষণই করেছেন কিন্তু একে প্রমাণ করেন নি। একটা লুপ্তোপমার (metaphor) মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তারই ফলে যা কল্পনা-জগতে চলতেও বা পারে, তাকে লজিক ও বাস্তবের জগতে জোর করে টেনে এনেছেন সর্বত্র। একটা কাল্পনিক লুপ্তোপমা দিয়ে কখনো কোনো বিষয় বোঝাবার সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তাই বলে লুপ্তোপমা (metaphor) চুল-চেরা যুক্তির বাজারে সচল থাকবে, একথা হেগেল তাঁর মানসিক আতিশয্যের (mental excess) দরুনই ভাবতে পেরেছিলেন।

ক্রোচেও একথা বলে আমাদের সাবধান করেছেন যে, লুপ্তোপমা যেন আমাদের বিপথে চালিত না করে।[১৩৬]

সকল বস্তুরই অন্তরে বিরোধী শক্তি (contradiction) বাসা বেঁধে রয়েছে, একথা ঠিক নয়। বীজ থেকে যখন চারা গাছ বেরিয়ে আসে, তখন বীজের মধ্যে বীজের প্রতিস্থিতি বা বিরুদ্ধ শক্তি (antithesis) হিসেবে চারাগাছ ছিল একথা নিতান্ত অসত্য ও অর্থহীন। শিল্প থেকে মানব-মন দর্শনে উত্তীর্ণ হয় হেগেলের মতে। কিন্তু তাই বলে শিল্পের বুকের ভিতরে শিল্পের বিরোধী শক্তি (contradiction) রয়েছে, একথা কে স্বীকার করবে! ক্রোচে তাই বলেছেন: যে ডিগ্রি অতিক্রম করা গেল, তার অন্তরে তারই বিরোধী শক্তির (antithesis) উদ্ভব হয় না। দর্শন যেমন দর্শন হিসেবে স্ব-বিরোধী হয় না, তেমনি শিল্পও শিল্পরূপে নিজের বিরোধিতা করে না।[১৩৭]

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেল, হেগেল যে অর্থে বিপরীতের পরস্পর অনুস্যূতির (Interpenetration of opposites) কল্পনা করেছেন সে অর্থে জগতের বস্তুগুলো স্ব-বিরোধী নয়। হেগেল আকারিক যুক্তি-বিচার

---

১৩৬. "...Only we must not allow ourselves to be misled by a metaphor". (Ch. IV)

১৩৭. "...the antithesis does not arise in the bosom of the degree that has been surpassed. As philosophy does not contradict itself as philosophy so art does not contradict itself as art." (Ch IV)

(Formal Logic) মূলনীতিগুলোর উপর আক্রমণ করে তার এই বিরোধ-নীতিকে (contradiction) প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অভেদকে (Identity) বলতে চেয়েছেন বিরুদ্ধতা (contradiction) এবং বিরুদ্ধতাকে (contradiction) দেখাতে চেয়েছেন অভেদ (Identity) হিসেবে। তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তিই হল এই তত্ত্ব।[১৩৮]

অভেদ-নীতি (Law of Identity) ও বিরোধ নীতির (Law of Contradiction) প্রতি হেগেল তীব্র বিদ্রূপ ও আক্রমণ করেছেন সর্বত্র। অথচ কোথাও এমন যুক্তি বা দৃষ্টান্ত দেন নি যাতে করে অভেদ-নীতি (Law of Identity) খণ্ডিত হতে পারে। তাঁর সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত তাঁর লুপ্তোপমা (metaphor) প্রীতির ফলে জন্ম নিয়েছে। সে সবগুলোই তাঁর এই গোলযোগের সৃষ্টি। লজিকের এই নীতিগুলো না স্বীকার করলে কোনো চিন্তা বা মনন সম্ভব হয় না। হেগেলের বাগ্‌বিস্তার যে নিরর্থক ও নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র একথা হেগেলভক্ত Mc Taggart-ও বুঝতে পেরে হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, হেগেল প্রকৃতপক্ষে লজিকের নীতিগুলোকে অস্বীকার করেন নি। কারণ, ঐ নীতিগুলোকে উড়িয়ে দিলে মানুষের সকল মনন ও চিন্তাজগতের সকল প্রচেষ্টাকেই উড়িয়ে দিতে হবে। ওগুলো হচ্ছে চিন্তা ও মননের মৌলিক সূত্র। বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে Mc Taggart বলতে চান যে হেগেল বিরোধ-নীতিকে (Law of Contradiction) লঙ্ঘন এবং অস্বীকার করেন নি। হেগেল বরং বিরোধকে (contradiction) বর্জন করতেই উপদেশ দিয়েছেন, কারণ যেখানে পরস্পর বিরোধ (contradiction) অতিক্রান্ত হয়ে বৃহত্তর সত্যে (synthesis) না উত্তীর্ণ হয়, সেখানে ভুলের (error) সূচনা অবশ্যই হয়ে থাকে। হেগেলের আপত্তি বরাবরই অমীমাংসিত বিরোধের (unresolved contradiction) বিরুদ্ধে। পরস্পরবিরোধী দুটো উক্তি মিথ্যা বলেই হেগেল বৃহত্তর সমন্বয় বা সংস্থিতির (synthesis) ওপরে এত জোর দিয়েছেন। সংস্থিতিতে (synthesis) ওদের বিরোধ শান্ত হয় বলেই স্থিতি (thesis) ও প্রতিস্থিতির (antithesis) বিরোধ তেমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে না। সংস্থিতিই (synthesis) সত্য ; প্রতিস্থিতি (anti-thesis) ও স্থিতির (thesis) বিরোধ সত্য নয় বরং অসত্য, যদি

১৩৮. "The principle of the contradictoriness of identity & the identity of contradiction is the essence of the Hegelian system."—James, p. 217

এদেরকে আলাদা করে দেখা যায়।[১৩৯] ম্যাক ট্যাগার্ট (Mc Taggart) এই রকমেও ব্যাখ্যা করে হেগেল যে আকারিক ন্যায়ের (Formal logic) নীতিগুলোকে কখনো অস্বীকার করেন নি তা দেখাতে চেয়েছেন। হেগেলের উক্তি: বিরোধ কোনো বিষয় বস্তুর শেষ কথা নয়, সে নিজেকে নিজেই খণ্ডন করে।[১৪০]

তাঁর মতে হেগেল যেহেতু বিরোধকে (contradiction) অতিক্রম করে সংশ্লিতিতে (synthesis) যেতে বলেছেন সর্বদাই, সেই হেতু বিরোধকে (contradiction) প্রকারান্তরে হেগেল মিথ্যাই বলেছেন, এমন-কি ম্যাক ট্যাগার্ট-এর মতে: ডায়ালেকটিক বিরোধকে অস্বীকার না করে তাকেই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।[১৪১]

কাজেই আকারিক ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক নীতিকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, হেগেল তাদের ওপরেই দর্শন গড়েছেন। কারণ, তা না

---

১৩৯. "It is sometimes supposed that the Hegelian logic rests on a defiance of the law of contradiction. That law says that whatever is A can never at the same time be Not-A. But the Dialectic asserts that, when A is any category, except the Absolute Idea, whatever is A may and indeed must be, Not-A also

Now if the law of contradiction is rejected, argument becomes impossible··· But if we are to regard the simultaneous assertion of two contradictories, not as a mark of error, but as an indication of truth, we shall find it impossible to disprove any proposition at all. Nothing however can ever claim to be considered as true, which could never be refuted, even if it were false

And indeed it is impossible, so Hegel himself has pointed out to us, even to assert anything without involving the law of contradiction for every positive assertion has meaning only in so far as it is defined & therefore negative. If the statement "all men are mortal' for example, did not exclude the statement "some men are immortal", it would be meaningless. And it only excludes it by virtue of the law of contradiction. *If then the dialectic rejected the law of contradiction it would reduce itself to an absurdity, by rendering all argument and even all assertion, meaningless.*"—Mc Taggart Art 8.

১৪০. "Contradiction is not the end of the matter but cancels itself"—Hegel : *Logic*. Sec 119. এই উক্তিকে উদ্ধৃত করে এব জোরে ম্যাক ট্যাগার্ট বলেছেন :

"The Dialectic however does not reject that law, An unresolved contradiction is, for Hegel, as for everyone else, sign of error."—Mc Taggart Art 8.

১৪১. "In fact, so far is the Dialectic from denying the law of contradiction that it is especially based on it."—Mc Taggart Art 8.

হলে হেগেল অমীমাংসিত বিরোধকে (unreconciled contradiction) ছাড়িয়ে যেতে বলছেন কেন ?[১৪২]

এমনি করে ম্যাক ট্যাগার্ট হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক ও হাস্যকর। কারণ হেগেলের বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে মতামত ও উক্তি অতি স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের অবকাশ কোথাও নেই। অভেদ-নীতির (Law of Identity) ওপর হেগেলের আক্রমণ অবিসম্বাদিত এবং একই কালে সকল বস্তুই স্ব-বিরোধী (self-contradictory) একথা নিঃসংশয় ভাষায় তিনি সজোরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর ডায়ালেকটিক লজিকের মূলই ধ্বসে যায়, যদি তাকে আকারিক যুক্তিবিদ্যার (Formal Logic) মৌলিক নীতির সমর্থক করে দাঁড় করানো হয়। "Everything is opposite" (*Logic of Hegel*, p. 223), সকল সত্তাই "a concrete unity of opposed Determinations" (*Logic of Hegel* p 100) ইত্যাদি কথার মানে অতি নিশ্চিত। তা ছাড়া হেগেলের অভেদ নীতি (Law of Identity) সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা ম্যাক ট্যাগার্ট-এর ব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। আরো কথা আছে। বিরোধকে (contradiction) ছাড়িয়ে যেতে বলেছেন হেগেল। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে হেগেল বিরোধকে মিথ্যা মনে করেন। হেগেল স্বীকার করেছেন যে মানুষের মধ্যে রয়েছে উচ্চতর এষণা ("Loftier Craving"—*Logic of Hegel*, p. 18 : Art 11) যা তাকে স্ব-বিরোধিতায় (self-contradiction) তৃপ্ত হতে দিচ্ছে না। যেখানে আত্ম-বিরোধ (self-inconsistency or self-contradiction) রয়েছে সেখানে সত্যের অধিবাস থাকতে পারে না; সেখানে অসত্যের রাজত্ব। চিন্তা বা মননই মানুষের বিশেষত্ব। সত্যকে পাবার প্রধান সহায় হচ্ছে মানুষের মনন-শক্তি। মানুষের মননশক্তি কখনো আত্মবিরোধকে (self-inconsistency) সহ্য করতে পারে না। কারণ, বিরোধ বা অসংগতি (Inconsistency) মানুষের চিন্তাকে বিকল করে, ব্যর্থ করে। তাতে মননক্রিয়া অসম্ভব হয়, তাই মানুষ অসংগতিকে

১৪২. "But why should we not find an unreconciled contradiction & acquiesce in it without going further, except for the law that two cotradictory propositions about the same subject are a sign of error ?"—Mc Taggart. Art. 8.

Inconsistency) মিথ্যা বা Error বলে চিরকাল বর্জন করে এসেছে। হেগেলও এই তত্ত্বকে স্বীকার করেন এবং একেই উচ্চতর এষণা ("loftier craving") বলে সম্মানিত করেছেন। এ তত্ত্বকে আমরাও স্বীকার করে থাকি। এবং আকারিক যুক্তিবিদ্যাও (Formal Logic) এই তত্ত্বকেই সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করেছে।

কিন্তু অসংগতি বা বিরোধ (Inconsistency) মিথ্যা এবং তাকে বর্জন করাই সত্যানুসন্ধিৎসার পথ। একথা এক বস্তু, আর অসংগতিই জগতের সকল বস্তুর গোড়ার কথা এবং সকল বস্তু বা সত্তাই হল অসংগতিময় (Inconsistent) —এ বস্তু হল একেবারে আলাদা ও বিপরীত কথা। পূর্বেকার কথাটি সর্বস্বীকার্য। কিন্তু আগেকার তত্ত্ব থেকে পরের তত্ত্বটিতে উত্তীর্ণ হওয়া একেবারে অযৌক্তিক। হেগেল তাই করেছেন। হেগেলের মতে জগতের সকল বস্তুই স্ব-বিরোধী (self-contradicrory) একথা প্রমাণিত হয় নি। ম্যাক ট্যাগার্ট দেখাতে চেয়েছেন, যেহেতু হেগেল অসংগতিকে (Inconsistency) বর্জন করতে বলেছেন সেই হেতু তিনি অভেদনীতিকেও (Law of Identity) মানেন। কিন্তু হেগেল যে বিরোধকে (Inconsistency) idolise করে জগতের সকল তত্ত্ব ও বস্তুর মৌলিক ভিত্তি বলে নির্ধারণ করেছেন, সে কথাটি ম্যাক ট্যাগার্ট বাদ দিয়ে ও এড়িয়ে গেছেন। আমাদের মতে হেগেল অভেদ-নীতি (Law of Identity) মানেন নি বলেই বিরোধের (contradiction) এত প্রাবল্য ও প্রাকর্ষ দেখিয়েছেন ছত্রে ছত্রে এবং ম্যাক ট্যাগার্ট-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির বাঁচবার পথ নেই।

ক্রোচেও যেন এই ব্যাপারে হেগেলকে বাঁচাবার একটু ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। ক্রোচের মতে কোনো দার্শনিক অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) অস্বীকার করতে পারেন, এ একেবারে অসম্ভব। কারণ তাহলে তো চিন্তা করাই চলবে না। কোনো রকম মনন ক্রিয়া করতে হলেই তো অভেদ-নীতিকে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে হবে। তাই ক্রোচে বলেছেন : যদি সব বস্তু একই সঙ্গে পরস্পর বিরুদ্ধ আখ্যায় আখ্যাত হ'তে পারে ; যদি প্রত্যেক বস্তু একই কালে তৎ-স্বরূপ ও অতৎ-স্বরূপ (itself ও not-itself) হতে পারে, তবে হেগেলীয় তত্ত্বেও তো একই সঙ্গে "সত্য" ও "অসত্য" দুই-ই হতে পারে।[১৪৩] কিন্তু এতে তো হেগেলীয় লজিকই অসত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এতে

১৪৩. Hegel does not deny the principle of identity, for otherwise he

কোনো তথ্যই নির্ধারিত হতে পারে না। কাজেই ক্রোচের মতে হেগেল এমন অসম্ভব ভুল করতে পারেন না। অথচ ক্রোচে এর আগে নিজেই হেগেলের ওপর চেয়েও আরো গর্হিত ও আরো অসম্ভব ভুল আরোপ দিয়ে দেখিয়েছেন। হেগেলের স্বতন্ত্র ('Distinct') ও বিপরীত (opposite) নিয়ে গণ্ডগোল করার কথা ক্রোচে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন এবং তার প্রতিবাদ করেছেন।

যা হোক, আমরা হেগেলের কথায় ও আলোচনায় সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি যে, হেগেল অভেদ-নীতিকে (Law of Identitly) বরাবর অস্বীকার ও আক্রমণ করে চলেছেন। অবশ্য যদি হেগেল সত্যি সত্যি অভেদ-নীতিকে অস্বীকার না করে থাকেন তবে আমরা সুখীই হব। কিন্তু তা হলে হেগেলীয় বিরোধ-তত্ত্বের (contradiction) ব্যাখ্যা কী রকম হবে? তা হলে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের বিশেষত্ব কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? আমাদের মতে, থাকবে না। তাহলে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক হয়ে দাঁড়াবে সাধারণ আপেক্ষিকতা (Relativity) তত্ত্ব এবং হেগেল যে Negation-কেন্দ্রিক বিশেষ ধরণের আপেক্ষিকতা (Relativity) জগতে প্রচার করেছেন, তার ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সকল সৎবস্তুই আবার অসৎ ("All determination is negation") একথার মানে কি? অথচ, হেগেল একেই তাঁর লজিকের মূল সূত্র করেছেন; এই সূত্রকে গ্রহণ করা মানেই অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) অস্বীকার করা। উইলিয়ম জেমস্ হেগেলীয় অভেদ-নীতিকে (contradiction) এই ভাবেই বুঝেছেন। খণ্ডন (negation) মানে হেগেলের মতে আত্ম-খণ্ডন (self-negation or self-contradiction) এবং এই মানে ধরলে তবেই হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের অর্থসঙ্গতি পাওয়া যায়। ধরা যাক এক গ্লাস দুধ সামনে রয়েছে। এর সঠিক বর্ণনা করতে হলে আমরা বলব,—"এ হচ্ছে এই গ্লাস দুধ। এটা অস্তিমূলক বা affirmative ধরনে প্রকাশ করলাম। এই একই মর্মের বক্তব্য অন্যভাবে অর্থাৎ নাস্তিমূলক বা negative ভঙ্গীতেও বলা চলে: যেমন, "এ অন্যান্য গ্লাস দুধ নয়।" দুটি উক্তিই একটি বিশেষ গ্লাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কাজেই দুটি উক্তিরই subject বা "উদ্দেশ্য" একই।

would have been obliged to admit that his logical theory was at once true & not true..."

কেবল predicate বা "বিধেয়" দুটো বাক্যে আলাদা আলাদা। এখানে বাস্তবিক কোনো contradiction বা বিরোধ নেই। কিন্তু হেগেল অভেদনীতি (Law of Identity) মানেন না। তিনি বলবেন: "এটি এই গ্লাস বটেও এবং বটেও না।" (It is this glass and not this glass at the same time)। যে-কোন উক্তি বা বাচন (Determination) যদি একই কালে বিরুদ্ধ বাচনও (negation) হতে পারে, তবে অভেদ-নীতির (Law of Identity) অন্তিম সংকার হয়ে যায়, একথা কে অস্বীকার করবে! কাজেই সবস্ত অসৎও বটে "all determination is negation" এই নীতিকে বরণ করলে অভেদ-নীতিকে (Law of Identity) স্বীকার করা চলে না।[১৪৪]

উইলিয়ম জেম্‌স্ বলছেন: সকল সবস্ত অসত্যও বটে, এই নীতি, প্রভেদ অস্বীকার করবার প্রকৃতির পূর্ণতম প্রয়োগ।

উল্লিখিত দৃষ্টিতে বিরোধ (Contradiction) আছে—কিন্তু সে বিরোধিতা স্ববিরোধ নয়। সে বিরোধিতা ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিভূমি থেকে, ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে

---

১৪৪. "The use of the maxim 'All determination is negation' is the fullest and most fullblown application of the method of refusing to distinguish.

The word 'negation' taken simpliciter, is treated as if it covered an indefinite number of secundums, culminating in the very popular one of self-negation, whence finally the conclusion is drawn that assertions are universally self-contradictory.

When I measure out a pint, say of milk, and so determine it, what do I do? I virtually make two assertions regarding it, (i) 'it' 'is' this pint, (ii) it is not those other gallons. One of these is an affirmation, the other a negation. Both have a common subject, but the predicates being mutually exclusive, the two assertions lie beside each other in endless peace.

I may with propriety be said to make assertions more remote still,—assertions of which those other gallons are the subject. As it is not they, so are they not the pint which it is. The determination 'this is the pint' carries with it the negation—'those are not the pints". Here we have the same predicate but the subjects are exclusive of each other, so there is again endless peace.

In both these couples of propositions, negation and affirmation are secundum alind: "this is A", "this is not not-A".

This kind of negation involved in determination cannot possibly be what Hegel wants for his purposes. The table is not the chair, the fireplace is not the cup-board— these are literal expressions of the law of identity & contradiction, those principles of the abstracting & separating understanding for which Hegel has so sovereign a contempt, and which his logic is meant to supersede."
—W. James, *Ibid.*

যেখানে বিরোধ (contradiction) বলে প্রতিভাত হবে। একই অর্থে বৃত্তিতে বিরোধ নেই এখানে। উইলিয়াম জেম্স্ও আমাদের মতকেই সমর্থন করছেন এ-সম্বন্ধে। হেগেলের ডায়ালেকটিক লজিকের অভেদ-নীতিকে (Identity) অস্বীকার করছে এবং অভেদ-নীতি-সম্মত যে বিরোধ সে বিরোধ হেগেলের স্ববিরোধ নয়।

তারপর পৃথিবীর সর্বত্রই বিরোধ (Contradiction বা negation) অব্যাহত রয়েছে, একথা হেগেলীয় লজিকের চরম কথা। সকল বাচনই বিরোধাত্মক ('All determination is negation') একথা লজিক স্বীকার করবে না কখনো, কারণ এ নীতি অভেদ-নীতির (Identity) বাধক। কোনো কোনো বাচন (determination) জগতে নাস্তিমূলক, একথা স্বীকার্য। কিন্তু জগতের সকল বাচন (determination) সর্বদা ও সর্বত্র নাস্তি-সূচক, একথা অযৌক্তিক ও অবাস্তব দুই-ই। আগেও আমরা দেখিয়েছি যে জগতে দু রকমের পদার্থ (category) আছে ; একটি বিরোধ বা খণ্ডন (negation) এবং দ্বিতীয়টি প্রভেদ (Distinction) এবং এদের দুইয়ের মধ্যে হেগেল আগাগোড়াই গণ্ডগোল করেছেন। সকল বাচনই বিরোধাত্মক ("All determination is negation")— এখানেও সেই একই অর্থবিভ্রাট ঘটেছে হেগেলের দিক থেকে। যখন বলছি "This pint of milk" তখন হেগেল এখানে বিষম বিরোধ দেখবেন। তাঁর মতে এই বিশেষ পাইট (pint) জগতের অন্য সকল পাইটকে (pint) বিরোধিতা (negate) করছে। কিন্তু আমরা বলব এখানে negation বা হেগেলীয় বিরুদ্ধতা নেই। এখানে পৃথকত্ব বা distinctness আছে, কারণ এই বিশেষ পাইট (pint) জগতের সব পাইট থেকে distinct বা পৃথক বা other কিন্তু হেগেল বলবেন, এই পাইট (pint) অন্যান্য পাইট (pint কে বিরোধিতা তথা খণ্ডন (contradict, তথা, negate) করছে। এই বিরোধ (negation) বাস্তব জগতে সত্যি সত্যি কোথাও নেই। জেম্স্ বলেছেন, কাল্পনিক অসত্যের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে যে-সব বস্তু পাশাপাশি রয়েছে, তারা যে সবাই সবাইকে বিরোধিতা (negate) করছে, একথা একেবারে আজগুবি মিথ্যা। উপরোক্ত পাইট (pint) সম্বন্ধে জেম্স্ বলছেন :

'Assuredly if you had been hearing of a land flowing with milk and honey, and gone there with unlimited

expectations of the rivers the milk would fill; and if you found there was but this single pint in the whole country,— the determination of the pint would exclude another determination which your mind had previously made of the milk, There would be a real conflict in the victory of one side. The rivers would be negated by the single pint being affirmed; and as rivers and pint are affirmed of the same milk (first as supposed and then as found) the contradiction would be complete.

But it is a contradiction that can never, by any chance, occur in real nature or being. It can only occur between a false representation of a being and the true idea of the being when actually cognised. The first got into a place where it had no rights, and had to be ousted. But in return natural things do not get into one another's logical places." (Pp. 287-89)

একগ্লাস জল অন্য এক গ্লাস জলকে খণ্ডন (negate) করছে না। তারা পৃথক সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছে। তারা পরস্পর থেকে পৃথক (distinct বা other) কিন্তু বিপরীত (opposite) নয়। বাস্তবে যেখানে এক গ্লাস জল আছে তাকে যদি আমি অন্য এক গ্লাস বলে কল্পনা করে নিই, তবে বিরোধ নেই। জেম্‌স্‌ ঠাট্টা করে বলছেন :

"Do the horse-cars jingling outside negate me writing in this room? Do I, reader, negate you? Of course, if I say, "Reader, we are two therefore I am two," I, negate you, for, I am actually thrusting a part into the seat of the whole. The orthodox logic expresses, the fallacy by saying the "we" is taken by me distributively instead of collectively, but as long as I dont make this blunder and am content with my part, we all are safe." (p. 287 89)

দেখা যাচ্ছে Mc Taggart-এর চেষ্টা সত্বেও হেগেলের লজিকের বিরোধ তত্ত্বকে (contradiction) বাঁচানো অসম্ভব। কারণ আগাগোড়া হেগেল অভেদ-নীতিকে (Identity) অস্বীকার করেই তাঁর দার্শনিক লজিক গড়ে তুলেছেন। স্ববিরোধই (self-contradiction) তাঁর লজিকের

প্রাণ এবং এর মাহাত্ম্যই তিনি সর্বত্র সর্বকালে দেখতে পেয়েছেন। এই বিরোধই (contradiction) তার মতে খণ্ডনও (negation) বটে। যেখানে বিকাশ, যেখানে বিবর্তন, সেখানেই খণ্ডন (negation) সেখানেই নাস্তিত্ব। খণ্ডন (negation) শব্দটা নিয়েও হেগেলীয়গণ চমৎকার ভেল্কী খেলেছেন। এর যে আশ্চর্য প্রভাব ও অসম্ভব অর্থ-বৈচিত্র্য তাঁরা কল্পনা করেছেন, তাতে খণ্ডন (negation) হয়ে দাঁড়িয়েছে এক কল্পলোকের আলেয়া। কারণ একে সঠিকভাবে ধর-ছোঁয়াও যেমন দুরূহ তেমনি এর স্থান, কাল ও অর্থ পরিবর্তন চলেছে মুহুর্মুহু অতি বিচিত্র ঢঙে। এই দুর্বোধ্য খণ্ডন (negation) বস্তুটি কী তা একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

১ বিনশন ও বিলুপ্তি (Negation): আমরা বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছি সে-সব কথাই বিনশন (negation) সম্বন্ধে খাটবে। যে সব ত্রুটি বিরোধ-তত্ত্বে রয়েছে বিনশন (negation) বস্তুটিও সেই-সব ত্রুটি দ্বারা দুষ্ট। এর কারণ হল এই যে হেগেলীয় বিরোধ-তত্ত্ব ও বিনশন-তত্ত্ব একই বস্তু। পৃথিবীর সকল বস্তু বা ঘটনা অন্য বস্তুকে ও ঘটনাকে বিরুদ্ধতা করছে যেমন, তেমনি বিনাশও (negate) করছে। একটি ঘটনা (phenomenon) ক্রমিক রূপান্তর প্রাপ্ত হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বা বিকশিত হচ্ছে। এখানে পরের অবস্থা বা রূপকে বাধিত করছে, বিরোধিতা করছে এবং বিনাশ (negate) করছে। পূর্বেকার অবস্থাকে হনন না করলে তার স্থলে পরের অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারছে না। যেমন বীজ, চারা এবং গাছ। বীজ অবস্থাকে বিনাশ ক'রে তবে চারাগাছের আবির্ভাব। তেমনি চারাগাছকে বিনাশ করে তবে গাছের উদ্ভব। এখানে বীজকে চারা বিনাশ (negate) করছে এবং চারাকে গাছ বিনাশ (negate) করছে। বীজের পূর্বাপর সকল অবস্থার ও সকল পরিণতির মূলে আছে বিনশন (negation)। এই রকম সকল পরিবর্তনে বিনশনই (negation) প্রকট হচ্ছে ও সকল ঘটনা ও বিবর্তনের ফল বিনশন এবং ডায়ালেকটিকের মূল প্রেরণাকেই আনছে বিনশন (negation)। হেগেলের মতে, ডায়ালেকটিকের ক্রিয়াকারিত্ব থেকেই বিনশনের উদ্ভব।[১৪৫]

---

১৪৫. "...The result that ensues from its (dialectic's) action is presented as a negation." (Logic, p. 147, Art 81)

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, বীজের পরিণতি হচ্ছে যেখানে চারাগাছে, সেখানে পরিণতিকে বিনশন বলব কেন? যেখানে বৃদ্ধি, যেখানে পূর্ণতাপ্রাপ্তি, সেখানে বিনশন (negation) শব্দের তাৎপর্য কি? আমাদের এই বিশেষ ধরনের পরিবর্তনকে বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি ('completion'), বিনশন (negation) নয়। বীজকে ধ্বংস করে, লুপ্ত করে, তবে চারাগাছ এল, একথা ঠিক নয়। বীজ ধ্বংস হয়ে গেলে, তার ঐকান্তিক অনস্তিত্ব হয়। সেই শূন্যতা থেকে গাছের নতুন উদ্ভব অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বীজের বিনশন মানে, বীজের 'মহতী বিনষ্টিঃ', তার নিঃশেষে বিলুপ্তি। কিন্তু বীজের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি তো ঘটে নি। এখানে বীজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিকশিত মহিমায় বেঁচে রয়েছে চারাগাছে। তেমনি চারাগাছ (plant) আত্মবিনষ্টির দ্বারা গাছেতে (tree) পরিণত হয় নাই। চারাগাছের পরিপূর্ণ সত্তা পূর্ণতর রূপ ধারণ করেছে বড়ো গাছে। বীজ পরিণত হয়েছে চারাগাছে, চারাগাছ পরিণত হয়েছে বৃক্ষে। এখানে যা ঘটছে সে হচ্ছে বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পূর্ণতর রূপায়ণ, (culmination বা completion) কিন্তু বিনশন (negation) নয়।

অবশ্য হেগেলীয়রা বলবেন যে বীজের আকার (form) বদলেছে, অর্থাৎ চারাগাছে বীজের আকৃতিটি নেই, কাজেই বীজের বীজ-আকৃতির (form) বিনাশ বা ধ্বংস হয়েছে, একথা ঠিক। এর জবাবে বলব যে এ-যুক্তি ভ্রমাত্মক (fallacious)। কারণ, আকৃতির (form) পরিবর্তন বা ধ্বংসে সমস্ত বস্তুটির ধ্বংস হয় না। 'বীজ' বস্তুটির অনেকগুলি গুণ (characteristics) আছে: তার মধ্যে মাত্র একটি হল আকৃতি (form)। কেবলমাত্র যদি আকৃতি নামক গুণটির বিনষ্টি ঘটে, তাতে কেবল একটিমাত্র গুণের বিলুপ্তি ঘটল। এর থেকে একথা বলা অযৌক্তিক যে সমস্ত বস্তুটি স্বরূপত ও সর্বত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বা বিনষ্ট (negated) হয়েছে। বালক-রাম যুবক রামে পরিণত হয়েছে। রামের 'বালক-আকৃতি' ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে তার স্থানে 'যুবক-আকৃতি' দখল নিয়েছে। কিন্তু মাত্র "আকৃতির" বিলুপ্তি ঘটার দরুন রামের সর্বাঙ্গীণ বিলুপ্তি ঘটে গেছে, একথা বলা চলে না। রামের আকৃতি (form) আর নেই, সেই থেকে রাম বিনষ্ট হয়েছে, বা রাম স্বয়ং বিনষ্ট (negated) হয়েছে, এ-সিদ্ধান্ত করা উন্মত্ততা বই আর কিছু নয়। তেমনি বীজ বিলুপ্ত (negated) হয়েছে একথা অসত্য, কারণ বিলুপ্তি (negation) আদৌ হয় নাই।

তারপরে আরো কথা আছে। একটা বস্তু যখন পরিণতির দিকে এগোতে থাকে, তখন অকস্মাৎ তা লাফিয়ে পরিবর্তিত হয় না। পরিণতি ব্যাপারটি খুব ক্রমান্বিত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। খুব সূক্ষ্ম ও ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বস্তুর নবরূপে রূপান্তর ঘটে। বীজ একদিনেই চারায় পরিণত হয় না। বীজের মধ্যে সূক্ষ্মতম পরিবর্তন শুরু হয়ে ক্রমশ গভীরতর ও ব্যাপকতর পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। তার ফলে নবরূপের উদ্গম চোখে পড়ে একদিন এবং পরে পরে এককালে চারাগাছ হয়ে দেখা দেয়। চারাগাছ হচ্ছে আগেকার অগণিত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরিবর্তনের ফল যে দীর্ঘ সময় ধরে বীজে পরিবর্তন চলেছে, ঐ সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এই পরিবর্তনে সাহায্য করেছে ; প্রত্যেকটি মুহূর্তের ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম দানেরই সমষ্টিগত রূপ হ'ল চারাগাছ।

এখন হেগেল বলছেন, বীজ নিঃশেষে বিলুপ্ত (negated) হয়ে তবে চারাগাছ আবির্ভূত হ'ল। চারাগাছ হ'ল নূতন আবির্ভাব ও নূতন বস্তু। এখানে গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন একটি সত্তার জন্ম হয়েছে। এখানে পূর্ণ বিলুপ্তি (complete negation) ঘটে গেছে, আগেকার দীর্ঘকালের গুণগত পরিবর্তনের ফলে।

এতে প্রশ্ন আসে এই যে, একটানা নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন নদীর স্রোতের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে বয়ে চলেছে ; এর মাঝে কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনে বলব যে এখানে পূর্বতন বস্তুটি সমূলে বদলে গিয়ে বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেল এবং নবতর একটি রূপে আবির্ভূত হ'ল ? প্রত্যেকটি মুহূর্তে যে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটছে, বীজের অন্তরে, তাতেও তো বীজটির স্বরূপে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে ! কারণ কোনো একটি সমবেত সংঘাতের কোনো একটি অংশে পরিবর্তন ঘটলে, সেই সংঘাতের সকল অঙ্গেই সেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগে এবং ফলে সংঘাতটি সমষ্টিগত সত্তাতেও খানিকটা পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়। কাজেই কোনো একটি মুহূর্তের পরিবর্তনের ফলে বস্তুটিতে যে পরিবর্তন ঘটল, তাতে কি বলতে পারা যায় না যে, বস্তুটি বিলুপ্ত বা বিনষ্ট (negated) হয়েছে ? যদি বলা হয় যে এ হল আংশিক পরিবর্তন ; এতে সমগ্র বস্তুটির সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর বা বিনশন (negation) ঘটে নাই, তবে মুশকিল এই দাঁড়ায় যে কখন কতটুকু পরিবর্তন ঘটলে বলা যাবে বস্তুটির বিলুপ্তি বা বিনশন (negation) হয়ে গেল ? বিশেষ কোনো একটি কাল-বিন্দুতে (point of time) এলেই বা বস্তুটির সর্বাঙ্গীণ বা মৌলিক পরিবর্তন (বা পুরোপুরি negation) হয়ে গেছে, একথা

বলব কেন? বীজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলেই তো পরিবর্তন হচ্ছে। কেবল যখন চারাগাছের অবস্থায় উপনীত হবে, তখনই বলব বীজ বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেছে কিন্তু এর আগে যেন কোনো অবস্থাতেই বলব না, এ কোন্ যুক্তিতে ও কোন্ কারণে? যদি আংশিক ও পুরোপুরি পরিবর্তন বলে এদের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়, তবে চারাগাছে বীজের পুরোপুরি পরিবর্তন হয়েছে বলবার কোনো কারণ আছে কি? "পুরোপুরি" বলব কেন? বস্তুর স্বরূপে কোন্ ধরনের পরিবর্তন ঘটলে বলব যে পুরো পরিবর্তন ঘটে গেছে? কোন্ গুণ বা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটলে তার স্বরূপে মৌলিক বিপ্লব হয়ে গেল, এ কথা বলব? যদি জবাব দেওয়া হয়, "বহিরাকৃতি"র (external form) পরিবর্তনেই বস্তুর স্বরূপে বিপ্লব ঘটে যায়, তবে জিজ্ঞাস্য যে আকারকে (formকে) কেন প্রাধান্য দেওয়া হবে; অন্যান্য গুণে পরিবর্তন ঘটলে তাতেই বা গুরুত্ব আরোপ করা হবে না কেন? আকার (Form) বদলালেই বলব পুরো পরিবর্তন (complete change) অর্থাৎ বিলুপ্তি বা বিনশন (negation) হয়েছে, আর অন্য কোনো রকম বদল ঘটলে বলব বিনশন বা বিলুপ্তি হয় নি, এর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বস্তুর পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর একটানা অবিচ্ছিন্ন ধারায়; প্রত্যেকটি মুহূর্তের পরিবর্তনটি পরের ও আগের মুহূর্তের পরিবর্তনের মধ্যে নিশ্চিহ্নরূপে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। কোথাও কোনো স্থানে বা কালে সীমারেখা টেনে বলব যে এখানে বস্তুটি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়েছে, আগে হয় নি, একথা নিছক মনগড়া তথ্য বই আর কিছু নয়। ফুল থেকে ফলে পরিণমন একটা দীর্ঘায়িত, সূক্ষ্ম ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের একটানা ধারা। এই সূক্ষ্ম বিবর্তন-ক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্ন ধারার প্রত্যেকটি স্থান-বিন্দুতেই (point of time) মূল বস্তুটি (অর্থাৎ ফুলের) কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে এবং অতএব, পূর্ব মুহূর্তের বস্তুটি থেকে এই মুহূর্তের বস্তুটি বিভিন্ন বলতেই হবে। যদি বলি, প্রত্যেকটি মুহূর্তেই বস্তুটি পূর্বমুহূর্তের বস্তুটি থেকে বিভিন্ন এবং পূর্ব বস্তুটিকে বিনাশ করেই তবে পর মুহূর্তের বস্তুটির আবির্ভাব হতে পেরেছে, তবে একটা বস্তুর পরিবর্তনের ইতিহাসের প্রত্যেক মুহূর্তেই সে নিজেকে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট (negate) করেছে। এ অর্থে কেবল বিশেষভাবে 'ফলে' এলেই 'ফুল' বিলুপ্ত (negated) হয়ে গেল এ-কথার কোনো মানে থাকে না। দ্বিতীয়ত, এই অর্থ ধরলে "বিভিন্নতা"কেই বিনষ্টি বা বিলুপ্তি (negation) বলতে হয়। যদি বিনষ্টি বা বিলুপ্তি (negation) বলতে কেবলমাত্র বিভিন্নতা বা পরিবর্তনই

(difference বা distinctness) বুঝতে হয়, তবে হেগেল এই 'negation' শব্দটিকে অপব্যবহার করেছেন বলতেই হবে।

পৃথিবীর সর্বত্র সকলরকম বিঘটনে ও বিবর্তনেই হেগেল বিলুপ্তি বা বিনশনের (negation) রাজত্ব ঘোষণা করেছেন! এতে negation-এর অর্থ নিয়েই ভয়ানক গোল পাকিয়ে ওঠে। হেগেলের এটা খেয়াল হয় নি। কিন্তু ম্যাক্ ট্যাগার্ট-এর এটা খেয়াল হয়েছে। কাজেই তিনি এই 'negation'-এর একটা সংগতিপূর্ণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা বার করতে চেষ্টা করেছেন যাতে হেগেলের ডায়ালেকটিক ও বিনশন-তত্ত্বকে (negation) বাঁচানো যেতে পারে। ম্যাক্ ট্যাগার্ট এই হেগেলীয় বিনশন বা বিলুপ্তির (negation) মানে করেছেন পরিণতি (completion), বা বিকাশ। বিনষ্ট বা বিলুপ্ত (negated) হওয়া আসলে হচ্ছে বিবর্ধিত হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়া।[১৪৬]

বিবর্তনের মুখে আসল যে ব্যাপারটি ঘটে, সে হচ্ছে বিকাশ, বিনাশ নয়। সে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion), বিনষ্টি (negation) নয়। তবে হেগেল পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion) না বলে বিনষ্টি (negation) বললেন কেন? এ-সমস্যার সমাধান ম্যাক ট্যাগার্টের মতে এই যে বিনশন (negation) কথাটি বারবার ব্যবহার করা হয়ে থাকলেও, হেগেলীয় তত্ত্বে এর স্থান অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। বিনশন এর একটা স্থান আছে বটে, তবে সে স্থান এত অপাঙ্‌ক্তেয় ও নিম্নতর যে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও চলে। তাঁর মতে: এই ধারায় বিনশনের স্থান গৌণ।[১৪৭]

সত্যিকারের ঘটনা যা ঘটেছে সে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। ফুলকে বিনাশ বা বিলোপ (negate) করে ফলের আবির্ভাব ঘটেছে, কারণ, ফুলকে অস্বীকার (deny) না করলে, ফল আসতে পারে না। কিন্তু এখানে ম্যাক ট্যাগার্ট বলছেন:

"But this is not due, as has occasionally been suggested, to an inherent tendency in all finite categories to affirm their own negation as such. It is due to their inherent tendency to affirm their own complement"—*Ibid*—Art 9

১৪৬. "The really fundamental aspect of the dialectic is not the tendency of the finite category to negate itself, but to complete itself".—*Studies in the Hegelian Dialectic*, Art 9.

১৪৭. "The place of negation in that process is only secondary".

এখানেই বিনশনের negation) মানে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। ফুল নিজের বিনশনকে স্বীকার (affirm) করছে না, স্বকীয় বিনষ্টিকে বিঘোষণ করছে না। সে বিঘোষণ করছে নিজের পরিপূরণকে বা বিকাশকে "affirm their own complement !" সত্যি ফুল ফলে উন্নীত হচ্ছে, নিজের negation-কে ডেকে আনছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তবে "negation" বলি কেন একে। পূর্ব সত্তার অভাব বা অত্যাভাব ঘটছে না, ঘটছে যা তাকে বলা যায় change বা পরিবর্তন। অর্থাৎ ফুলের কতকগুলো গুণ-এরই (aspects-এর) অস্তিত্ব আগে ছিল কিন্তু 'ফল' হয়ে পরিণত হবার পরে সে গুণগুলি (aspects) আর নেই। তার মানে ফুলের আংশিকভাবে বিনশন (negation) বলা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু গোটা ফুলের বিনশন হয়ে গেছে, একথা কোনো মতেই বলা চলে না। ম্যাক্ ট্যাগার্ট'ও শেষে এই ব্যাপারকে পুরোপুরি বিনষ্টি (negation) না বলে, বলছেন আংশিক বিনষ্টি: negation "in some degree !"[১৪৮]

এখানে ম্যাক ট্যাগার্টের এই 'আংশিক' ('in some degree') কথাটি জুড়ে দেওয়ায় অর্থ অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। এখানে ম্যাক ট্যাগার্ট আমাদের ব্যাখ্যাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কারণ আংশিক বিনশন (negation in some degree) কথাটার অর্থই সাদা কথায় "পরিবর্তন"। একটি বস্তুর কিছু কিছু বিনশন হয়েছে বললে বোঝা যায় যে বস্তুটি একেবারে নিশ্চিহ্ন বা বিনষ্ট হয় নাই। পূর্ব সত্তার খানিকটা অভাব ঘটেছে, যার ফলে এর পরবর্তী সত্তাটি ঠিক আগেকার অবিকল সত্তাটি আর নেই। তার অর্থ বস্তুটির পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই হেগেল যে যত্র তত্র বিনশনের ("negation"-এর) সোর তুলেছেন, সে আসলে বিনশন নয়, তাকে পরিবর্তন বললেই ভালো হয়। আমাদের মতে, ম্যাক ট্যাগার্টের এ ব্যাখ্যায় 'বিনশন' (negation) শব্দের মানে 'বিনশন' (negation) থাকে না। এবং 'বিনশন' (negation) অর্থ 'পরিবর্তন' করলে হেগেল-দর্শনের হেগেলীয়ত্বও বজায় থাকে না। সে হয়ে দাঁড়ায় ম্যাক্ ট্যাগার্টীয় দর্শন, হেগেলীয় দর্শন নয়।

---

১৪৮. "It is indeed, according to Hegel, no empirical and contingent fact, but an absolute and necessary law that their complement is in some degree their negation," (*Ibid* Art 9)

'পরিবর্তন' বলতে আমরা যে-কোনো রকমের নতুন-অবস্থান্তর বুঝে থাকি। অবস্থান্তর ছোটো হতে পারে; বড়োও হতে পারে; দৃশ্য হতে পারে, অদৃশ্য হতে পারে। ক্ষতিমূলক হতে পারে, বৃদ্ধিমূলকও হতে পারে। সাধারণত আমরা দুই শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটতে দেখি এক, বৃদ্ধিমূলক; দুই, ক্ষতিমূলক। কোনো বস্তুর বৃদ্ধি হতে পারে, বিকাশ হতে পারে, পূর্ণতার পথে পরিণতি হতে পারে। আবার তার ক্ষয়ও হতে পারে, বিনশনও হতে পারে। প্রথমটিকে বলতে পারি বৃদ্ধি (growth) বা পূর্ণতা (completion), দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে ক্ষয় (decay) বা বিনশন (negation)।

ম্যাক্ ট্যাগার্টের মতে হেগেলীয় পরিবর্তন মানে বৃদ্ধি বা বিকাশ বা পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। তাঁর মতে হেগেলের বিনশন আসলে হচ্ছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এ 'বিনষ্টি'র মানে হচ্ছে "বৃদ্ধি'; পূর্বসত্তার উন্নয়ন; অস্বীকৃতি (denial) বা বিরোধ (contradicton) নয়। ম্যাক্ ট্যাগার্ট বলছেন:

> "কিন্তু একটি সত্তা আর একটি সত্তায় মূর্ত হয়ে ওঠে, কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাৎপর্যকে পূর্ণতা দান করে, এ-নয় যে তাকে অস্বীকার করে।"[১৪৯]

কাজেই ম্যাক ট্যাগার্টের ব্যাখ্যা অনুসারে দাঁড়ায় এই যে বীজকে চারাগাছ অস্বীকার (deny) করছে না, বিরোধিতা করছে না। ফুলকে deny করে বা contradict ক'রে ফল আবির্ভূত হচ্ছে না। কাজেই অস্বীকার যদি না করে তবে বিনাশও (negate) করছে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে ম্যাক্ ট্যাগার্ট এমন এক জায়গায় এসে পৌঁচেছেন যেখানে হেগেলীয় বিনশন-তত্ত্ব আর টিকছে না। কাজেই ম্যাক্ ট্যাগার্টকে হেগেলের বিনশন (negation) কথাটাকে অর্থ বদলিয়ে নিয়ে কোনো রকমে বাঁচাতে হচ্ছে। তাই বিনশনকে (negation) করতে হয়েছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। কিন্তু এতে করে বিনশনের (negation) জন্মান্তর বা জাত্যন্তর হয়ে একেবারে আনকোরা নবকলেবর ধারণ করতে হয়েছে। অর্থাৎ negation আর নেই।

কিন্তু হেগেল কোথাও বিনশনের (negation) এমনি ধরণের বৈপ্লবিক

---

১৪৯. But the one category passes into the other, because the second completes the meaning of the first, not because it denies it."—(*ibid* Art 9)

ব্যাখ্যা করেন নি। তার বিনশনের (negation) ব্যবহারে যে অসংগতি ও অর্থ বিভ্রাটের বীজ লুকিয়ে আছে, সেকথা হেগেলের চোখে ধরা পড়ে নি। ধরা না পড়বার কারণ তাঁর বিপুল কাঠামো (system) ও ব্যাপক দর্শন গড়বার ব্যস্ততা তাকে নিজের দর্শনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে অন্ধ করে তুলেছিল। যে ত্রিতাল ছন্দের ফর্মুলা তিনি গড়েছিলেন, তার সেবায় সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তথ্যকে লাগাতে গিয়ে সর্বত্রই তাঁকে জবরদস্তি কৃচ্ছ্রসাধ্য মানে করতে হয়েছে। negation বস্তুটিকে তিনি সাদাভাবে প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করে গেছেন। কারণ তাঁর স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ফর্মুলার ভিত্তিই 'বিনশন' এবং বিনশনের মানে জোড়ালো ধরনের বিরুদ্ধতা ও 'বিনশন' না হলে তাঁর ফর্মুলা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ম্যাক ট্যাগার্ট এই বিনশনকে উড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে পূর্ণতাপ্রাপ্তিকে (completion) বলতে চাচ্ছেন, এতে হেগেলীয় লজিকের বনিয়াদকেই ধ্বংস করা হয়। 'বিনশন' সম্পর্কে হেগেলের এই বিভ্রান্তি, অন্ধতা ও একদেশদর্শিতা হেগেলীয় দর্শনের গোড়ায় রয়েছে। কোথাও হেগেল বিনশনকে (negation) পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion) এই অর্থে ব্যবহার করেন নি। ম্যাক ট্যাগার্ট'ও নিজে এ-সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং বলছেন negation মানে completion না করলে হেগেলীয় তত্ত্বের কোনো মানেই হয় না। অথচ হেগেলের কোনো উক্তি এ-সম্বন্ধে কোথাও ম্যাক ট্যাগার্টের সমর্থনে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই ম্যাক ট্যাগার্ট বলছেন, হেগেল এ কথা বলে থাকুন বা না-থাকুন হেগেলের অন্তত ও-কথা বলা উচিত ছিল, কারণ হেগেলীয় তত্ত্বের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করতে হলে বিনশনকে বিনশন রাখলে চলবে না।[১৫০]

কাজেই হেগেলীয় লজিককে বাঁচাতে হলে এই 'বিনশন'কে আমল দিলে চলবে না। 'বিনশন' যে হেগেলীয়তত্ত্বে অতি নগণ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে, সেইটি দেখাতে পারলেও একরকম করে জাত বাঁচানো চলতে পারে। হেগেল,

১৫০, "This, however. is one of the points at which the difficulty, always great, of distinguishing what Hegel did say from that which he ought in consistency to have said, becomes almost insuperable··· on the other hand, the absence of any detailed exposition of a principle so fundamental as that of the gradually decreasing share taken by negation in the Dialectic and the failure to follow out all its consequences seem to indicate that he had either not clearly realised it or had not perceived its full importance."—(*Ibid* Art 9)

বিরুদ্ধতা (opposition), বিনশন (negation), ইত্যাদি শব্দগুলিকে নানা স্থানে নানা রকম অর্থেব্যবহার করেছেন। আগে দেখা গেছে otherness, opposition বা negation এই দুটো পরিভাষাকে নিয়ে হেগেল গণ্ডগোল করেছেন। বিনশনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্নার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই অর্থের বিভিন্নতা থেকে ম্যাক্ ট্যাগার্ট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হেগেল সর্বত্রই negationকে নাস্তিমূলক অর্থে ব্যবহার করেন নাই। ম্যাক ট্যাগার্টের মতে, হেগেল বিভিন্ন অর্থে negationকে ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় অবশ্য negationকে নাস্তিমূলক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে অত্যন্ত নিচু স্তরের ব্যাপারে 'বিনশন'কে বিরুদ্ধতা অর্থে বা নাস্ত্যর্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পরে উচ্চ ও উচ্চতর ক্ষেত্রে ক্রমেই বিনশনের (negation) নাস্তিমূলক অর্থ বর্জন করে পূর্ণতাপ্রাপ্তির (completion) অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে যে আসলে বিনশনের প্রভাব ক্রমেই কমে এসেছে হেগেলের দর্শনে এবং শেষে বিনশন একেবারে বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বিনশন (negation) হয়েছে পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। এইভাবে ম্যাক ট্যাগার্ট হেগেলীয় negation যে ক্রমেই নখদন্তহীন ও অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দর্শনে যে বিনশনের স্থান অতি অকিঞ্চিৎকর, সেইটে দেখাতে চেষ্টা করেছেন; এই অভিনব ব্যাখ্যার ভিত্তি হয়েছে হেগেলের একটি উক্তি।[১৫১]

হেগেলের এই উক্তিটিকে ভিত্তি করে ম্যাক ট্যাগার্ট তাঁর বিনশনের (negation) নতুন ব্যাখ্যাকে রচনা করেছেন। 'The development of the method" নামক একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে তিনি এই তত্ত্ব বিবৃত করেছেন যে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক পদ্ধতিও ক্ষেত্র অনুসারে ক্রমবিকশিত হয়েছে এবং তিনটি পর পর ক্ষেত্রে তিন রকমের রূপ ধারণ করেছে। ডায়লেকটিকের ভিত্তি হচ্ছে 'বিনশন'-তত্ত্ব। কাজেই ডায়ালেকটিকের তিনটি ক্ষেত্রে ত্রিবিধ রূপায়ণের অর্থ হচ্ছে এই যে negation এর স্বরূপও ঐই তিন ক্ষেত্রে ত্রিবিধ প্রণালীতে বিবর্তিত হয়েছে। হেগেল মননার (thought) স্তর বা

---

১৫১. "The abstract form of the advance is, in Being, an other and transition into an other; in essence showing or a reflection in the opposite, in Notion the distinction of individual from universality, which continues itself as such into and as an identity with what is distinguished from it."—

(Logic, Encyclopaedia Sec 240)

রূপ কল্পনা করেছেন। Being, Essence এবং Notion এই তিনটি স্তরে Idea-র স্বরূপ তিন রকমের। ম্যাক ট্যাগার্ট দেখিয়েছেন যে Idea-র বিকাশ বা অগ্রগতির মুখে এই তিন ক্ষেত্রে Idea-র যে ডায়ালেকটিক গতি-প্রণালী (method) তাও তিন রকম রূপ ধারণ করেছে। ক্ষেত্র অনুসারে নীতিরও তারতম্য ঘটেছে। কাজেই ডায়লেটিক নীতির প্রাণ যে বিনশন-তত্ত্ব, তারও তিনটি ক্ষেত্রে তিন প্রকারের আচরণ যে আমরা দেখতে পাব তাতে বিচিত্র কি? অর্থাৎ সাদা ভাষায় ঐ তিন স্তরে বিনশনের অর্থ তিনরকম বলে বুঝতে হবে। হেগেলের উল্লিখিত উক্তিটি (Sec. 240) থেকে ম্যাক ট্যাগার্ট এই তত্ত্বকে উদ্ধার করেছেন। এবং লজিকের আরো দুটি মন্তব্য (*The Logic of Hegel*, Notes on Art. 111 & Art. 161) থেকে এই তত্ত্বের সমর্থন আহরণ করেছেন। Being-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত উদগ্র, কিন্তু মৈত্রী ও সম্বন্ধ কম। কাজেই এ-ক্ষেত্রে 'বিনশন'ও অতি উগ্র। তারপরে Essence-এর ক্ষেত্রে স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বৈষম্য প্রচুর থাকলেও এদের পরস্পরের সহ-যোগিতা, অন্যোন্য-অপেক্ষিতা (dependence) বা মৈত্রীভাব বেশি। কাজেই এখানে বিনশন-এর তীব্রতা খর্ব হয়ে গেছে। এর পরেই Notion-এর ক্ষেত্রে স্থিতি-প্রতিস্থিতি এর বিরুদ্ধতা বা বৈষম্য মোটেই নেই। এমন-কি এদের স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন সত্তা পর্যন্ত নাই। এখানে স্থিতি ও প্রতিস্থিতি হচ্ছে একই বিবর্তমান বস্তুর বিকাশের দুটো অবস্থা মাত্র। এখানে negation বা বিনশন নাই। যা আছে তার নাম "development" বা পরিণতি। যা আগে ছিল "অনুদ্ভূত বৃত্তি" বা গুহ্য, তাই পরে হল "উদ্ভূতবৃত্তি" বা প্রকাশ্য। যা স্থিতি-রূপে ছিল গুহ্য (implicit) তাই হল প্রকাশ্য (explicit) প্রতিস্থিতিরূপে, কাজেই স্থিতিকে বিনিষ্ট করে বা বিরুদ্ধতা করে প্রতিস্থিতির আবির্ভাব হয় নাই। স্থিতির পরিণাম বা বিকাশ বা সার্থকতাই হল প্রতিস্থিতি। এখানে কাজেই 'বিনশন' হল পূর্ণতাপ্রাপ্তি (completion)। হেগেল এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন প্রাণীজগতের ক্ষেত্র থেকে "বীজে ও গাছে।"

"The movement of the Notion is *development* : by which that only is explicit which is already implicitly present. In the world of nature it is organic life that corresponds to the grade of the notion. Thus, e.g. the plant is developed from its germ, The germ virtually involves the whole plant... in the

process of development, the notion keeps to itself and only gives rise to alteration of form, without making any addition in point of content."—Wallace : *The Logic of Hegel* : Notes on Art 161, p, 289

কাজেই হেগেলের স্বকীয় উক্তিই রয়েছে যে negation প্রাণীজগতে (organic life) সত্যি সত্যি, বিনশন (negation) নয়। এখানে বিনশন শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে পূর্ণতা (completion)।

এখানে anti-thesis আসলে 'anti' নয়, নিতান্ত স্বজন। "The other which it sets up is in reality not another." (Wallace : *The Logic of Hegel* p. 289)। সুতরাং ম্যাক ট্যাগার্ট বলছেন যে ডায়ালেকটিকের আসল স্বরূপ এবং প্রকৃত বিশেষত্ব আমরা এখানেই দেখতে পাই। আসলে ডায়ালেকটিকের ত্রিসীমানার মধ্যে বিনশনের (negation) তেমন কোনো প্রাধান্য নেই, আসল প্রাধান্য ও প্রাবল্য হচ্ছে, পূর্ণতার (completion-এর)। কারণ দেখতেই তো পেলাম বীজের দৃষ্টান্তে।[১৫২]

কাজেই ম্যাক ট্যাগার্টের মতে হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের ইতিহাসে বিনশনের (negation) স্থান অকিঞ্চিৎকর এবং উপেক্ষণীয়। স্থিতি, প্রতিস্থিতির মধ্যে এক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।[১৫৩]

কাজেই যেখানে নিরবচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মধারায় পরিবর্তন ঘটে চলেছে সেখানে বিশেষ করে তিনটে অবস্থাকে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ইত্যাদি নাম দেবার কোনো সার্থকতাই নেই। কোনো অবস্থা থেকে কোনো অবস্থাকেই খণ্ডিত করে দেখা চলে না এবং একটা অবস্থা অপরকে negate করছে বললেও নিতান্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা বহু দৃষ্টান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আগেও এই কথা বলেছি এবং সর্বত্রই দেখিয়েছি যে প্রকৃতপক্ষে বিনশন (negation), যেখানে যেখানে হেগেল বলেছেন

---

১৫২. "...The steps are indeed discriminated from one another, but they can scarcely be said to be in opposition."—Mc Taggart Art 109

১৫৩. "And as a consequence, the third term merely completes the second, without correcting the onesidedness in it, in the same way as the second term merely expands and completes the first. As this type is realised, in fact, the distinction of the three terms gradually lose their meaning. There is no longer an opposition produced between two terms and mediated by a third."—Mc Taggart Art 109

সেখানে নেই। প্রতিস্থিতি (Anti-thesis) কথাটারও কোনো মানে হয় না এই অর্থে। ম্যাক ট্যাগার্ট সেই কথাটিই স্বীকার করছেন এখানে। তিনি বিনশনকে (negation) কোনো আমলই দিতে চান না। তিনি শেষে এই বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে :

"The presence of negation, therefore, is only a mere accident of the dialectic but an accident whose importance continuously decrease as the dialectic progresses."—Mc Taggart : Art 117.

এখন ম্যাক ট্যাগার্ট-এর এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বক্তব্য আছে। প্রথমত, ম্যাক ট্যাগার্ট বিনশনকে (negation) প্রধানত পূর্ণতা (completion) হিসেবে বুঝতে বলেছেন। বিনশন-এর মানে করতে হবে পূর্ণতা। এতে আমাদের প্রধান আপত্তি হ'ল এই যে এতে "negation" শব্দটির ব্যবহারের কোনো মানে হয় না। একটা ভাবের শব্দ তার বিপরীত ভাবদ্যোতক শব্দের দ্বারা কিভাবে প্রকাশিত হবে? প্রত্যেক শব্দের একটা নির্দিষ্ট মানে আছে, প্রত্যেকটি পরিভাষা এক-একটি বিশিষ্ট ভাবের প্রতিনিধি। Yes বললে যা বোঝা যায় No বললে তার বিপরীত ভাব বোঝা যায়। 'আছে' বললে যে ভাব প্রকাশ পায়, 'নাই' বললে তার একেবারে পুরোপুরি উল্টো অর্থটাই সূচিত হয়। কাজেই negation-এর মানে completion করলে ঠিক তেমনি হয় যেমন হয় yes মানে no করলে কিম্বা 'আছে' মানে 'নাই' করলে। জগতে আমরা দু'রকমের পরিবর্তন দেখতে পাই; ক্ষয় ও বৃদ্ধি, অপচয় এবং পরিপূর্তি। এই দুটো process-এর একটি অপরটি থেকে একেবারে বিপরীত। এখানে যদি "ক্ষয়" মানে "বৃদ্ধি" বলতে হয় কিংবা 'অপচয়' মানে 'পরিপূর্তি' বুঝতে হয়, তবে যে অর্থ ও ভাব-বিভ্রাট ঘটবে তাতে সমস্ত লজিক ও ভাষা-বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত পড়বে। যদি সত্যি সত্যি বৃদ্ধি বা পরিপূর্তি নামক processটিকেই বোঝাতে হয়, তবে 'বৃদ্ধি' বা 'পরিপূর্তি' এই দুটো শব্দই প্রয়োগ করা সংগত। সেখানে বিপরীতার্থক শব্দ টেনে এনে জোর করে ব্যবহার করলে জুলুম বই আর কিছু হয় না। এ ক্ষেত্রেও ম্যাক ট্যাগার্টের পূর্ণতা (completion) অর্থে বিনশন (negation) শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অযৌক্তিক জবরদস্তি বলে আমাদের আপত্তি। তবে ম্যাক ট্যাগার্টকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ হেগেল বরাবর যে-রকম জোরালো ভাবে negation শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে অর্থটাকে উল্টে না দিলে আর উপায়ান্তর নেই।

দ্বিতীয়ত, ম্যাক ট্যাগার্ট-এর মতের সঙ্গে আমাদের অমিল নেই। কারণ জগতের সর্বত্রই যে বিনশনের (negation) রাজত্ব নয়, এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে ম্যাক ট্যাগার্টও একমত। আমরাও বলেছি যে কোনো স্থানে বিনশন (negation) থাকলেও, সর্বত্র negation নেই। এমন-কি বেশির ভাগ বস্তু, ঘটনা ও ব্যাপারেই বিনশন-এর (negation) প্রভাব নেই। বহুল ব্যাপারেই পূর্ণতা (fulfilment or completion) ঘটছে ; কোনো কোনো স্থানে আবার পূর্ণতা (completion) ঘটছে না, বিনশনও (negation) ঘটছে না। সেখানে বিরাজ করছে শুধুমাত্র নিছক 'পার্থক্য' বা বিভিন্ন সত্তার পারস্পরিক ভেদ বা স্বকীয়তা (distinctness)। ম্যাক ট্যাগার্ট এ-ক্ষেত্রে আমাদের মতেরই সমর্থক হয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে ম্যাক ট্যাগার্টের মত হলেও হেগেলের মত নয় কখনো। ম্যাক ট্যাগার্ট নিজেও এ-সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত নন, এমন-কি তিনি হেগেলের ওপর অবিমিশ্র অভিমানও প্রকাশ করেছেন হেগেলের বিনশন (negation) সম্বন্ধে এই অনবধানতা বা অন্ধতা দেখে। হেগেল আগাগোড়াই কেবল 'বিনশন'-এর ওপরই নির্ভর করে তাঁর দর্শনকে গড়ে তুলেছেন, 'বিনশন'-এর মানে negation না হলে তার প্রতিস্থিতি-তত্ত্ব (antithesis) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত ডায়ালেকটিক ফর্মুলাই সাধারণ-ক্রমবিকাশ তত্ত্বে পরিণত হয় এবং অতএব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়ত, negation শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ করায় আমাদের আপত্তি আছে। অর্থান্তরই যদি ঘটে থাকে, তবে তার শব্দান্তরও করা উচিত ছিল। এই-সব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করলে কোনো গোলমাল হত না। যদি negation-এর মানেই পরিবর্তন হয়ে গিয়ে অন্য স্বতন্ত্রভাবকেই সূচিত করে, তবে negation বাইরের কাঠামোতে negation থাকলেও ভিতরের অর্থ-বৈভবে (content) negation নেই। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক ও আপত্তিজনক। এখানেও ম্যাক ট্যাগার্টকে বাধ্য হয়েই এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ হেগেল নিজে তাঁর ফর্মুলা-প্রীতির বশে সর্বত্র বিনশন (negation) ও প্রতিস্থিতি (anti-thesis) প্রমাণ করতে গিয়ে এই শব্দগুলির অর্থের ওপরে জবরদস্তি করেছেন। শব্দ ঠিক রাখতে গিয়ে অর্থকে বদলে নিয়ে বিশ্বসংশয়কে তার ত্রি-অঙ্গ ছাঁচে ঢালতে হয়েছে।

কাজেই আসল গলদ রয়েছে হেগেলের বিবৃতি ও ব্যাখ্যায়। সেখানে বিনশন (negation), বিরোধ (contradiction), বৈপরীত্য (opposition) অন্যসত্তা (otherness), ইত্যাদি শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে স্তরে স্তরে, অথচ এদের অর্থ নিয়ে হেগেল করেছেন বিষম গণ্ডগোল ও বিভ্রাট। ম্যাক ট্যাগার্ট-এর ব্যাখ্যায় অভিনবত্ব ও মৌলিকতা আছে, একথা স্বীকার্য। কিন্তু হেগেলকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। একথা বলতেই হবে। হেগেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিনশন নিয়ে যে-রকম বাড়াবাড়ি করেছেন এবং যত প্রাধান্য আগা-গোড়া দিয়েছেন তাতে বিনশনকে (negation) তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার এই চেষ্টায় ম্যাক ট্যাগার্টের খুব কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা নেই।

শ্রদ্ধেয় ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হেগেল-শিষ্য। তিনিও হেগেলের বিনশন-তত্ত্বের (negation) তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং একে সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন। হেগেলীয় বিনশন (negation) সম্বন্ধে ড শীলের মতামত আমাদের মতামত ও আলোচনাকেই সমর্থন করছে। তাঁর মতে হেগেলের দুটো মারাত্মক ভুলের মধ্যে তাঁর বিনশনতত্ত্বও একটা প্রধান ভুল।

বীজ থেকে চারাগাছ বিকশিত হচ্ছে। এখানে আগের স্তরকে (বীজ) বিনাশ (negate) করে পরের স্তর (গাছ) আবির্ভূত হচ্ছে, একথা ঠিক নয়। ড. শীলের মতে পরিণমন বা evolution হচ্ছে একটা অবিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ বিকাশ। এই সম্পূর্ণ ও সমগ্র পরিণতির ধারাটি থেকে কোনো স্তর বা অবস্থাকে আলাদা দিক (aspect) বা মুহূর্ত হিসেবে খণ্ডিত করে দেখাটা অবাস্তব এবং অন্যায়। সমস্ত বিধানটি বা পদ্ধতিটি (process) সমগ্ররূপে ও অখণ্ড সম্পূর্ণতায় বিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই পরের স্তরটি যেমন সত্য, আগেকার স্তরটিও তেমনি সত্য। আগেকার ধাপটিকে বিনাশ (negate) করে তার পরের ধাপটি আসবে, ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের এ একেবারে কৃত্রিম ও বিকৃত ব্যাখ্যা। অথচ হেগেলীয় ক্রম-বিকাশকে পর পর বিনশন-এর (negation) ফল এবং প্রত্যেকটি স্তরকে পূর্বস্তরের প্রতিস্থিতি (anti-thesis) হিসেবে কল্পনা করায় সেই কৃত্রিমতাই প্রকট হয়েছে।

ড. শীলের ভাষায় :

"The real is a whole, the abstraction of phases. aspects, moments, is unhistorical, and organs and functions evolve, never independently but always as participating in and dominated by the life of the organism as a whole. Development must, therefore,

be conceived and explained as a passage from the whole to the whole, from the implicit to the explicit, from a less coherent to a more coherent, whole. The earlier stages are as real as the later ones."—Dr. B.N. Seal, Preface to *New Essays in Criticism*, 1903.

স্থিতি (thesis), প্রতিস্থিতি (anti-thesis) বলে পরিণমনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখাটাকে তিনি বলছেন 'abstraction'। তারপরে এই স্তর বা phase-গুলিকে একটি অপরটিকে বিনাশ (negate) করছে বলে হেগেল যে বিকাশের ক্রম দেখিয়েছেন, তাকেও ড. শীল বলছেন অবাস্তব। যেখানে বিকাশ, বিবৃদ্ধি বা পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি, সেখানে বিনাশ (negation) হতে পারে না। কারণ আগেকার স্তরের (stage) পরিপূর্ণতাই (fulfilment) হল পরের স্তর (stage)। যা আগে ছিল নিহিত (implied) তা-ই পরে হল পূর্ণ মহিমায় ও সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধিতে বিকশিত। বিনাশ (negate) করছে কে কাকে? বিনাশ (negate) তো নয়ই, "The earlier stages are as real as the later ones." বীজকে বিনাশ (negate) করে গাছের জন্ম নয়।

তবে হেগেল যে দুটো ধাপ (thesis ও antithesis) আলাদা আলাদা কল্পনা করে একটাকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন সে কেবল 'abstraction'-এর সাহায্য করেছেন। ড. শীল একে 'logical fiction' বলে আখ্যাত করেছেন। ম্যাক ট্যাগার্ট যেমন বলেছেন যে স্থিতি (thesis) প্রতিস্থিতি (anti-thesis) এ-সব শব্দ নিরর্থক ('lose their meaning'), ক্রোচে যেমন ইঙ্গিত করেছেন হেগেল একটা উপমার (metaphor) মোহে পড়ে বিনশন (negation), প্রতিস্থিতি (anti-thesis) ইত্যাদি নিয়ে গোল পাকিয়েছেন, তেমনি ড. শীলও বলেছেন: "Anti-thesis as a mere negation is a mere logical fiction."—*Ibid.*

তবে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন কতকগুলি অবস্থাকে আমাদের চোখে যে পৃথক ও স্বতন্ত্র স্তর বলে মনে হয় (যেমন বীজ ও গাছ) তার কারণ ঐ ঐ স্তরে কতকগুলি বিশেষ প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা দেয়। 'গাছ' অবস্থায় আমরা এমন কতকগুলি দিক দেখতে পাই যে দিকগুলি 'বীজ' অবস্থায় প্রকট হয় নাই। কাজেই ড. শীল বলেন যে ক্রমবিকাশের পথে একস্থানে একটা বিশেষ ঝোঁক ঘটে থাকে এবং পরের স্তরে ঐ বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে নূতনরূপে নবতর ঝোঁক জন্ম নেয়। ফলে পূর্ব অবস্থার পরিপূরণ ও পূর্ণতা হয় পরের অবস্থাগুলিতে।

একে বিনশন (negation) কোনোক্রমেই বলা চলে না। কারণ ত্রিসীমানার মধ্যেও কোথাও বিনশন ঘটে নি।[১৫৪]

ড. শীল বলছেন যে এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় বিকাশের যে গতি সে আর কিছুই নয়, কেবল অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থা থেকে অধিকতর পরিণত অবস্থায় উত্তরণ। এবং এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এই গতি এক স্তর থেকে তার বিরুদ্ধ বা বিপরীতমুখে পরিবর্তিত হচ্ছে না, বিবর্তিত হচ্ছে অনুপূরক দিকে (complimentary direction)। অর্থাৎ যে ব্যাপারটি ঘটছে তার নাম completion, পরিপূর্ণতা বা fulfilment, বিনশন (negation) নয়। এ জন্যই ড. শীলের মতে হেগলীয় দর্শনের আগাগোড়া সুগভীর সংশোধন দরকার, "requires a radical correction (ড. শীল) এবং এ সংশোধন না করলে আধুনিক জগতে এ-তত্ত্ব অচল।

তারপরে ম্যাক ট্যাগার্ট যে হেগেলীয় বিনশনকে (negation) বর্জন বা উপেক্ষা করে হেগেলকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, সে ব্যর্থ প্রয়াসও ড. শীল-এর চক্ষু এড়ায়নি। এখানেও— অর্থাৎ ম্যাক ট্যাগার্টের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও— আমাদের মতামতই সমর্থিত হচ্ছে ড. শীলের মতামতের দ্বারা। তাঁরও মতে ম্যাক ট্যাগার্ট যতই-না কেন চেষ্টা করুন বিনশন (negation) এড়াতে, হেগেলীয় দর্শনের সর্বাঙ্গ জুড়ে জড়িয়ে রয়েছে এই বিনশন-তত্ত্ব এবং ম্যাক ট্যাগার্ট-এর এ প্রয়াস বিফল পরিশ্রম মাত্র। কারণ হেগেলের অর্থ অতি স্পষ্ট এবং তার ভুলগুলিও অতীব পরিষ্কার ও প্রকট। ড. শীল বলেছেন :

"...and though, as Dr. Mc Taggart perceives, Hegel, in the later categories more or less discards the anti-thesis as an abstract negation, his teaching as a whole makes too much of the mere formal process and is bound to lose sight of the organic unity of the whole in the contradictions of opposed moments."—*Ibid.*

ড. শীল-এর মতে সমস্ত, হেগেলীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব দুটো যুগ্মভুলের ('twin errors') দ্বারা ত্রুটি-দুষ্ট ও ব্যর্থ হয়েছে এবং বিনশন (negation) বা প্রতিস্থিতি (anti-thesis) তত্ত্ব তার মধ্যে অন্যতম।

বহুদিন আগে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইমানুয়েল হারমান ফিকটেও

---

১৫৪. "The organic whole develops and passes from a relatively less stable to a relatively more stable equilibrium and the balance of powers which maintains the whole life corrects undue emphasis in one direction by developing a counter-emphasis in a complementary direction." *Ibid.*

(Immanuel Hermann Fichte) বলেছিলেন যে আসলে সত্যিকারের বিরোধ-এর (contradiction) উদ্ভব হয় না, এটা হেগেলের স্বকপোল-কল্পনামাত্র। সি. এইচ্ ব্রানিশও (C. H. Braniss) প্রকারান্তরে ঐ কথাই উল্লেখ করে বলেছিলেন যে contradiction শব্দটা 'অপপ্রয়োগ', সত্যিকারের ব্যাপার contradiction নয় বা বিরোধ-প্রতিষ্ঠ ডায়ালেকটিক নয়। সত্যিকার প্রক্রিয়া বা বিঘটনী হচ্ছে, "construction"—গঠন। ড. শীলও "contradiction of opposed moment"কে logical fiction বলে আখ্যাত করেছেন এবং হেগেলের এই পরিকল্পনাকে অনৈতিহাসিক ও অবাস্তব বলেছেন। হেগেল দাবি করেছেন যে বিনশন পৃথিবীরও সকল ব্যাপারের সার্বলৌকিক ও সার্বকালিক মূল সূত্র এবং বিশ্বব্যাপারের অন্তরালের অদ্বিতীয় গুহ্যতত্ত্ব। হেগেলের এই দাবি উপরের আলোচনায় সমূলে খণ্ডিত হয়েছে ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।

এই হেগেলীয় 'বিনশন' সম্বন্ধে আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয় রয়েছে। সেটি বিনশনের কর্মপটুত্ব (function)। জগদ্ব্যাপারের সকল বিকাশের দায়িত্ব এই বিনশনের স্কন্ধে চাপিয়ে হেগেল এই বিনশনের ক্ষমতা সম্বন্ধে অযৌক্তিক আতিশয্য করেছেন। এই বিনশন শুধুমাত্র নাস্তিবাচক নয়, অস্তিবাচকও বটে। বিনশনের ফল শূন্যতা নয়, পূর্ণতা।[১৫৫]

বিশ্বের সকল ঘটনা যদি একে অন্যকে নিঃশেষে 'বিনাশ' (negate) করেই চলতে থাকে তবে এই একটানা সর্বব্যাপী বিনশন-এর ফল কী দাঁড়াবে? একান্ত শূন্যতা ও অশেষ প্রলয় নয় কি? বিনশন-এর ফল পূর্ণতা কী করে হতে পারে তা হেগেল কোথাও দেখান নি। ম্যাক ট্যাগার্ট বলেছেন যে বিনশন শব্দটা ঠিক নয়। বিনশন বললেও, ব্যাপারটি যা ঘটেছে তার সঠিক বর্ণনা করলে বলতে হয়, পূর্ণতা (completion)। কিন্তু হেগেল তা বলেন না। হেগেলের ভাষায় বিনশনই ঘটবে, কিন্তু সব বিনশনের প্রভাব এমন আশ্চর্য যে ফলে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পূর্ণতা (completion)। এই অসম্ভব জল্পনা যুক্তির ত্রিসীমানার বাইরে। হেগেল এই অবাস্তব ও অসংগত কল্পনার উপর তাঁর ডায়ালেকটিক-ভিত্তিক ক্রমবিকাশকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শূন্যতা থেকে বেরিয়ে আসছে পূর্ণতা, নাস্তি থেকে জন্ম নিচ্ছে অস্তি। ফলে বিনশন (negation) সত্ত্বেও পল্লবিত হয়ে উঠেছে বিচিত্রতম ক্রম-

১৫৫. "For the negative which emerges as the result of dialectic. is at the same time positive." (*The Logic of Hegel* p. 152)

বিবর্তন। বিনশনের এই ম্যাজিক রচনা করবার ক্ষমতা হেগেল তাকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে এই জাদু এবং এই মায়া বিনশনের নেই। উইলিয়ম জেম্‌স বলেছেন ; শুধুই বিনশন চিন্তার সদর্থক অগ্রগতির কারণ হতে পারে না।[১৫৬]

সমস্ত বিশ্ববিবর্তনে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সহজ থেকে জটিল, বিচিত্র থেকে বিচিত্র-তর সত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছে, লক্ষ কোটি বছর ধরে, যুগের পর যুগ, এই সৃষ্টির বুকে কত সমৃদ্ধি জমে উঠেছে, কত সঞ্চয় পুষ্পিত হয়ে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। নব নব সৃজনের পথে বিবর্তনের বিবিধ ধারা ছুটে চলেছে কুটিল গতিতে, এই-সমস্ত সমৃদ্ধি ও সঞ্চয়, সমস্ত বৈচিত্র্য ও জটিলতা— সবই বিনশনের শূন্যগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে ? নহে নহে। এ একেবারে অবাস্তব স্বপ্নলোকের কথা, যুক্তির কথাও নয়, বাস্তবতার কথাও নয়। বিনশন থেকে প্রগতির (advance) উদ্ভব কী করে হবে ? এ জিজ্ঞাসার জবাব হেগেলের নেই। বিনশন যে বিশ্বগতির একমাত্র উৎস, সকল সচলতার জনন-ক্ষেত্র, বিনশনের এই গতিবেগ (dynamism) কোথা থেকে এল ? হেগেল কিন্তু কোথাও এ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি।[১৫৭]

বিনশনকে হেগেল প্রগতির মূল বলে নির্ধারণ করেছেন, হেগেলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি হল এই। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে হেগেলের এই ভ্রান্ত কল্পনার বিরুদ্ধে ড. শীলও প্রতিবাদ করেছেন।[১৫৮] বিনশন ও বিরোধের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি ও সমাজক্ষেত্রে বিশ্বের যাবতীয় প্রগতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ-কথা প্রকৃতি-বিজ্ঞানে বা সমাজ-বিজ্ঞানে, কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নি।

হেগেলীয় ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনায় এই তত্ত্বটুকু নির্ণীত হয়েছে যে হেগেলীয় দর্শনের আর যে গুণই থাক্, তাঁর "বিরুদ্ধ সমন্বয়" বা ডায়ালেকটিক নীতি সত্যও নয়, যুক্তিসহও নয়। ডায়ালেকটিক নীতির যে ধারণা ও পরিকল্পনা হেগেল তাঁর লজিকে দিয়েছেন, তা নিতান্ত অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন। উপরি-উক্ত আলোচনার সিদ্ধান্তগুলিকে সূত্রাকারে সংক্ষেপে নীচে দেওয়া যাচ্ছে :

১৫৬. **"A chasm is not a bridge in any utilisation sense, that is, no mere negation can be the instrument of a positive advance in thought." (James, *Ibid.*)**

১৫৭. **"But, if the man asks how self-contradietion can do all this, and how its dynamism may be seen to work, Hegel can only reply by...saying 'Lo Thus!" (James, *ibid*)**

১৫৮. **"These conceptions require a radical correction." (Dr. Seal, *ibid*)**

১. আকারগত তর্কশাস্ত্রের উপরে হেগেলের আক্রমণ অযৌক্তিক। অভেদ-নীতি (Law of Identity) এবং বিরোধ-নীতি (Law of contradiction) সম্বন্ধে হেগেলের আপত্তি যুক্তিতে টেকে না।

২. বিরোধ (contradiction), বিনশন (negation) বৈপরীত্য (opposition) ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলো হেগেল যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সে অর্থে এ শব্দগুলো উপযোগী নয়।

৩. জগতের সকল ব্যাপারেই বিরোধ (contradiction) ইত্যাদি সর্বত্রই ক্রিয়াশীল হয়ে বিবর্তন ঘটাচ্ছে, একথা ঠিক নয়। contradiction, opposition— এ-সব জগতে কোনো কোনো স্থলে ক্রিয়াশীল হয় বটে, কিন্তু এদের প্রভুত্ব সর্বত্র এ-কথা বললে অতিশয়োক্তি হয়; অর্থাৎ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধ (contradiction) ইত্যাদি আছে বটে, কিন্তু সর্বত্র ও সর্বদা নয়।

৪. বিরোধ (contradiction) এবং অপরত্ব (otherness বা distinctness) নামে দুটো স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। জগতের বস্তু ও ঘটনাগুলির মধ্যে কোথাও distinctness এবং কোথাও-বা বৈপরীত্য (opposition) বা বিরোধ (contradiction) রয়েছে। হেগেল এই দুটো সংজ্ঞার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন; যেখানে distinctness সেখানেও opposition আরোপ করেছেন। হেগেলের এই গণ্ডগোলের দরুণ তাঁর সমস্ত দর্শনের মধ্যে মারাত্মক ভুল বাসা বেঁধেছে।

৫. জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনার বিরুদ্ধতা (contradict) করছে, ঠিক নয়।

৬. জগতের প্রত্যেকটি বস্তু বা ঘটনা স্ববিরোধী (self-contradictory) একথা ঠিক নয়। সকল সত্তাই নিজে নিজেকে বিরুদ্ধতা (contradict) করছে এ-কল্পনা ভ্রান্ত। Inter-penetration of opposites নীতি যুক্তিযুক্ত নয়। একই বস্তু একই কালে দুটো বিরুদ্ধ উক্তির বিষয় হতে পারে না। 'হাঁ' ও 'না' একই কালে একই অর্থে প্রয়োগ করা চলতে পারে না। এ-বিষয়ে আকারগত তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) নীতিগুলি অকাট্য ও চরম।

৭. হেগেল বিরোধনীতি (Law of contradiction) অস্বীকার করেন নি, ম্যাক ট্যাগার্টের এই উক্তি সত্য নয়। হেগেল বরাবরই Formal Logic-এর

নীতিগুলিকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর ডায়ালেকটিক লজিকের মূল কথাই হল এই অস্বীকৃতি।

৮. বিনশনকে (negation) ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা চলে না।

৯. কোনো পরিবর্তনশীল বস্তু বা প্রাণীর বিবর্তনের একটি স্তর বা অবস্থা অপর একটি স্তর বা অবস্থাকে সর্বদাই নস্যাৎ (negate) করে আবির্ভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রাণিজগতের বিবর্তনে পূর্বস্তরের পরিণতি ও পূর্ণতাই পরের স্তরে দৃষ্ট হয়। কাজেই প্রতিস্থিতি (anti-thesis) কথাটা এ-ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ মাত্র, যেমন বিনশন বা নস্যাৎ-করণ (negation) শব্দটা অপপ্রয়োগ।

১০. আগেই বলা হয়েছে যে অপর (other) ও বিপরীত (opposite) এবং প্রভেদ (distinction) ও বিনশনের (negation) মধ্যে হেগেল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। ক্রোচে, জেম্‌স্‌ দুজনেই এ-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন। অপর (other) শব্দটা কোথাও বসেছে বিপরীত (opposite) অর্থে, আবার কখনো চলেছে প্রভিন্নের (distinct) অর্থে।

আমাদের খণ্ড চিন্তাগুলি অসম্পূর্ণ। কাজেই একটি খণ্ড চিন্তাকে সঠিক বুঝতে হলে স্বভাবতই মন এই খণ্ড চিন্তা থেকে অন্য একটি চিন্তাতে গড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, জগতের সব খণ্ড চিন্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একে principle of relatedness বলা হয়ে থাকে। খণ্ড সত্তাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যোগে সম্পূর্ণ এবং পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছেদে অসম্পূর্ণ। এটা দর্শনের অতি সাধারণ সূত্র। এখানে এই অসম্পূর্ণতাকে হেগেল 'বিরুদ্ধতা' বা বিনশন (negation) বলে ভুল করেছেন। খণ্ড সত্তাগুলো একে অন্যকে সীমিত বা অবচ্ছিন্ন (limit) করছে, কিন্তু তাই বলে বিনশন বা বিরুদ্ধতা (negate বা oppose) করবে কেন? অবচ্ছেদ নীতিকে (principle of limit) বিনশন-নীতি (principle of negation) বলে হেগেল নির্দেশ করেছেন। একটি খণ্ড চিন্তা স্বভাবতই অপর চিন্তার সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত। একটিকে ভাবতে গেলে অন্যটি স্বভাবতই মনে এসে পড়বে। চিন্তার এই সম্বন্ধিতার (relatedness) মধ্যে হেগেল বিনশন (negation) দেখেছেন। একটি চিন্তা অপর একটি চিন্তায় গড়িয়ে পড়ে, তাকেই তিনি বলছেন: বিরোধী হয়ে পড়বে— "must fall into contradiction— the negative of itself."—Wallace : *The Logic of Hegel*, Art. 11, p. 46.

ক. ডায়ালেকটিক তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে খণ্ড সত্তাগুলো তাদের বিপরীত সত্তায় উত্তীর্ণ হয়।[১৫৯]

এখানে খণ্ড সত্তাগুলোকে পরস্পরের বিপরীত (opposite) বলা হচ্ছে। সীমা বা খণ্ডতা (limit) মানেই এখানেও বিনশন (negation) করা হয়েছে।

খ. আরো বলছেন অবচ্ছিন্নতা মানেই বিনশন।[১৬০]

এখানে স্পষ্টই আছে যে খণ্ডত্ব বা অবচ্ছিন্নতাই (limitation) বিনশন (negation)। একটি সত্তা অপর থেকে আলাদা হলেই তাকে নস্যাৎ (negate) করছে এবং তার বিপরীত (opposite) হিসাবে কাজ করছে।

গ. ডায়ালেকটিক মানে আরো আছে যে, খণ্ডসত্তা তার 'অপর' রূপে হঠাৎ তার বিপরীত সত্তায় পরিণত হয়।[১৬১]

এখানেও খণ্ড সত্তা হলেই একটিকে অপরটির বিপরীত (opposite) বলা হয়েছে এবং এখানেও অপর (other) মানে বিপরীত (opposite) করা হয়েছে।

ঘ. সীমা বা খণ্ডত্ব মানেই বিনশন (negation) ধরা হয়েছে।[১৬২]

এখানে অপর-এর (other) অর্থ করা হয়েছে বিপরীত (opposite)।

ঙ. আবার Being-Nothing আলোচনায় Being ও Nothing উভয়কে বিপরীত (opposite) কল্পনা করা হয়েছে। এখানেও other অর্থ করা হয়েছে opposite।[১৬৩]

ম্যাক ট্যাগার্টও Being ও Nothing-এর মধ্যে উগ্র ও প্রখর বিরুদ্ধতা

---

১৫৯. '...finite characterisations...pass into their opposites.' (Art. 81 [B] p. 147.) ; "veers round to its opposites" (Art. 80, p. 146)

১৬০. '...one-sidedness and limitation of the predicates of understanding is...shown to be the negation of them' (Art. 81 p. 147.)

১৬১. "finite, as implicitly other than what it is, is forced beyond its own...to turn suddenly into its opposite" (p. 150, note)

১৬২. '...this negation is what we call a Limit (Boundary). A thing is what it is, only in and by reason of its limit. ...If we take a closer look at what a limit implies, we see it involving a contradiction in itself, and thus evincing its dialectical nature. On the one side, the limit makes the reality of a thing ; on the other, it is its negation...given something and up starts an other to us. .a something is implicitly the other of itself. ...(pp. 172-73)

১৬৩. "...the shape which dialectic takes in them...is a passing over into another". (Art. 84, p. 157)

স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে হেগেলও এখানে স্পষ্ট negation বা বিনশন স্বীকার করেছেন।[১৬৪]

এখানে Being ও Nothing পরস্পরকে নস্যাৎ (cancel) করছে, বাতিল (negate) করছে। এখানেও হেগেল আবার বলছেন, বিনশন (negation) অর্থ অপরত্ব (otherness)।[১৬৫]

উপরে দেখা যাচ্ছে যে হেগেল other শব্দটাকে কোথাও opposite অর্থে ব্যবহার করেছেন। (যেমন Being-Nothing-এর বেলায়), আবার কোথাও distinct অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমাদের মতে যখন তিনি বলেন, যে-কোনো খণ্ড চিন্তা বা সত্তা স্বতঃই অপর একটি সত্তা বা চিন্তার সঙ্গে জড়িত এবং একটি অপরটিতে নিয়ে যায় তখন তিনি পৃথিবীর সকল খণ্ড সত্তার কথাই বোঝাতে চান, যারা একাকী অসম্পূর্ণ ও অপরের সঙ্গে যোগে সম্পূর্ণ। এখানে আমরা যাকে distinct আখ্যা দিয়েছি সেই শ্রেণীর সত্তাগুলোকে বোঝানো হচ্ছে।

আমরা দেখিয়েছি যে, জগতে সকল বস্তু বা সত্তাই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সম্পর্কহীন, বিভিন্ন অবস্থায় তারা সবাই অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর এই সর্বব্যাপী সম্পর্ক-বন্ধন (universal relatedness) সবাই স্বীকার করে থাকেন। এই সম্বন্ধও দুই রকমের সম্পর্ক হতে পারে : ১. distinctness বা otherness রয়েছে, কিন্তু opposition কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র আছে। যেখানে distinctness রয়েছে সেখানেও হেগেল যেমন other শব্দ প্রয়োগ করেছেন তেমনি যেখানে opposition বর্তমান সেখানেও other শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই কারণে সর্বত্রই গোলাযোগ ঘটেছে এবং এই কারণেই উইলিয়ম

---

১৬৩. "In all other cases of differnce there is some common point which comprehends both things...But in the case of mere Being & Nothing, distinction is without a bottom to stand upon." (Notes on Art. 87, p. 162.)

"The one is *not* what the other is."—(Art. 88 p. 164)

"...these two are always changing into each other, and reciprocally cancelling each other."—Notes on Art 89, p. 170.

১৬৫. "it is as Otherness' (Art 91, p. 171) or "Something becomes an other" (Art 94. p. 171)

১৬৬. "Hegel's quibble with this word 'other' exemplifies the same fallacy." (James *ibid.*, p. 283)

জেম্‌স বলেছেন 'other' শব্দ নিয়ে হেগেলের এই বাক্‌চাতুরী একই হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত।[১৬৬]

১১. উপরে হেগেলের ত্রুটিগুলি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এইসকল মারাত্মক ত্রুটির অন্তরালে হেগেল-দর্শনে সর্বত্রই একটি পরম সত্য নীরবে প্রবাহিত হয়েছে, যার জন্য কৃতিত্ব হেগেলের চিরকালের পাওনা বলে আমরা মনে করি। আগেও আমরা বলেছি, পৃথিবীর কোনো মতবাদই হয়তো নিখুঁত নয় এবং হেগেলীয় দর্শনও নিখুঁত নয়। কিন্তু হেগেলের দর্শনকে আমরা 'সম্পর্ক-বদ্ধ সমগ্রতার মতবাদ' (doctrine of totality and relatedness) বলে মনে করি এবং এটাই দর্শনক্ষেত্রে হেগেলের অবদান। বিশ্বের সকল সত্তা এক সর্বব্যাপী সম্পর্কের জালে বিধৃত হয়ে আছে এবং যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একখানা "হাত"কে অ্যারিস্টটলের মতে সত্যিকার হাত বলা যেতে পারে না তেমনি খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সত্তাগুলিকে সত্যিকার সত্তা বলা চলে না। সমগ্র দৃষ্টিতে ও সমগ্রতার স্থিতিভূমি থেকে বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে দেখতে ও বুঝতে হবে। হেগলীয় তত্ত্বের এটাই মূল কথা। কিন্তু এই কথাটাকে বলতে গিয়েই হেগেল একটা কাষ্ঠ-কঠিন ফর্মূলা গড়েছেন এবং সব-কিছুকেই প্রতিস্থিতি (anti-thesis) কল্পনা করতে গিয়ে জগতের সর্বত্রই বিনশনের (negation) রাজত্ব অনুমান করে নিয়েছেন। খণ্ড সত্তাগুলি অসম্পূর্ণ, কিন্তু অসম্পূর্ণ বলেই তারা একে অন্যকে নস্যাৎ (negate) করবে কেন? একটি খণ্ড সত্তাকে খণ্ডিত (limit) করেছে কিন্তু নস্যাৎ (negate) করছে না। শুধু খণ্ডিত (limit) করাকেই বিনশন (negate) করা বলা চলতে পারে না। যেখানে বাস্তবিক বিনশন বা নস্যাৎ করণ (negation) রয়েছে, যেখানে একটি অপরটিকে নস্যাৎ (negate) করছে সেখানে বিনশনের (negation) অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্রই হেগেল বিনশন (negation) দেখেছেন — এতে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গিই ভুল প্রমাণ হয়। হেগেলীয় নীতিকে doctrine of relativity বললে ভুল হয় না। কিন্তু হেগেল একে বিশেষ এক ধরনের relativity বলে যে একদেশদর্শী rigid ফর্মূলায় ফেলতে চেয়েছেন তাতেই আমাদের আপত্তি। বিখ্যাত দার্শনিক Pringle-Pattison-ও হেগেলকে এই রকম অর্থেই বুঝেছেন। খণ্ড সত্য যে অসম্পূর্ণ সেই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন এরকমের 'doctrine of relativity' বিশেষ পর্যায়ের সত্যোদ্‌ভাসকে

অপ্রমাণ না করলেও পূর্ণ বা অখণ্ড সত্যকে উদ্ভাসিত করতে পারে না। এ-দ্বারা যে-সত্যে পৌঁছনো যায় তা চিরদিনই খণ্ডিত সত্য এবং তা অখণ্ড সত্যের তুলনায় অতিমাত্র লঘু।[১৬৭]

জগতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনশন ঘটছে এবং সেই সেই ক্ষেত্রে হেগেলীয় ফর্মূলা খাটতে পারে। যে নীতি কেবলমাত্র কয়েকটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে খাটতে পারে সেই নীতিকে বিশ্বলৌকিক এবং সর্বকালীন বলে কল্পনা করে হেগেল মারাত্মক ভুল করেছেন। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক পি. সোরোকিন (P. Sorokin) হেগেলের ফর্মূলাকে সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রেও যাচাই করে দেখেছেন। তার অনুসন্ধানের ফলেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বিবর্তনে মানবসভ্যতা হেগেলীয় ফর্মূলার কোনো কাষ্ঠকঠিন, অনমনীয় বাঁধা রাস্তায় বিকশিত হয় নি। বহু বিচিত্র পথে ও বিবিধ প্রণালীতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগযুগান্ত পার হয়ে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁচেছে। একে কোনো একটিমাত্র ফর্মূলায় বাঁধতে চেষ্টা করা একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা বৈ আর কিছু নয়।

বিশ্বজগতের সকল গতিই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির মাত্র তিনটি পর্যায়কে অবলম্বন করে সামনে এগিয়ে চলেছে, এবং এই ডায়ালেকটিকের ত্রিতালকে মেনে নিয়েই বিশ্ব-লোকের সকল সংগীতই ছন্দিত হচ্ছে— এ-কথা আজকের জগতের সমাজতত্ত্ব কিংবা কোনো তত্ত্বই স্বীকার করবে না। সোরোকিন এই উক্তি করেছেন যে: যে বিচিত্র ও বহুতর ছন্দে বিশ্বগতি আবর্তিত হয়ে চলেছে সেই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্য হতে হেগেল একটি মাত্র ছন্দকে ত্রিমাত্রিক ধরতে পেরেছেন এবং সেই সংকীর্ণ ছন্দের পরিমাপে এই জটিল বস্তুস্রোত ও জীবনপ্রবাহকে বুঝতে চেয়েছেন।[১৬৮]

---

১৬৭. "...it may be taken up and superseded in a wider and fuller truth. And in this way we might pass, is successive cycles of finite existence, from sphere to sphere of experience, from orb to orb of truth : and even the highest would still remain a finite truth : and fall infinitely short of truth. But such a doctrine of relativity in no way invalidates the truth of the revelation at any given stage." (Pringle Pattison, *Two Lectures on Theism* p. 61-62)

১৬৮. "The data also lead to a correction of the Hegelian or similar 'dialectical' formula, concerning the types of rhythm and the number of ,beats' in recurring processes. The famous formula of a three-beat rhythm

এইখানেই তার ভুল হয়েছে এবং এই ভুলের দ্বারা তাঁর সমস্ত দর্শনতত্ত্ব অনেকখানি বিকৃত হয়েছে। আকারগত তর্কশাস্ত্রের (Formal Logic) অভেদনীতি (Law of Identity) ও বিরোধ নীতিকে (Law of Contradiction) হেগেল অস্বীকার করেছেন এবং বিরোধ বা বিনশনতত্ত্বের সাহায্যে বিশ্বলোকের সকল জটিলতাকে বিশ্লেষণ ও নিরূপণ করতে চেয়েছেন। আমরা বিস্তৃত আলোচনা করে দেখলাম যে তাঁর সমস্ত বাগ্‌বিস্তার ও তর্কজাল অর্থ-বিভ্রাট ও পরিভাষাগত অপপ্রয়োগ দ্বারা ব্যর্থ ও বিকৃত হয়েছে। আজকে মোটামুটিভাবে তাঁর মূল সমগ্রতা-তত্ত্ব (totality) ও আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব (relativity) সবাই স্বীকার করলেও তাঁর বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক ও সংকীর্ণ ডায়ালেকটিক ফর্মুলা সার্বজনীনভাবে অগ্রাহ্য হয়েছে। সর্বশেষে হেগেলের বিরাট কল্পনা, বিশাল বুদ্ধি ও ব্যাপক দৃষ্টিকে সশ্রদ্ধ সম্মান দান করেও তাঁর একদেশদর্শিতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই ক্রটির উল্লেখ করে উইলিয়ম জেম্‌স্ বলেছেন যে তাঁর ত্রিনীতি (স্থিতি-প্রতিস্থিত-সংস্থিতি) দ্বারা তাঁর প্রতিপাদ্য সিদ্ধ বা প্রমাণিত হয় না।[১৬৯]

ডায়ালেকটিক এবং জড়বাদীগণ

১৯ শতকে ডায়ালেকটিক ভস্মস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছাই-চাপা পড়লেও যে ডায়ালেকটিক উজ্জ্বলরশ্মি বিকীরণ করছিল, সে একমাত্র Marx-এর চোখে পড়েছিল। Marx তাকে সযত্নে উদ্ধার করে ফয়ারবাকীয় জড়বাদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। জড়বাদী Marx একে কেন নিলেন তার কারণও আগেই দেখানো হয়েছে, তিনি একে সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে কার্যকর ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক বলে নিজের রাজনৈতিক-

---

'Thesis-antithesis-synthesis', to which it is maintained all process can be reduced, is not universally applicable." (Sorokin, *Social and Cultural Dynamics* Vol. II, p. 203)

"Hegel's formula describes only one of the many varities of rhythm ... It exceeds legitimate generalisation." (Sorokin, Vol II *Ibid*, p. 208)

১৬৯. "Hegel's own logic, with all senseless hocus-pocus of its triads utterly fails to prove his position."

অর্থনৈতিক কর্ম প্রণালীর ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। Marx-এর পরে Engels এবং অন্যান্য জড়বাদীগণ এই নীতি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁদের বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা নেই এবং ডায়ালেকটিক নীতির বিরুদ্ধে যে-সব গুরুতর যুক্তি রয়েছে, তার জবাব কোথাও দিয়েছেন বলে জানি না। অবশ্য এঁরা হেগেলীয় নীতিকে স্বয়ংসিদ্ধ ও অকাট্য বলেই ধরে নিয়েছেন এবং হেগেল নিজেই একে প্রমাণ করেছেন মনে করে হয়তো বা তেমন গরজ বোধ করেন নি বিস্তৃত যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করতে। তবু আমরা Marx-এর পরবর্তী Marxianদের বক্তব্য থেকে কিছু আলোচনা করব। এঁরা কেউ কেউ অবশ্য ডায়ালেকটিকের স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছেন। Plekhanov একজন প্রবীণ ও প্রখ্যাত Marxian এবং ডায়ালেকটিক-ভক্ত। তিনি ডায়ালেকটিক লজিক এবং formal লজিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যদিও সে আলোচনায় যুক্তির থেকে জল্পনা এবং প্রমাণের থেকে প্রশংসাই বেশি আছে। হেগেল যে-সব যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তার চাইতে নতুনতর ও প্রবলতর কোনো যুক্তি এই-সব জড়বাদী ডায়ালেকটিক-সমর্থকেরা দিয়েছেন বলে কোথাও দেখতে পাই না। যা-হোক, প্লেখানভ কী বলতে চান দেখা দরকার, কারণ তিনি হচ্ছেন "one of the greatest Marxians"।

১. Plekhanov-এর প্রথম যুক্তি হচ্ছে এই যে Heraclitus, Hegel এবং Marx নামক বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ডায়ালেকটিক নীতিকে Formal Logic-এর নীতিগুলো থেকে অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে করেছেন।

"Thinkers as profound as Heraclitus, Hegel and Marx have found it more satisfactory than the formula "yes is yes and no is no" a formula solidly based upon the three fundamental laws of thought..."[১৭০]

২. Plekhanov-এর দ্বিতীয় যুক্তি একটু গুরুতর। গতিতত্ত্ব থেকেই Dialectics প্রমাণ হয়, এবং গতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরোনো লজিকের নীতিগুলো খাটবে না। তিনি বলেছেন:

"The movement of matter underlies all the phenomena of Nature. But what is movement? It is an obvious contradiction."

১৭০. Dialectic & Logic by Plekhanov in *Fundamental Problems of Marxism.*

কোনো বস্তু যখন গতিশীল, তখন সে স্ববিরোধের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কারণ এখানে তার বেলায় Uberweg-এর নীতি অর্থাৎ পুরোনো Law of Identity ইত্যাদি খাটবে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, একটি চলমান বস্তু কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তে কোনো একটি বিশেষ স্থল-বিন্দুতে আছে কি না, তবে এ প্রশ্নের জবাবে ভদ্রভাবে যে বলবে বস্তুটি ওখানে "আছে" কিংবা "নাই" তা চলবে না। এমন গতানুগতিক ধরনের সঠিক ও সোজা উত্তর এ-সব জায়গায় বিকোবে না। এখানে বলতে হবে "আছে এবং নেই" দুই-ই। বস্তুটি ওখানে আছে বটে এবং নেইও বটে।

"A body in motion is at a given point and at the same time, it is not there,"[১৭১]

গতি জিনিসটি নাকি প্রথম দৃষ্টিতেই contradiction বলে ধরা পড়ে যায়, "obvious contradiction" এবং বস্তুটি একই স্থানে একই কালে আছেও এবং নেইও। কিন্তু কী করে যে এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটল তার কোনো হদিশ Plekhanov দেন নি। তবে ঘটনাটি যে কিছুটা হেঁয়ালি গোছের এবং অস্বাভাবিক তা তিনিও বুঝতে পেরেছেন, "we seem to be between the horns of a dilemma." কারণ হয় পুরোনো নীতিকে স্বীকার করো, নয় গতিকে স্বীকার করো। গতি এবং পুরোনো নীতি, এ দুই-এর একটিকে স্বীকার করা চলবে। গতিকে স্বীকার করলে পুরোনো logic-এর Identity নীতি স্বীকার করা চলবে না। তবে এ হেঁয়ালির সমাধানের আশ্বাস Plekkanov দিয়েছেন। "Let us see if there is no way of escaping it," কিন্তু আশ্বাস দিয়েও শেষটায় কোনো সমাধান দিতে পারেন নি। কেবল সেই একই কথা পুনরুক্তি করেছেন যে গতি মানেই contradiction; গতি যে কী জাদুতে contradiction হয়ে দাঁড়ায়, সেই অন্ধকার সমস্যাটির উপরে কোনোই আলোকপাত করেন নি। প্রবলভাবে বলছেন তার বারবার পুনরুক্ত সেই প্রমাণ-সাপেক্ষ উক্তিটি :

"The movement of matter underlies all the phenomena of Nature. But motion is a contradiction— we must consider the question dialectically, i. e. to say, as Bernstein would phrase it, in accordance with the formula "yes is no and no is yes."

---

১৭১. Plekhanov, *Ibid.*

"Hence, we are compelled to admit that as concerns this basis of all phenomena we are in the domain of the "logic of contradiction."[১৭২]

যাকে প্রমাণ করতে হবে, সেই সংশয়-স্থল বিষয়টিকে প্রমাণ না করে বার-বার পুনরুক্তি করলেই তো আর সংশয় মিটল না। But motion is a contradiction, we must consider...ইত্যাদি বলে দিব্যি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে বলছেন "হাঁ-ই না" এবং "না মানেই হাঁ"। অতএব we are compelled to admit ইত্যাদি ইত্যাদি। কী করে motion contradictory সেইটেই যে জিজ্ঞাস্য ও প্রমাণসাপেক্ষ! কিন্তু তার জবাব নেই।

পরে অবশ্য দুটো দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে Plekhanov গতির স্ববিরোধী স্বভাবকে দেখাতে চেয়েছেন। যথা :

a. "But when an object is as yet only in a course of becoming we often have a good reason for hesitating as to our reply. When we see a man who has lost most of the hair from his cranium, we say that he is bald. But how are we to determine at what precise moment the loss of the hair of the head makes a man bald ?"

স্পষ্ট করে না বললেও Plekhanov-এর ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে যখন স্পষ্ট বোঝা যাবে টাক পড়েছে তখন সঠিক জবাব দেয়া যাবে বটে, কিন্তু যখন অত স্পষ্ট নয় ও নিশ্চিত করে বলা চলবে না এবং যখন অনবরত চুল পড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, তখন হাঁ এবং না দুই-ই বলা চলে, মানে সেই ব্যক্তি bald এবং not-bald দুই-ই একই সঙ্গে এবং একই কালে। এখানেও Plekhanov-এর ভুল অতি স্বতঃপ্রতিভাত। এখানেও সেই "refusing to distinguish" James-এর ভাষায়। যেহেতু ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে টাক পড়েছে, বোঝা যায় না, সেহেতু দু কথাই বলতে হবে, টাক পড়েছে এবং পড়ে নি। এ কেমন ধারার যুক্তি। bald বলতে একটা সঠিক মানে বোঝা যায়, যখন তার definition ঠিক হয়ে যায়, অর্থাৎ কথাটির connotation স্থির হয়ে যায়, তখন একই অর্থে bald এবং not-bald একই কালে বলা চলে না। যদি একবার লোকটিকে bald বলা হয়, তবে তাকে not-bald একই কালে বলা চলে না। অবশ্যি

১৭২. Plekhanov, *Ibid.*

bald বলতে যা বুঝি তা যদি স্পষ্ট না হয়, যদি মানে সুনির্দিষ্ট না থাকে, তবে এরকম দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ থাকে বটে।

b. "A youth on whose chin down is beginning to sprout is certainly growing beard, but we cannot for that reason speak of him as bearded. Down on the chin is not a beard, although it gradually changes into a beard. If the change is to become qualitative, it must reach a quantitative limit"[১১৩]

এখানেও সেই একই confusion, beard এবং down যে এক নয় এবং তারা যে দুটো আলাদা জিনিস, একথা Plekhanov স্বীকার করেছেন। কাজেই যতক্ষণ down উঠছে ততক্ষণ তাকে bearded বলা চলতে পারে না। আবার যখন beard হয়েছে, তখন আর তাকে not-bearded বলা চলে না। Beard এবং down-এর মানে সুনির্দিষ্ট থাকলে, একই কালে bearded এবং not-bearded বলা অযৌক্তিক। তবে ভিন্ন অর্থে দুটো আখ্যাই ব্যবহার করা চলতে পারে। Down জন্মানোর অবস্থায়ও, "এক অর্থে" বালককে bearded বললেও, পরে যখন bearded বলা হবে তখন bearded মানে সম্পূর্ণ আলাদা। একই অর্থে bearded ব্যবহার করলে bearded এবং not-bearded দুটো আখ্যাই একসঙ্গে একই কালে প্রয়োগ করা অর্থহীন। Quantitative পরিবর্তন একটা স্থানে এসে পৌঁছালে, তখন গুণগত qualitative পরিবর্তন ঘটে, বস্তুটি আলাদা জিনিসে পরিণত হয়ে যায়, একথা মেনে নিলেও, একই কালে দুটো সংজ্ঞা ব্যবহার করা চলতে পারে না। পরিবর্তন-বিন্দুর আগেকার অবস্থা এবং পরের অবস্থা qualitatively স্বতন্ত্র। কাজেই আগেকার অবস্থা যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ তার ওপরে পরেকার অবস্থা আরোপ বা কল্পনা করলে অপপ্রয়োগ হবে। "Downed" অবস্থাকে "bearded" বলা কিছুতেই চলবে না। কাজেই তরুণকে একই কালে শ্মশ্রুমান এবং অ-শ্মশ্রুমান দুই বলা ভুল। হেগেলের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সব ধরনের দৃষ্টান্তকে বিচার করা হয়েছে। সর্বত্রই হেগেলের এবং জড়বাদী হেগেলীয়দের— একই ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। Time-factor-কে এরা কেউ গণনায় আনেন নি। কাজেই একই অবস্থাতে তারা দুটো বিপরীত গুণের সমাবেশ কল্পনা করতে পেরেছেন। একটা গ্রহ যে মুহূর্তে একটা

১১৩. Plekhanov *Ibid.*

স্থান-বিন্দুতে আছে তার পরমুহূর্তে সে পরের স্থান-বিন্দুতে সরে গেছে। যে স্থানে সে একটি স্থান-বিন্দুতে আছে, পরমুহূর্তে সে সেই স্থান-বিন্দুতে নেই এ-কথা ঠিক। কিন্তু একই মুহূর্তে সে at a given point and at the same time it is not there, হতে পারে না। এখানে at the same time কথাটা মিথ্যা এবং অপপ্রয়োগ এবং যেটি হবে সেটি হচ্ছে "at the next point of time"

কাজেই দুটি contradictory আখ্যা সত্য হতে পারে successive moments-এ, একই মুহূর্তে নয়। Professor E. F. Carritt (University College, Oxford) এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি এই time factor-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে পুরোনো লজিকের —(যাকে তিনি realistic logic বলেন) বিরুদ্ধে এই হেগেলীয় বিরোধ-কেন্দ্রিক লজিক যে আক্রমণ করেছে তা ভিত্তিহীন।

"Hegelians & Marxists often unite in asserting the necessity for this dialectic logic if we are to give any account of change, which they assert could not be done by the "old" or as I should say, realistic logic, because it denied that the same thing could have contradictory statements made about it. But the realistic logic never made any such assertion. It simply denied that the same thing could have contradictory statements made about it truly "at the same time."

"If it was true that a thing was moving it was not at the same time true that it was at rest. And if you question that, you question the possibility of real change. And it was Aristotle himself, a formulator of realistic logic, who added that of every changing thing contradictory statements must be true at successive moments. If it was moving then it "was" here and now is not here."[১৭৪]

কোনো বস্তু একই সময়ে চলমান এবং অচল, moving ও at rest দুইই হতে পারে না। যদি কেউ মনে করে এ হতে পারে, তবে পরিবর্তনকে অস্বীকার করতে হবে তার। কারণ সত্যিকার পরিবর্তন তাহলে অসম্ভব হয়ে যাবে। Uberweg-এর ভাষায়ই বলা যেতে পারে।

১৭৪. **Carritt,** ***Aspects of Dialectical Materialism.***

"To every definite question, understood in a definite sense, as to whether a given characteristic attaches to a given object, we must reply either yes or no ; we cannot answer yes and no."[১৭৫]

কিন্তু Plekhanov বলতে চান yes and no একই সঙ্গে বলা যেতে পারে। তাঁর মতে "yes is no and no is yes" অথচ Plekhanov এর কোনো প্রমাণই দিতে পারেন নি। হেগেলেরই মতো দুটো মামুলী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যাতে time factor কে আনা হয় নি এবং বিশ্লেষণ করলে যা একেবারেই ধোপে টেঁকে না।

৩. Plekhanov-এর তৃতীয় বক্তব্য আরও চমৎকার। গতিতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁকে শেষটায় Formal Logicকেও স্বীকার করতে হয়েছে। Formal Logic-এর নীতিগুলোও খাটবে এবং কতকগুলো জায়গায় খাটবে ডায়ালেকটিকের স্ববিরোধ। তবে Plekhanov অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে ডায়ালেকটিককেই ব্যাপকতর এবং মৌলিক লজিক বলে নির্দেশ করেছেন এবং Formal Logic হচ্ছে, তাঁর মতে ডায়ালেকটিক লজিকেরই একটা দৃষ্টান্ত বা special case মাত্র। এই নূতন তত্ত্ব তিনি নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Matter হচ্ছে অনাদি, এবং matter-এর পরিবর্তন হচ্ছে, সেও অনাদি অফুরন্ত গতিতে। কিন্তু গতির ফলে এই matter-এর কণিকাগুলো (molecules) সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে সমবেত হয়ে এক-একটা বস্তুরূপে দানা বেঁধে যাচ্ছে। এই বস্তুগুলো মোটামুটি ভাবে কিছুকালের জন্য স্থায়ী হচ্ছে এবং যতক্ষণ তারা স্থায়ী (stable) থাকছে এবং নিজের রূপকে হারিয়ে ফেলছে না, ততক্ষণ তাদের সম্বন্ধে Formal Logic-এর নীতিগুলোই খাটবে। Plekhanov-এর ভাষায় :

"But the molecules of matter in motion, becoming conjoined one with another form certain combinations ; things, objects, such combinations are distinguished by more or less marked solidity ; They exist for a longer or shorter time, and then disappear to be replaced by others... But as soon as a particular temporary combination of matter has come into existence as a result of the eternal movement of matter, and as long as it has not yet disappeared

১৭৫. Uberweg, *System of Logic.*

owing to the same movement, the question of its existence must necessarily be solved in a positive sense."[১৭৬]

যতক্ষণ বস্তুটি একটি বিশিষ্ট সত্তা হিসেবে থাকছে, যতক্ষণ বস্তুটি লোপ পায় নি, "has not disappeared" ততক্ষণ এর সম্বন্ধে সঠিক জবাব দিতেই হবে, অর্থাৎ হাঁ কিংবা না, একটি বলতে হবে। ডায়ালেকটিকের কায়দায় দুটোই একসঙ্গে বললে চলবে না। যেমন প্লেখানভ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে Venus গ্রহটি আছে কি না, তবে বিনা দ্বিধায় বলতে হবে "হাঁ"; যদি কেউ তেমনি জিজ্ঞেস করে ভূত আছে কি না, তবে অসংকোচে বলতে হবে "না"; কিন্তু কেন? Plekhanov জবাব দিয়েছেন :

"It means that when we are concerned with disttnct objects, we must, in our judgments about them, follow the above-mentioned rule of Uberweg's and must in general conform to the fundamental laws of thought. In that domain there prevails the formula agreeable to Bernstein, "yes is yes and no is no."[১৭৭]

Plekhanov জলের মতন বুঝিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের খটকা লেগেই থাকছে, সংশয়ের নিরসন হচ্ছে না। তাঁর মতে distinct object হলেই তার সম্বন্ধে ডায়ালেকটিক বিকল। তিনি distinct বস্তু বলতে কী বোঝেন তা বলেন নি কোথাও। পরে আবার তিনি বলেছেন :

"When we are asked a question as to the reality of an object which already exist, we must give a positive answer', আরো বলছেন :

"To every definite question as to whether an object has this characteristic or that, we must respond with a yes or no. As to that there can be no doubt whatsoever."[১৭৮]

যদি কোনো বস্তু সত্যি সত্যি অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে, তবে তার সম্বন্ধে বলতেই হবে সে আছে। তেমনি যদি কোনো বস্তুর কোনো গুণ characteristic থেকে থাকে, সেই গুণ সম্বন্ধেও বলতে হবে যে গুণটি আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, "distinct object"-এর মানে তাঁর মতে কি? যদি এর মানে অপরিবর্তনশীল

১৭৬. **Plekhanov, *Ibid.***
১৭৭ **Plekhanov, *Ibid.***
১৭৮. **Plekhanov, *Ibid.***

বা স্থায়ীবস্তু হয়, তবে Plekhanov-এর কথা ঠিক নয়। কারণ বিজ্ঞান এবং Plekhanov-এর ডায়ালেকটিক এই দুইই বলে যে জগতের সকল বস্তুই নিত্য পরিবর্তনশীল। যদি তাইই হয়, তবে তো Formal Logic-এর কোনো স্থানই নেই সংসারে। কারণ Plekhanov-এর কথায়, যে বস্তুটি "in the course of becoming" এবং যে গুণটিকে কোনো বস্তু 'in the act of losing... or in the course of acquiring...' সেইবস্তু ও গুণ সম্বন্ধে Formal Logic বেকার। আমরা জানি এবং Plekhanov অন্যত্র ঘোষণা করেছেন যে জগতের বস্তুগুলো অহরহ পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ "in the course of becoming." কাজেই Formal Logic এর স্থান কোথায়?

এর একটা জবাব পরে Plekhanov দিয়েছেন। যতক্ষণ জড়কণার সমবায়টি ঠিক আগেকার সমবায়ই থেকে যায় ততক্ষণ Formal Logic খাটবে। আবার পরিবর্তন হতে হতে যখন দেখা যাবে যে গভীর রূপে তারা বদলে গেছে এবং আগেকার মতন সমবায় আর নেই, তখন Dialectic লজিকের এখ্‌তিয়ারে তারা পড়বে।

"The combinations which we speak of as objects are permanently in a state of more or less rapid change. In proportion as such combination remain the same combination, we can judge them in accordance with the formula "yes is yes and no is no". But in proportion as they change to a degree in which they cease to exist as formerly, we must appeal to the logic of contradiction...."[১৭৯]

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম আপত্তি এই যে কোনো সমবায় বা বস্তুই কখনোই "same combination" থাকে না। তবে যদি বেশি বা কম স্থায়িত্ব বলে একটা পার্থক্য করা হয় তবে Plekhanov হয়তো বলতে পারেন যে "বেশী" স্থায়ী হলে তাকে Formal Logic-এর অন্তর্গত ধরা হবে। আগেও বস্তুর "more or less marked solidity"র উল্লেখ তিনি করেছেন। কিন্তু Plekhanov-এর এ পার্থক্য নিতান্ত মনগড়া বই আর কিছু নয়। "more or less marked solidity" যেমন অস্পষ্ট, তেমন অস্পষ্ট "cease to exist as formerly." বস্তুগুলো প্রতি পলে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে। ঠিক কোন্

১৭৯ Plekhanov, *Ibid.*

মুহূর্তে বস্তুটি আর আগেকার মতন নেই 'ceased to exist as formerly" বলা যেতেপারে ? প্রত্যেক মুহূর্তেই সে আগের মুহূর্তের স্বরূপ থেকে ভিন্ন, প্রত্যেক মুহূর্তেই সে তার পূর্বের রূপ থেকে পৃথক ও নতুন, "ceased to exist as formerly". পরিবর্তনের কোন্ ডিগ্রিতে এসে পৌঁছলে তাকে পূর্ব সত্তা থেকে বিভিন্ন বলব ? কাজেই একটা বস্তু যখন বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হয় নি, তখন তাকে Formal Logic দিয়েই বিচার করতে হবে এবং যখন থেকে তার পরিবর্তন খুব গভীর ও স্পষ্ট, তখন থেকে তাকে বুঝতে হলে ডায়ালেকটিকের আশ্রয় নিতে হবে। Plekhanov-এর বক্তব্যের মানে তা হলে এই হয় যে পরিবর্তন যতক্ষণ চোখে তেমন ধরা না পড়ে ততক্ষণ তাকে "সেই বস্তুই" (same thing) বলে ধরতে হবে ; এবং যেই মাত্র পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়তে শুরু করবে তখন থেকে বলতে হবে বস্তুটি আগেকার বস্তু বটে এবং আগেকার বস্তু নয়ও বটে (same thing and not the same thing)।

এ রকম অর্থ করলে Plekhanov-এর বক্তব্য বিজ্ঞানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে জগতের সকল বস্তুই প্রত্যেক মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে এবং কোনো সময়েই একটি বস্তু ঠিক অবিকল বস্তুটি থাকছে না। তারপরে আর-একটা কথা আছে। Plekhanov-এর কথা হেগেলীয় এবং তথা জড়বাদীয় ডায়ালেকটিক নীতির বিরুদ্ধেই যায়। কারণ ডায়ালেকটিক নীতির সার কথাই হল এই যে জগতের সকল বস্তু সর্বক্ষণই ডায়ালেকটিকের প্রভাবাধীন, প্রত্যেকটি বস্তুই প্রত্যেকটি মুহূর্তে নিজেকে negate বা contradict করছে। বিশ্বের সকল সত্তাই চিরদিন স্ববিরোধী, কারণ সকল সত্তাই অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। কাজেই Plekhanov যে আবার কোনো অবস্থায় বস্তুগুলোকে কম পরিবর্তনশীল বলে স্থায়ী ধরে নিয়েছেন এবং তারা ডায়ালেকটিকের বাইরে বলে কল্পনা করেছেন, এ তত্ত্ব তাঁর স্বকীয় মতবাদকেই খণ্ডিত করছে।

কিন্তু Plekhanov যখন বলেছেন Formal Logic আবার ডায়ালেকটিকেরই একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র, তখন তাঁর বক্তব্য একেবারেই হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায় "Just as Inertia is a special case of movement, so thought in conformity with the rules of formal logic (in conformity with the fundamental laws of thought) is a special case of dialectical thought."[১৮০]

১৮০. **Plekhanov, *Ibid.***

এখানে Plekhanov-এর এই দাবি বিস্ময়কর। Inertia এবং movement-এর যে সম্পর্ক, Formal Logic এবং ডায়ালেকটিকের মধ্যে কি সেই রকমের সম্পর্ক? Inertia এক ধরনের movement-এরই নাম,— কাজেই Inertia একটি special case হতে পারে। কিন্তু Formal Logic কি ডায়ালেকটিক শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত? এদের মধ্যে কোথায়ই বা সাদৃশ্য আছে এবং কোথায়ই বা সাধর্ম রয়েছে যার জোরে পুরোনো নীতিগুলোকেও এক বিশেষ ধরনের ডায়ালেকটিক বলা চলে? হেগেল Formal Logic-এর নীতি-তিনটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই তাঁর ডায়ালেকটিক লজিকের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। জগতের সর্বত্র সর্বকালেই contradiction অব্যাহত হয়ে আছে, এই তত্ত্বই না Dialectic-এর প্রাণ? তাহলে Formal Logic ডায়ালেকটিকেরই বিশেষ একটা অবস্থা মাত্র কী করে হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, Formal Logicকে দোষ দেয়া হয় এই বলে যে Logic বস্তুগুলোকে স্থিতিশীল ও স্থাণুবৎ ধরে নেয় বলেই বস্তুর পরিবর্তন সত্ত্বেও identical বলে মনে করে। আসলে Identity বলে কোনো জিনিস সংসারে নেই, কারণ সব বস্তুই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু একথার জবাবে বলা চলে যে Formal Logic-এর ওপরে এই দোষারোপ অন্যায় ও ভিত্তিহীন। পুরোনো লজিক যা বলে নি তাকে তার ওপরে আরোপ করে তারপরে তাকে অনুযোগ দেওয়া অযৌক্তিক। Formal Logic পরিবর্তনকে স্বীকার করে না, একথা মিথ্যা। Formal Logic-এর Identity মানে successive মুহূর্তের Identity নয়। Same মুহূর্তের Identity. Ram is Ram বললে এইমাত্র বুঝতে হবে: ঠিক যে মুহূর্তে রামকে রাম বলা হ'ল ঠিক সেই মুহূর্তে সে "রামই", পরের মুহূর্তে নয়। এবং সেই মুহূর্তে তাকে not-Ram বলা নিষিদ্ধ। কিন্তু Formal Logic-এর একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে successive moments-এ রাম পরিবর্তিত হচ্ছে সুতরাং রাম ঠিক সেই অবিকল রাম নয়। Ram is not Ram একথা successive moments-এ খাটে। তারপরে এ-তত্ত্বটুকুও লক্ষ্য করতে হবে যে successive moments-এও যে বলেছি Ram is not Ram, এখানেও রাম নয় (Not-Ram) মানে "ঠিক" অবিকল আগেকার Ram নয়। রামের সম্পূর্ণ negation হয় নি এখানে। রামের কতকগুলো aspectএ বদল হয়ে গেছে যেমন, তেমনি কতকগুলো aspect-এ রামের পরিবর্তন হয় নি, রাম সেই রামই বজায় আছে।

যে aspectএ পরিবর্তন হয় নি, সেই aspect-এ রাম রামই আছে (Ram is Ram) এবং যে aspect-এ রাম পরিবর্তিত হয়েছে সেই aspectএ রাম রাম নয় (Ram is not Ram). কাজেই Formal Logic-এর মতে Ram কতকগুলো successive moments-এ কতকগুলো aspectএ ঠিক আগেকার রাম নয়। রামের পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং Formal Logic পরিবর্তনকে স্বীকার করে না এবং identity বস্তুগুলোকে স্থাণুবৎ ধরে নেয় (takes them in repose) এই অভিযোগের কোনোই ভিত্তি নেই। Formal Logic কখনো বস্তুকে in repose ধরে নেয় না।

বরং ডায়ালেকটিকের সমর্থকেরা যে বলেন বস্তুগুলোর relative ও temporary repose (আপেক্ষিক বা সাময়িক স্থায়িত্ব) স্বীকার করে নিয়ে Formal Logicকেও কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার করা চলে, একথা অমূলক। এবং অবিশ্রান্ত গতির মাঝখানে ঐ সাময়িক বা আপেক্ষিক repose গতিরই একটা অংশমাত্র ও ডায়ালেকটিকেরই অবস্থান্তর মাত্র, তাঁদের এই মত সমান অলীক। কারণ repose কোনো সময়েই নেই, সাময়িক ভাবেও না। আর আপেক্ষিক repose আসলে repose নয়। আদতে গতিই। repose বস্তুটা কল্পনা এবং fiction মাত্র। কাজেই তাদের এই দাবি, যে Formal Logic ডায়ালেকটিকেরই অবস্থা বিশেষ, নিতান্ত অসংগত। বিশেষত এই দুই ধরনের logicকেই আপস করে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া তাদের inconsistancyর দৃষ্টান্ত বই আর কিছু নয়। এখানে Kornilov-এর একটা উক্তি তুলে দিচ্ছি যাতে তিনিও Plekhanov-এর মতের প্রতিধ্বনি করেছেন :

"Laws of dialectics are distinguished in this way from the analogous and well-known laws of formal logic— the logic of Identity, the laws of contradiction, and the law of the exclusion of the third. The last-named law applies to things and processes in their complete form, as if they were in a state of repose".[১৮১]

এখানে Kornilov, ডায়ালেকটিকের সঙ্গে formal logic-এর পার্থক্যের কথাই বলেছেন। তাদের দুইয়ের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া দুই-ই বিপরীত। একটি দেখে পরিবর্তনই বস্তুর স্বরূপ, অপরের চোখে বস্তু হচ্ছে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এর পরেই আছে :

১৮১. *Psychologies of 1930*, pp 260

"But it is hardly worthwhile to say much about this— to say that nothing in the world is in absolute repose and that the very conception of repose has a relation and conditional meaning, being only a particular and temporary part of motion... From the point of view of dialectical materialism, the laws of formal logic are only particular instances of the laws of dialectic logic.[১৮২]

প্রথম উক্তিটির সঙ্গে Kornilov-এর দ্বিতীয় উক্তিটির সংগতি নেই, এর অসংগতি কোথায় একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। Formal Logic-কে ডায়ালেকটিকেরই বিশেষ একটি অবস্থা বলা হয়েছে, মূলত একেবারে বিভিন্ন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলা হচ্ছে যে এরা পরস্পর-বিরোধী।

"Thus we see that the laws of dialectic differ radically from the laws of formal logic..."[১৮৩]

৪. Plekhanov-এর চতুর্থ বক্তব্যও বিচিত্রতর। Formal Logic এবং ডায়ালেকটিকের এই অভূতপূর্ব আপস আরো একটি ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হচ্ছে। Plekhanov বলেন, motion-এর বেলায়ও Formal Logic কখনো কখনো খাটবে! সবাই জানে, উত্তাপ, heat একরকমের গতি (movement); তবে সাধারণ গতি অর্থাৎ বস্তুর বেগ (mechanical movement) আর উত্তাপ, দুটো আলাদা আলাদা ধরনের গতি (movement)। Plekhanov বলেছেন, যখন এক-রকমের গতি অন্যরকমের গতিতে পরিণত হয়, তখন ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে না। যেমন mechanical motion যখন heat-এ পরিণত হয়, তখন Uberweg-এর পুরোনো নীতি অনুসারে বলতে হবে "এই গতি হয় mechanical motion —না-হয়— উত্তাপ।" এখানে ইহা উত্তাপও বটে এবং উত্তাপ নাও বটে (It is heat and mechanical motion both) একথা বলা চলবে না।

"When we have to do with the passage from one kind of movement to another (let us say, with the passage from mechanical movement to heat) we must also reason in accordance with Uberweg's fundamental rule. We must say "this kind of motion is either heat, or else mechanical movement or else— and so on. That is obvious. But if so, it signifies that the fundamental laws

১৮২. *Ibid*, p. 260
১৮৩. Kornilov, *Psychologies of 1930*, p. 261

of formal logic are, within certain limits, applicable also to motion."[১৮৪]

এখানেও Plekhanov পরিষ্কার করে বলেন নি motion-এর ক্ষেত্রে বা কেন ডায়ালেকটিক খাটবে না। শুধু that is obvious এই একটি কথা বলে ক্ষান্ত হয়েছেন। ডায়ালেকটিকের মূল নীতি অনুসারে সকল রকমের movement-এই স্ববিরোধ আছে এবং ডায়ালেকটিকও কাজেই খাটবে। Plekhanov এর উপরের উক্তিটি ডায়ালেকটিকের মূল নীতির বিরোধী নয় কি?

তারপরে আরো দেখা যাচ্ছে যে ডায়ালেকটিক তাহলে Formal Logic-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারছে না। অধিক সংখ্যক স্থানে ও ব্যাপারেই Formal Logic-এর আধিপত্য অব্যাহত আছে তা হলে। যে-সব বস্তু চলনশীল নয় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেই-সব বস্তুর বেলায় যেমন পুরোনো লজিকের মূল-নীতিগুলো খাটবে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে movement-এর বেলায়ও সেই বহু-নিন্দিত নীতিগুলোই খাটবে:

Plekhanov-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই।

"The inference once more is that dialectic does not suppress formal logic, but merely deprives the laws of formal logic of the absolute value which metaphysics have ascribed to them."[১৮৫]

Plekhanov নরম সুরে বলেছেন, Formal Logic সম্বন্ধে আপত্তি শুধু এই যে তার absolute বা সর্বকালীন মূল্য ও প্রয়োগ হতে পারে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকের আধিপত্য স্বীকার করতে হবে। আমরা এর জবাব আগেই দিয়েছি। কোনো ক্ষেত্রেই যে ডায়ালেকটিকের হেগেলীয় ধরনটি খাটে না এবং সর্বত্রই যে Formal Logic-এর মূল নীতি তিনটি অপরিবর্জনীয়, এ কথা আমরা আগেই প্রমাণ করেছি। Formal Logic-এর নীতিগুলোকে বাদ দিয়ে মানবজীবনের কোনো চিন্তা কোনো মনন ও কোনো ব্যাপারেই যুক্তিসংগত ভাবে কার্যকরী হতে পারে না। Plekhanov এর আগেই বলেছেন:

"While we pay to the fundamental laws of formal logic the homage which is their due, we must remember that these laws

১৮৪. Plekhanov, *Ibid*
১৮৫. Plekhanov, *Ibid*

are only valid within certain limits, within limits which leave us free to pay homage also to dialectic.''[১৮৬]

লজিকের রাজ্যে এই দ্বৈরাজ্য যুক্তির ক্ষেত্রে অচল এ আমরা আগেই দেখিয়েছি। Formal logic-কে মন-রাখা গোছের একটু আংশিক আনুগত্য দিলেও ডায়ালেকটিকের কোনো প্রমাণই Plekhanov উপস্থিত করেন নি। তাঁর আসল প্রতিপাদ্য যে বস্তু তাকে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ না করে তিনি কেবল কয়েকটি বিঘোষণা করেছেন মাত্র! কেবল বিঘোষণা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না।

"That motion is a contradiction in action, and that, consequently, the fundamental laws of formal logic cannot be applied to it.''[১৮৭]

এই তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তকে তাঁর প্রবন্ধের কোথাও তিনি প্রমাণ করেন নি। আগাগোড়া কেবল এই তত্ত্বের পুনর্বাচনাই করেছেন। আমরা হেগেলের যুক্তিগুলোর প্রসঙ্গে এ তত্ত্বের পুরোপুরি বিচার করেছি এবং দেখিয়েছি যে motion-এর ক্ষেত্রেও ডায়ালেকটিকের দাবি অযৌক্তিক ও অবাস্তব ভুল ধারণার ওপরে এবং অর্থ ও ভাষাগত বিভ্রাটের ওপরে নির্ভর করছে।

আগে বলা হয়েছে মার্ক্স কোথাও ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এঙ্গেলস্ই এ-সম্বন্ধে তাঁর তিনখানা বইয়ে খানিকটা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অপর সমর্থকগণ সবাই এঙ্গেলস্কেই অনুসরণ করেছেন। অনুমোদন এবং অনুভাষণ করেছেন। তারপরে ১৯৩০ সনে *Psychologies of 1930* নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে কে. এন. কর্নিলভ বিস্তৃত প্রবন্ধে ডায়ালেকটিক সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছেন। ঐ প্রবন্ধে আগাগোড়াই এঙ্গেলস্-এর উক্তিগুলির পুনরুক্তি করা হয়েছে মাত্র; তবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত যোগ করা হয়েছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান থেকে। আমরা নতুন দৃষ্টান্তগুলিকে বিচার ও পরীক্ষা করে দেখব। এদের দ্বারা কোনো নতুনতর আলোকপাত হয়েছে কি না ডায়ালেকটিক লজিকের ওপরে। কর্নিলভের (Kornilov) প্রবন্ধকে বিচার করবার কারণ এই প্রবন্ধ অতি আধুনিক এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সমর্থন ডায়ালেকটিক পেয়েছে বলে এই প্রবন্ধ দাবি করে।

এঙ্গেলস্ ডায়লেকটিকের তিনটে সূত্রকে সব চাইতে মৌলিক ও গুরুতর বলে

---

১৮৬. **Plekhanov, *Ibid***
১৮৭. **Plekhanov, *Ibid***

মনে করেন। ডায়ালেকটিকের এই তিনটে প্রধান সূত্র হচ্ছে : ১. Mutual penetration of opposites, ২. Negation of Negation এবং ৩. Transformation of quantity into quality and vice versa। আমরা একটা একটা করে তিনটে সূত্রকে বিচার করছি।

১. Interpenetration of opposites :

এই সূত্রের সব চাইতে ভালো ব্যাখ্যা লেনিন করেছেন। তাঁর মতে এই নীতিই হচ্ছে ডায়ালেকটিকের সর্বপ্রধান নীতি এবং এই নীতি তিনি হেগেলকে অনুবর্তন করেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায় :

"The bifurcation of unity and the knowledge of its contradictory parts is the main point, one of the essentials, one of the chief —if not the principal— peculiarities or features of dialectics. This is how Hegel viewed the question. The identity of opposites (or nature, their "units") is the recognition of contradictory, mutually excluding, opposite tendencies in all the phenomena and processes of nature, spirit and society."[১৮৮]

এখানে সকল সত্তাই দ্বিধাবিভক্ত বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে প্রখর বিরুদ্ধতা আছে, এ-কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যখন হেগেলের মতকেই সমর্থন করা হচ্ছে তখন এই সূত্র যে Law of Identity and Contradiction এর বিরোধী সেই কথাটাই বোঝা যাচ্ছে। "Identity of opposites" শব্দটাই Formal Logic-এর মূলনীতিকে অস্বীকার করছে। এখানে contradictory মানে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। Formal Logic-এর পরিভাষায় contrary বললে যা বোঝা যায়, এ তাই। "Mutually Excluding" কথাটায় আরো স্পষ্ট হয়েছে এই তত্ত্ব যে একটির অস্তিত্ব অপরের নাস্তিত্বকে সূচিত করে। তবুও এই সূত্র এই রকমের পরস্পরবিরোধী দুটো সংজ্ঞাকে identical বলে নির্দেশ করছে। "Is এবং Is not" একই সঙ্গে হতে পারে। অর্থাৎ, Formal Logic-কে সজোরে এবং সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে। কর্নিলভ (Kornilov) এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে এঙ্গেলস-এর দৃষ্টান্তগুলি থেকেই এই সূত্রের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

"It is clear from Engels' examples that actually reality, which

১৮৮. K r ilov. *Psychologies of 1930* p 255

begins with machines and ends with the complicated phenomena of social life, is saturated with mutual penetration of opposites."

এঙ্গেলস দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "attraction" এবং "repulsion".[১৮৯]

ক. "An chemistry is based on the phenomena of attraction and repulsion."[১৯০]

সংকর্ষণ ও বিকর্ষণ যে স্ববিরোধের দৃষ্টান্ত কী করে হয় বোঝা দুষ্কর। রাসায়নিক উপাদানগুলির মধ্যে দুই রকমের সম্বন্ধ দেখা যায়। কোনো উপাদান কোনো উপাদানকে আকর্ষণ করে আবার কোনো উপাদানকে বিকর্ষণ করে। ডায়ালেকটিক নীতি বলছে 'a thing is itself and not itself at the same time,' আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পরস্পরবিরোধী বা 'mutually exclusive'। একই উপাদান একই সময়ে অন্য কোনো উপাদানকে যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুই-ই করে, তবে ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে। যে শক্তি আকর্ষণ, তাহাই simultaneously বিকর্ষণও যদি হয়, তবেই এই নীতি সত্য হবে। কিন্তু রসায়নশাস্ত্রে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ একই বস্তু, এমন কথা তো বলে না। ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের বেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণে এ দুই শক্তি ক্রিয়া করতে পারে, কিন্তু একই সময়ে একই বস্তুর সম্বন্ধে এই দুটো বিরুদ্ধ শক্তি কোনো বস্তুই প্রদর্শন করে না।

খ. কর্নিলভ বলেছেন : "As to organise life, the cleverest proofs of the second law of dialectics are the phenomena of lifea and death. 'The negation of life', says Engels, "is by its very nature, founded in life itself so that life is always thought about in relation to its unavoidable result, included in it from the embryo—death. The dialectic comprehension of life is just this— to live means to die."

এঙ্গেলস্ এখানে হেগেলের দৃষ্টান্তটিই নিয়েছেন এবং তার কথারই (life... involves the germ of death : Wallace, *The Logic of Hegel* p. 148) প্রতিধ্বনি করেছেন। কর্নিলভের কাছে যা "cleverest proof" বলে মনে হয়েছে, তা যে কত ভ্রান্ত তা আমরা হেগেলের প্রসঙ্গেই দেখিয়েছি। ডায়ালেকটিক সূত্র

---

১৮৯. Kornilov, *Ibid* p 256

১৯০. Kornilov, *Ibid* p 256

অনুসারে হওয়া উচিত : Life is life and not life (— is death) কিন্তু এঙ্গেলস্ নিজেই বলেছেন মৃত্যু হচ্ছে জীবনের unavoidable result, ভবিষ্যৎ পরিণতি। জীবন ও মৃত্যু identical হয় না এতে : Life and Death একই সত্তা বা বস্তু নয়। জীবন সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মৃত্যুর কথাও এসে পড়ে, কারণ এদের দুই-এর সম্বন্ধ আছে। "সম্বন্ধ" থাকা আর "Identity" এক কথা নয়। এখানেও সেই একই পরিভাষা ও অর্থের confusion ঘটেছে।

গ. "Struggle of Heredity and adaptation." (Engels) :

এই দৃষ্টান্তটিকে কর্নিলভ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি। Heredity এবং adaptation— এ দুটো যে বিরুদ্ধ শক্তি, এ কথা স্বীকার্য নয়। Heredity কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের অনুকূলও হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতার কথা খাটে না।

তা ছাড়া Heredity এবং adaptation-এর মধ্যে ডায়ালেকটিক-কথিত স্ববিরোধ কোথায় আছে? যদি এদের একই সত্তা ধরি তবে তক্ষুনি তারা একই অর্থে ও কালে বিভিন্ন হতে পারে না।

ঘ. "Unity of movement & equilibrium." (Engels)

ঙ. Labour & Capital :

সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি থেকে কর্নিলভ দৃষ্টান্ত এনেছেন— Capital & Labour। মার্ক্স ও তাঁর বইতে একে দৃষ্টান্ত হিসেবে দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে মার্ক্সের সমস্ত ডায়ালেকটিক দর্শনই এই দৃষ্টান্তটিকে প্রমাণ করবার জন্যেই গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। মার্ক্স-এর মতবাদে অর্থনীতিরই অদ্বিতীয় প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনে contradiction দেখাবার জন্যেই ডায়ালেকটিক নীতিকে এতখানি সম্মান দেওয়া হয়েছে। মার্ক্সের ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক শ্রেণীবিরোধকেই সমাজবিবর্তনের মূল বলা হয়ে থাকে। সমাজ-বিবর্তনে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেণীবিরোধের মধ্য দিয়েই মানুষ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে চলেছে এবং উচ্চ ও উচ্চতর সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে। Opposite শক্তির উচ্চতর সামঞ্জস্য— ইহাই সমাজজীবনের মূলতত্ত্ব। সমাজব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় বা ডায়ালেকটিক দেখাতে মার্ক্স একে একটা বিশ্বজনীন নীতিতে পরিণত করেছেন, হেগেলকে অনুসরণ ক'রে। এঙ্গেলস্-এর ভাষায় এই নীতি হলো 'Law of the Development of nature, history & thought'। প্রকৃতিরাজ্যে

—জীববিজ্ঞানে বা জড়বিজ্ঞানে হেগেল কিংবা হেগেলীয়গণ এই নীতিকে অপপ্রয়োগ করেছেন, এ আমরা দেখেছি। মার্ক্স সমাজবিজ্ঞানে এর যা প্রয়োগ করেছেন সে সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। এখন শুধু তাঁর অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না সেইটেই দেখব।

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। হেগেলীয় synthesis of opposites ইত্যাদির আলোচনার সময়ে আমরা বলেছি যে জগতে ও মননক্ষেত্রে দুই রকমের সম্বন্ধই (relation) আছে : distinctness ও opposition। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে opposition নামক সম্বন্ধ রয়েছে, একথা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু হেগেল এই opposition-কে অদ্বিতীয় এবং একমাত্র বিশ্বলৌকিক তত্ত্ব বলে দাবি করেন এবং বলেন সর্বত্র সর্বকালে সকল সত্তাই সকল সত্তাকে oppose করছে। আমাদের আপত্তি হেগেলের এই ব্যাপক দাবির বিরুদ্ধে।

আর-একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ডায়ালেকটিক নীতি অনুসারে পরিবর্তন বা গতি (motion) যেখানে আছে, সেখানেই পরিবর্তনশীল বস্তুটি সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী উক্তি করা চলতে পারে, একই কালে। Formal Logic-বলে পর পর কালে বিরুদ্ধ উক্তি করা চলতে পারে। একই কালে নয়। এখানে লক্ষ্য করবার এইটুকু আছে যে একটি বস্তুর অন্তর্গত দুটো অংশ পরস্পরবিরোধী হতে পারে, অর্থাৎ একই বস্তুর দুটো বিরুদ্ধ শক্তির স্থান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে Law of Identityর বাধা নেই। কারণ Law of Identity and Contradiction বলে যে একই সত্তা সম্বন্ধে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা প্রয়োগ করা চলতে পারে না। কিন্তু যেস্থানে দুটো আলাদা সত্তা রয়েছে, তাদের বিরোধী হতে কোনো বাধা নেই। কোনো মানুষের গায়ে সাদা এবং কালো, এই দুটো পরস্পরবিরোধী রঙ একই কালে বর্তমান থাকতে পারে। তারা পাশাপাশি আছে। কিন্তু একই স্থানে, একই কালে 'সাদা' এবং 'কালো' দুই-ই হতে পারে না। তা হলে Law of Identity-র বাধা এসে উপস্থিত হয়। কাজেই দুটো বিরুদ্ধ বস্তু পাশাপাশি আলাদা আলাদা কোনো ব্যাপকতর বস্তুর অংশ হিসেবে থাকলে সেখানে ডায়ালেকটিক নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রফেসার ই. এফ্. ক্যারিটও (E.F. Carritt) এই তত্ত্বটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি Formal Logic-এর এই তত্ত্বটুকুকে বুঝিয়ে বলেছেন :

"And of course, of any part or element of a thing a statement

can and must be true which is contradictory of a statement true of any other part or element. If this element is distinguished as A then that other element is not-A."[১৯২]

বর্তমান দৃষ্টান্তের labour এবং capitalকে দুটো পরস্পর-বিরোধী সত্তা বলে স্বীকার করলেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতি এখানে খাটে কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই দুটো opposite শ্রেণী মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। সমাজ হচ্ছে ব্যাপক সত্তা যার দুটো অংশ হচ্ছে labour ও capital। পরস্পর-বিরোধী হলেও এরা আলাদা আলাদা সত্তা। কাজেই এদের পরস্পর-বিরোধে ডায়ালেকটিক নীতির কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ "Identity of opposites" এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। Labour এবং Capital-এর তাদাত্ম্য বা Identity যদি প্রমাণ করতে পারা যেত, তবেই ডায়ালেকটিকের দৃষ্টান্ত বলে গ্রাহ্য হতে পারত। কাজেই সমাজের বুকে যে Labour এবং Capital-এর শ্রেণী-বিরোধ ঘটেছে, তাকে ডায়ালেকটিক interpenetration of opposites-এর দৃষ্টান্ত বলা চলে না।

তেমনি করে "The Competition among capitalists" এবং "Imperialistic wars between separate countries' ইত্যাদিও এই কারণে ডায়ালেকটিককে প্রমাণ করছে না।

চ. Human Personality : Organism & Environment :

মানুষের চারিদিকে রয়েছে তার পারিপার্শ্বিক যার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। এই দুই সত্তাই পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করছে এবং এই পারস্পরিক প্রভাবের ফলে উভয়েই বিবর্তিত হচ্ছে। কর্নিলভ বলেন যে এই তত্ত্বও ডায়ালেকটিকেরই দৃষ্টান্ত।

"The dialectic laws mentioned above find their reflection in psychology also."[১৯৩]

কর্নিলভ (Kornilov) এই তত্ত্বকে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ করেছেন : Human behaviour হচ্ছে স্ববিরোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কর্নিলভ (Kornilov) বলছেন :

১৯২. E. F. Carritt, *Aspects of Dialectieal Materialism.*
১৯৩. Kornilov, *Psychologies of 1930* p. 256

"The question arises: What kind of struggle between opposites conditions the unity and the development of human personality and its behavior, and in what form does this struggle express itself?... the starting-point lies in its interaction with environment. This interaction may be reduced to the struggle of two opposing tendencies, which in their unity form what we call the behavior of the living organism..."[১১৪]

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ চলছে, যাকে কর্নিলভ বলছেন 'continuous life-conflict of man' কিন্তু এখানেও পূর্ববৎ একই fallacy ঘটেছে। Environment এবং human personality, এরা দুটোই আলাদা আলাদা সত্তা, এদের মধ্যে যদি বিরুদ্ধতা বা opposition থেকেও থাকে, তবুও "identity of opposites" নামক ঐক্য বা অভেদ কোথায় হচ্ছে এখানে? একই বস্তু দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞার অধিষ্ঠান এখানে কোথায় দেখতে পাচ্ছি? কর্নিলভ বলছেন Human Behaviour হচ্ছে সেই unity। কিন্তু Human behaviour দুটো opposite সত্তার অভেদ সূচিত করছে কি? মানুষের পরের ব্যবহার, তার previous behaviour, এবং environment-এর প্রভাব, এই দুইয়ের resultant. "Ram is Ram and not-Ram at the same time" যখন বলি তখন Interpenetration বা Identity of opposites স্পষ্ট। কিন্তু এখানে যদি organism itself andnot-itself একই কালে হতে পারত, তবে একে identity-র দৃষ্টান্ত বলে মানা যেত। এখানে যে ব্যাপারটি হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে previous behaviour-এর কিছুটা পরিবর্তন ও নূতনত্ব ঘটেছে। কিন্তু এখানে Environment হচ্ছে সম্পূর্ণ বাইরের সত্তা এবং পৃথক বস্তু। সে দূর থেকে মানুষকে প্রভাবিত করছে। মানুষের behaviour-এর ভেতরে Environment অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে যায় নি। Organism এবং Environment identicalও নয়। হয়তো কেউ বলবেন যে Environment মানুষের behaviour-এর মধ্যে কিছুটা contribute করেছে এবং কিছুটা element তো পারিপার্শ্বিকেরই অবদান, কাজেই environment এক অর্থে behaviour-এর মধ্যে বাস করছে বই-কি? একথার উত্তর হল এই যে বাস্তবভাবে environment মানুষ বা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে অন্তর্বর্তী হয়ে বাস করে না। তার প্রভাব আর

১১৪. Kornilov, *ibid.*, p. 257

বাস্তব সশরীরে অধিষ্ঠান একই জিনিস নয়। যদি একে অভেদ বলতে হয়, তবে সে নিতান্ত আলংকারিক বা metaphorial অর্থে অভেদ। বস্তুত organism ও environment-এর অভেদ বা identity কোথাও হয় নি।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দুদিকের অবদান বা প্রভাবগুলিই স্থান পেয়েছে Behaviour-এর বুকে, তবে তাতেও ডায়ালেকটিক identity খাটে না। আগেকার দৃষ্টান্তে যেমন, তেমনি এখানেও ঠিক দুটো বিরুদ্ধ ও আলাদা সত্তা বা element একটা বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সত্তার (i. e., behaviour) অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাস করছে। এতে Law of Identity-র কোনো বাধা উপস্থিত হয় না। দুটো বিরুদ্ধ বস্তু বা element আলাদা থাকতে পারে পাশাপাশি, কিন্তু তারা একই কালে অভিন্ন সত্তা বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। তা যদি হতে পারত তবে ডায়ালেক-টিকের Identity of opposites নীতি খাটতে পারত বই-কি! তারপরে Organism এবং Environment-কে দুটো বিরুদ্ধ সত্তা বলে ধারণাই বা কেন? তারা সর্বদাই কি "mutually exclusive?" তাদের সংঘর্ষ বা opposition কি সার্বকালিক? তা নয়। সংঘর্ষ কখনো যেমন ঘটছে তেমনি আবার কখনো কখনো এদের সম্পর্ককে সহযোগিতাও বলা যেতে পারে। কাজেই Human Behaviour দুটো বিরুদ্ধ (opposite) সত্তার ঐক্য বা অভেদ হিসেবে ডায়া-লেকটিককে প্রমাণ করছে একথা সর্বদার জন্য সত্য নয়। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক যেমন হতে পারে, তেমনি সহায়ক পারিপার্শ্বিকও তো হতে পারে? এবং সহায়ক পারিপার্শ্বিককে মানুষ বিরুদ্ধতা না করে তাকে assimilate বা absorb করে থাকে। মাছকে ডাঙায় আনলে সে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে এলো, কিন্তু জল তার পক্ষে সহায়ক পারিপার্শ্বিক। আবার জলের ভেতরেও বিপরীত স্রোত তার বিরোধী এবং অনুগামী স্রোত তার সহায়ক পারিপার্শ্বিক। কাজেই পারিপার্শ্বিক organism-এর opposite category হিসেবে ধরাটাও একটা logical fallacy।

ছ. "Equilibrium and upsetting of this Equilibrium":

"Thus the fact of the equilibrium of the individual with his environment and the upsetting of this equilibrium— are two antagonistic tendencies dialectically joined in unity of behavior, —constitute the main psychological fact...."[১৯৫]

এখানে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সাম্য এবং এই সাম্যকে ভাঙবার প্রবৃত্তি এই

১৯৫. Kornilov, *ibid.*, p. 257

দুইয়ের মধ্যে opposition কল্পনা করা হয়েছে। কাজেই মানুষের ব্যবহার বা কর্ম যখন এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে হয়, তখন মানবকর্মকে identity of opposite বা দুটো বিরুদ্ধ সত্তার অভেদ বলে আখ্যাত করা যায়। Law of identity অনুসারে একই বস্তু দুটো বিরুদ্ধ আখ্যার বিষয় হতে পারে না। এখানে unityর সঙ্গে identityকে গোলমাল করা হয়েছে, যেমন হয়েছে আগেকার কটা দৃষ্টান্তেও। দুটো বিরুদ্ধ জিনিস একটা ব্যাপকতর সত্তার অংশ হিসেবে থাকতে পারে—"in perfect peace"— James-এর ভাষায়— সেখানে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য বা সামঞ্জস্য ঘটেছে। কিন্তু তাকে identity of opposites বলা কোনোক্রমেই চলতে পারে না। "A is A & not-A simultaneously."— এই দাবিই ডায়ালেকটিক করছে Law of Identity-র বিরুদ্ধে। উক্ত দৃষ্টান্তে "সাম্য" ও "অসাম্যের প্রবৃত্তি", এই দুটোর অভেদ প্রমাণিত হয় নি। এদের result হিসেবে একটা জিনিসের পরিবর্তন ঘটা আর এদের "অভেদ"—একই জিনিস নয়।

জ Heredity and Acquired Reactions : Instinct and Habit :

কর্নিলভ-এর মতে এই দুইয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে কারণ এরা "antagonistic tendencies" এবং মানুষের কর্মে বা স্বভাবে এই দুই বিরোধী শক্তির ঐক্য ঘটেছে।

"The structural unity of human personality together with its development consists of this mutual penetration of innate and acquired forms of behavior."[১৯৬]

এখানে প্রথমত Heredity এবং acquired স্বভাব, Instinct এবং Habit পরস্পরের বিরোধী বা opposite নয়। যারা এই দুটোকে অত্যন্ত খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেন, তাদেরই কাছে এরা অত্যন্ত rigid এবং অনড় ও অচল সত্তা বলে মনে হয় এবং তারাই এদের মধ্যে বিরোধ কল্পনা করে থাকেন। আসলে এদের মধ্যে সার্বকালীন বিরুদ্ধতা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Instinct এবং Habit পরস্পরের বিরুদ্ধতা করতে পারে বটে, কিন্তু সর্বদাই এরা বিরোধী এটা ঠিক নয়।

১৯৬. Kornilov, *ibid.*, p. 258

দ্বিতীয়ত, দুটো শক্তি বা সত্তার বিনিময়ে একটি তৃতীয় সত্তার উদ্‌ভব হলে, এই সমবায়কে বিরুদ্ধতার ফল বা ঐক্য বলা চলে না। মার্ক্সবাদীরা এবং কর্নিলভ (Kornilov) এই একই ভুল করেছেন তাদের সংগৃহীত সবগুলি দৃষ্টান্তেই। Instinct এবং নবলব্ধ Habit এই দুইয়ের সহযোগ বা সমবায়েই ও Interaction-এই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার দুই-ই গড়ে ওঠে। সর্বত্রই এদের বিরোধ ও সংঘর্ষই ঘটছে একথা কেবল বলা চলে তখনই, যখন মনগড়া ফর্মূলায় জগতের সব-কিছুকেই ভেঙেচুরে ঢালতে উৎসুক হয়ে ওঠে মন। সর্বত্রই এদের একই ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। Antithesis এবং opposition-negation-এর পাথর ছাঁচে সব-কিছুকে ঢেলে সাজতে হবে, তাতে বাস্তবকে যতই-না কেন বিকৃত করতে হয়।

তৃতীয়ত, এদের বিরুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিলেও এদের Identity কী করে সাধিত হয় তা দুর্বোধ্য। দুটো বিরুদ্ধ সত্তাই মানুষের কর্ম ও ব্যবহারে স্থান পেলেও এদের identity প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় না। মানব-ব্যক্তিত্ব ব্যাপকতর সত্তা এবং তার ভেতরে দুরকমের বিরুদ্ধ element বিধৃত হয়ে থাকলেও Law of Identity-র নিরসন হয় না। কারণ আগেই দেখেছি, দুটো বিরুদ্ধ বস্তুর একই ব্যাপকতর বস্তুর অংশ হিসাবে থাকার কোনো যৌক্তিক বাধা নেই।

ঝ. Conscious ও unconscious :

এখানেও উপরোক্ত ত্রুটি ঘটেছে। Conscious ও unconscious দুটোকে বিরুদ্ধ কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু এদের বিরোধ থেকেই মানব-ব্যক্তিত্ব ফোটে তা নয়। এদের Interaction-এর ফলস্বরূপ Behaviour রূপ ধারণ করে কিন্তু সর্বত্রই opposition-এর ফলে নয়। কর্নিলভ নিজেই বলেছেন : what are called "conscious" and "unconscious" are no more than the transitory and interacting factors in behavior."[১৯৭]

এখানে "Interacting" স্বীকার করতে বাধা নেই কিন্তু "opposing" বলতে বাধা আছে, 'Interacting' এবং 'opposing' একার্থক নয়। unconscious-এর নানা রকমের মানে করা হয়েছে মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে ; এবং Freud ও Mystic কিনা সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা করব না, Freud-ই তার জবাব দেবেন। কিন্তু আমরা শুধু উল্লেখ করব যে উপরের তিনটে সমালোচনাই এই দৃষ্টান্তের বেলায়ও খাটে।

---

১৯৭ Kornilov, *Ibid.*, p. 258

এমনি ধরনের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্বত্রই opposition নামক সম্বন্ধ আরোপ করা হয়েছে এবং জগতের সকল রকম processকেই পরস্পরের opposite বলে ফর্মুলার ছকে ফেলা হয়েছে। Inhibition এবং Excitation, Irradiation এবং Concentration, Strain এবং Relaxation, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, ইত্যাদি সবই মানুষের মধ্যে অনবরত ঘটছে, কাজেই Identity of opposites অহরহই মানবমনের ও দেহের সকল প্রক্রিয়াতেই পাওয়া যাচ্ছে। কী করে এ বিরুদ্ধতার অভেদ হচ্ছে, তার কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বা প্রমাণ নেই, কেবলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সর্বত্র।

এখানে Engels-এর *Anti-Dhuring* থেকে দুটো কথা উল্লেখ করছি; এখানেও সেই পুরানো দৃষ্টান্তের পুনরুক্তি এবং Identity of opposites-এর সজোর বিঘোষণা দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু যৌক্তিক প্রমাণের কোথাও চিহ্নমাত্রও নেই। Engels এই নীতি সম্বন্ধে বলছেন :

"He" (মানে metaphysician) thinks in absolutely irreconcilable anti-thesis. For him a thing either exists or it does not exist, it is equally impossible for a thing to be itself and at the same time something else."[১৯৮]

যে ব্যক্তি ডায়ালেকটিক নীতিকে মানে না, তার কাছে কোনো বস্তু একই সঙ্গে দুটো বিপরীত অবস্থা বা গুণের বিষয় হতে পাবে না। Formal Logic-এর সমর্থকও তাহলে এই তথাকথিত 'metaphysician' শ্রেণীর মধ্যে পড়ছে। কিন্তু Engels জোর করেই বলেছেন, যে-কোনো বস্তু "exists" এবং 'does not exist' আছে এবং নাই, দুই-ই একই সঙ্গে। তাঁর মতে সকল বস্তুই জগতে একই কালে 'itself' এবং 'not-itself'— এরই নাম ডায়ালেকটিক। এবং ডায়ালেকটিকের কৃতিত্ব এই যে এই অসম্ভবকেও সম্ভব বলে প্রমাণ করেছে। তবে Commonsense-এর ক্ষমতার বাইরে এই ডায়ালেকটিক তত্ত্ব। সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাকৃত লোকে এই Identity of oppositesকে গাঁজাখুরী বলেই মনে করবে, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ বিজ্ঞান চিরদিনই নাকি Commonsense-এর গণ্ডির বাইরে এবং অতএব দর্শন বা লজিকশাস্ত্রেরও এলাকার বাইরে। কাজেই প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে যা অসম্ভব বলে মনে হবে বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে সে সবই সম্ভব। Engels রসিকতা করে বলছেন :

১৯৮. *Anti-Duhring.*

"At first sight this mode of thought seems to be extremely plausible, because it is the mode of thought of so-called sound commonsense. But sound commonsense, respectable fellow as he is within the lonely precincts of his own four walls, has most wonderful adventures as soon as he ventures into the wide world of scientific research."[১৯৯]

সাধারণ লোকের কাঁচা বুদ্ধির কাছে Red হয় Red হবে, নয় Non-Red হবে, কিন্তু যদিও sound commonsense-এর কাছে এই তত্ত্বটিই অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সত্য বলে মনে হয়, তবু সে কাঁচা বুদ্ধি মাত্র। কিন্তু ডায়ালেকটিকের পাকা বুদ্ধির কাছে Red একই সঙ্গে দুমুখো রূপ ধারণ করে আছে : মানে Red এবং Not Red একই কালে এবং একই সঙ্গে। কিন্তু এই অসম্ভব কিভাবে সম্ভব হতে পারে তার কোনো প্রমাণ বা সমাধান আমরা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এর প্রমাণস্বরূপ একটি জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত Engels দিয়েছেন :

"...Every organic being is at each moment the same and not the same, at each moment it is assimilating matter drawn from without and excreting other matter, at each moment the cells of the body are dying and new ones are being formed, in fact, within a longer or shorter period the matter of its body is completely renewed and is replaced by other atoms of matter, so that every organic being is at all times itself and yet something other than itself."[২০০]

Engel-এর এই দৃষ্টান্ত এবং তার ডায়ালেকটিক Identity of opposite নীতির ব্যাখ্যা Law of Identity-র তীব্র প্রতিবাদ। কিন্তু এই biological দৃষ্টান্তটি নিয়ে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এই যুক্তি যে কত ভিত্তি-হীন তা একটু বিশ্লেষণ করলেই চোখে পড়বে।

'At each moment' দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা কোনো organic being সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়; তবে successive moments-এ হতে পারে বটে। "Itself and not itself", "the same and not the same", "exists and does not exist"—at the same moment— ইত্যাদি হল ডায়ালেকটিকের মূল তত্ত্ব। কর্নিলভ (Kornilov)-এর মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টান্তগুলির একটারও এই Identity

১৯৯. *Anti-Duhring.*
২০০. *Ibid.*

of opposite নীতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। কোনো পৃথক দুটো বস্তুর সংযোগে, বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বা সমবায়ে যদি কোনো তৃতীয় বস্তু বা বিভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব হয়, তবেই কর্নিলভ তাকে Identity of opposites বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে যে তা নয়, আমরা তা দেখিয়েছি।

আমরা আগেও বলেছি, otherness ও opposition নামে দুটো আলাদা সংজ্ঞা আছে এবং এদের মধ্যে অর্থ-বিভ্রাট বা confusion-এর ফলেই হেগেলীয় এবং মার্ক্সীয়দের এই গুরুতর অযৌক্তিকতা-দোষ ঘটেছে। ডায়ালেকটিককে যদি এই সার্বকালীন ও সার্বলৌকিক opposition-negation তত্ত্ব এবং anti-thesis তত্ত্বের লৌহবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া যায় তবেই ডায়ালেকটিকের সত্যিকার নির্দোষ রূপ একটা পাওয়া যায়। তখন ডায়ালেকটিক হয়ে দাঁড়ায় doctrine of change এবং Doctrine of Relationalism. পৃথিবীর সব বস্তুই বিবর্তিত হচ্ছে এবং এ-সব বস্তু পরিবর্তনকে খণ্ডিত করে দেখলে সত্যিকারের দেখা হবে না, কারণ সব বস্তু এবং সব পরিবর্তনই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধের জালে জড়িয়ে, মিলে-মিশে আছে। এই-সব বস্তুগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে এবং ফলে নানা বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটছে। সব বস্তুই সব বস্তু থেকে বিভিন্ন বা other, এই যুক্তিযুক্ত অর্থে অনেকেই dialecticকে বুঝেছেন। ডায়ালেকটিক যে বিশ্বব্যাপারকে process হিসাবে দেখতে নির্দেশ দেয়, একথা মার্ক্সীয়রাও বলেন, কিন্তু তাদের এবং হেগেলের মতে, এই process একটা বিশেষ ধরনের thesis-antithesis নামক জটের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে। এখানেই গোলযোগ। কারণ এই বিশেষ ধরনের রূপায়ণটির কোনো সমর্থন বাস্তব বা যুক্তি কোথা থেকেও পাওয়া যায় না। প্রফেসর ই. এফ. ক্যারিট তাঁর আলোচনায় আমাদের মতেরই সমর্থন করেছেন :

"To repeat, the only element of truth I can find in the doctrine: change is always going on in the inter-connected system of things, in virtue of its instability or capacity for change, which consists in this that there are 'different' i.e., contradictory elements in the world which come to affect one another.... And the resulting change is always 'to' something different i.e., contradictory. But we have no ground for supposing change always to arise from

interaction of 'contraries' i.e., points furthest apart in the same scale."[২০১]

এখানে Prof. Carritt মানে করেছেন different এবং এই অর্থে Formal Logic-ও এই শব্দ ব্যবহার করে থাকে। Opposite সত্তাও জগতে আছে; কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধতার সম্পর্কও (opposition) রয়েছে, সেই স্থানে সেই সেই বস্তুগুলো পরস্পরের বিপরীত অর্থাৎ 'Formal Logic'-এর ভাষায় 'contrary' (যাকে হেগেলীয় ও মার্ক্সীয়রা opposite বা contradictory বলে থাকেন)। তবে সর্বত্র সকল বস্তুই সকল বস্তুর বিপরীত, একথা ভুল। Prof. Carrittও বলছেন :

"Of course in any situation you can find two elements which you can call opposites or contraries, simply because they are the most dissimilar in that situation. But there is no uniform pattern in all change..."[২০২]

একই ছাঁচে বিশ্বলোককে ঢালাই করার দোষে হেগেল যেমন দোষী, তেমনি তার মার্ক্সীয় শিষ্যেরাও দোষী হয়েছেন। তাঁদের প্রথম সূত্রের আলোচনা করা গেল। এখন দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে কর্নিলভের বক্তব্য কী দেখা যাক—

২. Negation of negation নীতি :

"According to this law, the separate processes of material reality (thesis) change in their dialectic development into factors of theirs direct negation (anti-thesis). The negation of which, in their turn, lead to the confirmation of the primary situation of the thesis but at a higher stage (synthesis)."[২০৩]

এখানে Thesis-antithesis-synthesis ফর্মূলাটিকেই negation-এর সাহায্যে বোঝানো হয়েছে কারণ negation-ই হচ্ছে এই হেগেলীয় ছকের ভিত্তি। দুটো negation-এর ফল দাঁড়ায় একটা positive এবং একেই বলা হয়েছে 'synthesis', এই synthesis আগেকার thesis-এরই একটা উচ্চতর সংস্করণ মাত্র। এখানে লক্ষ্য করবার আছে যে contradiction, opposition ইত্যাদি শব্দ না ব্যবহার করে এখানে আনা হয়েছে 'negation' শব্দটা।

২০১. E. F. Carritt, *Ibid.*
২০২. E. F. Carritt, *Ibid.*
২০৩. Kornilov, *Ibid.*, p. 258

প্রথম বক্তব্য এই যে হেগেল এবং তথা মার্ক্সীয়রা সবাই opposition, contradiction, negation, conflict, otherness, ইত্যাদি শব্দ সর্বত্রই ব্যবহার করেছেন কিন্তু এই পরিভাষার অর্থব্যঞ্জনা নিয়ে পরিষ্কার আলোচনা করেন নি। এই পরিভাষাগুলির মধ্যে ভাবগত পার্থক্য রয়েছে, অথচ এদের একই অর্থে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে, একথা আমরা আগেও বলেছি। কখনো ব্যবহার করা হয়েছে Formal লজিকে যাকে বলা হয় "contraryness", তারই অর্থে, কখনো বা তারা যাকে 'contradiction' ব'লে থাকে সেই অর্থেই বোঝানো হয়েছে। এদের এই পরিভাষাগত বিভ্রাট বহু দার্শনিকই উল্লেখ করেছেন, এবং এই বিভ্রাটের দরুন হেগেলীয় দর্শনের অনেক অপ্রিয় অবাঞ্ছনীয় পরিণতি ও সংকট ঘটেছে। Negation শব্দটার ব্যবহার যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। Dr. Seal, Mc Taggart 'negation' শব্দটার মানে বদলে দিয়ে কোনোরকমে হেগেলীয় ফর্মূলাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। এ যেন negation শব্দটাকে মার্ক্সীয়রা বাঁচাতে চাচ্ছেন এবং তার সমর্থনে কর্নিলভ (Kornilov) এবং এঙ্গেলস (Engels) যা বলেছেন তারই বিচার আমরা করব।

কর্নিলভ (Kornilov) তুলেছেন negation-এর অর্থের কথা। তাঁর মতে ডায়ালেকটিক লজিকে negation-এর একটা স্বতন্ত্র মান আছে যার সঙ্গে Formal Logic-এর মানের পার্থক্য আছে।

"In order to understand the meaning of this law, it is necessary first of all to analyse carefully what is meant by negation. It may be pointed out here that the term negation should in no case be viewed from the point of view of Formal Logic, where negation between 'a' & 'not-a' always excludes the mutual relation and transition of these objects into each other, because Formal Logic is concerned with objects in a static condition."[২০৪]

কর্নিলভের উক্তির প্রতিবাদ করে একথা বলা সমীচীন যে :

১. Formal Logic, "a" এবং "not-a" এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করে না, একথা মিথ্যা। Negation-ও এক ধরনের সম্পর্ক বই আর কিছু নয়, "রাম শ্যাম নয়", এখানে 'নয়' কথাটিও একটি সম্পর্ককেই সূচিত করে দিচ্ছে, রাম ও শ্যামের মধ্যে যে সম্পর্কটি বর্তমান রয়েছে।

২০৪. Kornilov, *Ibid.*, p. 258

২. Formal Logic, 'a' এবং 'not-a' এই দুইয়ের মধ্যে একটি অপরটিতে পরিণত হতে পারে না, একথা কখনোই বলে না। কোনো বস্তু পরিবর্তন হতে থাকলে আগেকার মুহূর্তে সে যেমনটি আছে, পরের মুহূর্তে আর সে ঠিক সেই বস্তুটি থাকছে না। কাজেই রাম হয়ে যাচ্ছে not-Ram পরমুহূর্তে। 'a' পরমুহূর্তে 'not-a' হয়ে যাচ্ছে একথাই Formal Logic-এর বক্তব্য। Formal Logic একই মুহূর্তে 'not-a' ও 'a' এই দুই-ই হতে পারে বলে স্বীকার করে না। কিন্তু পরমুহূর্তে 'a'র "not-a"-তে পরিণতি স্বীকার করে। কাজেই কর্নিলভ-এর "excludes... transition of these objects into each other" এই কথা ভিত্তিহীন ও অন্যায়।

Formal Logic বস্তুগুলিকে স্থাণুবৎ অনড় মনে করে একথাও যে ঠিক নয়, এ আমরা আগেও আলোচনা করেছি। Formal Logic গতি বা পরিবর্তন স্বীকার করে, কিন্তু পরিবর্তনের মূলে যে Time Factor আছে সেই তত্ত্বকেও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ করে; অপরপক্ষে ডায়ালেকটিক তথাকথিত গতিবাদের ভক্ত হলেও Time Factor-কে উড়িয়ে দিয়ে এই অবান্তর ডায়ালেকটিক তত্ত্বের অবতারণা করেছে।

আমরা বলেছি যে Formal Logic, 'a' এবং 'not-a' পরস্পরকে exclude করে "at the same moment"-এ; কিন্তু successive moments-এ এই দুই বিরুদ্ধ বা opposite সংজ্ঞা পরস্পরকে exclude করে না। এখন দেখা যাক কর্নিলভ কী নতুন অর্থ negation শব্দতে আরোপ করতে চান। তাঁর মতে ডায়ালেকটিকের negation হচ্ছে সেই ক্ষেত্র,

"...where the inter-negation and contradiction existing between actual processes never exclude, although they may limit each other."[২০৫]

কর্নিলভ বলছেন Anti-thesis পূর্বের Thesis-কে negate করছে কিন্তু exclude করছে না। 'good' exclude করছে না 'not-good'-কে, 'not-good' exclude করছে না 'good'-কে: তবে এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, not-good যদি exclude না করে, তবে কী করছে? এদের সম্পর্ক কী তা হলে? Not-good মানে বুঝি good-কে বাদ দিয়ে জগতের আর-সব সত্তাকে। কিন্তু

২০৫ Kornilov, *Ibid.*, p. 153

কর্নিলভ 'Not-good' বলতে কী বোঝেন ? এ সম্বন্ধে কোনো আলো তিনি দেন নি। তবে তিনি আর-একটি অর্থপূর্ণ substitute ব্যবহার করেছেন, exclude না করে তিনি বলছেন, "not good" 'good'-কে limit করছে। এ-সম্বন্ধে আমরা হেগেলের সমালোচনা প্রসঙ্গেই এই confusion-এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। Limit করা এবং negate করা একই অর্থ নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলি খণ্ডিত বলে পরস্পরকে পরস্পর limit করে আছে। যেমন good এবং true, এরা পরস্পরকে limit করছে কিন্তু এদের মধ্যে opposition বা negation নেই। কারণ এদের একটি অপরটিকে বিনাশ করে না, exclude করে না। কিন্তু good এবং not-good, একে অন্যকে exclude করে। good যেখানে থাকবে, সেখানে not good থাকতে পারে না। good এবং bad, true এবং false-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, good এবং true কিংবা true এবং beautiful-এর মধ্যে সেই সম্পর্ক নেই। কাজেই limitation জগতের সেই-সব বস্তুর সম্বন্ধেই খাটে যাদের আমরা বলেছি other বা distinct। কিন্তু negation খাটবে সেই ক্ষেত্রে যেখানে opposition-এর সম্বন্ধ বর্তমান আছে। এই দুটো relation-এর মধ্যে হেগেল যেমন গোল করেছেন তেমনি কর্নিলভ প্রমুখ মার্ক্সীয়েরাও করছেন।

দ্বিতীয়ত, কর্নিলভ বলছেন "never exclude", কিন্তু লেনিনই তাকে খণ্ডন করে বলছেন যে thesis ও anti-thesis পরস্পরকে exclude করছে : পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতে Identity of opposites বোঝাতে গিয়ে লেনিন বলছেন : "The recognition of contradictory, mutually excluding opposite tendencies in all the phenomena..."[২০৬]

তৃতীয়ত, কর্নিলভ সমর্থক হিসাবে এঙ্গেলস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চান যে এঙ্গেলস্‌ও negation মানে সম্পূর্ণ বিনশন বা 'No' বোঝেন নি।

"This is why Engels says 'Negation in dialectics does not mean simply 'no' and is not a declaration of the non-existence of something or its arbitrary destruction. The character of negation is determined here, first, by the general, and secondly, by the special nature of the process. It must not only negate but also remove the negation. It must consequently construct

---

২০৬. Kornilov, *Ibid.*, p. 255

the first negation so that a second negation remains or becomes possible. How is this done? It depends upon the nature of every separate case. If I crush a barley seed or an insect, I commit the act of the first negation but make the second negation impossible. For each series of things there is a peculiar species of negation which makes development possible. This applies also to each species of representations and ideas."[২০৭]

এঙ্গেলস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'negation'-এর তা যুক্তিযুক্ত ও প্রামাণ্য নয়। negation সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এঙ্গেলস-এর বক্তব্যের বিচার করা যাচ্ছে—

১ এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন Negation-এর অর্থ 'non-existence' বা 'arbitray destruction' নয়। ডায়ালেকটিকের 'negation' হলো সেই 'negation' যার ফলে development হতে পারে। তা হলে negation দুরকমের আছে বলতে হয়। একরকম হচ্ছে এমন negation যার অর্থ পরিপূর্ণ বিনাশ এবং যার ফলে নূতন 'পরিণতি' সম্ভব নয়। অন্যরকমের negation হলো সেই negation যাতে পরিপূর্ণ বিনাশ ঘটে না। বরং নবতর পরিণতি ঘটে।

২. হেগেল 'negation'-কে নাস্তিত্ব অর্থেই ব্যবহার করেছেন। "reciprocally cancelling each other" (*Logic of Hegel* p. 170) ইত্যাদি উক্তিতে তার প্রমাণ আছে। হেগেল Being এবং Nothing-এর মধ্যে সম্বন্ধ কল্পনা করেছেন, সে নাস্তিত্বের সম্বন্ধ।

লেনিনের 'mutually excluding, opposite tendencies'-এর মানেও নাস্তিত্ব বই অন্য কিছু নয়। Thesis এবং Anti-thesis পরস্পরকে এমনভাবে নিরসন করে যাতে একটির উপস্থিতি ঘটলে অপরটির উপস্থিতি অসম্ভব।

৩. এঙ্গেল্‌স্ দুরকমের negation-এর মধ্যে একরকম negationকে ডায়ালেকটিকের negation বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অন্য রকমের negation যে যে স্থলে ঘটছে সেই সেই স্থলে কি তবে ডায়ালেকটিক নীতি খাটবে না! ডায়ালেকটিক নীতির রাজ্যের বাইরে কি সেই-সব ক্ষেত্র? অথচ ডায়ালেকটিক হচ্ছে বিশ্বজনীন পরিবর্তনের ভিতরকার নিত্য ছন্দ। জগতের যাবতীয় বস্তু বা ঘটনাই ডায়ালেকটিক রীতিতে বিবর্তিত হচ্ছে। বালির বীজ কিংবা পোকাকে পিষে নষ্ট

২০৭. *Anti-Duhring*, p. 128

করে ফেললে, যে ধরনের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটে গেল, তাতে ডায়ালেকটিকীয় বিনাশ ঘটল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিক না খাটলে কোন্ নীতি খাটবে?

৪. এঙ্গেল্‌স্-এর এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কৃত্রিম, এমন ভাবে negation-এর অর্থ ধরতে হবে যাতে আর-একটা negationও দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ ডায়ালেকটিক ফর্মুলাকে প্রমাণ করা যেত। 'I must consequently construct the first negation so that a second negation remains or becomes possi ble." মানে, ফর্মুলাকে বাঁচাতে হবে আগে এবং তার পরে negation-এর যে-গতিই হোক-না কেন। ফর্মুলার জন্যই negation। negation জগতে আছে বলেই যে ডায়ালেকটিক ফর্মুলা কল্পনা করা হয়েছে তা নয়। হেগেলের ও মার্ক্সীয়দের এই মনোবৃত্তি থেকেই তাদের ডায়ালেকটিক সম্বন্ধীয় গোঁড়ামির জন্ম হয়েছে।

৫. আর-একটি গুরুতর কথা হচ্ছে এই যে, এঙ্গেল্‌স্-এর মতে negation-এর কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। "ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে" এই নীতি অনুসারে যখন যেরকম দরকার হবে negation-এর সেই রকমের অর্থই করে নিতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি যে হেগেলও তাঁর একঘেয়ে ফর্মুলাতে সব-কিছুকে ফেলতে গিয়ে negation, otherncss ইত্যাদি শব্দের নানারকম বিকৃত ও কৃত্রিম ব্যাখ্যা করেছেন। তার ফলে সর্বত্রই confusion হয়েছে। এই confusion দেখে Mc Taggart, negation-এর একটা সহজ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা অসংগতি দেখে হেগেলের উপরই অভিযোগ করেছেন যে হেগেল negation সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, ম্যাকট্যাগার্ট negation-এর অর্থ completion করেছেন। ড. শীল কিন্তু এই চেষ্টায় খুশি বা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। কারণ হেগেল আসলে negation-এর ওপরে অর্থাৎ বিনশনের ওপর এত জোর দিয়েছেন যে তাতে negation-এর দোষ স্খালন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তা ছাড়া একটি শব্দেরই নানা স্থানে সুবিধামতো নানা অর্থ করার বিরুদ্ধে logical আপত্তি আছে। পরিভাষায় যদি স্পষ্টতা ও স্থিরতা না থাকে, তবে কোনো আলোচনাই যুক্তিযুক্তভাবে চলতে পারে না। দাঁড়াবার ঠাঁই না থাকলে যেমন মানুষের চলাফেরা ও সকল রকমের গতিই অসম্ভব হয়, তেমনি নির্ভরযোগ্য সুস্থির অর্থব্যঞ্জনা না থাকলে কোনো পরিভাষাই চিন্তার গতির সহায়ক হতে পারে.

না। ফলে চিন্তা এসে পৌঁছায় এক কুয়াশাময় অনিশ্চিতের রাজ্যে যেখানে কোনো কিছুকেই ধরা-ছোঁয়া যায় না বুদ্ধির সাহায্যে। কারণ বুদ্ধি নির্দিষ্ট পরিভাষার অভাবে বিব্রত ও ব্যাহত হয়ে পড়ে। বার্গ সঁ-র মতে "You may attribute what meaning you like to a word, provided you start by clearly defining that meaning." একটা স্পষ্ট 'clearly defined' অর্থ চাই সর্বত্র। একই ফর্মূলা বা সূত্র উপলক্ষে সেই সূত্রের নানা অর্থ-পরিবর্তন যুক্তি-বিরুদ্ধ। এ-সম্বন্ধে কোনো মতভেদ পণ্ডিত সমাজে আছে বলে জানি নে। Jung-এর একটা সুন্দর কথা আছে : Psychologyর পরিভাষায় confusion সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "...its particular idiom must first be fixed. It is well-known that temperature can be measured according to Reaumur, Celsius or Fahrenheit, but we must indicate which system we are using." (*Modern Man in Search of a Soul*, p. 105)। একটা system বা বিধি সর্বদাই অনুসরণ করতে হবে, একই প্রসঙ্গে। নইলে চিন্তার রাজ্যের সকল গতিই অচল। কিন্তু এঙ্গেল্‌স্‌-এর এই illogical ব্যাখ্যার কারণ হচ্ছে তার ডায়ালেকটিকের মুগ্ধ বশ্যতা। ফর্মূলাকে বাঁচাবার দরকার আছে কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এবং সেই উদ্দেশ্যমূলক কারণে বাধ্য হয়েই negation-কে বার বার বেশ-বদল করতে হয়েছে। এঙ্গেল্‌স্‌-এর এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক।

৮. Negation যে স্থলে 'non-existence' না হবে, সে স্থলে negation হয়ে দাঁড়ায় শুধু পরিবর্তন। বীজ গাছে পরিণত হয়। এখানে বীজের negation মানে বীজের পরিবর্তন হয়েছে, এঙ্গেলস্‌-এর অর্থ অনুসারে। একটা বস্তুর কতকগুলি element-এর অভাব ঘটল এবং কতকগুলো নূতন element-এর আবির্ভাব ঘটল ; এখানে এঙ্গেলস্‌-এর মতে ঘটছে negation ; আমাদের মতে এখানে যা ঘটছে তাকে change বললেই সংগত হয়। Partial negation মানেই change। 'Negation' এবং 'change' এই দুটো শব্দের অর্থগত কোনোই পার্থক্য থাকে না, যদি negation-এর এঙ্গেলস্‌-ধৃত অর্থ গ্রহণ করা হয়। Negation-এর সুষ্ঠু অর্থ হচ্ছে 'non-existence'. A এবং Not-A ; এ স্থলে Not-A-এর মানেই A-এর আত্যন্তিক নাস্তিত্ব। এবং এইখানে A পূর্ণরূপে negated হয়েছে। True এবং Not-true ; এই স্থলেও Not-true হচ্ছে

True-এর সম্পূর্ণ non-existence. এ-সব ক্ষেত্রে negation মানে 'change' নয়, এখানে negation মানে non-existence, যদিও এঙ্গেলস্-এর এই অর্থটি নিতান্ত অনীপ্সিত। এঙ্গেলস বলেছেন, একটা পোকাকে মেরে ফেললে যে negation হলো, তা ডায়ালেকটিকের নাস্তিত্ব নয়। কারণ এখানে non-existence ঘটেছে; কিংবা 'arbitrary destruction'। কিন্তু জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে এমন কোনো কোনো নিম্ন প্রাণী আছে যারা নিজেরা নষ্ট হয়ে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে mother organism-এর আত্যন্তিক বিনষ্টি বা 'non-existence'-ই ঘটেছে; অথচ নূতন প্রাণী-সৃষ্টি বা developmentও অব্যাহত রয়েছে। এখানে negation মানে 'non-existence'ই হবে নাকি! এঙ্গেলস্-এর মতে এখানেও হওয়া উচিত, কারণ ডায়ালেকটিক ধরনের negation তারা এখানেও দেখবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে negation মানে 'non-existence'ও কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে। এতে এঙ্গেলস-এর definition খণ্ডিত হচ্ছে। তারা negation-এর অযৌক্তিকভাবে অর্থপরিবর্তন করেছেন এবং এই পরিভাষার ব্যভিচার, তাদের ফর্মূলা যে দুষ্ট, তাই প্রমাণ করছে।

কর্নিলভ-এর দৃষ্টান্তগুলি সম্বন্ধেও আপত্তি হচ্ছে এই যে এগুলির ব্যাখ্যায়ও এই অর্থের বিভ্রাটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তগুলি সবই এঙ্গেলস-এর।

ক. অঙ্কশাস্ত্র: "Let us take any algebraic quantity and call it 'a'. The negation of it brings forward "$-a$". Should we negate this second quantity, by multiplying '$-a$' by '$-a$' we get a^2 i.e., the original positive quantity but a stage higher."[২০৮]

এখানে বিয়োগ চিহ্নই negation-এর নির্দেশক ধরা হয়েছে। 'a'-কে negate করে যেমন $-a$ হয়েছে, তেমন $-a$-কে আরো negate করলে আবার $-2a$ হতে পারে। '$-a$' কে '$-a$' দিয়ে পূরণ করতে হবে, এ-দাবি কেবল মনগড়া অযৌক্তিকতা বই কিছুই নয়।

খ. বীজ ও গাছ; এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

গ. Larva—chrysalis—butterfly.

এখানেও negation ঘটে নি, যা-ঘটেছে তাকে completion বলা যায়। negation শব্দ এখানে অপব্যবহার মাত্র। বীজ-গাছের সম্বন্ধে যে আলোচনা, সে আলোচনা এই দৃষ্টান্তেও প্রযোজ্য হবে— কারণ দুটো একই ধরনের ব্যাপার।

---

২০৮. Kornilov, *Ibid.*, p. 259

ঘ. সমাজতত্ত্ব; Communal Ownership—Private ownership——communism :

এই দৃষ্টান্তটি বাস্তবজগৎ থেকে নেওয়া হয়েছে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দাবি করেন যে তাঁরা Dialectic নীতি নিয়েছেন বাস্তব জগৎ থেকে। বাস্তবজগতের সকল ব্যাপারেই ডায়ালেকটিক গতি রয়েছে এবং সেইজন্যই তাঁরা একে জীবন ও জগতের মৌলিক গতি বলেন। কর্নিলভ বলছেন :

Marx and Engels transferred these dialectical principles from the domain of logic into the province of actual processes of development of the material world, that is nature and history."[২০৯]

এই দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে দুটো জিনিস দেখবার আছে। প্রথমত, বাস্তব জগতে সত্যি সত্যি এই পর্যায়ের পরিবর্তন ঘটেছে কিনা। যদি না ঘটে থাকে, তবে দৃষ্টান্ত ডায়ালেকটিকের প্রমাণ হিসেবে নিরর্থক হয়। দ্বিতীয়ত, এখানে negation of negation হয়েছে কিনা।

১. বাস্তবজগতে এই পর্যায় স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ এঙ্গেল্‌স্‌-এর এই ক্রমনির্দেশ একেবারে অনৈতিহাসিক। সমাজতত্ত্বের আলোচনার এমন এক যুগ গেছে যখন এই ধরনের ক্রম বা পর্যায়ে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অদ্যকার সমাজতত্ত্ব গবেষণার ক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। নব নব গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে আজকে সমাজতাত্ত্বিকেরা এই ধরনের ক্রমিক পর্যায়ে বিশ্বাস করেন না। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষের আদিম যুগে আদিতম সম্পত্তিব্যবস্থা communal ছিল না। Robert Lowie প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমূহগত সম্পত্তি, এই দুই রকমের সম্পত্তিব্যবস্থাই পাশাপাশি আদিম যুগে ছিল। মর্গান-এর প্রভাবে এককালে unilinear পরিণতি হিসাবে সমাজ-বিবর্তনকে দেখা হত এবং বিবাহ, সম্পত্তি, ইত্যাদি সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসকে এমনি 'এক-ক্রমিক' বিকাশ বলে মনে করা হত। এঙ্গেল্‌স্‌ও মর্গান-এর সমাজতত্ত্বকে অনুসরণ করে তাঁর *Origin of Family, Private Property* নামক বই লিখেছিলেন। মার্ক্স-ই অবশ্য এঙ্গেলস-এর পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজকালকার নবলব্ধ জ্ঞান এই— মর্গান-এর সূত্রগুলোকে বর্জন করেছে। Communal এবং Individual ownership-এর অমোঘক্রম এঙ্গেলস—

২০৯. Kornilov, *Ibid.*, p. 252

মার্ক্স মতবাদের ভিত্তি হলেও, এই ক্রমে সমাজ-বিবর্তন আজকে আর স্বীকৃত হতে পারে না। আদিম মানবের মধ্যে Communal কিংবা individual ownership প্রচলিত ছিল, এর absolute বা এককথায় অবিমিশ্র জবাব আজকে কেউ দেবে না। প্রথমত, কোন্‌টা communally owned এবং কোন্ সম্পত্তি Individually owned তা নির্ধারণ করা মুশকিল। Communal সম্পত্তিকে ভালো করে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় তার ভিতরেও এমন কতগুলি সম্পত্তি রয়েছে যা হয়তো individually owned. জিন্সবার্গ, হবহাউস— এঁরা বলেছেন — 'Private Property in personal matters, weapons, dress, ornaments, appears to exist everywhere.'"[২১০]

বর্তমান যুগের primitive-দের সম্পত্তি-প্রথা নিরীক্ষণ করে তাঁরা একথা বলেন না যে Communal Property-ই পূর্বেকার আদিমতর প্রথা। তাঁরা বলেন যে সমূহগত সম্পত্তি প্রায়শঃই প্রবলতর দেখা যায় অনগ্রসর lower people-দের মধ্যে। আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা যায় Higher Agricultural Stage-এর সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত। কিন্তু lower এবং higher-দের মধ্যে কারা যে আদিমতর (prior in time) এ-সম্বন্ধে তাঁরা বলেন না যে lower people-রাই আদিমতর। তাঁরা পৌর্বাপর্বের কথা এ-সম্বন্ধে আনেন নি। তাঁরা বলেছেন—

"... Communal principle predominates in the lower stages of culture and retains a small preponderance among the Pastoral peoples and that Private ownership tends to increase in the higher agricultural stages."[২১১]

এই উক্তির সঙ্গে তাদের এর আগেকার আর-একটি উক্তি বিবেচনা করতে হবে যাতে lower-কেই আমরা prior স্তর বলে না ভুল করি। তাঁরা বলছেন

"This classification does not depend on any theory of the order in time in which the several economic stages have arisen."[২১২]

তারপরে family-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিবিড়ভাবে যুক্ত ও জড়িত, এ-কথা Riversও স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজতত্ত্ব বিশেষ করে Ameri-

২১০. *Material Culture*, pp., 243-44
২১১. Ginsberg, *Ibid.*, p. 253
২১২. *Ibid.*, pp. 26-29

ean School-এর গবেষণা— পরিবারকেই আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে থাকে, যথা :

"...it constituted the primal form of human social organisation."[২১৩]

পরিবার যদি আদিমতম বা primal প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে অর্থাৎ clan, gen-এর আগেকার প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তবে Individual ownershipও Rivers-এর মতানুযায়ী আদিমতম প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত।

যাহা হোক Communal—Individual পর্যায়কে একটা rigid ক্রম বলে ধরে নেওয়া কোনোমতেই চলতে পারে না। কাজেই এঙ্গেল্‌স্‌-এর যুক্তি টিকছে না। কারণ, যে বাস্তব ইতিহাসকে তিনি নজীর এনেছেন, সেই ইতিহাস তার negation নীতিকে সমর্থন করছে না।

আর-একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এঙ্গেলস দাবি করেছেন যে ভবিষ্যতেও Individual Property বিনষ্ট হয়ে সমাজ-সম্পত্তির আবির্ভাব হতে বাধ্য। কাষ্ঠ-কঠিন determinism এবং rigid ফর্মুলার ওপরে দাঁড়িয়েই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই prophecy করতে সাহস পেয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনো আগত হয় নি, কাজেই বিশ্বময়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে negate করে Communal সম্পত্তির উদয় হতে বাধ্য, একথা আশার কথা হতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তব দ্বারা সমর্থিত আজও হয় নি। কাজেই যা হয় নি তাকে ধরে নিয়ে, তার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ডায়ালেকটিক রীতির অবশ্যম্ভাব্যতা দাবি করা নিতান্ত অযৌক্তিক।

দ্বিতীয়ত, communal ownershipকে negate করে individual সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে, একথা সত্য কি? negation মানে এখানে complete negation হতে পারে না। কাজেই একটা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অপর অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে। change ঘটেছে বললে যৌক্তিক হত। কিন্তু negation বললে ভুল হয়।

তৃতীয়ত, এ-সব দৃষ্টান্তে ডায়ালেকটিকের interpenetration of opposites নীতিকে সমর্থন করে না। পরিবর্তনশীল বস্তুর পর পর অবস্থাগুলি আগের অবস্থাকে negate করে পরের অবস্থা আসে একথা স্বীকার করলেও, Interpene-

২১৩. Goldenweiser, *Recent Political Theories*, pp. 442

tration বা Identity of opposites নীতি এ-সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ 'itself & not itself' এই নীতি successive momentsএ সত্য হলেও, একই মুহূর্তে সত্য হয় না। একই কালে দুটো বিরুদ্ধ সত্তা একই ব্যাপকতর সত্তার অংশ হিসেবে থাকতে পারে, এ আমরা দেখেছি। Individual সম্পত্তি যখন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে, এবং পূর্বাগত communal সম্পত্তি আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ ও ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কালে দুটো বিরুদ্ধ প্রথাই সমসাময়িক প্রথা হিসেবে বর্তমান আছে। তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থায় দুটো বিরুদ্ধ প্রথার সম-অস্তিত্ব ডায়ালেকটিকের Identity of opposites-কে প্রমাণ করছে না। Law of Identity-কেই বরং প্রমাণ করছে।

ঙ. দর্শনশাস্ত্র : দর্শনতত্ত্বের ইতিহাস থেকেও এঙ্গেলস একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে negation of negation নীতিকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

"Engels gives examples of the importance of the law of negation in ideology and particularly in philosophy. Ancient philosophy was naively materialistic. It was replaced by idealism i.e., the negation of materialism. Idealism in its turn was negated by contemporary dialectic materialism."[২১৪]

প্রথমত, এঙ্গেলস-এর এই একরৈখিক ক্রমিক বিবর্তন অস্বীকার্য। কোনো যুগকেই নিছক জড়বাদ বা আদর্শবাদের যুগ বলা চলে না। প্রায় সকল কালেই দুইটি দর্শনই পাশাপাশি ছিল। তবে কোনো যুগে কোনো-একটি হয়তো প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়ত, এঙ্গেলস-এর তথ্য-বিকৃতিকে সত্য বলে মানা যায় না। তাঁর নির্দিষ্ট এই ক্রমিক পর্যায় অনৈতিহাসিক। কারণ Ancient Philosophy-কে জড়বাদী বললে সত্যের অপলাপ হয়। যদি ইউরোপীয় দর্শনই ধরা যায় তবে ইউরোপের প্রাচীনতম দর্শনকে জড়বাদী বলা অসংগত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত Idealism-এর যুগ বলা চলে কারণ এই যুগের দর্শন "...represent a monistic identification of the Idealistic principle with nature...God and matter represented an undifferentiated oneness."[২১৫]

---

২১৪. Kornilov, p. 259

২১৫. Sorokin, vol 1, p. 1[illegible]1

এর পরে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জড়বাদ প্রবল হয়েছিল। আবার প্রথম শতাব্দী থেকে জড়বাদ ক্ষীণ হয়ে হয়ে শেষে প্রায় ১000 বৎসর Idealism-ই প্রবলতম দর্শন হয়ে রাজত্ব করেছে। চতুর্দশ শতকে জড়বাদের প্রাবল্য হয় কিন্তু পঞ্চদশ শতকে আবার আদর্শবাদ জোরালো হয়ে ওঠে। পরে ষোড়শ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত চারশো বছর জড়বাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বিংশ শতকে আবার আদর্শ বাদের নবোদ্গমের আভাস সৃষ্টিও হচ্ছে নূতন বিজ্ঞানে। কাজেই ইউরোপীয় দর্শনের ২৫00 বছরের ইতিহাসে জড়বাদ ও আদর্শবাদ ক্রমান্বয়ে বিচিত্র ও বিভিন্ন গতিতে এসে অদ্যকার দিনে পৌচেছে। এঙ্গেলস-বর্ণিত অনমনীয় ও তিনটি অতিসরল ফর্মুলা ইতিহাসের সমর্থন পায় না। তার পরে ১৯ শতক পর্যন্ত যে জড়বাদ প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, ১৯ শতকের শেষ দিকে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক জড়বাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সেই জড়বাদ যে ভবিষ্যতেও প্রাধান্য পাবে, একথা এঙ্গেলস বিনা প্রমাণে ধরে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে কোনো দর্শন মানবজাতির অদ্বিতীয় দর্শন হবে, তার ভবিষ্যদ্‌বাণী একমাত্র ডায়ালেকটিকের অন্ধ গোঁড়ামি এবং কল্পিত determinisim-এর জোরেই করা যেতে পারে। কিন্তু যা আজো ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে, তাকে অনুমান করে নিয়ে বিশ্বলৌকিক গতির চরম ও অদ্বিতীয় সূত্র বলে ডায়ালেকটিককে দাঁড় করানো, optimism এবং আদর্শবাদ হতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নয়।

চ. মনোবিজ্ঞান : Unconscious Instinct— Conscious habits—automatic habits.

Instinct-কে negate করে conscious habit হয়, একথা ভিত্তিহীন। আবার conscious habit-কে negate করে automatic habit দাঁড়িয়ে যায়, এ তত্ত্বও অবৈজ্ঞানিক। পুরুষানুক্রমে পাওয়া প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের সহযোগে conscious ব্যবহার ও অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রবৃত্তিগুলিকে negate ক'রে নয়।

অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলিও একই ত্রুটিতে বিতুষ্ট। কোনো দৃষ্টান্তই ডায়ালেকটিক নীতিকে প্রমাণিত করছে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলি সবই অপপ্রয়োগ মাত্র।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে ডায়ালেকটিক নীতি নিতান্ত একপেশে এবং কেবলমাত্র opposition বা negation বা contradiction-কে কেন্দ্র করেই চক্রিত হবার দরুন, এনীতি কেবল সামান্য কতকগুলি phenomena-কে বোধগম্য

করতে পারে ; বিশ্বের সার্বকালীন সকল ঘটনা বা গতিকে বোঝাবার ক্ষমতা এর নেই। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা থাকলেও সমগ্র জীবনের বিচিত্র ও বহুমুখী জটিলতাকে এই অনমনীয় ফর্মূলা ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রফেসার ক্যারিট বলেছেন, 'no ground for supposing change always to arise from the interaction of 'contraries'... আমরাও এই অভিযোগের সমর্থন করছি। সমাজতত্ত্বও এই অভিযোগকে সমর্থন করছে। জড় প্রকৃতির রাজ্যে যেমন এই সংজ্ঞাগুলি প্রযোজ্য হয় না সর্বত্র, তেমনি জীবজগতে এবং সমাজব্যাপারেও এই সংকীর্ণ একঘেয়ে তত্ত্ব অতীত ও বর্তমানের সকল ব্যাপার ও গতিকে সুবোধ্য করতে পারে না। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা সমাজ-বিবর্তনকে কেবলমাত্র conflict বা যুদ্ধ ইত্যাদি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন Ratzenhoufer, Gumplowicz ইত্যাদি। আবার অন্য দিকে Co-operation-এর সাহায্যেই সমাজ বিবর্তন ঘটেছে, এমন মতের সমর্থকও অনেক রয়েছেন সমাজ-বিদদের মধ্যে ; যেমন Novicovo, Kropotkin, Bagehot ইত্যাদি। আমাদের মতে এই দুই মতই একপেশে, কারণ কোনো একটিমাত্র পথে জীবনযাত্রার ইতিহাস যুগের পর যুগকে পার হয়ে বিংশ শতকে এসে পৌঁছায় নি। Opposition কিংবা co-operation— এই দুটোর কোনো একটি তত্ত্বই সমাজজীবনের গতিকে বোধগম্য করে তুলতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, opposition, contradiction, negation এ-সব শব্দগুলি অত্যন্ত ঘোরালো এবং অস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ডায়ালেকটিক সূত্রের প্রসঙ্গে। এদের অর্থ অত্যন্ত গোলমেলে এবং এদের প্রয়োগও অত্যন্ত confusing ধরনের হয়েছে। এদের নিজেদেরও মধ্যে সাধারণত অর্থের পার্থক্য করা হয়। কিন্তু হেগেল কিংবা মার্ক্সীয়রা এদের একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া একটি শব্দকেও নানাস্থানে নানারকমের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণে Sydney Hookও আপত্তি করেছেন : "The analytical difficulties of orthodox monistic dialectical materialism are, if any thing, ever greater. For it is questionable whether the basic notions with which it operates—the unity and penetration of opposites, development by contradiction— are meaningful, especially when applied to natural phenomena." (*Nation.* March 4, 1936)

তৃতীয়ত, সিড্নী হুক-এর আপত্তির সূত্র ধরেই বলা চলে যে opposition বা

negation-এর ফলে development বা উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটতে পারে, এ-দাবি আরো অসংগত। Opposition এবং negation বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তাতে এই পরিণতি বা ফল negation থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। অবশ্য মার্ক্সীয়রা negation-কে একটা অস্বাভাবিক ও অসংগত অর্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উইলিয়ম জেম্‌স-এর ভাষায় বলা যেতে পারে :

"We cannot eat our cake and have it, that is, the only real contradiction there can be between thoughts is where one is true, the other false. When this happens, one must go forever, nor is there any 'higher synthesis' in which both can wholly revive.

"A chasm is not a bridge in any utilisation sense ; i.e , no mere negation can be the instrument of a positive advance in thought."[২১৬]

হেগেল negation বা opposition-এর এই অসম্ভব ক্ষমতা কল্পনা করে একে ক্রমবিকাশের অস্ত্র বলে প্রচার করেছেন। তাঁর মতে negation-এর ফল হচ্ছে positive। তাকে অনুসরণ করে মার্ক্সীয় জড়বাদীরাও জড়-জীব ও মানবজগতে সর্বত্র এই negation-প্রসূত positive উন্নতির অমোঘ সম্ভাব্যতাকে সোল্লাসে প্রচার করেছেন। কিন্তু এটা যে contradiction in terms হয় তা তারা চোখ বুজে এড়িয়ে গেছেন।

চতুর্থত, পরিবর্তন বা বিকাশের একটা মনগড়া ছকে বাঁধবার প্রয়াস নিতান্ত জবরদস্তি হয়েছে। এই অদ্ভুত ধরনের thesis—anti-thesis—synthesis-এর তিন ধাপের মধ্য দিয়ে সব বিবর্তন গড়িয়ে চলবে, এর যুক্তি নেই কোনোই। প্রথম ধাপে বিনষ্টি হবে এবং কোনো আশ্চর্য কৌশলে আবার পরের ধাপে বিনষ্ট-সত্তার resurrection এবং পুনর্জীবন ঘটবে, এই ধরনের কল্পিত রীতি অবাস্তব। ক্যারিটের মতে এমন কল্পনার পিছনে কোনো কারণ নেই।

"nor yet for supposing that change is at alternate moments to the contrary and at alternate moments to something combining and yet superior to the two contraries which existed severally at the last moment and the last moment but one. But this is what is demanded by thesis—antithesis—synthesis, or negation of negation or interpenetration of opposites."[২১৭]

২১৬ W. James, *Ibid* , p. 293-94

২১৭. Carritt, *Ibid.*

এই কষ্ট-কল্পিত রীতি ও ছন্দেই যে বিশ্বগতি চলেছে তার প্রমাণ কী এবং চলতেই হবে তারই বা কারণ কী ?

পঞ্চমত, Opposition, Contradiction, Struggle, ইত্যাদি শব্দ জড়-প্রকৃতির রাজ্যে প্রযোজ্য নয়। অচেতন বস্তুরা পরস্পরকে contradict করছে, oppose করছে, এই কথা নিতান্ত অর্থহীন। মানব-সমাজের ইতিহাসে তবু opposition-এর অর্থ হতে পারে কারণ সচেতন মানুষ পরস্পরকে oppose করতে পারে ও করে থাকে। প্রফেসার ক্যারিট বলছেন :

"Even those who can stomach the Hegelian dialectic in conceptual logic have blushingly abandoned his application of it to science and history...."

Prof Carritt-এর মতে ইতিহাসের ক্ষেত্রেও হেগেলীয় ডায়ালেকটিক অচল ; কারণ দুটো বিরুদ্ধ সত্তা একই কালে প্রয়োজন হতে পারে এ-কথা বিজ্ঞান বা ইতিহাসের ক্ষেত্রে চলতে পারে না।

সিড্‌নি হুক-এর মতেও জড়-প্রকৃতির ক্ষেত্রে opposition ইত্যাদির কোনো অর্থ হয় না। তাঁর মতে :

"Things cannot contradict each other : only propositions can be contradictory, and these are not natural facts in the sense in which things in space and time are. Nor do things struggle with one another except in an obviously metaphorical sense. Struggle is an attribute of living behaviour. (*Nation*, March 4, 1936).

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে আলংকারিক অর্থে এ-সব শব্দ ও সূত্রের ব্যবহার চলতে পারে। কিন্তু বাস্তব ও যুক্তির রাজ্যে হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক অচল।

ষষ্ঠত, Dialectic Idealismই হোক আর Dialectic Materialismই হোক, দুইয়েরই ভিত্তি এই ডায়ালেকটিক। ডায়ালেকটিকের প্রতি এই অন্ধ প্রীতির কারণ কি ? এই গভীর ভুলের আদি ও মূল উৎস কোথায় ? এর এক কথায় জবাব দেওয়া যায় এই বলে যে system বাঁধবার অসংগত ও অপরিমিত খেয়ালই এই একদেশদর্শিতার প্রধান উৎস। যাবতীয় বিশ্বব্যাপারকে একটিমাত্র system-এ বাঁধতে গিয়ে এরা একটিমাত্র সূত্রকে আবিষ্কার করেছে, এবং সেই একটিমাত্র ফর্মুলার লৌহবন্ধনে বিশ্বসংসারকে বাঁধতে গিয়ে যুক্তি ও বাস্তবকে জোর করে

বাগ মানাতে হয়েছে। ফলে যুক্তিকে করতে হয়েছে খর্ব এবং বাস্তবকে করতে হয়েছে বিকৃত। কিন্তু হেগেল দাবি করেন যে তাঁর দর্শনতত্ত্ব জগতের অমোঘ ও অব্যর্থ তত্ত্বকে হুবহু প্রকাশ করছে। হেগেলের এই দাবিকে William James বলেছেন তাঁর "Cardinal Error"। কারণ "Everywhere he is inclined to claim finality." প্রকৃতি বা Nature-এর কথায় ড. হালদার বলছেন যে

"It refuses to be squeezed into his systematically constructed scheme of categories."[২১৮]

জেমস্ বলেছেন যে সমস্ত বিশ্বকে হুকুমের তাঁবেদার মনে করাই এদের বিশেষত্ব, এই ডায়ালেকটিক-ওয়ালাদের "...found insatiate enough to declare that all existence must bend the knees to its requirements..."[২১৯]

একটিমাত্র ফর্মূলার সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে বিশ্বসংসারকে ঢোকাতে গিয়ে বাস্তবের ওপরে জবরদস্তি করতে হয়েছে। মার্ক্সীয়দের সম্বন্ধে এই একই অভিযোগ খাটে। তাঁরা সমাজ, প্রকৃতি ও জীবজগৎ—সর্বত্রই ডায়ালেকটিক নীতিকে প্রমাণ করতে গিয়ে অযৌক্তিক অন্ধতা ও গোঁড়ামিকেই প্রকাশ করেছেন। এরাও হেগেলেরই মতন তারই পথানুসরণ করে, তাঁর ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিকে হুবহু আত্মসাৎ ও ব্যবহার করে একটা বিশ্বব্যাপক system গড়তে চেষ্টা করেছেন। এই system-building-এর আনুষঙ্গিক দোষ স্বভাবতই তাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। বিশ্বকে একটিমাত্র সূত্রে গেঁথে তোলবার মূঢ়তা এদেরও systemকে একপেশে করে তুলেছে। এঙ্গেলস হেগেলকে তীব্র সমালোচনা করেছেন এই system বাঁধবার মূঢ় গর্ব ও একদেশদর্শিতার জন্যে।

"...it is self-evident that by virtue of the necessities of the 'system' he (Hegel) must very often take refuge in certain forced constructions."[২২০] যে অভিযোগ হেগেলের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস করেছেন সেই অভিযোগ তাঁর এবং মার্ক্স সম্বন্ধেও একই অর্থে প্রয়োজ্য। এদেরও ডায়ালেকটিকের কাষ্ঠবন্ধনে সব কিছুকে বাঁধবার চেষ্টায় সর্বত্রই অনেক 'forced construction'-র সাহায্য নিতে হয়েছে।

---

২১৮. Haldar, *Hegelianism & Human Personality*, pp. 57-58
২১৯. W. James, *Ibid.*, p. 272
২২০. Engels, Ludwig Feurbach, pp. 49

সপ্তমত, ডায়ালেকটিক জড়বাদ দাঁড়িয়ে আছে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক নীতির ওপরে। মার্ক্সীয়দের মতে, এই ডায়ালেকটিকই তাঁদের নতুন জড়বাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পূর্বযুগের প্রাচীন জড়বাদকে তাঁরা mechanical বলে বর্জন করেছেন। তাঁদের জড়বাদ mechanical নয়, তাঁদের জড়বাদ dialectical। এই ডায়ালেকটিকই তাঁদের জড়বাদকে এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ডায়ালেকটিক গুরুতর logical ত্রুটি দ্বারা বিধ্বস্ত এবং অসংগতিদোষে দুষ্ট। কাজেই Dialectical জড়বাদের ভিত্তিই যদি অগ্রহণীয় ও অসংগত হয়ে থাকে, তবে সেই ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ দর্শনও অসংগতি-জর্জর এবং অগ্রহণীয়। সমস্ত ডায়ালেকটিক জড়বাদ নামক মার্ক্সীয় দর্শন একটা illogical construction. আর দর্শনতত্ত্ব অযৌক্তিক হবার দরুণ মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বও যুক্তিদ্বারা বাধিত ও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই দর্শনই মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের ভিত্তি। আমাদের মতে মার্ক্সীয় দর্শনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আগাগোড়া inconsistency এবং contradiction-এর দ্বারা জর্জরিত। অবশ্য contradictionই যাদের দর্শনের মূলমন্ত্র তাদের পক্ষে এই-সব contradictoriness দোষের নাও হতে পারে। এমন-কি উপাদেয়ও হতে পারে বা। কিন্তু যারা Formal Logic-কে যুক্তিসহ ও প্রামাণ্য মনে করেন, তাঁদের কাছে contradictionটি ভীতিপ্রদ। মার্ক্স J. S. Mill-এর অর্থনীতির একটা contradiction নির্দেশ করে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন :

Although the Hegelian doctrine of opposites, which is the main source of all dialectic, is uncongenial to him, he (Mill) feels perfectly at home in the domain of flat contradiction.[২২১]

Mill সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ মার্ক্স করেছেন, সেই বিদ্রূপমিশ্র অভিযোগটি মার্ক্সের দর্শন ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও প্রয়োগ করলে দোষের হয় না। কারণ বিশ্বসংসারকে ডায়ালেকটিকের ত্রিতালে চালাতে গিয়ে মার্ক্স যে-সব বহুল 'forced construction' গড়তে বাধ্য হয়েছেন তারা যুক্তি ও বাস্তবের দিক থেকে পড়ে "in the domain of flat contradiction." তা ছাড়া contradiction যে এদের কাছে uncongenial নয়, তার প্রমাণ এঙ্গেলস-এর কথা থেকেই পাওয়া যায়। হেগেলের system বাঁধবার ব্যগ্রতা থেকেই তাঁর যত কৃত্রিম construction জন্ম নিয়েছে একথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে জগতের দার্শনিকরা সবাই এমনি

২২১. Marx, *Capital*, vol 1 Allen & Unwin, London 1928, p. 656, Note 1

forced construction-এর সাহায্য নিতে—অর্থাৎ বাস্তবকে নিয়ে জবরদস্তি করতে বাধ্য হয়; তার কারণ এরা সবাই contradiction-কে এড়াতে চান। কোনো দার্শনিক নয়, এঙ্গেলস-এর মতে মানুষ মাত্রেরই এই রোগ আছে যে সে contradiction-কে অপছন্দ করে।

"as regards all philosophies, their system is doomed to perish and for this reason because it emanates from an imperishable desire of the human soul, the desire to abolish all contradictions."[২২২]

এই রোগ থেকেই উৎপত্তি হয় যত দার্শনিক আড়ষ্টতা এবং অচল পঙ্গুতা। এর থেকে কি মনে করতে হয় যে এঙ্গেলস্ প্রমুখ মার্ক্সীয়রা contradiction-কে abolish করতে চান না এবং তাঁরা এই ডায়ালেকটিকের জটিল contradiction-এর অরণ্যে দিব্যি at home অনুভব করেন? যে ডায়ালেকটিক নানা অসংগতিতে আবিল সেই প্রাচীন তত্ত্বকে তারা আবার অন্ধকার থেকে টেনে বার করে নবযুগের প্রাঙ্গণে এনে সমারোহে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন।

যা হোক, ডায়ালেকটিকের অসংগতির ফলে সমস্ত মার্ক্সীয় দর্শন অসংগত হয়ে পড়েছে। ডায়ালেকটিক যে অসংগত ও অযৌক্তিক তা আমরা উপরের বিস্তৃত আলোচনায় দেখেছি। মৌলিক নীতিটি যদি illogical প্রমাণ হয় তবে তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যে ইমারত তাকে ভিত্তিহীন বলা যেতে পারে। এক ডায়ালেকটিকের ভুলের জন্যেই মার্ক্সীয় দর্শন এবং সমাজতত্ত্বে অসংখ্য ভুলের সমাবেশ ঘটেছে। ডায়ালেকটিক খণ্ডিত হওয়ায় মার্ক্সবাদও খণ্ডিত হচ্ছে। W. James-এর ভাষায় বলা চলে:

"It is not necessary to drink the ocean to know that it is salt, nor need a critic dissect a whole system after proving that its premises are rotten."

জেমস হেগেলীয় দর্শন সম্বন্ধে এই উক্তি করেছেন: আমরা মার্ক্সবাদ সম্বন্ধেও এই মন্তব্যের সমর্থন করতে পারি। তবে আমরা এই ডায়ালেকটিকের প্রয়োগের দরুন তার সমাজদর্শনে যে একদেশদর্শিতা এবং rigid গোঁড়ামির উৎপত্তি হয়েছে সে-বিষয়টিও আলোচনা ও প্রদর্শন করব।

২২২. Engels, L. Feurbach p. 49 :

নির্দেশিকা